GIFT

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর হাদীছ সাধনা ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

(এম.ফিল. ডিগ্রিলাভের উদ্দেশে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

মুহাম্মদ মাকছুদুল হক

রেজি.নং - ১১০

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৪ - ২০০৫ ইং

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
449994

449994

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. আব্দুল কাদির

সহযোগী অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল. গবেষক মুহাম্মদ মাকছুদুল হক – এর " নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) – এর হাদীছ সাধনা ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য" শিরোনামে এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। আমি গবেষণাকর্মটি আদ্যন্ত পড়েছি। এটি গবেষকের একটি মৌলিক রচনা। এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশে অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

449994

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

১৩.৪.১১

(ড. মো. আব্দুল কাদির)
সহযোগী অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা– ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর হাদীছ সাধনা ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবের্ষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়– এর আরবী বিভাগে এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করছি।

২৩.০৪.২০১১

মুহাম্মদ মাকছুদুল হক
এম.ফিল,গবেষক
রেজি.নং – ১১০ / ২০০৪–২০০৫
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449994

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শুরুতেই শতকোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহর সুমহান দরবারে, যিনি তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনিঃসৃত পবিত্র বাণীর একনিষ্ঠ খাদেম বিশ শতকের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর উপর " নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর হাদীছ সাধনা ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেছেন, আলহামদু লিল্লাহ!

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনায় যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষত আমার এ গবেষণাকর্মের সম্মানীয় তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ড. মো. আব্দুল কাদির স্যারকে জানাচ্ছি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ – যাঁর সুপরিকল্পিত দিক নির্দেশনা না পেলে এটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। সাথে সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ অধ্যাপক ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারকে – যিনি উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে আমাকে সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং স্যারের ভীষণ অসুস্থতা ও শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রয়োজনীয় ও সুচিন্তিত দিক নির্দেশনা দিয়ে তাড়াতাড়ি গবেষণাকর্মটি জমা দেয়ার ব্যাপারে সীমাহীন উৎসাহ যুগিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের উভয়কে সুদীর্ঘ নেক হায়াত ও উপযুক্ত জাযা দান করুন।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)– এর স্নেহধন্য ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারকে – যিনি উক্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য–উপাত্ত সরবরাহ করে এবং প্রয়োজনীয় দিক–নির্দেশনা দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন শাগরিদ আমার জীবনের মাইলফলক পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ঢাকাস্থ দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয় মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক এর প্রতি– যিনি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর জীবনী বিষয়ে পাণ্ডুলিপি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য–উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে এ কাজে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং সময়ে সময়ে উৎসাহ–উদ্দীপনা দিয়ে এ কাজে আমাকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত দারাজ করুন।

সাথে সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর প্রিয় ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার সাবেক ভি.সি.আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ড. মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.র.ম. আলী হায়দার মুর্শিদী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া–এর অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, দৈনিক ইনকিলার–এর নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান, ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী, মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মরহুম অধ্যাপক আখতার ফারুক, ঢাকার তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ মরহুম অধ্যাপক মাওলানা এ. কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ – এর প্রতি যাঁদের লিখিত তথ্য এবং বক্তব্য এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে।

আমি আরো কৃতজ্ঞ দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ শেখ– এর প্রতি যিনি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরামর্শ, বিষেশত পুরো থিসিসের কম্পোজ করে দিয়ে আমাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুবর মাওলানা মকবুল হোসেন , স্নেহাস্পদ আব্দুল্লাহ যোবায়ের, যুবাইর, নাজমুস সাকিব, সিরাজুস সালেহীনসহ আরো যারা বিভিন্ন তথ্য–উপাত্তের যোগানসহ আরো বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে, তাদের প্রতিও।

আল্লাহ আমাদের সকলের এ শ্রম সাধনাকে নেক আমল হিসেবে কবুল করুন এবং সকলকে জাযায়ে খাইর নসীব করুন। আমীন।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

অনু.	অনুবাদ / অনুদিত
(আ.)	আলাইহিস সালাম
ই.ফা.বা.	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ইং	ইংরেজি
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
ড.	ডক্টর
তা.বি	তারিখ বিহীন
দ্র.	দ্রষ্টব্য
পৃ	পৃষ্ঠা
খ	খণ্ড
(র.)	রহমাতুল্লাহি আলাইহি/ আলাইহা/ আলাইহিমা/ আলাইহিম/আলাইহিন্না
(রা.)	রাদিয়াল্লাহু আনহু/ আনহা/ আনহুমা/ আনহুম/ আনহুন্না
মাও.	মাওলানা
মো.	মোহাম্মদ
মু.	মুহাম্মদ
(সা.)	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
সম্পা.	সম্পাদনা / সম্পাদক
সংস্ক.	সংস্করণ
হি.	হিজরি
ইন্তি.	ইন্তিকাল
Adi.	Addition
art.	Article
Ed.	Edited by
P	Page
Trs.	Translation
Vol.	Voluam

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

أ – অ	ب – ব	ت – ত	ث – ছ
ج – জ	ح – হ	خ – খ	د – দ
ذ – জ	ر – র	ز – য	س – স
ش – শ	ص – স	ض – দ / দ্ব	ط – ত্ব
ظ – য	ع – ‘অ / য়	غ – গ	ف – ফ
ق – ক্ব	ك – ক	ل – ল	م – ম
ن – ন	و – ও	ه – হ	ء – ’
ي – য়	ـَـ – া	ـِـ – ি	ـُـ – ু
اَ – া	ـُـوْ – ূ	ـِـيْ – ী	آ – আ
اِيْ – ঈ	اُوْ – ঊ	وَ – ওয়া	يَ – ইয়া

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	I
ঘোষণা পত্র	II
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	III
সংকেত বিবরণী	IV
প্রতিবর্ণায়ন	V
সূচিপত্র	VI
ভূমিকা.	XIII

প্রথম অধ্যায়

পাক–ভারত উপমহাদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ..... ১ – ১১

❑ পাক–ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আগমন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ..... ১২ – ৫৬

❑ পাক-ভারত উপমহাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চা (১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত)

১ম যুগ ঃ ..... ১৪ – ১৬

❑ হিজরী ১ম শতাব্দীর (খ্রি. ৭ম শতাব্দী) শুরু থেকে সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত আক্রমণ (৩৯৩ হি.) পর্যন্ত।

২য় যুগ ঃ ..... ১৭ – ১৯

❑ হিজরী ৫ম শতাব্দীর শুরু থেকে ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত

৩য় যুগ ঃ ..... ২০ – ২৭

❑ হিজরী ৯ম শতাব্দীর শুরু থেকে ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত

৪র্থ যুগ ঃ ২৮– ৩০

❑ ইমাম রব্বানী ও শায়খ দেহলভী (র.)-এর যুগ।

৫ম যুগ ঃ ..... ৩১ – ৫৬

❑ ওয়ালী উল্লাহী যুগ।

১ম স্তর ঃ ৩২

❑ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র.)-এর যুগ (১১১৪ হি. থেকে ১১৭৬ হি. মোতা. ১৭০৩ খ্রি. থেকে ১৭৬২ খ্রি.)

২য় স্তর ঃ ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

☐ শাহ আব্দুল আযীয ইবনে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র.)-এর যুগ। (১১৫৯ হি. থেকে ১২৩৯ হি. মোতাবেক ১৭৪৬ খ্রি. থেকে ১৮২৪ খ্রি.)

৩য় স্তর ঃ ৩৭

☐ শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী (র.)-এর যুগ। (১১৭২ হি. থেকে ১২৬২ হি. মোতাবেক ১৭৫৮ খ্রি. থেকে ১৮৪৬ খ্রি.)

৪র্থ স্তর ঃ ৩৮

☐ শাহ আব্দুল গণি, আহমদ আলী সাহারানপুরী, আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.)-এর এর যুগ।

৫ম স্তর ঃ ৪২

☐ মাওলানা কাসেম নানূতাবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.)-এর যুগ।

৬ষ্ঠ স্তর ঃ ৪৫

☐ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, খলীল আহমদ সাহারানপুরী, আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর যুগ।

৭ম স্তর ঃ ৪৯

☐ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, শিব্বীর আহমদ উসমানী, হোসাইন আহমদ মাদানী (র.)-এর যুগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গ ও বাংলাদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ..... ৫৭ – ৯৫

☐ বাংলাদেশে ইসলামের আগমন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ..... ৯৬ – ১৩৪

☐ বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চা (১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ..... ১৩৫ – ১৪২

☐ বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় ছারছীনা দারুসসুন্নাতআলীয়া মাদরাসার অবদান

তৃতীয় অধ্যায়

চীন ও তুর্কিস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ..... ১৪৩ – ১৪৫

☐ চীনে ইসলামের আগমন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ..... ১৪৬ – ১৫৩

☐ সমকালীন চীনা-তুর্কিস্থান ও বুখারা – সমরকন্দ

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর জীবন প্রবাহ

১ম পরিচ্ছেদ ঃ ১৫৫
❑ জন্ম ও জন্মস্থান পরিচিতি

২য় পরিচ্ছেদ ঃ ১৫৯
❑ পরিবার ও বংশ পরিচয়

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ ১৬১
❑ বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ ১৬২
❑ উচ্চ শিক্ষার্থে কাশগড় গমন

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ ১৬৩
❑ স্বাধীনচেতা বালক নিয়ায

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ ১৬৩
❑ দাম্পত্য জীবন

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ ১৬৪
❑ সামরিক শিক্ষা

৮ম পরিচ্ছেদ ঃ ১৬৪
❑ দেশ ও ঈমান রক্ষায় সেনাবাহিতে যোগদান

৯ম পরিচ্ছেদ ঃ ১৬৫
❑ জিহাদের ময়দানে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১০ ম পরিচ্ছেদ ঃ ১৬৯
❑ দেখা হলো না স্ত্রী – সন্তানের মুখ

১১ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৭০
❑ রাখে আল্লাহ মারে কে

১২ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৭১
❑ স্বদেশ ভূমির পুনরুদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ

১৩ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৭২
❑ ভারতের পথে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৪শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৭২
❑ দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ন নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

১৫ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৭৩
❑ দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষালাভ

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

১৬ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৭৮
- ❑ যাদের নিকট থেকে সনদ লাভে ধন্য নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৭ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৭৯
- ❑ উস্তাদগণের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

১৮ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৭৯
- ❑ শিক্ষার জন্যে ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

১৯ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৮০
- ❑ ক্লাশে অনুপস্থিত থাকতেন না নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

২০ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৮১
- ❑ ইলমে হাদীছের খেদমতে ছারছীনা আগমন

২১ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৮৪
- ❑ পেয়ে গেলেন নূরানী সেই স্বপ্নপুরুষকে

২২ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৮৫
- ❑ নব দাম্পত্য জীবনের সূচনা

২৩ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৮৭
- ❑ চার তরীকার কামেল ওলী ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

২৪ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৮৮
- ❑ পবিত্র হজ্জব্রত পালন

২৫ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৮৯
- ❑ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ঈদের জামাতে ইমামতি

২৬ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৮৯
- ❑ বাগদাদ সফর ও কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা

২৭ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৯৩
- ❑ একটি কারামত

২৮ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৯৪
- ❑ শেষ জীবন ও অসুস্থতা

২৯ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৯৫
- ❑ ইন্তিকালের পূর্ব রাত্রির ঘটনা

৩০ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৯৬
- ❑ মৃত্যুকালীর কারামত প্রকাশ

৩১ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৯৬
- ❑ লাখো ভক্তের অশ্রুসিক্ত জানাযা পেলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র)

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

৩২ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৯৭

❑ আজিমপুর গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৩৩ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৯৭

❑ শাহাদাতের মৃত্যু পেলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৩৪ শ পরিচ্ছেদ ঃ ১৯৯

❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর ইন্তিকাল পবিত্র আখেরী চাহার শোম্বার বরকতে ধন্য

❑ এক নজরে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর জীবন পরিক্রমা..... ২০০

পঞ্চম অধ্যায়

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর হাদীছ সাধনা ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচার

ক : বিভাগ ঃ ..... ২০১ – ২২৫

➲ ইলমে হাদীছে নিয়ায মাখদূম খোতানীর কিতাবী সাধনা

১ম পরিচ্ছেদ ঃ ২০৪

❑ হাদীসের দরস দানে পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী(র.)

২য় পরিচ্ছেদ ঃ ২০৫

❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী র.-এর হাদীছ শিক্ষাদান পদ্ধতি

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ ২১০

❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) – এর হাদীছ পাঠের আদব

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ ২১১

❑ হাদীছ সাধনা ও দরসদানকে আমানত মনে করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ ২১২

❑ স্বপ্নযোগে হযরত হাফসা রা. এর সাক্ষাত লাভ ও একটি হাদীছের মর্মার্থ শিক্ষা

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ ২১৪

❑ হাদীছ শিক্ষা প্রসারে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর কৃতিত্ব

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ ২১৪

❑ তালিকা ও পরিসংখ্যান

৮ম পরিচ্ছেদ ঃ ২১৭

❑ ইমাম বোখারী র. পর্যন্ত নিয়ায মাখদূম খোতানী র.–এর ইলমে হাদীছের সনদ

৯ম পরিচ্ছেদ ঃ ২১৮

❑ ইলমে হাদীছের দরসদানে বিভিন্ন মাদারাসায় গমন

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

১০ ম পরিচ্ছেদ ঃ ২১৯
❑ মানুষ গড়ার কারিগর আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী

১১ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২২৩
❑ অমূল্য সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১২ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২২৪
❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী র.-এর স্বহস্ত স্বাক্ষরিত ইলমে হাদীছের সনদ

খ : বিভাগ ঃ ..... ২২৫ – ২৪১
➲ ইলমে হাদীছের প্রায়োগিক সাধনা

১ম পরিচ্ছেদ ঃ ২২৫
❑ আমলে পরিপক্ক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

২য় পরিচ্ছেদ ঃ ২২৬
❑ হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের সুসম্বয়ক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ ২২৬
❑ ছোটদের পরম বন্ধু ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ ২২৭
❑ দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ ২২৭
❑ উস্তাদ ভক্তিতে বেনজীর ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ ২২৯
❑ ইলমে হাদীসের নির্লোভ সাধক নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ ২৩০
❑ সাহাবা চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৮ম পরিচ্ছেদ ঃ ২৩১
❑ ছাত্ররা খায়নি, তাই খাননি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)ও

৯ম পরিচ্ছেদ ঃ ২৩২
❑ সুন্নাতী পোশাক পরতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১০ ম পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৩
❑ পাগড়ীও ব্যবহার করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১১ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৩
❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর টুপি ছিল সুন্নতী কায়দায়

১২ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৩
❑ আদর্শ খাদ্য গ্রহণ করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

১৩ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৪
- ❑ নিজ হাতে বাজার করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৪শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৪
- ❑ সংযত বাক ও সদালাপি ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৫ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৫
- ❑ লেনদেনে স্বচ্ছ ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৬ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৬
- ❑ নিজ হাতে মেহমানদারী করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৭ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৬
- ❑ পরিমার্জিত রুচিশীল ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৮ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৭
- ❑ কল্যাণকামী অভিভাবক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৯ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৭
- ❑ হাদীছের নূরে উদ্ভাসিত ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

২০ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৮
- ❑ রূহানী বলে বলীয়ান ছিল খোতানী হৃদয়

২১ শ পরিচ্ছেদ ঃ ২৩৯
- ❑ একটি উপদেশপূর্ণ চিঠি

❑ এক নজরে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর পাঠদান পদ্ধতি..... ২৪১

❑ উপসংহার ২৪২

❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী কে নিবেদিত ছন্দাশ্রু ২৪৪

❑ গ্রন্থপঞ্জি ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।[১] সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)[২] এ দ্বীনের দাওয়াত সকল মানুষের প্রতি উপস্থাপনের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন।[৩] এ দায়িত্ব তিনি নিজে যেমন পালন করে গেছেন, তেমনি সমগ্র মানব জাতির নিকট তা পৌঁছে দেয়ার জন্যে তাঁর উম্মতগণকেও আদেশ করে গেছেন।[৪] মহানবী (সা.)–এর এ আদেশের বাস্তবায়ন তাঁর সর্বোত্তম অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আউলিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী আজো অব্যাহত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেও।

কুরআন, হাদীছ , ইজমা ও কিয়াস – ইসলামের এ চার মূলভিত্তির মধ্যে হাদীছের অবস্থান পবিত্র কুরআনের পরপরই। রাসূল (সা.) – এর জীবদ্দশায় মহাত্মা সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমেই ইলমে হাদীছের এ নূরানী বার্তা ভারতবর্ষের পথ ধরে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, এ কথা আজ ইতিহাস দ্বারাই প্রমাণিত। বাংলাদেশে মহানবী (সা.)– এর মুখনিঃসৃত এ বাণীর প্রচার–প্রসারে ১৯১২ সালে ছারছীনা শরীফের বিশ্বখ্যাত পীর শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামেয়া–ই–ইসলামিয়ার অবদান অগ্রগণ্য। আর ছারছীনা মাদরাসার এ যশঃখ্যাতির পেছনে যাঁর অবদান শীর্ষে , তিনি হলেন শাইখুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ।[৫]

জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল খোতানের সীংগাঙ নামক স্থানে শায়খ বংশে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] সীংগাঙ এর পূর্ব নাম ছিল ইচলিকো শহর। রুশীয় তুর্কিস্তানের উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তানের সীমান্তে চীনের ভূখণ্ডে কাশগড়ের দক্ষিণ-পূর্বে খোতান অবস্থিত। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের উর্ধ্বে ও কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বে তারিম নদীর অববাহিকায় খোতান একটি সমৃদ্ধ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ চীনা ভাষা প্রভাবিত তুর্কী ভাষায় কথা বলে। তবে আরবী এখানে

---

১. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯

২. আল কুরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াত : ৪০

৩. আল কুরআন, সূরা সাবা, আয়াত : ২৮

৪. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, (বৈরুত : দারু ইবনে কাছীর, ১৯৮৭), ৩য় সংস্করণ, হা.নং ৩২৭৪, খ ৬, পৃ ২৫৯৩
www.shamela.ws

৫. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী আত তুর্কিস্তানী (রহ.), (ঢাকা: সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ ২০

৬. (ক) প্রাগুক্ত,পৃ ২৩
(খ) ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, "আল্লামা নিয়ায মাখদূম(র.) ঃ বাংলাদেশে হাদীছ শিক্ষাদানে তাঁর অবদান", ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯৮) , পৃ ১
(গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, মুজাহিদ মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.),(অপ্রকাশিত), পৃ ৬
(ঘ) ড. আহসান সাইয়েদ, বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, (ঢাকা:এডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০৬) , পৃ ১৯৪
(ঙ) আল আমীন, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব , ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬
চ) অধ্যাপক ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, আদর্শ মানুষ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), মাসিক নতুন বিকাশ, ৮ম বর্ষ , ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৪২
(ছ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ "বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর অবদান", মাসিক নতুন বিকাশ , ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ২৫
(জ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম ছিফতুল্লাহ , "হাদীছ বিজ্ঞানের নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম আলখোতানী (র.)", সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ২০০১, পৃ ১

Dhaka University Institutional Repository

বহুল প্রচলিত ভাষা। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আরবী ভাষা শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক ছিল।[৭] আল্লামা খোতানী (র.)–এর পরিবারের সদস্যরাও আরবী ভাষায় কথা বলতেন। জন্মস্থান "খোতান"–এর নামানুসারে "খোতানী হুজুর " নামেই তিনি বাংলাদেশে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক এবং দাদা শায়খ মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ ছিলেন স্থানীয় বিখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মাতা আয়েশা খানমও ছিলেন অত্যন্ত পূণ্যবতী মহিলা।[৮]

নিজ গ্রামেই তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হতে থাকে। কিন্তু জীবনের মাত্র পাঁচ বছর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁর পিতাকে এবং পরের বছরই মাতাকে হারান। ফলে এতিম বালক নিয়ায মাখদূম তাঁর চাচা শায়খ মুহাম্মদ কাসেম এবং মামা শায়খ আহমাদ খতীব (যিনি স্থানীয়ভাবে হাতেম তাই নামে পরিচিত ছিলেন)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন ও লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। স্থানীয় খালাক মাদরাসায় তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে "হিদায়া"–এর ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন [৯] এবং পরে কাশগরে আরো ৭ বছর অধ্যয়ন করে জ্যোতির্বিদ্যাসহ বিজ্ঞানের আরো কয়েকটি শাখায়ও বুৎপত্তি অর্জন করেন।[১০]

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) যখন ছাত্র, তখন চীনের সকল যুবক ছাত্রকে বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং নেয়ার প্রচলন ছিল, যেন মাতৃভূমির সেবায় প্রয়োজনে তাঁরা অবদান রাখতে পারে। সে হিসেবে তিনিও ছিলেন সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক। কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর যখন তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করার মনস্থ করলেন, তখন দেশে দেখা দিল মহাদুর্যোগ। কমিউনিস্ট বিপ্লবের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে রাশিয়া ও চীন থেকে ইসলাম তখন বিদায় নিতে চলছিল। কমিউনিস্ট হায়েনারা যখন লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করছে, মসজিদ–মাদরাসা গুড়িয়ে দিচ্ছে তখন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার

---

৭. (ক) ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মুজাহিদ মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), দৈনিক ইনকিলাব, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৬
(খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩
(গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬
(ঘ) ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত,পৃ ১
(ঙ) ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
(চ) ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, মাসিক নতুন বিকাশ , প্রাগুক্ত, পৃ ৪২

৮. (ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪
(খ) ড. এ. এইচ, এম. ইয়াহইয়ার রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ ১
(গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭
(ঘ) ড.আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪

৯. ক) ড.আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৯
ঘ) ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২
ঙ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১
চ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস,(ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ২৬৮

১০. ক) ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান , প্রাগুক্ত
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
গ) ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ ২
ঘ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০
ঙ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১
চ) ড.আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪
ছ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হলো ।[১১] কথা ছিল, যুদ্ধ শেষে কেউ ইচ্ছা করলে সেনাবাহিনীতেও থাকতে পারবে অথবা কর্মজীবনেও প্রবেশ করতে পারবে। মেধা ও দক্ষতায় অল্প দিনের মধ্যেই নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রাথমিক যুদ্ধ শেষে তিনি কর্মজীবনে ফিরে যেতে চাইলেও পরিস্থিতির বিবেচনায় তাঁকে যেতে দেয়া হলোনা। বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর সকল সাধনা মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় দক্ষতা ও নৈপুণ্যবলে তিনি সেনাপতির আসন লাভ করলেন।[১২]

বিশ শতকের প্রথম দিকে চীনের তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে ইউরোপের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল তুর্কিস্তান কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা আর উপজাতীয় সর্দার শাসনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে তীব্র গতিতে, শত্রুরা একের পর এক এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চলছে, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলোর শাসক–আমীররা তখন আত্মকলহে লিপ্ত। সুযোগ বুঝে শত্রুরা এক পক্ষ অবলম্বন করে অন্য পক্ষকে ঘায়েল করে যাচ্ছে। আমীররা নাস্তিক্যবাদী ধোকাবাজদের ছলনায় পড়ে একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছে।[১৩] বন্ধুবেশে কমিউনিস্টরা মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তখনকার রাশিয়ার জার শাসনের অবসান ঘটাতে পারলে তারা মুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে এবং তাঁদের ধর্মের ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ তারা করবেনা। কিন্তু তারা তাদের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে উপরন্তুমুসলমানদের ওপর সীমাহীন দলন–পীড়ন চালাতে থাকে। ফলে মুসলমানদেরকে তখন স্পেনের ভাগ্য বরণ করতে হয়। পাঁচ কোটি মুসলমানের লাশের ওপর কায়েম হয় সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া।[১৪]

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) যে রাজ্যের সেনাপতি, কমিউনিস্টরা একদিন সে রাজ্যে হানা দেয়। উভয় পক্ষের মাঝে লড়াই চলে মাসের পর মাস। কয়েকটি লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) যখন প্রধান দুর্গে অবস্থান করছিলেন, ঠিক তখনি বাড়ি থেকে খবর এল তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। নবজাতকের মুখ দেখার জন্য ছুটি নিলেন বাড়ি যাওয়ার। কিন্তু ছুটি বাতিল হলো। কারণ, সংবাদ এলো কমিউনিস্ট বাহিনী পঙ্গপালের মতো এদিকে ধেয়ে আসছে। তাই তিনি তাদের মোকাবিলার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন। তুমুল লড়াই চলছে। শত্রুরা অবরুদ্ধ করে রাখল তাঁদের দুর্গ। ফলে বাইরের সকল সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে রসদও প্রায় শেষ। ইতোমধ্যে শত্রুরা দুর্গের বহির্দেয়াল ধ্বসিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। শিলা বৃষ্টির মতো বুলেটের বৃষ্টি বয়ে যাচ্ছে। একে একে ধ্বসে পড়ছে দুর্গের সব দেয়াল। বুলেটবিদ্ধ হয়ে পর পর শাহাদাত বরণ করছেন সাথী মুজাহিদগণ। শত্রুরা এগিয়ে আসছে আরো কাছে। আর সময় নেই । উপায়ান্তর না দেখে প্রধান সেনাপতি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যেই তিন তলার ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নীচে ।

---

১১. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১২

১২. ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭
খ) এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান ড. প্রাগুক্ত, পৃ ২
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক , প্রাগুক্ত, পৃ ১২
ঘ) আলআমীন, দেশ–জাতি–রাষ্ট্র , দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬

১৩. ক) ড.এ.এইচ. এম.ইয়াহইয়ার রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ ২-৩
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

১৪. অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুরা দেখে ফেলল। তাই এদিকে তাক করে গুলি করছে বৃষ্টির মতো।[১৫] আল্লাহর অশেষ রহমতে এ দিকটা একটু ফাকা দেখে সামনের দিকে দৌড়ে চললেন তিনি। আলৌকিকভাবে একটি ত্যাজী ঘোড়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে লাফিয়ে সওয়ার হলেন তার পিঠে। পিছু ফিরে তাকালেননা আর।[১৬] দ্রুত গতিতে চলতে লাগলেন সম্মুখ পানে। একটানা দু'দিন দু রাত চলার পর এক নদীর তীরে পৌঁছে সীমাহীন পরিশ্রমের ভারে ঘোড়াটি মারা যায়। নূরানী এক স্বাপ্নিক ইশারায় তিনি সাঁতরে নদী পার হয়ে চলে এলেন অপর পার। এপারে এসে তিনি কিছুটা নিরাপদ বোধ করলেন। নদীর অপর তীরের সে অঞ্চলটিও ছিল চীনের অন্তর্ভূক্ত।

অবশ্য ঐ অঞ্চলটি তখনো কমিউনিস্ট শাসনাধীনে আসেনি। নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হলেন। জীবনে সার্জারী বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার খুব শখ থাকলেও সমকালীন পরিস্থিতির কারণে তিনি আবার সেখানকার সাধারণ সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। প্রয়োজনে জার্মান বা ইংল্যান্ড গিয়ে উন্নততর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার খুব আশা ছিল তাঁর। কিন্তু সে অঞ্চলটি যদিও কমিউনিষ্ট শাসনাধীনে ছিল না, তথাপি সে অঞ্চলের শাসকরাও কমিউনিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইসলাম বিরোধী অনেক কুপ্রথার সাথে তারা জড়িত ছিল। এমনকি জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সময় সেখানে রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতিতে কখনো বা স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকে মাথানত করে কুর্নিশ করা হতো।[১৭]

ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুসারী নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এসবের অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে মেরে ফেলার হুমকি দিলেও তিনি এ ইসলাম বিরোধী কাজে সম্মত না হয়ে উক্ত সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নিয়ে দুর্গম হিমালয়ের পথ অতিক্রম করে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় এসে উপস্থিত হন।[১৮] এখানে ভর্তি হয়ে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[১৯] দারুল উলূম দেওবন্দেই তাঁর শিক্ষকতার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কলকাতা আলিয়া মাদরাসার পর তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রখ্যাত পীর আল্লামা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) কর্তৃক বাংলাদেশের ছারছীনায় প্রথম কামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ সালে তিনি ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় প্রথম প্রধান মুহাদ্দিছ হিসেবে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বছর এখানেই ইলমে হাদীছের খেদমতে নিয়োজিত থেকে [২০] ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর বুধবার তিনি ইন্তিকাল করেন। আজিমপুর নতুন

---

১৫. ক) আল আমীন, প্রাগুক্ত
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭

১৬. ক) আল আমীন, প্রাগুক্ত
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর , প্রাগুক্ত, পৃ ১৮
ঘ) মুহিউদ্দীন খান. অন্তরঙ্গ আলোকে একজন মনীষী: আল্লামা খোতানী ,অগ্রপথিক,(ঢাকা:ই.ফা.বা.),তৃতীয় বর্ষ, সংখ্যা ২৩ , জুন ১৯৮৮ পৃ ২৬

১৭. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ২০

১৮. অধ্যক্ষ আ.খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ২১

১৯. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩-৩৪

২০. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।[২১] "তিনি ছিলেন উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীর হাদীছ শাস্ত্রের পথিকৃত।"[২২] নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর নিজের ভাষায় ; "আমি ইলমে হাদীসের তুলনায় যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর বেশি পড়াশুনা করেছি। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা, আমার সারাটা জীবন ইলমে হাদীছের খিদমতেই ব্যয় হয়েছে। "[২৩]

"তিনি এমনভাবে হাদীছের দরস দিতেন যে, বুখারী শরীফের ২/৩ পারা তাঁর কাছে পড়তে পারলে গোটা বুখারী শরীফ বুঝবার যোগ্যতা ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যেত।[২৪] তিনি উপমহাদেশের বিশেষত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ছিলেন- তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর নিকট থেকে সরাসরি ইলমে হাদীছের দরস নিয়ে সনদ গ্রহণকারী শিক্ষাথীর সংখ্যা ২,৮৫৮ জন।[২৫] আর তাঁর পরোক্ষ ছাত্রদের সংখ্যা নিরূপন করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার, যারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইলমে হাদীছের খিদমত করে যাচ্ছেন আজো।

তাঁর স্বহস্তলিখিত আটটি পাণ্ডুলিপির কথা জানা যায়। আরবী ভাষা, সিহাহ সিত্তাহ এবং দর্শনের ওপর বিষয়ভিত্তিকভাবে লিখিত এ পাণ্ডুলিপিগুলো নতুন নতুন তথ্যে ভরপুর।[২৬] কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর সন্ধান আর কেউ দিতে পারেননি।[২৭]

যেহেতু নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা চীনের খোতান ও কাশগরে, উচ্চ শিক্ষা ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে এবং বাকী কর্মজীবন কেটেছে ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা তথা বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ সাধনায়, সেহেতু উক্ত গবেষণাকর্মে চীন-ভারত ও বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও ইলমে হাদীছ চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।

সম্পূর্ণ গবেষণা কর্মটিকে আমি প্রধানত একটি ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায় এবং একটি উপসংহারের মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়টি দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

১ম পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদে পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে আলোকপাত করেছি।

---

[২১]. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫
খ) ড. এ. এইচ, এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৭
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০২
ঘ) অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, 'আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক নিয়ায মাখদূম আল খোতানী র.' কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, (ঢাকা: আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ২০০১), পৃ ১৫৯

[২২]. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮

[২৩]. অধ্যাপক ড.এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, সেমিনার প্রবন্ধ, পৃ ৪

[২৪]. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

[২৫]. ক) ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা অফিসে রক্ষিত রেকর্ড, খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯
গ) ড. আহসান সাইয়্যেদ , বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, (ঢাকা : এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০৬), পৃ ১৯৫
ঘ) অধ্যাপক মাওলানা এ. কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

[২৬]. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪

[২৭]. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদে ইলমে হাদীছ চর্চার সোনালী যুগ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত পাক–ভারত উপমহাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চার চিত্রটি সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২য় পরিচ্ছেদকে আমি ৫টি যুগে ভাগ করেছি।

১ম যুগ ঃ হিজরী ১ম শতাব্দীর (খ্রি. ৭ম শতাব্দী) শুরু থেকে সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত আক্রমণ (৩৯৩ হি.) পর্যন্ত।

২য় যুগ ঃ হিজরী ৫ম শতাব্দীর শুরু থেকে ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত।

৩য় যুগ ঃ হিজরী ৯ম শতাব্দীর শুরু থেকে ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত।

৪র্থ যুগ ঃ ইমাম রব্বানী ও শায়খ দেহলভী (র.)–এর যুগ।

৫ম যুগ ঃ ওয়ালী উল্লাহী যুগ। এ যুগকে আবার ৭টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা

১ম স্তর ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র.) এর যুগ। (১১১৪ হি. থেকে ১১৭৬ হি. মোতাবেক ১৭০৩ খ্রি. থেকে ১৭৬২ খ্রি.)

২য় স্তর ঃ শাহ আব্দুল আযীয ইবনে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র.)-এর যুগ। (১১৫৯ হি. থেকে ১২৩৯ হি. মোতাবেক ১৭৪৬ খ্রি. থেকে ১৮২৪ খ্রি.)

৩য় স্তর ঃ শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী (র.)–এর যুগ। (১১৭২ হি. থেকে ১২৬২ হি. মোতাবেক ১৭৫৮ খ্রি. থেকে ১৮৪৬ খ্রি.)

৪র্থ স্তর ঃ শাহ আব্দুল গণি, আহমদ আলী সাহারানপুরী, আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.) প্রমুখ এর যুগ।

৫ম স্তর ঃ মাওলানা কাসেম নানূতাবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) প্রমুখ এর যুগ।

৬ষ্ঠ স্তর ঃ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, খলীল আহমদ সাহারানপুরী, আশরাফ আলী থানভী (র.) প্রমুখ এর যুগ।

৭ম স্তর ঃ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, শিব্বীর আহমদ উসমানী, হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) প্রমুখ এর যুগ।

২য় অধ্যায়

এ অধ্যায়টি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

১ম পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

২য় পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদে ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চার বিবরণ তুলে ধরেছি।

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলীয়া মাদরাসার অবদান সম্পর্কে সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছি।

৩য় অধ্যায়

এ অধ্যায়টি দটো পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

১ম পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদে চীনে ইসলামের আগমন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ ঃ এ পরিচ্ছেদে সমকালীন চীনা তুর্কিস্তান ও বুখারা সমরকন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

৪র্থ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে মূল শিরোনাম হচ্ছে – নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর জীবন প্রবাহ ;

এ অধ্যায়ে ৩৪ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যথা ;

১ম পরিচ্ছেদ ঃ জন্ম ও জন্মস্থান পরিচিতি

২য় পরিচ্ছেদ ঃ পরিবার ও বংশ পরিচয়

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ উচ্চ শিক্ষার্থে কাশগর গমন

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ স্বাধীনচেতা বালক নিয়ায

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ দাম্পত্য জীবন

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ সামরিক শিক্ষা

৮ম পরিচ্ছেদ ঃ দেশ ও ঈমান রক্ষায় সেনাবাহিনীতে যোগদান

৯ম পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১০ম পরিচ্ছেদ ঃ দেখা হলো না স্ত্রী – সন্তানের মুখ

১১শ পরিচ্ছেদ ঃ রাখে আল্লাহ মারে কে

১২শ পরিচ্ছেদ ঃ স্বদেশ ভূমি পুনরুদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ

১৩শ পরিচ্ছেদ ঃ ভারতের পথে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৪শ পরিচ্ছেদ ঃ দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৫শ পরিচ্ছেদ ঃ দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষালাভ

১৬শপরিচ্ছেদ ঃ যাদের নিকট থেকে সনদ লাভে ধন্য নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৭শপরিচ্ছেদ ঃ উস্তাদগণের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

১৮শ পরিচ্ছেদ ঃ শিক্ষার জন্যে ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

১৯শ পরিচ্ছেদ ঃ কখনো ক্লাশে অনুপস্থিত ছিলেন না নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

২০শ পরিচ্ছেদ ঃ ইলমে হাদীছের খেদমতে ছারছীনা আগমন

২১শ পরিচ্ছেদ ঃ পেয়ে গেলেন নূরানী সেই স্বপ্নপুরুষকে

২২শ পরিচ্ছেদ ঃ নব দাম্পত্য জীবনের সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

২৩শ পরিচ্ছেদ ঃ চার তরীকার কামেল ওলী ছিলেন নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

২৪শ পরিচ্ছেদ ঃ পবিত্র হজ্জব্রত পালন

২৫শ পরিচ্ছেদ ঃ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ঈদের জামাতে ইমামতি

২৬শ পরিচ্ছেদ ঃ বাগদাদ সফর ও কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা

২৭শ পরিচ্ছেদ ঃ একটি কারামত

২৮শ পরিচ্ছেদ ঃ শেষ জীবন ঃ অসুস্থতা ও ইন্তিকাল

২৯শ পরিচ্ছেদ ঃ ইন্তিকালের পূর্ব রাত্রির ঘটনা

৩০শ পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যুকালীন কারামত প্রকাশ

৩১শ পরিচ্ছেদ ঃ লাখো ভক্তের অশ্রুসিক্ত জানাযা পেলেন নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

৩২শ পরিচ্ছেদ ঃ আজিমপুর গোরেস্থানে চিরনিদ্রার শায়িত হলেন নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

৩৩শ পরিচ্ছেদ ঃ শাহাদতের মৃত্যু পেলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৩৪শ পরিচ্ছেদ ঃ নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.) এর ইন্তিকাল পবিত্র আখেরী চাহার শোম্বার বরকতে ধন্য

এক নজরে নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)–এর জীবন পরিক্রমা

পঞ্চম অধ্যায়

এ অধ্যায়কে দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. বিভাগ : ইলমে হাদীছে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর কিতাবী সাধনা

ক. বিভাগে রয়েছে ১২ টি পরিচ্ছেদ । যথা ;

১ম পরিচ্ছেদ : হাদীছের দরস দানে পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

২য় পরিচ্ছেদ : নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর হাদীস শিক্ষাদানের পদ্ধতি

৩য় পরিচ্ছেদ : নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)– এর হাদীছ পাঠের আদব

৪র্থ পরিচ্ছেদ : হাদীস সাধনা ও দরসদানকে আমানত মনে করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৫ম পরিচ্ছেদ : স্বপ্নযোগে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)– এর সাক্ষাত লাভ ও একটি হাদীসের মর্মার্থ শিক্ষা

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : হাদীছ শিক্ষা প্রচারে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)– এর কৃতিত্ব

৭ম পরিচ্ছেদ : তালিকা ও পরিসংখ্যান

৮ম পরিচ্ছেদ : ইমাম বোখারী (র.) পর্যন্ত নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) – এর ইলমে হাদীছের সনদ

Dhaka University Institutional Repository

৯ম পরিচ্ছেদ : ইলমে হাদীছের দরসদানে বিভিন্ন মাদারাসায় গমন

১০ম পরিচ্ছেদ : মানুষ গড়ার কারিগর আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১১শ পরিচ্ছেদ : অমূল্য সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১২শ পরিচ্ছেদ : নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর স্বহস্ত স্বাক্ষরিত ইলমে হাদীছের সনদ

খ. বিভাগ : ইলমে হাদীছের প্রায়োগিক সাধক নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

এ বিভাগে রয়েছে ২১ টি পরিচ্ছেদ । যথা :

১ম পরিচ্ছেদ : আমলে পরিপক্ক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

২য় পরিচ্ছেদ : হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের সুসমন্বয়ক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৩য় পরিচ্ছেদ : ছোটদের পরম বন্ধু ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৪র্থ পরিচ্ছেদ ; দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৫ম পরিচ্ছেদ : উস্তাদ ভক্তিতে বেনজীর ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : এলমে হাদীছের নির্লোভ সাধক নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৭ম পরিচ্ছেদ : সাহাবা চরিত্রের উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৮ম পরিচ্ছেদ : ছাত্ররা খায়নি, তাই খাননি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৯ম পরিচ্ছেদ : সুন্নাতী পোশাক পরতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১০ম পরিচ্ছেদ: পাগড়ীও ব্যবহার করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১১শ পরিচ্ছেদ : সুন্নতী টুপি পরতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১২শ পরিচ্ছেদ :আদর্শ খাদ্য গ্রহণ করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৩শ পরিচ্ছেদ : নিজ হাতে বাজার করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৪শ পরিচ্ছেদ : সংযত বাক ও সদালাপি ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৫শ পরিচ্ছেদ : লেনদেনে স্বচ্ছ ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৬শ পরিচ্ছেদ : নিজ হাতে মেহমানদারী করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৭শ পরিচ্ছেদ : পরিমার্জিত রুচিশীল ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৮শ পরিচ্ছেদ : কল্যাণকামী অভিভাবক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৯শ পরিচ্ছেদ : হাদীছের নূরে উদ্ভাসিত ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

২০শ পরিচ্ছেদ : রূহানী বলে বলীয়ান ছিল খোতানী হৃদয়।

২১শ পরিচ্ছেদ : একটি উপদেশপূর্ণ চিঠি

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর ইলমে হাদীসে কিতাবী সাধনার স্বরূপ

৪৩ উপসংহার :

৪৩ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে নিবেদিত ছন্দাশ্রু :

৪৩ গ্রন্থপঞ্জি [২৮]

আল্লামা যফর আহমদ উছমানী ও আল্লামা মুফতী সাইয়্যিদ আমীমুল ইহসান (র.) ছাড়া নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর ন্যায় বিজ্ঞ মুহাদ্দিছ সমকালীন যুগে আর কেউ ছিলেন না। প্রথমোক্ত দু'জনের ইন্তিকালের পরও প্রায় এক যুগ তিনি বেঁচে ছিলেন এবং ইলমে হাদীছের দরসে নিয়োজিত ছিলেন। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, জীবনের সমাপ্তি অধ্যায়ে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–ই ছিলেন এ দেশের সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ হাদীছ বিশেষজ্ঞ। [২৯]

মুহাজিদ, মুহাজির, মুহাদ্দিছ ও মুবাল্লিগ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর জীবন সবক হাসিলের এক মহাগ্রন্থ।[৩০] কিন্তু দুর্ভাগ্য , সাহাবা চরিত্রের অধিকারী এ মহামনীষী ইলমে হাদীছের খিদমতে এ দেশে অর্ধ শতাব্দীকাল অতিবাহিত করলেও তাঁর জীবনেতিহাসের অধিকাংশই রয়ে গেছে অজানা। তিনি এ দেশবাসীকে তাঁর হাতে গড়া ২,৮৫৮ জন বিজ্ঞ মুহাদ্দিছসহ বহু সংখ্যক শিক্ষাবিদ ও যোগ্য নাগরিক উপহার দিয়ে গেলেও তাঁদের অধিকাংশই তাঁকে দিতে পারেননি তেমন কিছু। এমনকি তাঁর ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এবং প্রিয় শাগরিদ ঢাকার দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক (মা.জি.আ) ছাড়া এ মহামনীষীর স্মরণে অন্য কারো প্রচেষ্টা তেমন চোখে পড়ার মতো নয়। মূলত এ মহামনীষীকে জন মানসে আরো কিছুকাল স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বিশেষত তাঁর দোয়া পাওয়ার আশায়ই এ গবেষণাকর্মের প্রয়াস। আল্লাহ আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে নেক আমল হিসেবে কবুল করে তাঁর প্রিয় হাবীবের পবিত্র বাণীর মহান এ খাদিমের জীবনাদর্শ থেকে আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

[২৮] . গবেষক

[২৯] . মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২

[৩০] . আল–আমীন, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পাক–ভারত উপমহাদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ পাক–ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আগমন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ পাক-ভারত উপমহাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চা (১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত)

১ম যুগ ঃ

- ❑ হিজরী ১ম শতাব্দীর (খ্রি. ৭ম শতাব্দী) শুরু থেকে সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত আক্রমণ (৩৯৩ হি.) পর্যন্ত।

২য় যুগ ঃ

- ❑ হিজরী ৫ম শতাব্দীর শুরু থেকে ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত

৩য় যুগ ঃ

- ❑ হিজরী ৯ম শতাব্দীর শুরু থেকে ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত

৪র্থ যুগ ঃ

- ❑ ইমাম রব্বানী ও শায়খ দেহলভী (র.) এর যুগ।

৫ম যুগ ঃ

- ❑ ওয়ালী উল্লাহী যুগ।

১ম স্তর ঃ

- ❑ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র.) এর যুগ (১১১৪ হি. থেকে ১১৭৬ হি. মোতা. ১৭০৩ খ্রি. থেকে ১৭৬২ খ্রি.)

২য় স্তর ঃ

- ❑ শাহ আব্দুল আযীয ইবনে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র.) এর যুগ। (১১৫৯ হি. থেকে ১২৩৯ হি. মোতাবেক ১৭৪৬ খ্রি. থেকে ১৮২৪ খ্রি.)

৩য় স্তর ঃ

- ❑ শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী (র.) এর যুগ। (১১৭২ হি. থেকে ১২৬২ হি. মোতাবেক ১৭৫৮ খ্রি. থেকে ১৮৪৬ খ্রি.)

৪র্থ স্তর ঃ

- ❑ শাহ আব্দুল গণি, আহমদ আলী সাহারানপুরী, আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.) এর এর যুগ।

৫ম স্তর ঃ

- ❑ মাওলানা কাসেম নানূতাবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) এর যুগ।

৬ষ্ঠ স্তর ঃ

- ❑ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, খলীল আহমদ সাহারানপুরী, আশরাফ আলী থানভী (র.) এর যুগ।

৭ম স্তর ঃ

- ❑ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, শিব্বীর আহমদ উসমানী, হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) এর যুগ।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) -এর হাদীছ সাধনা ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

প্রথম অধ্যায়

পাক–ভারত উপমহাদেশ

১ম পরিচ্ছেদ

পাক – ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আগমন

ভারতবর্ষের সাথে আরবদের সম্পর্ক সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আরবরা ছিল ব্যবসায়প্রিয় জাতি। পবিত্র কুরআনেও তাদের এ বাণিজ্যপ্রীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১] ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন বলেন : হযরত ইউসুফ (আ.) এর আমল থেকেই ভারতের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[২] আরবে ইসলামের আগমনের পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের অব্যাহত যুদ্ধ-সংগ্রামের কারণে আরবদের স্থলভাগের বাণিজ্য পথে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটলে জাত ব্যবসায়ী আরবরা প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে সমুদ্র বাণিজ্যে আগ্রহী হয় ও নৌ-পথ অনুসন্ধান করে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই আরবরা নৌ-বাণিজ্যে ইয়েমেন, হাযরামাউত, দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট , চেরর, বার্মা, কম্বোডিয়া অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্যে যাতায়াত করতো।[৩] তখন থেকেই আরবরা নাবিক হিসেবে সমুদ্র অভিযানে পারদর্শী ছিল। আরব দেশ থেকে বছরে অন্তত দু'বার আরব নৌবহর মৌসুমী বায়ু ধরে বাণিজ্যিক পণ্য আদান-প্রদানের জন্যে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে যাতায়াত করতো।[৪]

শুধু তা–ই নয় ভারতের বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী (র.) তাঁর বিরল গবেষণা গ্রন্থ تعلقات عرب و هند كي এ লিখেন যে, মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত দীর্ঘ নৌ-পথে আরবগণ যাতায়াত করতেন।[৫]

---

১. আল কুরআন, সূরা আল কুরাইশ, আয়াত: ১ - ২

২. নাসির হেলাল, যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার , (যশোর : সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ ৩৭

৩. মুহিউদ্দীন খান, " বাংলাদেশে ইসলাম : কয়েকটি তথ্যসূত্র, " ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা: ই.ফা.বা. এপ্রিল–জুন , ১৯৮৮), পৃ ৩৪৬

৪. মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস, "দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম", প্রবন্ধাবলী, খ ৪, (ঢাকা: উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাবি, জুন, ১৯৯৯), পৃ ২১৭

৫. ক) শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- এর মুকাদ্দামা, (দিল্লী : আসাহহুল মাতাবি'), ২০০০ ইং
খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

মালাবার উপকূল বয়ে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন।[৬] এবং তৎকালীন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতির দাঁত ও দন্ত নির্মিত বিভিন্ন আসবাবপত্র, মসলা, মূর্তি, কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করে জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন।[৭] এ সম্পর্কে খালিক আহমেদ নিযামী বলেন:

India's relation with the Arab world go back to hoary past long before the rise of Islam, there was brisk commercial contact between India and Arabia and the Arab traders carried Indian goods to the European markets by way of Egypt and Syria. Elphinstone has rightly observed that from the days of Joseph to the days of Marco Polo and Vasco de Gama the Arabs were the captains of Indian commerce. There were large number of Arab colonies on the western coast of India and many Indian settlements in the Arab countries. Ubulla, for instance, was known as Ard-ul-Hind on account of the large number of Indians who inhibited that region. When Islam spread and the Arabs got converted to Islam , these colonies continued to flourish as before. The Indian rajas appointed Muslim judges , known as hunurman , to decide their cases and provided all facilities to them to organize their community life. Commercial contact led to cultural relations and while large number of Arab navigational and other terms were adopted by the Indians . Indian customs, institutions and practices found their way to Arabia, Philologists have traced three Sanskrit words misk (Musk) , Zanjabil (Ginger) and kafur (Camphor) in the Quran. [৮]

৭ম শতাব্দীতে (৬১০ খ্রিস্টাব্দে) মহানবী (সা.) এর প্রদর্শিত ইসলাম সমগ্র আরব দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং আরব বণিকগণের মাধ্যমেই এ সাড়া জাগানো সংবাদ অতি দ্রুত লোকের মুখে মুখে আরব জগতের বাইরেও প্রচারিত হয়। আর সে সূত্রে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশায়ই ভারতে ইসলাম আগমন করে বলে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সূত্রে জানা যায়।

নবুয়্যাতের পঞ্চম বর্ষে (৬১৫ খ্রিঃ) মহানবী (সা.) লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র হাবশায় বা আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) কিছু সংখ্যক সাহাবীকে হযরত উছমান ইবনে আফফান (রা.) এর নেতৃত্বে হিজরতের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন। [৯] পরে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসীর দেয়া সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে সাহাবীগণের একটি অংশ নিজ দেশে ফিরে না গিয়ে সমুদ্র অভিযান করে প্রাচ্যে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। [১০]

গ) মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭), ১০ম সংস্করণ, পৃ ৪৫৭

৬. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪১

৭. এম. নাজির আহমদ, " বাংলাদেশে ইসলামের আগমন", মাসিক পৃথিবী, (ঢাকা: জানুয়ারী, ১৯৯৭), পৃ ৩০

৮. কে. এ. নিযামী : ড. মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত Arab accounts of India গ্রন্থের ভূমিকা। দ্র. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭ - ৩৮

৯. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৭

১০. মো.আতাউর রহমান বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে চীন দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে যে সব তথ্যসূত্র চীনা ভাষায় রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় ৬২৬ সনের কাছাকাছি কোন একটা সময়ের মধ্যে চীন উপকূলে ইসলাম প্রচারকগণ অবতরণ করেন। আর এ প্রচারক দলের নেতা ছিলেন রাসূল (সা.) এর মাতুল আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব ইবনে আবদে মান্নাফ (রা.)। তাঁর সাথে আরো তিনজন সাহাবী ছিলেন। তাঁরা চীনের ক্যান্টন বন্দরে এসে অবস্থান করেন। তাঁদের দ্বারা নির্মিত কোয়াংটা মসজিদটি এখনো চীনের সমুদ্র তীরে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর কবর গত প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে চীনা মুসলমানদের পবিত্র ও প্রিয় যিয়ারতগাহরূপে পরিচিত হয়ে আসছে। [১১] চীনা মুসলমানদের বই পুস্তকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হযরত আবু ওয়াক্কাসের (রা.) নেতৃত্বাধীন উক্ত সাহাবীর দলটিই ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে মোতাবিক হিজরি চতুর্থ সনে চীনে পৌঁছেছিলেন। তাতে বোঝা যায় যে, এঁরা হাবশা থেকে (নবুয়্যাতের ৫ম বর্ষ/৬১৫ খ্রিঃ) বের হওয়ার পর অন্যূন এগার বছর (৬১৫-৬২৬খ্রিঃ) পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। আর এ নয় বছর সময়সীমার মধ্যেই ইসলামের বাণী ভারত এবং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছেছে। [১২]

অতএব, দেখা যাচ্ছে চীনের ন্যায় ভারতবর্ষেও ইসলামের বাণী এসে পৌঁছেছে রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায়ই। মুসলিম বণিকগণের সাহায্যে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখনকার হিন্দুরাজা চেরুমল, পেরুমল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাসে মক্কায় গমন করেন। শায়খ যয়নুদ্দীন তাঁর "তুহফাতুল মুজাহিদীন ফী বাসে আহওয়ালিল বারতাকালীন" গ্রন্থে উক্ত রাজার শেষ নবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের কথা বর্ণনা করেছেন। এ সময় মালাবারের বহু সংখ্যক হিন্দুও তার সাথে ইসলাম গ্রহণ করে । [১৩]

তখন উপমহাদেশের সরবতক নামক জনৈক শাসক রাসূল (সা.) এর নিকট ভারত বর্ষের এক পাত্র "যানযাবিল" বা আদ্রকসহ বেশ কিছু উপহার-উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন বলে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। হাদীছটির অনুবাদ এরূপ ঃ

According to a narration by Abu Sayed khudri (R.), Sarbatak king of kunj (India) sent an earthen ware full of gingers to prophet Muhammad (Sm.) as presents . It is also reported that Hazrat Muhammad (Sm.) sent Hudhayfa, Usama and Suhayb to the king inviting him to accept Islam . Sarbatak embraced Islam. He also said, "I saw the prophet's face. First in Macca, then in Madina, He was middle statured and very handsome . [১৪]

---

১১. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৭ - ৩৪৮

১২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৮

১৩. আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ ২০

১৪. অধ্যাপক আব্দুল গফুর, " মহানবীর যুগে উপমহাদেশ", অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সা. সংখ্যা, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ২৭ অক্টোবর, ১৯৮৮), পৃ ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

অতএব , রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায়ই যে সমুদ্রপথে আগত বণিকগণের মাধ্যমে ইসলামের বাণী এ উপমহাদেশে এসে পৌঁছে , এতে কোন সন্দেহ নেই। [১৫]

জলপথের ন্যায় স্থলপথেও এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারকগণের আগমন ঘটে। স্থলপথে উত্তর –পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে তাঁরা এদেশে আসেন। [১৬] আর স্থলপথের এ অভিযান এদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম শুরু হয় ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর শাসনামলে। [১৭]

এ ব্যাপারে জনৈক গবেষক বলেন : হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে (৬৩৫–৬৪৫খ্রিঃ) ১৪/১৫ হিজরি সনের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। [১৮] সেমতে রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের মাত্র ১২ বছরের মধ্যে আরবরা একদিকে নীলনদের অপর পাড় এবং অন্যদিকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত পৌঁছে যান। [১৯]

নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী বিপ্লবের প্রথম কয়েক বছরে নবুয়্যাত ও প্রথম খলিফার আমলে- না হলেও দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর খিলাফতকালে বিশ্বনবীর পাঁচজন মহাত্মা সাহাবী এ উপমহাদেশে আগমন করেছেন। [২০] ২৩-৪০ হিজরীর মধ্যেই পাক–ভারতের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত উক্ত মুসলিম প্রচারক ও মুজাহিদ বাহিনী পৌঁছেছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। [২১]

এ সময় যে পাঁচ জন সাহাবীর ভারত আগমনের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁরা হলেন :

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইতবান (রা.)

(২) হযরত আসেম ইবনে আমর আততামীমী (রা.)

(৩) হযরত সুহার ইবনে আল্–আবদী (রা.)

(৪) হযরত সুহাইল ইবনে আদী (রা.)

(৫) হযরত হাকাম ইবনে আবিল আস আছ ছাকাফী (রা.)। [২২]

ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনকারী উক্ত পাঁচজন সাহাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

---

১৫. ড.কাজী দীন মুহম্মদ, " বাংলায় ইসলাম", বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, (ঢাকা: ই.ফা.বা., জুন ২০০৮), ২য় সংস্করণ, পৃ ১৭৬

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৬

১৭. মো. আব্দুল করিম, ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০২), পৃ ২৭

১৮. ক) আল্লামা আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া বালাযুরী রহ., ফুতুহুল বুলদান (অনূদিত), (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৮), পৃ ৪৪৩
খ) নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১

১৯. মো: আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

২০. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৭

২১. ক) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫
খ) ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, (অনু: হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া), (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৩), ১ম সংস্করণ, পৃ ৩

২২. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ ৮

Dhaka University Institutional Repository

১। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইতবান (রা.) ঃ

তিনি মদীনার আনসারগণের বনূল হুবলার সাথে সংযুক্ত একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও আনসারগণের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সাহাবী ছিলেন। ২১হিজরী / ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা.) স্থলে তিনি কুফায় এবং একই বছরের শেষ দিকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত হন। এরপর তিনি ইরান ও পাক–ভারত উপমহাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের সূচনা করেন। [২৩]

২। আসেম ইবনে আমর আত তামীমী (রা.) ঃ

তিনি রাসূল (সা.) এর প্রখ্যাত সাহাবী ও প্রাথমিক যুগের একজন খ্যাতিমান সৈনিক ছিলেন। ইরাক বিজয়ে তিনি বিখ্যাত জেনারেল হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের রা. সাথে শরীক ছিলেন এবং যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনিই প্রথম আরব জেনারেল –যিনি হিলমন্দের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন এবং সিন্ধু উপত্যকার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। [২৪]

৩। সুহার ইবনে আবদী (রা.) ঃ

তাঁর সম্পর্ক ছিল আব্দুল কায়েস গোত্রের সাথে। ৮ হি. / ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি প্রতিনিধিদলের সাথে হুজর থেকে মদীনায় আগমন করত ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে তিনি বসরায় গমন করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধসমূহে অংশ নেন। সিন্ধু নদের পূর্বাঞ্চলের যে বিবরণ তিনি প্রদান করেছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, এখানকার ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি খুবই ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং এখানকার অধিবাসীদের সাথেও গভীর যোগাযোগ রাখতেন । তিনি একজন "নাসেবী " অর্থাৎ হযরত ওছমান (রা.) এর সমর্থক সাহাবী ছিলেন। সম্ভবত আমীরে মুআবিয়া (রা.) এর শাসনামলের শেষ দিকে তিনি বসরায় ইন্তিকাল করেন। [২৫]

৪। সুহাইল ইবনে আদী (রা.) ঃ

তিনি আযদ গোত্রের এবং বনুল আশহালের সাথে সম্পৃক্ত লোক ছিলেন। তিনি যে সাহাবী ছিলেন এ বিষয়ে সরাসরি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে ১৭ হি:/৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আল হাযীরার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানের নেতা ছিলেন। এ থেকে অনুমান করা হয় যে রাসূল (সা.) জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবীগণের অন্তভূর্ক্ত হওয়ার মতো বয়স তাঁর হয়েছিল। বিশেষত তাঁর সকল ভ্রাতা রাসূল (সা.) এর অত্যন্ত অনুগত সাহাবী ছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নাম হারিস ইবনু আদী, আব্দুর রহমান ইবনু আদী এবং ছাবিত ইবনু আদী (রা.) । [২৬]

---

২৩. ইবনু আবদিল বার, আল ইসতীআব ফী আসমাইল আসহাব, (হায়দারাবাদ–দক্ষিণাত্য : আল মাকতাবা আল তাওফীকিয়্যাহ, ১২১৬ হি:, খণ্ড-৩, পৃ ৯৪৫

২৪. প্রাগুক্ত , খ.- ১, পৃ ৪৭২

২৫. আসকালানী, ইসাবা, খ ১, পৃ ২৪৭

২৬. আল ইসতীআব, প্রাগুক্ত,খ ১, পৃ ৪০২

Dhaka University Institutional Repository

৫। হাকাম ইবনে আমর ইবনে আবিল আস আছছাকাফী (রা.) ঃ

তিনি বসরায় হিজরতকারীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি রাসূল (সা.) কিছু সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং মুআবিয়া ইবনে কুররা আল মুযানী তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাকীফ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ গোত্রের সকল বয়স্ক লোক ১১ হিজরির পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূল (সা.) এর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলেন। সে মতে উক্ত হাকাম (রা.) যে সাহাবী এবং তাঁর বর্ণিত হাদীছসমূহ যে মারফু' এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তদুপরি ইমাম যাহাবীও তাঁর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৪৪ হি. /৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। [২৭]

খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর আমলে (১৩-২৩ হি:) তৎকর্তৃক বাহরাইন ও ওমানে নিযুক্ত শাসনকর্তা সাহাবী হযরত ওছমান ইবনে আবুল আস আছছাকাফী (রা:) তাঁর ভাই আবুল হাকাম ইবনে আবুল আস আছ ছাকাফী (রা.) কে সিন্ধুর বরুচ এবং অপর ভাই মুগীরাহ ইবনে আবুল আস আছ ছাকাফী (রা.) কে দেবল অভিযানে প্রেরণ করেন। তাঁরাই শত্রুদের পরাস্ত করে ভারত সীমান্তে প্রথম ইসলামী পতাকা উড্ডীন করেন। [২৮] তাঁর মাধ্যমেই গুজরাট বিজিত হওয়ায় দক্ষিণ ভারতেও সাহাবায়ে কেরামের আগমনের সূচনা ঘটে। [২৯]

অত:পর হযরত ওছমান, হযরত আলী ও হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.) এর শাসনামলেও ভারতে সাহাবীগণের আগমন অব্যাহত থাকে। কিন্তু এ যুগে ভারত আগমনকারী মাত্র তিনজন সাহাবীর নামের সন্ধান পাওয়া যায়। হযরত ওছমান (রা:) এর খিলাফতকালে (২৩-৩৫ হি:/ ৬৪৩-৬৫৫ খ্রি:) যে দুজন সাহাবী ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁরা হলেন –

১। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা ইবনে হাবীব ইবনে আবদে শামস (রা.) (ইন্তি . ৫০হি/ ৬৭০ খ্রি:)।

২। হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে মা'মার আত্ তামীমী (রা.)।

<u>তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ</u>

১। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা ইবনে হাবীব ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ (রা.) : [৩০]

তিনি ছিলেন কুরাইশ গোত্রের লোক এবং পরবর্তী সাহাবী। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল (সা.) তাঁর নাম নবায়ন করে রাখেন আব্দুর রহমান। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আব্দুল কা'বা বা আবদে বিলাল। ৯ হিজরী /৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তাবুকের যুদ্ধে তিনি রাসূল (সা.) এর সাথে শরীক হন। তিনি রাসূল (সা.) থেকে কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করেছেন– যার একটি বুখারী ও

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২১২

২৮. ফুতুহুল বুলদান, (অনূদিত), (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৮), পৃ ৪৪৩

২৯. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক , প্রাগুক্ত, প ৮

৩০. আল ইসতীআব, খ ১, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০২

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম এবং দুটো মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, ইবনে সিরীন, আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা এবং হাসান বসরী (র.) এর ওস্তাদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। [৩১]

৩১ হিজরি/ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে রাবী ইবন যিয়াদের স্থলে তিনি সীস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও কর্মঠ জেনারেল ছিলেন। কার্যভার গ্রহণের পরই তিনি যরঞ্জ নামক স্থান থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা অধিকারভুক্ত করে নেন। তিনি হেলমন্দ নদীর নিম্নাঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হয়ে রুদবারের নিকট ভারতীয়দের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এ স্থানটি বর্তমানে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত। [৩২]সেখান থেকে বিজয়ী বেশে তিনি বুসত পর্যন্ত পৌঁছে যান। বুসত থেকে তিন মানযিল দূরে আরবদের কথিত আলযুর পাহাড়ে সূর্যদেবের স্বর্ণ নির্মিত একটি মূর্তি ছিল–যার চক্ষুর স্থলে দুটো পদ্মরাগমণি সংযুক্ত ছিল। আব্দুর রহমান (রা.) উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তির একটি হাত কেটে ফেলেন এবং পদ্মরাগমণি দুটো ও স্বর্ণ সেই এলাকার শাসনকর্তার হাতে দিয়ে বললেন; "আমি কেবল প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম, এ মূর্তি কোন ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারেনা। " বলা বাহুল্য শাসনকর্তা অবশ্য নিকটে দাঁড়িয়েই ব্যাপারটি অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছিলেন। সিন্ধুর এ এলাকায় সাফল্যের সাথে প্রবেশ করার পর তিনি 'যরঞ্জ' প্রতিগমন করেন। ৫০ হি./ ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বসরায় ইন্তিকাল করেন। বসরায় তার নামে একটি সড়কের নাম রাখা হয়েছিল সিক্কা ইবনে সামুরা।" [৩৩]

২। উবাইদুল্লাহ ইবন মা'মার আত তামীমী (রা.) ঃ

বিদ্রোহী পার্বত্য উপজাতিকে দমন করার জন্যে পরবর্তীতে খলীফা হযরত উছমান (রা.) সাহাবী হযরত উবাইদুল্লাহ ইবন মা'মার আততামীমীকে (রা.) প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য , তিনি ছিলেন মদীনার একজন অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং একজন হাদীছ বর্ণনাকারীও বটে। তবে তাঁর এ নিয়োগের সঠিক সন–তারিখ অজ্ঞাত। কিন্তু তাবারীর বর্ণিত ঘটনাবলি থেকে জানা যায় যে, হযরত উছমান (রা.) ২৩ হিজরীতে খলীফা হওয়ার পর পরই তাঁকে মুকরান অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। [৩৪] মুকরানে পৌঁছে তিনি কেবল বিদ্রোহীদের শক্তিই পিষ্ট করে দেননি, বরং সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাও করতলগত করেছিলেন। এভাবে এখানে আরবদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়ে যায়। সে মতে ৩০ হিজরীতে যখন তাঁকে "কায়িস" – এ বদলি করা হয় । তখন তদস্থলে হযরত উমাইর ইবনে উছমান নিযুক্ত হন, [৩৫] হযরত আলী (রা.) এর আমলেও সাহাবীগণ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার প্রসার ও দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা গেলেও এ সময়ের কোন সাহাবীর নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। [৩৬]

---

৩১. ইবনে হাজার আসকালানী , ইসাবা, খ-১, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০০-৪০১

৩২. প্রাগুক্ত , পৃ ৪০০-৪০১

৩৩. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৩), পৃ ১৬

৩৪. আল ইসতীআব, খ ১, প্রাগুক্ত, পৃ ৬০৮

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৬০৯

৩৬. মো. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository

আর হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.) এর যুগে (৪১-৬০ হি./৬৬১-৬৭৩ খ্রি.) আসেন হযরত সিনান ইবনে সালামাহ ইবনে আল মুহাব্বিক আল হুযালী (রা.) (৮-৫৩ হি./৬২৯-৬৭৩ খ্রি.)। তিনি ছিলেন উপমহাদেশে আগমনকারী সর্বশেষ সাহাবী।

তৎকালীন ইরাক শাসনকর্তা যিয়াদ তাঁকে ভারত সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। [৩৭]

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.) এর খিলাফতকালে উপমহাদেশে আগমনকারী উক্ত একমাত্র সাহাবীর পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

সিনান ইবনে সালামা ইবনে আল মুহাব্বিক ইবন আল হুযালী (রা.) (৮-৫৩ হি./ ৬২৯ -৬৭৩ খ্রি.)ঃ

তিনি ছিলেন উপমহাদেশে আগমনকারী সর্বশেষ সাহাবী ।[৩৮] তাঁর জন্মের পর স্বয়ং রাসূল (সা.) তাঁর এ নাম রেখেছিলেন । তাই তিনি প্রকৃতই একজন সাহাবী ছিলেন। কেননা রাসূল (সা.) শৈশবে তাঁকে দেখেছিলেন। [৩৯] তবে আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (র.) তাঁকে কম বয়সী সাহাবী গণ্য করে ইসাবা গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। [৪০]সেমতে রাসূল (সা.) থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীছকে মুরসাল গণ্য করা হয়েছে। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীছ সমূহ বুখারী, মুসলিম , আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ ও নাসায়ী শরীফে সংরক্ষিত আছে। [৪১]

ইরাকের তৎকালীন গভর্নর ৪৮ হি./ ৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে সিনান (রা.) কে উপমহাদেশীয় অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি মুকরান জয় করে উক্ত শহরের ভিত্তি স্থাপন করে সেটাকে স্বীয় বাসস্থান হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থা কায়েম করেন। [৪২] তারপর তিনি নিজকে একজন সুযোগ্য জেনারেল ও পারদর্শি প্রশাসক হিসেবে প্রমাণ করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তাঁকে পদচ্যুত করে তদস্থলে রশীদ ইবনে আমর জুদায়দীকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। আয়াদ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত এ গভর্নর মেদীদের সাথে লড়াইয়ে নিহত হলে ৫০ হি./৬৭০ খ্রিস্টাব্দে সিনান (রা.) কে ডেকে পুনরায় সাবেক পদে বহাল করা হয়। প্রথমবারের মতো এবারো তিনি অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি কায়কান ও বুধ জয় করে তথায় দু'বছর পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি হিজরি ৫৩/৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে কুসদারে শাহাদাত বরণ করেন। [৪৩] বেলুচিস্তানে অবস্থিত এ স্থানটির বর্তমান নাম "খুযদার"। [৪৪]

সাহাবায়ে কিরামের পর বহুসংখ্যক তাবেয়ী ইসলাম প্রচারোপলক্ষে ভারতে আগমন করেছেন। ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আমীরে মু'আবিয়া (রা.) এর যুগে সর্বপ্রথম যে তাবেয়ী ভারতে আগমন করেন তিনি হলেন মুহাল্লাব ইবনে আবু সাফরা (রা.) (৮-৮৩ হি./ ৬২৯-৭০২ খ্রি .) । তিনি

---

৩৭. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৭

৩৮. মো.আব্দুল করিম, ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১

৩৯. আল ইসতীআব, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১৪

৪০. আসকালানী , ইসাবা, খ ১, প্রাগুক্ত, পৃ ৪

৪১. প্রাগুক্ত, খ ২, পৃ ৩২৩

৪২. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭

৪৪. মো:আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি ৪৩/৪৪ সনে সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) এর সঙ্গে একজন সেনাধ্যক্ষ হিসেবে এখানে পদার্পণ করেন। তিনি সিজিস্তান ও কাবুল সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোরে এসে উপনীত হন।[৪৫]

কিন্তু সিজিস্তান ও কাবুল এলাকা ছিল অত্যন্ত দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল। ফলে সামরিক গতিবিধি ও পরিবহনে অসুবিধার কারণেই সম্ভবত তারা এ অংশে আর অগ্রাভিযান না করে মুকরান অভিমুখি সৈন্যদলের সাথে মিলিত হন। উক্ত মুকরান অভিযানকারী শক্তিশালী মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন কয়েকজন সাহাবী। যেমন : আসেম ইবনে ওমর, হাকাম ইবনে আমর তাগলিবী , আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইতবান ও সুহাইল ইবনে আদী (রা.) । তখন মুকরান ছিল সিন্ধু রাজা রাসেলের শাসনাধীন। এ যুদ্ধে রাজা নিজে তার বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে রাজার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আরবরা কয়েকদিন পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে শত্রুপক্ষ সিন্ধু নদের অপর পাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ফলে অতি সহজেই নিম্ন সিন্ধুর সমগ্র উপত্যকা আরবদের করতলগত হয়ে যায়।[৪৬]

আরব জেনারেল হাকাম, সাহাবী হযরত সুহার ইবনুল আবদীকে (রা.) এই বিজয়ের সংবাদ দেয়ার জন্যে খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁর নিকট সিন্ধুনদ অতিক্রম করে উপমহাদেশে আরো অভিযান পরিচালনা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন খলিফা সুহারের নিকট এদেশের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন: "এদেশের মাঠ পর্বতসঙ্কুল, পানির খুব অভাব, খেজুর নিম্নমানের , শত্রুপক্ষ দুঃসাহসী। সে দেশে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল বেশি। একটি বিরাট সৈন্য বাহিনী এখানে ক্ষুদ্র মনে হয়। আর ক্ষুদ্র বাহিনী (খাদ্যাভাবে) ধ্বংস হয়ে যাবে। মনে হয় এই এলাকা অতিক্রম করলে শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।" এই প্রতিবেদন শুনে অধিক লোকক্ষয় ও ব্যাপক ক্ষতির কথা চিন্তা করে উমর (রা.) জেনারেলকে আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেননি। ফলে বিজয়ী আরবদের অগ্রভিযান এবং ইসলামের বিজয়ডঙ্কা সিন্ধু নদের তীরে এসে আপতত থেমে যায়।[৪৭]

জেনারেল হাকামের নিম্নোক্ত কবিতা থেকেও একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আরবরা সেকালে সিন্ধু নদ পর্যন্ত সমগ্র এলাকা ছেয়ে ফেলেছিল এবং নদীর নাম রেখেছিল "মিহরান"।[৪৮] খলিফা নিষেধ না করলে তাঁরা সিন্ধু নদ অতিক্রম করে উপমহাদেশের আরো অভ্যন্তরে অগ্রসর হতেন। কবিতাটি হলো:

لقد شبع الأرامل غير فخر + بفئ جاءهم من مكران

أتاهم بعد مسغبة جهد + قد صفر الشتاء من الدخان

فأنى لا يتم الجيش فعلى + لا سيفي يتم لا سناني

৪৫. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৭

৪৬. তাবারী, খ- ১, পৃ ২৭০৬ - ৭

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭০৮

৪৮. ইয়াকুত, মুজামুল বুলদান, সম্পাদনা : Western Field, ১৮৬৬, খ ৪, পৃ ৬৯৭

Dhaka University Institutional Repository

غداة أرفع الاباش رفعا + إلى السند العريضة المدانى

مهران لنا فيما أردنا + مطيع غير مسترخى العناني

فلولا ما نهي عنه أميري + قطعناه إلى البدد الزاني [৪৯]

অর্থাৎ , ১. মুকরান থেকে প্রাপ্ত গনিমাতের মাল মিসকীনদেরকে পরিতৃপ্ত করে দিয়েছে। এটা কোন গর্বের বিষয় নয়। বরং আল্লাহর অনুগ্রহ।

২. এ গনিমতের মাল প্রচণ্ড যুদ্ধ ও পরিশ্রমের পর অর্জিত হয়েছিল এবং এমন সময় অর্জিত হয় যখন কুয়াশা বিহীন উজ্জ্বল শীতের মৌসুম এসে পড়েছিল।

৩. রণাঙ্গনে আমার অবস্থা এমন ছিল যে, সেনাবাহিনী আমার রণকৌশল কিংবা সরবরাহকৃত তরবারি ও বর্শার নিন্দা করতে পারেনি।

৪. সংঘর্ষের সে প্রভাতে আমরা শত্রুর অগণিত পাঁচমিশালী নিম্নস্তরের লোকদেরকে সিন্দের উন্মুক্ত প্রান্তর ও নগর সমূহের দিকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলাম।

৫. মিহরান (সিন্ধু নদ) এখন আমাদের করায়ত্তে অনুগত, স্বাধীন নয়।

৬. যদি আমীরুল মু'মেনীন আমাদের অগ্রাভিযানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি না করতেন, তাহলে সিন্ধুনদ পাড়ি দিয়ে অপর পাড়ে বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল ছেয়ে ফেলতাম। [৫০]

বিজয়ের এ অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া হলেও এতে নৌ বিহারী আরবদের উপমহাদেশের সাথে মুকরান উপকূল হয়ে গমনাগমনের একটি স্থলপথ আবিষ্কৃত হয়ে যায়। [৫১] উল্লেখ্য, উমর (রা.) এর ন্যায় উছমান (রা.) ও একই কারণে ভারত বর্ষে মুসলমানদের অগ্রাভিযান এক পর্যায়ে থামিয়ে দেন।

এরপর উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন মালিকের সময় (৮৬-৯৬ হি./৭০৫-৭১৪ খ্রি.) মুসলিমগণ নতুন করে ভারতবর্ষে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন । তখন সিনান ইবনে সালামাহ 'কুসদার' জয় করেন। অতঃপর হুরী ইবনে হুরী বাহেলী এক ব্যাপক অভিযানের মাধ্যমে সিন্ধুর বাকী অধিকাংশ এলাকার ওপর ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। ৯৩হি./৭১১ খ্রিস্টাব্দে তরুণ মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্পূর্ণ সিন্ধু বিজয় করে তাকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে নেন। পরে মুলতান , মনসূরা, আলোর, দেবল, সিন্দান, কুসদার ও কান্দালীব প্রভৃতি স্থানে আরবরা উপনিবেশ স্থাপন করে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সাথে থাকা ৫০ হাজার অশ্বারোহী এবং পরে আগত আরো বহু আরব এখানে স্থায়ী বাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। [৫২]

---

৪৯. তাবারী, খ - ১, পৃ ২৭০৮

৫০. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

৫১. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭

৫২. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৮

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সিন্ধু রীতিমতো কেন্দ্রীয় শাসনেরই অধীন থাকে। পরে তা কতক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় শাসন মুক্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয় হিজরী শতকে এ সকল ক্ষুদ্র রাজ্য ধবংস হয়ে তদস্থলে শিয়া মতাবলম্বী বাতেনী সম্প্রদায়ের অধিকার স্থাপিত হয়। ফলে কিছুদিনের জন্যে মুসলিম জগতের সঙ্গে এর সংযোগ বিছিন্ন হয়ে যায়।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে (৪১২ হি.) সুলতান মাহমুদ গজনবী খাইবার গিরিপথে ভারতে প্রবেশ করেন এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু জয় করে গজনী রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। ফলে ভারতের সাথে মুসলিম জগতের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। এরপর হিজরি সপ্তম শতকের মধ্যে এক এক করে পাক–ভারত উপমহাদেশের সকল অঞ্চলই মুসলমানদের করতলগত হয় এবং এখানে মুসলিম শাসনের ভিত সুদৃঢ় হয়। [৫৩]

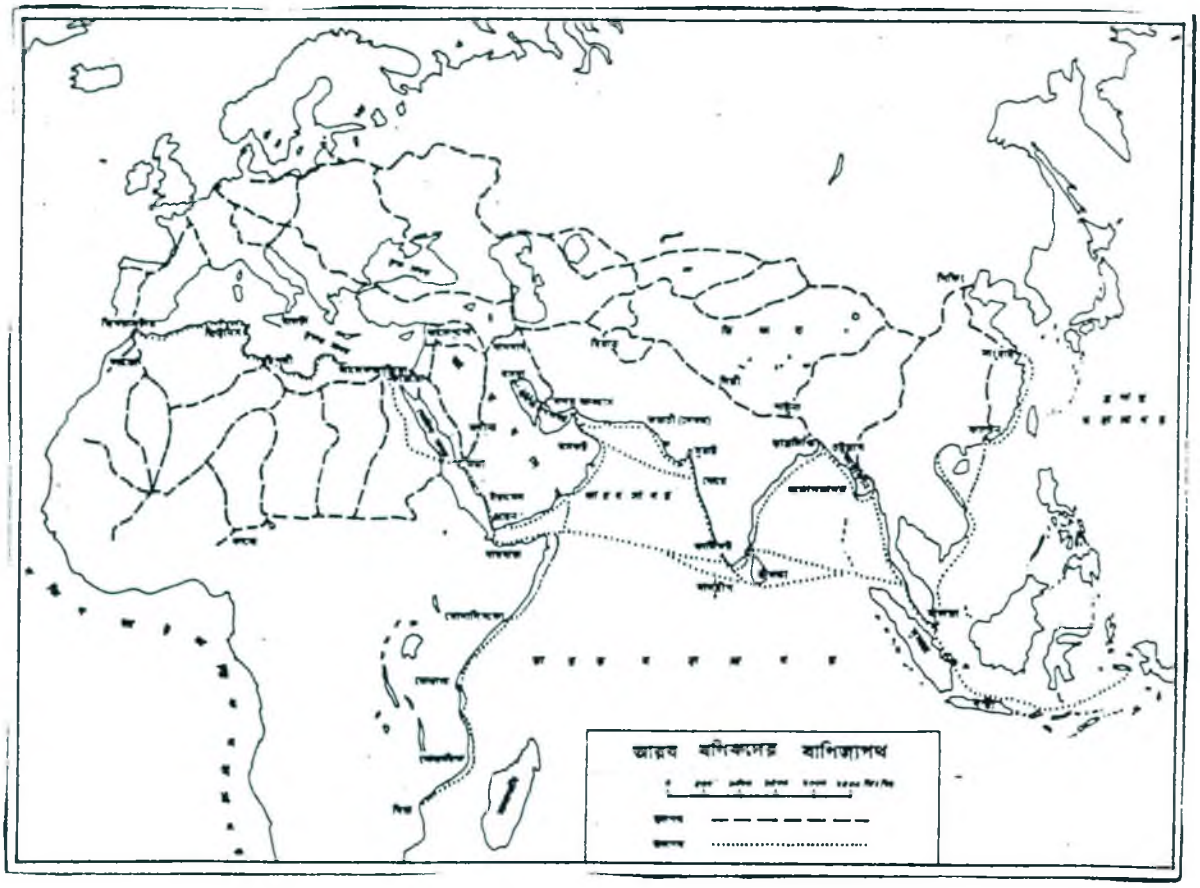

মানচিত্রে আরব বণিকদের বাণিজ্যপথ

৫৩. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

পাক–ভারত উপমহাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চা (১৯৪৭ পর্যন্ত)

পাক–ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আগমন এবং ইলমে হাদীছ চর্চা একই সুত্রে গাঁথা। কারণ, পবিত্র কুরআন–হাদীছই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। আর সাহাবায়ে কিরামই সমগ্র পৃথিবীতে ইলমে হাদীছ প্রচারে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম অবদান রাখেন। তারা ছিলেন দ্বীন ইসলাম প্রচারের বাস্তব নমূনা ও অগ্রদূত। তাঁরা যেখানেই গেছেন, সেখানেই ইসলাম তথা কুরআন – হাদীস প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন।[৫৪] বস্তুত রাসূল (সা.) এর বাণী بلغوا عني ولو آية (তোমরা আমার একটি বাণী হলেও তা অন্যের নিকট পৌঁছে দাও)[৫৫] এবং বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর ঘোষণা فليبلغ الشاهد الغائب (আজ যারা আমার এ ভাষণ শুনলে , তারা যেন আমার এ বাণী এখানে অনুপস্থিত অনাগতদের কাছে পৌঁছে দেয়)[৫৬] – দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই সাহাবায়ে কিরাম ইলমে হাদীছের প্রচার-প্রসারে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। আর একই লক্ষ্যে তারা ভারত বর্ষে আগমন করেছেন এবং এখানে ইলমে হাদীছ চর্চার গোড়াপত্তন করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পূর্বের অধ্যায়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ভারতবর্ষে ব্যাপকহারে আগমনের পেছনে আরেকটি কারণ হিসেবে রাসূল (সা.) এর পবিত্র মুখনি:সৃত তিনখানা হাদীছের কথাও অনেকে উল্লেখ করে থাকেন। যেমন: নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر .

অর্থাৎ সর্বাধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের থেকে হিন্দুস্থানের জিহাদে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে শপথ করালেন। (এমনকি তিনি আমাকে বললেন) আমি যদি সেই জিহাদ পাই তাহলে আমি যেন তাতে আমার জান মাল উৎসর্গ করে দেই। কারণ আমি যদি সেই যুদ্ধে শহীদ হই, তাহলে আমি হবো সেরা শহীদ। আর আমি যদি তা থেকে (গাযী অবস্থায়) ফিরে আসতে পারি, তাহলে আমি আবূ হুরায়রা হবো জাহান্নাম থেকে মুক্ত।

---

৫৪. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকা:খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭), ১০ম সংস্করণ, পৃ ৪৫৮

৫৫. ক) মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, সহীহ বুখারী, (বৈরুত: দারু ইবনে কাছীর, ১৯৮৭), ৩য় সংস্করণ, হাদীছ নং ৩২৭৪, খ ৬, পৃ ২৫৯৩ www.shamela.ws
খ) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব আত তাবরীযী, মেশকাতুল মাসাবীহ, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫) ৩য় সংস্করণ, হাদীছ নং ১৯৮,
খ ১, পৃ ৪৩, www.shamela.ws

৫৬. ক) মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, সহীহ বুখারী, (বৈরুত: দারু ইবনে কাছীর, ১৯৮৭), ৩য় সংস্করণ, হাদীছ নং ৬৬৬৭, খ ৬, পৃ ২৫৯৩ www.shamela.ws
খ) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, (বৈরুত : দারু আল জায়ল), হাদীছ নং ৪৪৭৮, খ ৫, পৃ ১০৮, www.shamela.ws

Dhaka University Institutional Repository

عن أبي هريرة رضى الله عنه تعالى قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسى ومالى وإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبوهريرة المحرر .

অর্থ আগের হাদীছটির মতোই–

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند و عصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام .

অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর জনৈক গোলাম হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন; আমার উম্মতের মধ্য হতে দুটো দলের ওপর আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। একটি দল হলো যারা ভারতবর্ষের জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। আর অপর দলটি হলো যারা (কিয়ামতের আগে আবির্ভূত) ঈসা ইবনে মারইয়ামের সাথী (আ.) হবে। [৫৭]

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা ফরিদুদ্দীন আত্তার (রহ.) বলেন : ইলমে হাদীছসহ অন্য সকল দ্বীনি ইলমই মদীনা তায়্যিবাহ থেকে কূফা-বসরা হয়ে বাগদাদে পৌঁছে। সেখান থেকে বুখারা হয়ে দিল্লী পৌঁছে পাক ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। [৫৮] সুন্নাহ তথা ইলমে হাদীছের খিদমতে ভারতবর্ষের অবদান ও ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। [৫৯] মূলত হাদীছ সাহিত্যের ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষে ইসলাম সবচে বেশি অবদান রেখেছে। রাশীদ রিদা–র মতে, ১০ম হি./ ১৬ শ খ্রিস্টীয় শতকে আরব দুনিয়াতে যখন হাদীছ বিজ্ঞানের পঠন–পাঠন প্রায় লোপ পেয়ে আসছিল, তখন ভারতবর্ষে তা পুনরুজ্জীবিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসৃত হয়। হিন্দুস্থানে হাদীছ সাহিত্যে সর্বপ্রথম অবদান ছিল রাজিউদ্দীন হাসান আস সাগানীর مشارق الأنوار রচনা। অত:পর শায়খ আলী মুত্তাকী (ইন্তি. ৯৭৫ হি. / ১৫৬৭ খ্রি.)-এর كنز العمال প্রকাশিত হয়। এই কিতাবে সুয়ূতীর جمع الجوامع অধিকতর বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। আবুল হাসান আল বাকরীর মতে, সারা দুনিয়া আল্লামা সুয়ূতীর নিকট ঋণী, কিন্তু স্বয়ং সুয়ূতী আবার ঋণী শায়খ আলী মুত্তাকীর নিকট। [৬০]

হিন্দুস্থানে প্রথম হাদীছ সাহিত্যের রীতি-পদ্ধতিগত পঠন ও পাঠনের সূচনা করেছিলেন শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী(রহ.)এবং এর বিকাশ ঘটান শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহ.)। [৬১]

---

৫৭. আহমদ ইবনে শুআইব আন নাসায়ী, সুনানে নাসায়ী, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়া,১৯৯১), ১ম সংস্করণ, হাদীছ নং ৪৩৮৪, খ ৩, পৃ ২৮, www.shamela.ws

৫৮. প্রবন্ধ, মাসিক নতুন বিকাশ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৮, পৃ ৬৩

৫৯. মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবূ যাহু, আল হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন। (লেবাননঃ দারুল কিতাব আল আরবী, ১৯৮৪) , পৃ ৪৪১

৬০. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদিত, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৬), খ ১৬, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ৪৭

৬১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আগমন আর ইলমে হাদীছ চর্চার ইতিহাস একই সূত্রে গাঁথা। মূলত সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে ইলমে হাদীছ চর্চার সূচনা হয়। পরবর্তীতে তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও আউলিয়া কিরামের মাধ্যমেই এখানে হাদীছ শাস্ত্রের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। তাই পাক-ভারতে ইলমে হাদীছ চর্চার ইতিহাসকে মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র.) পাঁচটি যুগ-বিভাগে বিভক্ত করেছেন। [৬২] আমরা এ পর্যায়ে এর আলোকে বিষয়টির বিবরণ উপস্থাপন করতে যাচ্ছি ।

প্রথম যুগ

এ যুগ হিজরি ১ম শতাব্দীর (খ্রি.৭ম শতক) প্রথম থেকে সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত আক্রমণ পর্যন্ত (৩৯৩ হি./১০০৩ খ্রি.) প্রায় চার শতাব্দীর যুগ। এ যুগের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়না। [৬৩] তবে একথা সত্য যে, এ যুগে ইলমে হাদীছের শিক্ষা সিন্ধুর দেবল, মানসূরাহ, খোজদার প্রভৃতি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। সিন্ধুর বাইরের ব্যাপক অঞ্চল তখনো ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়নি। এ যুগে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে পাঁচ জন সাহাবীর ভারতবর্ষে আগমনের কথা তাঁদের নামসহ পূর্বের পরিচ্ছেদেই আমরা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া হযরত উমর (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত বাহরাইন ও ওমানের গভর্নর ও সাহাবী হযরত ওছমান ইবনে আবুল আস আছ ছাকাফী (রা.) কর্তৃক প্রেরিত তাঁর দু ভাই দ্বারা সিন্ধুর বরুচ এবং দেবল বিজয় হয় ও সেখানে ইসলাম তথা ইলমে হাদীছ প্রচারের কথাও আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রা.) কর্তৃক মুকরানে নিযুক্ত শাসনকর্তা সাহাবী হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে মা'মার আত্ তামীমী (রা.) সিন্ধু নদ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করে তথাকার অধিবাসীদেরকে করদানে বাধ্য করেন। একই সময়ে তাঁর নিযুক্ত সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাই বসরী (রা.) (ইন্তি. ৫০হি.) ৩১ হিজরি সনে সিস্তানের শাসনকর্তারূপে কার্যভার গ্রহণ করে সিন্ধুর বহু এলাকা তার অধিকারে নিয়ে আসেন। কিন্তু ভারতের আবহাওয়া প্রতিকূল জেনে খলিফা তাঁদেরকে আর সামনের দিকে আগ্রসর হতে অনুমতি দেননি।

খলীফা হযরত আলী (রা.) এর আমলে (৩৫-৪০ হি.) তাঁরই অনুমতিক্রমে ৩৯ হিজরির একেবারে প্রথম দিকে সাহাবী হযরত হারেছ ইবনে মুররাহ আবদী (রা.) এক স্বেচ্ছা সৈনিক বাহিনী নিয়ে ভারত অভিযান পরিচালনা করে সিন্ধুর উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ইসলামী রাজ্যভূক্ত করেন সেখানে হাদীছের বাণী প্রচার করেন। কিন্তু ৪২ হিজরিতে উত্তর সিন্ধুর কিকান নামক স্থানে তিনি তাঁর অধিকাংশ সৈন্যসহ শত্রু বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। [৬৪]

---

৬২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৬

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫

৬৪. আল্লামা আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া বালাযুরী (র.), ফুতুহুল বুলদান (অনূদিত) (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৮), পৃ ৪৪৩

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে হযরত মুআবিয়া (রা.) এর আমলে (৪১ -৬০ হি.) প্রথম মুহাল্লাব ইবনে আবূ সাফরা সাফরা ও পরে আব্দুল্লাহ ইবনে সাওয়ার আল আবদী (রা.) ভারত সীমান্তবর্তী কিকান আক্রমণ করে বিজয়ী বেশে এখানে দ্বীন ইসলাম তথা কুরআন হাদীছ প্রচার করেন। [৬৫]

এ যুগের হিজরী দ্বিতীয় শতকে বহুসংখ্যক আরবী তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈ এদেশে ইলমে হাদীছ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাদের মধ্যে নাম জানা কয়েক জন হলেন;

১। সিনান ইবনে সালামা ইবনে মুহাব্বাক হুজাইলী (ইন্তি. ৫৩ হি.) ঃ রিজাল শাস্ত্রকার ইবনে সা'দ তাঁকে প্রথম শ্রেণীর তাবেঈ এবং ইবনে হাজার আসকালানী (রা.) শেষ শ্রেণীর সাহাবী বলেছেন। তিনি আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এর আমলে সিন্ধুর কিকান সহ বহু অঞ্চল জয় করে দু'বছর তাঁর অধীনে রেখে হাদীছ প্রচার করে ৫৩ হিজরিতে কুশদারে (বর্তমান বেলুচিস্তানের খোজদারে) শত্রু কর্তৃক শাহাদাত বরণ করেন।

২। মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা (ইন্তি. ৮৩ হি) ঃ তিনি মুয়াবিয়া (রা.) এর আমলে সিস্তানের শাসক আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) এর আদেশে পাঞ্জাবের লাহোর ও বান্না জয় করে হাদীছ প্রচার করেন।

৩। মূসা ইবনে ইয়াকুব ছাকাফী (রা.) ঃ তিনি মুহাম্মদ ইবনে কাসিম কর্তৃক আলোরের কাযী নিযুক্ত হয়ে তথায়ই স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। উঁচে তার বংশীয়গণ বহুদিন যাবত কুরআন-হাদীছের আলো প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন।

৪ । ইয়াজিদ ইবনে আবি কাবশা দিমাশকী (ইন্তি. ৯৭ হি.) ঃ উমাইয়া খলিফা সোলাইমান (৯৬-৯৮ হি.) মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বরখাস্ত করে তাঁকে উক্ত পদে আসীন করলে তিনি এখানে হাদীছ প্রচার করেন। তিনি সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা (রা.), শুরাহবিল ইবনে আওস (রা.) মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রা.) প্রমুখ হতে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। [৬৬] অবশ্য এখানে আগমনের আঠার দিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন। তার নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষাগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন; আবূ বিশর, আল-হাকাম ইবনে উতায়বা, আলী ইবনে আকমার, মুয়াবিয়া ইবনে কুররা আল মুযানী এবং ইবরাহীম আছছাকাফী প্রমুখ তাঁর বর্ণিত হাদীছসমূহ বুখারী , মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ্-শাইবানীর কিতাবুল আছার এবং আল্-হাকীম আন্ নিশাপুরীর আল্-মুসতাদরাক গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।

৫। আল মুফাদ্দাল ইবনে মুহাল্লাব ইবনে আবূ সুফরা (ইন্তি. ১০২ হি.)ঃ তিনি সাহাবী হযরত নু'মান ইবনে বশীরের (রা.) নিকট হাদীছ শিক্ষাগ্রহণ করেন ও সিন্ধুর কান্দালিবে (বর্তমান পাঞ্জাবে) তা প্রচার করেন।

---

৬৫. বালাযুরী, ফুতুহুল বুলদান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৮ - ৪৪৪

৬৬. Dr. Mohammad Eshaq, India's contribution to the Study of Hadith Literature, 1955, p 21

Dhaka University Institutional Repository

৬। **আমর ইবনে মুসলিম বাহেলী (ইন্তি. ১২৩ হি.) ঃ** উমর বিন আব্দুল আযীয (র.) কর্তৃক তিনি সিন্ধু এলাকায় হাদীছ প্রচার করেন। তাঁর আহবানে সিন্ধুরাজ দাহিরপুত্র জয় সিং সহ বহু রাজা ও রাজপুত্র ইসলাম গ্রহণ করেন।

৭। **আবূ মূসা ইসরাঈল ইবনে মূসা বসরী (ইন্তি. ১৫৫হি.)ঃ** তিনি হযরত হাসান বসরী (ইন্তি. ১১০হি.) ও আবূ হাযিম আল আশজায়ী (ইন্তি. ১৫৫ হি.) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীস শিখে সিন্ধু এলাকায় তা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

৮। **আবু বকর আর রবীঈ ইবনে সাবীহ আল সাদী আল বসরী (ইন্তি. ১৬০হি.)ঃ** তিনি ছিলেন হযরত হাসান বসরীর (রা.) শিষ্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রেরা হলেন; আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (ইন্তি.১৮১ হি) , সুফিয়ান ছাওরী, ওয়াকী (ইন্তি. ১৯৭ হি.), আবূ দাউদ আত তায়ালিসী (ইন্তি. ২০৩ হি.) ও আব্দুর রহমান ইবনুল মাহদী (ইন্তি. ১৯৮ হি.) । তিনি হাদীছের প্রাথমিক গ্রন্থরচয়িতাদের অন্যতম।

৯। **আবূ মা'শার নাজীহ সিন্ধী (ইন্তি. ১৭০ হি.) ঃ** তিনি ও তার নাতি-পুতিদের অনেকেই বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলেন।

এরা সিন্ধুতে হাদীছ চর্চা করেন।[৬৭]

১০। **আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম দায়বলী বা দেবলী (ইন্তি ৩৪৩ হি.) ঃ** হাদীছের সন্ধানে তিনি তৎকালীন বিখ্যাত হাদীছ শিক্ষা কেন্দ্র বসরা, কূফা, বাগদাদ, মক্কা , মিসর, দিমাশক, বাইরুত, হাররান, তোস্তর, আসকার প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে বড় বড় মুহাদ্দিছগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত ছাত্র হলেন হাকিম আবু আব্দিল্লাহ নিশাপুরী (ইন্তি. ৪০৫হি.)

১১। **আলী ইবনে মূসা দেবলী। তিনি খালাফ দেবলীর ওস্তাদ ও দেবলের হাদীছ প্রচারক ছিলেন।**

১২। **ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ দেবলী (ইন্তি. ৩৪৫ হি.)**

১৩। **মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ দেবলী ওররাক (ইন্তি. ৩৪৬ হি.)**

১৪। **খালাফ ইবনে মুহাম্মদ দেবলী (ইন্তি. ৩৬০ হি.)**

১৫। **আবূ বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হারুন দেবলী (ইন্তি. ৩৭০হি.) ।**

এরা সবাই দেবলে হাদীছ প্রচারে লিপ্ত ছিলেন।

১৬। **আবুল আববাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মানসূরী। তিনি মানসূরায় হাদীছ শিক্ষা দেন।**

১৭। **আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর মানসূরী (ইন্তি. ৩৯০ হি.)**[৬৮]

---

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪

৬৮. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ৩১ -৪১
খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় যুগ

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরু থেকে (সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত অভিযান থেকে) ৮ম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় চার শতাব্দীকাল হলো ভারত বর্ষে ইলমে হাদীছ চর্চার দ্বিতীয় যুগ। এ যুগের প্রথম দিকে (৪১২-৪১৬হি.) সুলতান মাহমুদ গজনভী কর্তৃক পাঞ্জাব বিজিত হলে ইলমে হাদীছের আলো পাঞ্জাবে এসে পৌঁছে এবং পাঞ্জাব ইলমে হাদীছের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি সিন্ধুকে ইসমাঈলীয়া শিয়াদের কবল থেকে উদ্ধার করলে সিন্ধুতেও হাদীছের পুনঃচর্চা শুরু হয়। এতদ্ব্যতীত এ যুগের মাঝামাঝি সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক দিল্লী বিজিত হলে (৫৯০ হি./ ১১৯৩ খ্রি.) সেখানেও ইলমে হাদীছের আলো বিকীর্ণ হতে থাকে। এ যুগেই প্রথমত ভারতীয় মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক হাদীছের কিতাব লেখা শুরু হয় এবং তাঁদের লেখা কতিপয় কিতাব পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। অবশ্য এ যুগে সূফীগণই বেশির ভাগ হাদীছ আলোচনা করেন। এ যুগের বিখ্যাত কতিপয় মুহাদ্দিসের নাম নিচে প্রদত্ত হলো : [৬৯]

১। আল হাসান ইবনে হামীদ দেবলী (ইন্তি. ৪০৭ হি.)

২। আবুল কাসেম শোয়াইব ইবনে মুহাম্মদ দেবলী (ইন্তি. ৪০৯হি.)

৩। শায়খ ইসমাঈল লাহোরী (ইন্তি. ৪৪৪ হি.)। তিনি ৩৯৫ হিজরীতে খোরাসান থেকে হাদীছ শিক্ষা নিয়ে লাহোরে এসে স্থায়ী নিবাস গাড়েন ও হাদীস প্রচার করেন। তিনিই পাঞ্জাবে প্রথমে হাদীছ চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁর হাতে বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করে।

৪। জাফর ইবনে খাত্তাব কুশদারী (ইন্তি. ৪৫০ হি.)

৫। সিবাওয়াইহ ইবনে ইসমাঈল কুশদারী (ইন্তি. ৪৬৩ হি.)

৬। আলী ইবনে ওছমান হুজবেরি লাহোরী (ইন্তি. ৪৬৫ হি.) كشف المجحوب নামে তার তাসাওফ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব আছে। [৭০]

৭। আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর লাহোরী (ইন্তি. ৫২৯ হি.)

৮। শায়খ আবুল কাসেম মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ লাহোরী (ইন্তি . ৫৪০ হি.)

৯। আবু মুহাম্মদ বখতিয়ার ইবনে আব্দুল্লাহ ফাসসাদ হিন্দী (ইন্তি. ৫৪১ হি.)

১০। আবুল হাসান বখতিয়ার ইবনে আব্দুল্লাহ সূফী হিন্দী (ইন্তি. ৫৪২ হি.)

১১। আবুল ফাতাহ আব্দুস সামাদ ইবনে আব্দুর রহমান লাহোরী (ইন্তি. ৫৫০ হি.)

১২। আমর ইবনে সাঈদ লাহোরী (ইন্তি.৫৮১ হি.)

১৩। সৈয়দ মোরতাজা কূফী (ইন্তি.৫৮৯ হি.)

---

৬৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯

৭০. Dr. Mohammad Eshaq, As avobe, p 42

Dhaka University Institutional Repository

১৪। ইমাম হাসান সাগানী লাহোরী (ইন্তি.৬৫০ হি.)। হাদীছের বিখ্যাত কিতাব مشارق الأنوار তারই সংকলিত গ্রন্থ।

১৫। শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দীন জাকারিয়া মুলতানী (ইন্তি.৬৬৬হি.)

১৬। কাজী মিনহাজুস সিরাজ (ইন্তি.৬৬৮ হি.)

১৭। মাওলানা বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বলখী (ইন্তি.৬৮৭ হি.)

১৮। মাওলানা কামালুদ্দীন জায়েদ দেহলবী (ইন্তি.৬৮৪ হি.)

১৯। মাওলানা রজিউদ্দীন বাদায়উনী (ইন্তি. ৭০০ হি.)

২০। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ঢাকুবী

২১। আবু হাফেস সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে ইসহাক হিন্দী (ইন্তি.৭০৩ হি.) তিনি মক্কা-মদীনায় হাদীছ শিক্ষা দেন। হাদীছে তার বিখ্যাত গ্রন্থ اللوامع شرح جمع الجوامع আকাইদে شرح العقيدة বা شرح الطحاوية في العقيدة السلفية الطحاوية [৭১]

২২। শায়খ আলী ইবনে হামীদ নাগুরী । বিখ্যাত অলী ও মুহাদ্দিছ।

২৩। শায়খ সফীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহীম আরমুবী (ইন্তি.৭১৫ হি.) । তিনি ইয়েমেন মক্কা দামেশক ও মিশর ভ্রমণ করে হাদীছ শিখেন। দামেশকে ইবনে তাইমিয়ার সাথে তার মোনাজারা হয়।

২৪। সুলতানুল মাশায়েখ হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আউলিয়া (ইন্তি.৭২৫ হি.) । তিনি আরবী সাহিত্য, ফিকহ ও উসূল প্রভৃতি ইলম শায়খ আলাউদ্দীন উসূলি বাদাউনি ও মাওলানা শামসুদ্দীন খাওয়ারেজমীর নিকট এবং হাদীছ মাওলানা কামালুদ্দীন জাহেদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাশারিকুল আনওয়ার (مشارق الانوار) তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর (রা.) এর খলিফা।

২৫। শায়খ মুহিউদ্দীন কাশানী দেহলবী (ইন্তি.৭১৯ হি.)। হাদীছ , তাফসীর, ফিকহের পণ্ডিত ও সুলতানুল মাশায়েখের শাগরিদ ও মুরিদ ছিলেন তিনি।

২৬। শায়খ ফরীদুদ্দীন মাহমুদ নাগুরী (ইন্তি.৭২৫হি.)

২৭। শায়খ নিজামুদ্দীন আল্লামা (ইন্তি.৭৩৫ হি.)। হাদীছে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্যে তাকে জুবদাতুল মুহাদ্দেছীন বলা হতো।

২৮। শায়খ শামসুদ্দীন ইয়াহইয়া আওধী (৭৪৭ হি.) । মাশারিকুল আনওয়ারের একটি শরাহ লিখেছেন তিনি। [৭২]

---

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪২,

৭২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

২৯। মাওলানা ফখরুদ্দীন জাররাদী (ইন্তি.৭৪৮ হি.)

৩০। হযরত আখি সিরাজ বাঙালি

৩১। শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দেহলি (ইন্তি.৭৫৭ হি.)

৩২। মাওলানা আব্দুল আজীজ আরদেবিলী।

৩৩। মাখদুম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী বা মুনাইরি বিহারী (ইন্তি.৭৮২ হি.)। তিনি শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার শাগরিদ ও নাজবুদ্দীন ফেরদাউসীর খলিফা ছিলেন।

৩৪। শায়খ ওয়াজিহুদ্দীন । তিনি মিফতাহুল জিনান (مفتاح الجنان) এর লেখক।

৩৫। শায়খ মোজাফফর বলখী (ইন্তি. ৭৮৬ হি.) তিনি مشارق الأنوار এর ব্যাখ্যাকার দিল্লীর কুশেকে লাল মাদরাসার অধ্যাপক ও শায়খ মুনাইরি বা মানেরীর খলিফা ছিলেন।

৩৬। ইফতেখারুদ্দীন বারনী - তিনি হাদীছ , তাফসীর, ফিকহ , মান্তিক ও হিকমতের গভীর পণ্ডিত ছিলেন।

৩৭। শায়খ জামালুদ্দীন আচী । তিনি সর্বদা مشارق الأنوار ও مصابيح আলোচনা করতেন।

৩৮। শায়খ জালালুদ্দীন হোসাইন ইবনে আহমদ বোখারী আচী। তিনি বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন তার মুরীদ।

৩৯। শায়খ জাইনদ্দীন দিবী ।তিনি ইয়াহইয়া মানিরীকে মুসলিম শরীফ উপহার দিয়েছিলেন।(তারীখুল হাদীছ)

৪০। শায়খ ইলমুদ্দীন সোলাইমান ইবনে আহমাদ মুলতানী। তিনি সম্রাট গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সময় দিল্লী এসে মুলতানে হাদীছ শিক্ষা দেন।

৪১। শায়খ আলী ইবনে শিহাব হামদানী । তিনি فضائل أهل بيت সম্পর্কে سرمسند فرد থেকে ৭০টি হাদীছ সংগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব রচনা করেন। [৭৩]

[৭৩]. Dr. Mohammad Eshaq , As avobe , p 43

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় যুগ

এ যুগ হিজরি নবম শতাব্দীর শুরু থেকে একাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রায় সোয়া দু'শ বছরের যুগ। এ যুগের প্রথম দিকে গুজরাটের আমীর প্রথম আহমদ শাহ (৮১৪-৮৪৪ হি.) কর্তৃক ভারত ও আরবের মধ্যে সামুদ্রিক যোগাযোগ স্থাপন করা হলে উভয় দেশের মধ্যে সরাসরি লোক গমনাগমনের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে হাদীছ আকাঙ্ক্ষীরা আরব ও মিশর গিয়ে তথাকার মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা করার সুযোগ লাভ করেন।

নবম হিজরী শতকের প্রথম দিক থেকে দশম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বহু হাদীছ শিক্ষার্থী আরব ও মিশরে গমন করে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (ইন্তি. ৮৫২ হি.), ইমাম সাখাবী (ইন্তি. ৯০২ হি.), শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া আনসারি (ইন্তি. ৮২৫ হি.) ও বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইবনে হাজার হাইছামী মক্কী (ইন্তি. ৮৯৫ হি.) প্রমুখের নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করে দেশে এসে ইলমে হাদীছ দ্বারা দেশকে গুলজার করে দেন। এ কারণে এযুগকে সাখাবী ও হাইছামীর শাগরিদগণের যুগও বলা যেতে পারে। [৭৪]

এতদ্ব্যতীত এ সময় ইরানে শিয়া প্রাধান্য হওয়ায় বহু সুন্নী আলিম ও মুহাদ্দিস সেখান থেকে ভারত হিজরত করেন। ফলে ভারতে হাদীছ চর্চা দ্বিগুণ জোরদার হয়ে ওঠে। [৭৫]

এ যুগের কতিপয় বিশিষ্ট মুহাদ্দিছের নাম নিম্নরূপ ঃ

১। মাওলানা আবুল ফাত্হ নূরুদ্দীন আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ সিরাজী। তিনি ইরান থেকে গুজরাটে এসে ভারতবাসীকে হাদীছ শিক্ষায় ব্যাপক ভাবে প্রেরণা দান করেন। তাই তাকেও এযুগের প্রবর্তক বলা যেতে পারে।

২। হাফেজ রুকনুদ্দীন কুরাইশী ফরাহাবাদী (ইন্তি. ৮২০ হি.) তিনি হাফেজুল হাদীছ ছিলেন। ১ লক্ষ হাদীছ তাঁর মুখস্থ ছিল।

৩। সৈয়দ মুহাম্মদ গিছু দারাজ আবুল ফাত্হ সদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ হোসাইন দেহলবী (ইন্তি.৮২৫ হি.) । তিনি গুজরাট , দৌলতাবাদ ও গুলবরগায় হাদীছ প্রচার করেন। হাদীছে তার মাশারিকুল আনওয়ারের এক শরাহ, মাশারিক এর অনুবাদ , কিতাবুল আরবাঈন (চল্লিশ হাদীছ) ও সীরাতে নববী (সা.) সম্পর্কে একটি কিতাব রয়েছে।

৪। শায়খ বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইস্কান্দারী দামামীনী (ইন্তি. ৮২৭ হি.) । তিনি প্রথমে মিশরের জামে আল্ আযহারে ও পরে ইয়েমনের জামে' জাবীদে শিক্ষাদান করে পরে গুজরাট হয়ে দাক্ষিণাত্যের গুলবরগায় ইলমে হাদীছ প্রচার করেন। হাদীছে তাঁর مصابيح الجامع নামে বুখারী শরীফের تعليق المصابيح নামে مصابيح السنة এর একটি করে শরাহ এবং ফাতহুর রব্বানী (الفتح الرباني) নামে অপর একটি কিতাব রয়েছে।

---

৭৪ . মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩

৭৫ . প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

৫। ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুর রহমান হাশেমী (ইন্তি. ৮৪৩ হি.)। তিনি বোম্বাই এর কাম্বে এবং পরে গুলবরগা ও বেরারে হাদীছ প্রচার করেন।

৬। হুসাইন ইবনে মুইজুদ্দীন বিহারী (ইন্তি. ৮৪৮ হি.) । "আওরাদে দাহ্ ফসলী" নামে তার বহু হাদীছের একটি সঙ্কলন রয়েছে।

৭। কাজী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (ইন্তি. ৮৪৯ হি.)- مناقب السعادة নামে তার বহু কিতাব থেকে সংগৃহীত একটি হাদীছ সংকলন ও তাফসীরের ওপর বহু কিতাব রয়েছে।

৮। মাওলানা শামসুদ্দীন খাজেগী ইবনে আহমদ কড়বী (ইন্তি. ৮৭৮ হি.) তিনি مشارق الأنوار থেকে চল্লিশটি হাদীছ সংগ্রহ করে একটি الأربعين লিখেছেন।

৯। খাজা ইমাদুদ্দীন ওরফে মাহমুদ গাওয়ান (ইন্তি.৮৮৬ হি.) । তিনি ইবনে হাজার আসকালানীর কাছ থেকে হাদীছ শিক্ষা করে হিন্দুস্থানের গুলবরগায় হাদীছ চর্চা করেন।

১০। শায়খ আবুল ফাতহ ইবনে রাজী মক্কী মালবী (ইন্তি. ৮৮৬ হি.)। তিনি মক্কায় হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করে গুজরাটে এসে মন্দুর রাজধানী মালবে ৩০ বছর হাদীছের জ্ঞান প্রচার করেন।

১১। শায়খ আহমদ লাঙ্গা দরইয়া ইবনে হাসান মুজাফফর বলখী (ইন্তি. ৮৯১ হি.) । তিনি তাঁর দাদা মুজাফফর বলখীর আদেশে ৬ মাসে مصابيح السنة হেফজ করেছিলেন।

১২। শায়খ ওমর ইবনে মুহাম্মদ দেমাশকী খাম্বায়েতী (ইন্তি. ৯০০ হি.)। তিনি কায়রোতে সারা বিনতে জাম'আ (ইন্তি. ৮৫৫ হি.) এবং মক্কায় ইমাম সাখাবীর নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করে বোম্বাইর কাম্বে (খাম্বায়েতে) কাযী নিযুক্ত হন।

১৩। শায়খ আহমদ ইবনে সালেহ (ইন্তি. ৯০৫ হি.) । তিনি মালবে হাদীছ প্রচার করেন। [৭৬]

১৪। মুহাক্কিক জালালুদ্দীন দাওয়ানী (ইন্তি. ৯২৮ হি.) সম্রাট ফিরোজ শাহের আমলে তিনি দিল্লী এসে হাওজে আলায়ীর ওপর নির্মিত মাদরাসায় হাদীছ, তাফসীর শিক্ষা দেন।

১৫। মাওলানা আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ তুসী (ইন্তি. ৯১০ হি.)

১৬। শায়খ আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ বারওয়াজী বা বরুচী (ইন্তি. ৯১৫ হি.)। তিনি গুজরাটের বরুচে হাদীছ শিক্ষা দেন এবং "হিসনে হাসীনের" ফার্সি তরজমা করেন।

১৭। মালিকুল মুহাদ্দিছীন শায়খ ওয়াজিহুদ্দীন মুহাম্মদ মালকী (ইন্তি. ৯১৯ হি.) গুজরাটে হাদীছের দরস দেন।

১৮। শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইজদান বখস বাঙ্গালী শেরওয়ানী বোখারী শরীফের অনুলিপি করেন।

১৯। হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ কিরমানী (ইন্তি. ৯৩০ হি)- কাবুলে চার বছর হাদীছ প্রচার করেন।

---

৭৬. ক) Dr.Mohammad Eshaq, As above, p 4
খ) আখবারুল আখইয়ার

Dhaka University Institutional Repository

২০। শায়খ জামালুদ্দীন ইবনে ওমর হাজরামি (ইন্তি. ৯৩০ হি.) গুজরাটে হাদীছ চর্চা ও মুনজেরীর الترغيب والترهيب এর খোলাসা লিখেন। [৭৭]

২১। সৈয়দ রফীউদ্দীন সুফূবী (ইন্তি. ৯৫৪ হি.) গুজরাট ও পরে আগ্রায় লুদীর মাদরাসায় ৩৪ বছর হাদীছ ও তাফসীর শিক্ষা দেন।

২২। আবুল ফাত্হ থানেশ্বরী (ইন্তি. ৯৬০ হি.)

২৩। মীর সৈয়দ আব্দুল আউয়াল জৈনপুরী (ইন্তি. ৯৬৮ হি.) গুজরাট ও দিল্লীতে হাদীছ শিক্ষা দেন এবং فيض الباري شرح صحيح البخاري ও سفر السعادة এর খোলাসাহ লিখেন।

২৪। শায়খ আব্দুল মালিক গুজরাটি আববাসী (ইন্তি. ৯৭০ হি.) - কুরআন ও বুখারী শরীফের হাফেজ-এই মুহাদ্দিছ আজীবন গুজরাটে হাদীছ শিক্ষা দেন।

২৫। মীর মুরতাজা শরীফ জুরজানী (ইন্তি. ৯৭৪ হি.) দাক্ষিণাত্য ও আগ্রায় হাদীছ শিক্ষা দেন।

২৬। শায়খ আলী মুত্তাকী বুরহানপুরী (ইন্তি. ৯৭৫ হি.) বুরহানপুর ও গুজরাটে হাদীছ শিক্ষা দেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তার শতাধিক কিতাব রয়েছে। হাদীছ বিষয়ে তাঁর

منهج العمال + إكمال المنهج + غاية العمال + المستدرك + كنز العمال

+ منتخب كنز العمال

সহ দশটি অতিমূল্যবান কিতাব রয়েছে। তার كنز العمال কে হাদীছের বিশ্বকোষ বলা চলে। যাতে তাকরার বাদে ৩২ হজার হাদীছ রয়েছে। [৭৮]

২৭। মাখদূম ভিকারী নিজামূদ্দীন ইবনে ওমর কাকুরবী ভিকারী (ইন্তি. ৯৮১ হি.) আল মিনহাজ নামে উলূমে হাদীছের একটি কিতাব লিখেছেন।

২৮। খাজা মুবারক ইবনে আররাজানী বানারসী (ইন্তি. ৯৮১ হি.) مدارج الأخبار নামে তিনি বাগাবীর মাছাবীর পুনঃতারতীব দেন এবং এই একই নামে সাগানীর মাশারিকুল আনওয়ার কে বিষয় অনুসারে সাজান। বাকীপুর লাইব্রেরীতে এর কপি রয়েছে।

২৯। মোল্লা আলী তারেমী (ইন্তি. ৯৮১ হি.) মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার।

৩০। মীর কাঁলা মুহাদ্দিছ মুহাম্মদ ইবনে মাওলানা খাজা (ইন্তি. ৯৮৩ হি.) মক্কায় হাদীছ শিক্ষা দান করেন।

৩১। শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে সাদুল্লাহ সিন্ধি (ইন্তি. ৯৮৪ হি.) সিন্ধুর বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ছিলেন তিনি।

৩২। জালালুদ্দীন মুহাম্মদ তাহের পাট্টনী (ইন্তি. ৯৮৬ হি.) مجمع البحار (হাদীছের অভিধান), قانون موضوعات ও تذكرة الموضوعات (রিজাল শাস্ত্রে), المغنى ও أسماء الرجال

---

৭৭. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৫

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

(মাওজুআতের ওপর) তার রচিত বিখ্যাত কিতাব । তিনি ছিলেন এ যুগের ইমামুল হাদীছ ও সমাজ সংস্কারক।

৩৩। শায়খ আব্দুল মুতী হাজরামী (ইন্তি. ৯৮৯ হি.) গুজরাটে বুখারী শরীফ শিক্ষা দেন।

৩৪। আব্দুন নবী গাঙ্গুহী (ইন্তি. ৯৯০ হি.) سنن الهدى في متابعة المصطفى এবং وظائف اليوم والليلة তার বিখ্যাত কিতাব।[৭৯]

৩৫। সৈয়দ আব্দুল্লাহ আইদরুস তাবেয়ী আহমদাবাদী (ইন্তি. ৯৯০ হি.) বিখ্যাত সূফী ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি গুজরাটে ও আহমেদাবাদে হাদীছ শিক্ষা দেন।

৩৬। মাখদূমুল মুলক শায়খ আব্দুল্লাহ আনসারী সুলতানপুরী (ইন্তি. ৯৫০ হি.)- গুজরাটে হাদীছ প্রচার করেন। شرح شمائل الترمذي ও عصمة الأنبياء তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।[৮০]

৩৭। শায়খ শিহাবুদ্দীন আব্বাসী (ইন্তি. ৯৯২ হি.) গুজরাটের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। মাকদেসীর عمدة الحديث ও ইমাম নববীর الأربعين তাঁর মুখস্থ ছিল।

৩৮। আবুস সা'দাত মুহাম্মদ ফকীহী (ইন্তি. ৯৯২ হি.) মক্কা, হাজরামাউত ও জাবীদের প্রায় ৯০ জন শায়খের নিকট থেকে হাদীছ শিখে গুজরাটে হাদীছ শিক্ষা দেন।

৩৮। রাহমাতুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ সিন্ধী (ইন্তি. ৯৯৩ হি.) - তিনি মক্কায় হাদীছ শিখে মদীনায় তা শিক্ষা দেন।

৩৯। শায়খ ওয়াজিউদ্দীন আলাবী গুজরাটি (ইন্তি. ৯৯৮হি.)- তিনি আহমদাবাদে একটি মাদরাসা স্থাপন করে ২৫ বছর সেখানে হাদীছ,তাফসীর শিক্ষা দেন। হাদীছে তার شرح نخبة الفكر এর একটি শরাহ রয়েছে।

৪০। শায়খ তৈয়ব সিন্ধী (ইন্তি. ৯৯৯ হি.) তিনি সিন্ধুর বোরহানপুর ও বেরারের ইলিয়াস পুরে দীর্ঘ ২৫ বছরকাল হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি মিশকাত শরীফের একটি ব্যাখ্যা লিখেছেন।

৪১। শায়খ ইবরাহীম ইবনে দাউদ মানিকপুরী (ইন্তি. ১০০১ হি.) এযুগের একজন প্রথম শ্রেণীর মুহাদ্দিছ ছিলেন।

৪২। শায়খ ইয়াকুব সরফী কাশ্মিরী (ইন্তি. ১০০৩ হি.) - তিনি মুজাদ্দিদে আলফেছানীর ওস্তাদ। رسالة الأذكار , شرح بخاري شريف ও مغازي النبوة তার বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ।

৪৩। শায়খ তাহের ইবনে ইউসুফ সিন্ধী (ইন্তি. ১০০৪ হি.) তাঁর বিখ্যাত হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থগুলো হচ্ছে ;[৮১]

✓ تلخيص شرح أسماء رجال البخاري للكرماني

---

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

✓ شرح بخاري شريف

✓ ملتقات جمع الجوامع للسيوطي ✓ رياض الصالحين .

৪৪। মুহাদ্দিছ জহরনাথ কাশ্মিরী কাশ্মিরে হাদীছ শিক্ষা দেন।

৪৫। মাওলানা ফরীদ বাঙ্গালী - আকবরের সমসাময়িক একজন বড় মাপের মুহাদ্দিছ ছিলেন। (তাজকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ)

৪৬। শায়খ আলীমুদ্দীন মান্দুবী (সিন্ধু) একজন যুগবিখ্যাত মুহাদ্দিছ ।

৪৭। শায়খ আহমদ ইবনে ইসমাঈল মান্দুবী –একজন যুগবিখ্যাত মুহাদ্দিছ।

৪৮। মাওলানা মুহাম্মদ লাগেরী – লাগেরের মুফতী ও মুহাদ্দিছ ছিলেন

৪৯। হাজী মুহাম্মদ কাশ্মিরী (ইন্তি. ১০০৬ হি.)। তিনি কাশ্মিরে হাদীছ শিক্ষা দান করেন। ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ৮০টির মতো পুস্তক রচনা করেন। তাঁর হাদীছ সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছে; [৮২]

- شرح شمائل ترمذي
- شرح مشارق الأنوار
- شرح حصن حصين
- خلاصة الجامع في الحديث .

৫০। মাওলানা ওছমান ইবনে ঈসা সিন্ধী (ইন্তি. ১০০৮ হি.)। তিনি غاية التوضيح নামে বুখারী শরীফের শরাহ লিখেছেন।

৫১। শায়খ মুনাওয়ার ইবনে আব্দুল মজিদ লাহোরী (ইন্তি. ১০১০ হি.)। ৯৮৫হি./ ১৫৭৭খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্রাট আকবর কর্তৃক মালবের প্রধান নিযুক্ত হন। কিন্তু দীনে এলাহীর বিরোধিতা করায় ৯৯৫ হি. / ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী হন। ৫ বছর পর এখান থেকে আগ্রার দূর্গে নীত হন এবং কঠোর শাস্তির দরুন ১০১০ হি./ ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে এখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। হাদীছে তার شرح حصن حصين ও مشارق الأنوار গ্রন্থদ্বয় বিখ্যাত। গোয়ালিয়ার জেলে বসে তিনি একটি তাফসীরও লিখেছিলেন।

৫২। শায়খ ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ আরেফা ও আবদুন নবী শাত্তারী (ইন্তি.১০৩০হি.) হাদীসে তার বিখ্যাত কিতাবগুলো হচ্ছে : [৮৩]

- ذريعة النجاة في شرح مشكواة
- شرح الصلوة معراج المؤمنين
- شرح خير الأسماء عبد الله و عبد الرحمن
- شرح نخبة الفكر
- لوامع الأنوار

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

৫৩। শায়খ ইসহাক ইবনে ওমর হিন্দী (ইন্তি. ১০৩২ হি.)। হাদীছে তাঁর শামায়েলে তিরমিযীর একটি শরাহ আছে।

৫৪। সৈয়দ আবদুল কাদের আইদরুসী আহমেদাবাদী (ইন্তি. ১০৩৭ হি./ ১৬২৭ খ্রি.)। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে সকল ইলম শিখে বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। النور السافر في أعيان القرن العاشر তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এছাড়া হাদীছ বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে : [৮৪]

- القمح الباري بختم صحيح البخاري
- عقد اللآلي في فضائل الآل
- رسالة في مناقب البخاري
- القول الجامع في بيان العلم النافع .

তাই মিশরের রশীদ রিদা যথার্থই বলেছেন: বর্তমান যুগে ইলমে হাদীছের প্রচার ও প্রসারে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। যদি উপমহাদেশের মুসলমানরা হাদীছের প্রচার ও উন্নয়নের জন্যে এরূপ অধ্যবসায় সহকারে কাজ না করতো, তবে এ বিদ্যা অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। [৮৫]

যদিও ভারত বর্ষের সিন্ধুতে আরবদের প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়েছিল হিজরি ২৩ / খ্রিস্টীয় ৬৪৩ সনে সাহাবায়ে কিরামের আমলে, তবে এর সার্বিক বিজয় লাভ হয়েছিল তাবেঈগণের প্রাথমিক যামানায়। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় ইলমে হাদীছ তখন ক্রমবিকাশের এক নবযুগে প্রবেশ করে। আর তখনই ইলমে হাদীছ সিন্ধুতে ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হয়। [৮৬] কিন্তু হিজরি ৩য়/ খ্রিস্টীয় ৯ম শতকের শেষ ভাগে মনসুরা ও মুলতানের স্বাধীন আরব রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রতিষ্ঠার পূর্বে সিন্ধুতে এ শাস্ত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হতে পারেনি। তবে এ সময়েই ইরাকে বসবাসকারী একদল মেধাবী সিন্ধী ছাত্র এবং ভারতীয় যুদ্ধবন্দী-যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম দেশে বসবাস করছিল, তাঁরা হাদীছের প্রচার ও প্রসারে কার্যত অংশগ্রহণ করে। তাঁদের মধ্যে ইমাম আওযায়ী (ইন্তি.১৫৭ হি.) সিরিয়ায়, নাজীহ সিন্ধী (ইন্তি. ১৭০ হি.) মদীনা ও বাগদাদে এবং রাজা সিন্ধী (ইন্তি. ২২২ হি.) খোরাসানে হাদীছ সমূহের সংগ্রাহক ও প্রস্তুতিকারক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। রাজসিন্ধীর এক পৌত্র মুহাম্মদ সিন্ধী (ইন্তি. ২৮৬ হি.) ইমাম মুসলিম (ইন্তি . ২৬১ হি.)- এর সহীহের একটি মুস্তাখরাজ সঙ্কলন করেছিলেন এবং খালাফ সিন্ধী (ইন্তি. ২৩১ হি.) হিজরি ৩য় শতাব্দীর শুরুতে ইলমে হাদীছের একজন উৎসাহী ছাত্র হিসেবে একটি মুসনাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

---

৮৪. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯
খ) আখবারুল আখইয়ার
গ) India's Contribution to the study of Hadith Literature, As avobe, p 50

৮৫. ক) মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, মিফতাহ কুনুযিস সুননাহ (কায়রো : ১৯৩৪), মুকাদ্দামা, পৃ ৩
খ) আল ফুরকান, শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. সংখ্যা, (বেরেলী : ১৯৪০), পৃ ১৬৪,
গ) মানাযের আহসান গিলানী, নিযাম ই তালীম ও তরবিয়াত, (দিল্লী : ১৬৪৪), ১ম খণ্ড, পৃ ১০৬

৮৬. মা'আরিফ, আজমগড়, খ ১২, সংখ্যা ৪, খ ১৩, সংখ্যা ২, নিবন্ধ : হিন্দুস্তান মে ইলমে হাদীছ

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উক্ত মুন্তাখরাজ এবং মুসনাদ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। যদি উভয় সঙ্কলন সংরক্ষিত থাকত, তাহলে হাদীছের রাবীগণ এর দ্বারা দারুণভাবে উপকৃত হতে পারতেন। এতদসত্ত্বেও সিন্ধী রাবীগণের সনদ দ্বারা বর্ণিত বেশ কিছু সংখ্যক হাদীছ সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। [৮৭]

হিজরী ৩য়/ খ্রিস্টীয় নবম শতকেই উপর্যুক্ত মনসুরা ও মুলতানের স্বাধীন আরব শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সিন্ধে এ ইলমুল হাদীছের শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এসব কেন্দ্র থেকে অনেক উৎসাহী তালিবুল ইলম বা হাদীছ শিক্ষার্থী তৈরি হয়েছিলেন, যারা হাদীছে পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জনের জন্যে বহির্দেশে গমন করে এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বস্তুত ৪র্থ হি./১০ খিস্টীয় শতকে সিন্ধি মুহাদ্দিছগণ হাদীছ শাস্ত্রে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ প্রদর্শন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের কর্মতৎপরতা বেশিদিন অব্যাহত থাকতে পারেনি। কারণ, এ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইসমাঈলী শিয়ারা এসব রাজ্য দখল করে নেয়। ফলে সিন্ধুতে ইলমে হাদীছের প্রসার দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এভাবে উপমহাদেশের হাদীছ চর্চার প্রথম যুগ সহসা শেষ হয়ে যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে হাদীছের দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয় গযনবী সালতানাতের আমল (৩৮৮ - ৫৮২ হি./ ৯৯৮ - ১১৮৬ খ্রি.) থেকে। উক্ত সালতানাত পাঞ্জাব ও সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এ রাজ্যের একটি প্রধান শহর হিসেবে লাহোরের তুর্কিস্তান ও পারস্যের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের সাথে এর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। লাহোর তখন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উস্তাদ আবুল কাসেম আল কুশাইরী (ইন্তি.৪৬৫হি.)-এর দৌহিত্র বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ আব্দুল গাফের ইবনে ইসমাঈল আল ফারেসী (ইন্তি.৫২৯হি.) নিশাপুর থেকে গজনী হয়ে লাহোরে উপস্থিত হলে এখানে ইলমে হাদীছের ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। ফলে সে কালে উত্তর পশ্চিম ভারতে ইলমে হাদীছের সর্বপ্রথম শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে লাহোরের নাম আস সামআনীর "কিতাবুল আনসাব" গ্রন্থে স্থান লাভ করে। সে যুগে লাহোরের কৃতি সন্তানদের মধ্যে ইমাম আল হাসান আল সাগানী আল লাহোরী (ইন্তি.৬৫০হি.) ইলমে হাদীছ ও ভাষাতত্ত্বে মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। মাশারিকুল আনওয়ারের প্রণেতা এবং সহীহুল বুখারীর মাতন বা মূল পাঠের রূপ ও ভাষাশৈলী, যা বর্তমান মুসলিম দেশসমূহে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত রয়েছে– তার সম্পাদক হিসেবে সাগানীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। [৮৮]

৬০২হি./১২০৬খ্রিস্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন বলবন কতৃর্ক দিল্লী সালতানাতের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইলমে হাদীছ উপমহাদেশে তার উন্নতি ও অগ্রগতির তৃতীয় যুগে প্রবেশ করে। এ উপমহাদেশে তুর্কী শাসনের প্রাথমিক শতাব্দীগুলো বিশেষত হিজরি সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী ছিল ফিকহবিদগণের উত্থানের যুগ। এসময় রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ কাযীদের কর্তব্য পালনে সহায়তায় এতবেশি ব্যাপৃত থাকতেন যে, তারা এই নবীন মুসলিম সাম্রাজ্যে ইলমে হাদীছের উন্নতি ও প্রসারের প্রতি মোটেই মনোযোগ দিতে পারেননি। আর উপমহাদেশে ইলমে হাদীছের এহেন নৈরাশ্যজনক যুগে শায়খ যাকারিয়া মুলতানী (ইন্তি.৬৬৬ হি.), শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া (ইন্তি.৭২৫হি.), শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনাইরী বা মানেরী (ইন্তি.৭৮২হি.) ও সাইয়্যেদ আলী হামাদানী (ইন্তি.৭৮৬হি.) প্রমুখ সূফী-আলিমগণ স্বয়ং হাদীছ অধ্যয়ন করেন এবং তাদের

---

৮৭. আব্দুল হাই, মা'আরেফুল আওয়ারেফ, (পাণ্ডুলিপি শিরোনাম : আল হাদীছ ফী বিলাদিল হিন্দ)

৮৮. সুবুকী, তবাকাত, (বৈরুত : দারুল মা'আরিফ), খ ৪, পৃ ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

খানকা সমূহে স্বীয় মুরীদগণকেও হাদীছের শিক্ষাদান করেন। ইলমে হাদীছের প্রতি ঐ বুযুর্গগণের মহববত ও ঐকান্তিকতার বদৌলতে ৮ম হি./ ১৫শ খ্রিস্টীয় শতকে উত্তর ভারতের কতক খানকায় সিহাহ সিত্তার শিক্ষাদন সমাদৃত ও ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যায়।

এটি একটি বাস্তব ঘটনা যে, এ উপমহাদেশের শিক্ষার যোগসূত্র যতদিন মধ্যএশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন ইলমে হাদীছ এখানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করতে পারেনি। কারণ, তৎকালে মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষত তুর্কিস্তান ও ইরাক ফিকহ ও মা'কুলাত (অধিবিদ্যা) এর প্রধান কেন্দ্র ছিল। যেহেতু মধ্য এশিয়ার মুসলমানগণ উপমহাদেশ জয় করেছিলেন, তাই এ দেশের ওপর ঐসব দেশের জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাবিদগণের গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। তদুপরি ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনার জন্যে উপমহাদেশে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান রাজ্যে ফিকহবিদগণের অত্যধিক চাহিদা ছিল। পক্ষান্তরে, মুহাদ্দিছগণের সেরূপ কোন সুযোগ ছিলনা। ফলে এ যুগে এখানে ইলমে হাদীছের রেনেসাঁ সংঘটিত হয়নি। [৮৯]

উপমহাদেশে ইলমে হাদীছের চতুর্থ যুগকে রেনেসাঁর যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। নবম হিজরি/১৫শ খ্রিস্টীয় শতকে এ যুগের সূচনা হয়। তখন দাক্ষিণাত্যে বাহমানী ও গুজরাটে মুজাফফরশাহী এ দুটো স্বাধীন মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং জলপথ খুলে যাওয়ার কারণে ভারতীয় উপমহাদেশ ও আরবদের মধ্যে শিক্ষাসম্পর্ক সূচিত হয়। এভাবে চার শতকের সুদীর্ঘ বিরতির পর আরবের সাথে উপমহাদেশের শিক্ষা সম্পর্কের নবায়ন হয়। যা সিন্ধুর ওপর ইসমাঈলী শিয়াদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। এরপর হিজায ও মিশর থেকে মুহাদ্দিসগণের আগমনের কারণে ১০ম হি./১৭শ খ্রিস্টীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের ব্যাপক প্রসার সাধিত হয়। এতে অসাধারণ ও বিস্ময়কর ফলাফল অর্জিত হয়। তখন থেকে ভারতীয় মুহাদ্দিছগণ শিক্ষক, সংকলক ও অনুবাদক হিসেবে ভারত ও হিজাযে একই সময়ে ইলমে হাদীছেরর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ কর্মকাণ্ড ১৩শ হি./১৯শ খ্রিস্টীয় শতাব্দীর শেষার্ধে দেওবন্দে দারুল উলূম ও সাহারানপুরে মাজাহিরুল উলূমের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। উল্লেখ্য যে, দারুল উলূম ও মাজাহিরুল উলূমের প্রতিষ্ঠার ফলে উপমহাদেশের হাদীছ শিক্ষা ও হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। এতদিন যাবত মুসলিম ভারতে হাদীছের উচ্চ শিক্ষার জন্যে কেন্দ্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা। তাই ভারতীয় শিক্ষার্থীগণকে এ বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনের জন্যে হিজায গমন করতে হতো। কিন্তু উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয় ভারতীয় উপমহাদেশে এমন একটি অভাব দূর করে, যা দীর্ঘদিন যাবত অনুভূত হচ্ছিল। এখন তারা ইলমে হাদীছে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা লাভে সক্ষম হয়েছে। [৯০]

---

৮৯. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৩), ভূমিকা দ্র.

৯০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ যুগ

(ইমামে রব্বানী ও শায়খ দেহলবীর যুগ)

এ যুগ ১১শ হিজরি শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ১২শ শতকের তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ইমামে রববানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (র.) ও শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.) হতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.) (ইন্তি. ১১৭৬ হি./ ১৭৬২ খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় দেড় শতকের যুগ।

এযুগে ইলমে হাদীছ ওলামায়ে কিরাম ও সূফীগণের মাদরাসা ও খানকার গণ্ডি পেরিয়ে জনসাধারণের অন্তঃপুরে গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এযুগে একদিকে যেমন মুজাদ্দিদে আলফে ছানি (র.) ও তাঁর আওলাদ অনুসারীগণ শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে হাদীছকে জনসাধারণের বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার জন্যে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেন, তেমনি অপর দিকে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.) (ইন্তি. ১০৫২ হি./১৬৪২ খি.) এবং তাঁর বংশধর ও শাগরিদগণ তৎকালে বহুলপ্রচারিত সরল ও রাজকীয় ফার্সি ভাষায় হাদীছের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে একে আরবী উচ্চ শিক্ষিতদের গবেষণার বিষয় থেকে নামিয়ে সাধারণ ফার্সি শিক্ষিতদেরও বোধগম্য করে তোলেন।[৯১]

মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর (র.) (ইন্তি. ১০৩৪ হি./১৬২৪ খ্রি.) বংশধরগণের মধ্যে খাজা সাঈদ (ইন্তি. ১০৭০ হি.) (র.), খাজা মা'সুম উরওয়াতুল উছকা (ইন্তি. ১০৮০ হি.) (র.), হাফেজ ফরবুখ শাহ সিরহিন্দী (ইন্তি. ১১১২ হি.) (র.), খাজা আ'জম সিরহিন্দী (ইন্তি. ১১১৪ হি.) (র.) , শাহ আবূ সাঈদ মুহাদ্দেছ দেহলবী (ইন্তি. ১২৫০ হি.) (র.), শাহ আব্দুল গণি মুহাদ্দেছ দেহলবী (ইন্তি. ১২৯৬ হি.) (র.) এবং তার শাগরিদগণের ও শাদরিদদের শাগরিদগণের মধ্যে খাজা হায়দার (ইন্তি. ১০৫৭ হি.) (র.), খাজা খাওন্দ (ইন্তি. ১০৮৫ হি.) (র.), বাবা দাউদ মেশকাতি (ইন্তি. ১০৯৭ হি.) (র.) , মীর সৈয়দ আব্দুল জলীল বিলগ্রামী (ইন্তি. ১১৩৮ হি.) (র.), মীর সৈয়দ মোবারক বিলগ্রামী (ইন্তি. ১১১৫ হি.) (র.), শায়খ এনায়েতুল্লাহ কাশ্মিরী (ইন্তি. ১১৮৫ হি.) (র.) ও মীর সৈয়দ আজাদ বিলগ্রামী (ইন্তি.১২০০ হি.) (র.) প্রমুখের খিদমত হাদীছ শাস্ত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

অপরদিকে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবীর বংশধরগণের মধ্যে শায়খ নূরুল হক দেহলবী (ইন্তি.১০৭৩ হি.) (র.), শায়খ সাইফুল্লাহ দেহলবী(র.), শায়খ মুহিববুল্লাহ দেহলবী (র.) , হাফেজ ফখরুদ্দীন দেহলবী (ইন্তি.১১৫০ হি.) (র.) , শায়খুল ইসলাম দেহলবী (ইন্তি.১১৮০ হি.) (র.) ও শায়খ সালামুল্লাহ দেহলবী (ইন্তি.১১২৯ হি.) (র.) প্রমুখ মনীষী এযুগে নানাভাবে ইলমে হাদীছের খেদমত করেন। এযুগে মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর বিরাট সংস্কারমূলক কাজের জন্যে সারা দুনিয়া তাঁকে مجدد ألف ثاني তথা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক রূপে মেনে নিয়েছে।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.) নিজেও কুরআন – সুন্নাহ ও তারিখের ওপর শতাধিক পুস্তক রচনা করে গেছেন।

---

৯১. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বিখ্যাত কিতাবগুলো হচ্ছে,

- الطريق القيم شرح سفر السعادة
- لمعة التنقيح شرح مشكوة المصابيح
- اشعة اللمعات
- جامع بركة المنتخب
- ما ثبت بالسنة
- الأربعون في علوم الدين
- ترجمة الأربعين
- كشف الاختباس في أحكام اللباس (في لباس رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم)
- ذكر إجازة الحديث في القديم والحديث
- مدارج النبوة ইত্যাদি।[৯২]

এ যুগে ইলমে হাদীছের খেদমতে আরো যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,[৯৩]

মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে সিদ্দীক লাহোরী (ইন্তি. ১০৪০ হি.) , শায়খ হাবীবুল্লাহ কনৌজী (ইন্তি. ১০৪১ হি.), শায়খ হোসানুল হোসাইনি লাহোরি (ইন্তি. ১০৪৫ হি.) , খাজা হায়দার কাশ্মিরী (ইন্তি. ১০৫৭ হি.) , খাজা খাজিনুর রহমাত (ইন্তি. ১০৭০ হি.), শায়খ নূরুল হক দেহলবী ইবনে শায়খ আব্দুল হক দেহলবী (ইন্তি. ১০৭৩ হি.), মোল্লা সোলাইমান আহমদাবাদী (আহমদাবাদে তাঁর হাদীছ শিক্ষাদানের সিলসিলা এখনো জারি আছে), শায়খ মোহাম্মদ হোসাইন খানী, খাজা মাসুম ইবনে ইমামে রব্বানী ওরফে আল উরওয়াতুল উছকা (ইন্তি. ১০৮০ হি.) (তিনি ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবসহ নয় লক্ষ মুরীদের পীর), সৈয়দ জাফর বদরে আলম আহমদাবাদী (ইন্তি. ১০৮৫ হি.) الفوز الناري في شرح البخاري এবং روضة الشاه কিতাবের লেখক এবং মাত্র ৫৪ ঘণ্টায় তিনি পূর্ণ কুরআন শরীফ লিখতে পারতেন, খাজা খাওন্দ মঈনদ্দীন ওরফে হযরতে ইশা কাশ্মীরি (ইন্তি. ১০৮৫ হি.), বাবা দাউদ মিশকাতী (ইন্তি. ১০৯৭ হি.) (মিশকাত শরীফ মুখস্থ ছিল বলে তাঁকে মিশকাতী বলা হতো।), الخير الجاري في شرح البخاري, المصفى في شرح الموطأ এবং المعلم في شرح مسلم গ্রন্থত্রয়ের লেখক শায়খ আবু ইউসুফ ইয়াকুব বানানী লাহোরী (ইন্তি. ১০৯৮ হি.), نجم الدرر والمرجان في سيرة النبي صلى الله عليه এর লেখক মির্জা জান আওহাদুদ্দীন বারকী জলন্দরী (ইন্তি.১১০০হি.),

زينة النقط في شرح المشكاة এর লেখক মাহবুবে আলম ইবনে জাফর বদরে আলম আহমদাবাদী (ইন্তি. ১১১১ হি.), সনদসহ ৭০ হাজার হাদীছের হাফেজ, হাফেজ ফররুখ শাহ ইবনে

---

[৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০

[৯৩]. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

খাজিনুর রহমত (ইন্তি. ১১১২ হি.), কুতবুল মুহাদ্দিছীন মীর সৈয়দ মুবারক বিলগ্রামী (ইন্তি. ১১১৫ হি.) , মাওলানা নাঈম সিদ্দীক জৌনপুরী (ইন্তি. ১১২০ হি.) , শায়খ ইনায়েতুল্লাহ কাশ্মীরী (ইন্তি. ১১২৫ হি.) (তিনি কাশ্মীরে ৩৬ বছর হাদীছ শিক্ষাদান করেন),

আর,

- عناية القاري في ثلاثية البخاري
- الأربعون
- تذكرة الأصحاب
- مأخذ الاعتقاد
- شرح حديث صلوة التسبيح
- ترجمة وظائف النبي صلى الله عليه وسلم .

গ্রন্থসমূহের লেখক শায়খ ইয়াহইয়া ইবনে আমীন আব্বাসী ওরফে খুবুল্লাহ এলাহাবাদী (ইন্তি.১১৪৪হি.),

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী র. এর হাদীছের এজাজতদাতা হাজী আফজাল সিয়ালকোটি (ইন্তি.১১৪৬হি.)।

এবং

- شرح بخاري
- رسالة كشف الغطاء عما لزم للمؤطا
- طرد الأوهام عن آثار الإمام الهمام

এর লেখক শায়খুল ইসলাম ইবনে হাফেজ ফখরুদ্দীন দেহলবী (ইন্তি.১১৭৫হি.) প্রমুখ। [৯৪]

---

৯৪. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪
খ) India's Contribution to the study of Hadith Literature
গ) মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা সাহেব, ওলামা কী শানদার মাজী, খ ২, পৃ ৩০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম যুগ

শাহ ওয়ালি উল্লাহী যুগ

এ যুগের সূচনা হয় হিজরি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। এ যুগের প্রর্বতক হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.) (ইন্তি. ১১৭৬ হি.) । তিনি হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কা ও মদীনা শরীফে ইলমে হাদীছের ওপর উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে ১১৪৫/১১৪৬ হিজরিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং ২৫/৩০ বছর কাল হাদীছ শিক্ষা ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে এর প্রচার করতে থাকেন। অসংখ্য মুহাদ্দিছ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা করে ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েন এবং দেশকে হাদীছের শিক্ষা দ্বারা উদ্ভাসিত করে তোলেন। [৯৫]

এরপর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছ দেহলবী (ইন্তি. ১২৩৯ হি.) পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ৬০ বছরের অধিককাল হাদীছের শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকেন। তারপর তাঁরই দৌহিত্র শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী (ইন্তি. ১২৬২ হি.) পিতামহের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ২০ বছরকাল হাদীছ শিক্ষা দেন। অতঃপর তাঁর শাগরিদগণের প্রচেষ্টায় হাদীছ শিক্ষা এখানে আরো ব্যাপকতা লাভ করে। এদের মধ্যে তাঁর প্রসিদ্ধ শাগরিদ মাওলানা আব্দুল গনি মুজাদ্দেদী (ইন্তি. ১২৯৬ হি.) ও মিঞা সাহেব সৈয়দ নজীর হোসাইন দেহলবী (ইন্তি. ১৩২০ হি.) দিল্লীতে দুটো ভিন্ন কেন্দ্রে এবং মাওলানা আলম আলী নগীনবী রামপুরে ও মাওলানা কারী আব্দুর রহমান পানিপথী পানিপথে হাদীছ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। শাহ আব্দুল গনীর পর এমনকি তাঁর জীবনের শেষ দিকেই হাদীছ শিক্ষা এখানে অনেক ব্যাপকতা লাভ করে। মাওলানা মাজহার নানুতুবী (ইন্তি. ১৩০২ হি.) সাহারানপুর জিলা সদরে "মাজাহেরে উলূম নামে এবং মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (ইন্তি. ১২৯৭ হি.) ঐ জেলার দেওবন্দে "দারুল উলূম" নামে নতুন দুটো হাদীছ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। [৯৬] এভাবে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (ইন্তি. ১৩১৩ হি.) একই জেলার গঙ্গুহতে স্বীয় খানকায় এবং মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী (ইন্তি.১৩০৪ হি.) লক্ষ্মৌর ফিরিঙ্গি মহল্লায় পৃথকভাবে হাদীছ শিক্ষাদান শুরু করেন। অত:পর ক্রমে পাক ভারতে হাদীছ শিক্ষার আরো বহু কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং পাক ভারত উপমহাদেশ ইলমে হাদীছের শিক্ষাদানে বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করে। তাই এক কথায় এ যুগকে পাক ভারতে ইলমে হাদীছের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ যুগে ইলমে হাদীছ এখানে অপরাপর বিষয়াবলীর ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং উচ্চ শিক্ষার মাপকাঠি হিসেবে গৃহীত হয়। [৯৭]

---

৯৫. ক) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪

খ) মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র.) ঃ জীবন ও কর্ম, মুসলিম মনীষা, (ঢাকা: ই.ফা.বা.), (ইণ্ডিয়া), পৃ ৮৬ - ৮৭

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (র.)এ যুগকে আবার পর পর সাতটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা :

প্রথম স্তর

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলরী র. এর যুগ

(১১১৪ - ১১৭৬ হি. / ১৭০৩ - ১৭৬২ খ্রি.)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইবনে আব্দুর রহীম দেহলবী ওমরী (র.) ১১১৪ হি. মোতাবেক ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করে ৭ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হেফজ ও ১৫ বছর বয়সে পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে ১৭ বছর বয়সে পিতার নিকট থেকে ইলমে তাসাওফে খিলাফত লাভ করেন। [৯৮] ১১৪৩ হিজরিতে মক্কা ও মদীনা শরীফ গমন করে শেখ আবু তাহের কুরদী মাদানী (ইন্তি.১১৪৫হি.)এর নিকট الصحاح الستة + مشكوة المصابيح + حصن حصين এবং শায়খ ওয়াফদুল্লাহ মক্কী (র.) এর নিকট موطأ إمام مالك ও শায়খ ওমর ইবনে আহমদ মক্কী (র.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীছ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে ১১৪৬ হিজরি সনে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তাঁর পিতার রহীমিয়া মাদরাসায় ৩০ বছর কুরআন – হাদীছ শিক্ষাদান [৯৯] ও বিভিন্ন সংস্কার কার্য সাধনের পর ৬৩ বছর বয়সে ১১৭৬ হি./১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তাঁর যুগে উপমহাদেশে ইলমে হাদীছের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় । এ সময়ই হাদীছ শাস্ত্র এখানে একটি উন্নত বিজ্ঞান হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। [১০০]

কারণ, তাঁর ন্যায় প্রভাবশালী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি দুনিয়ায় খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি একাধারে ছিলেন মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, ফকীহ, সূফী, দার্শনিক ও শরীয়ত তত্ত্বজ্ঞানী। এ সকল বিষয়ে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু ত্রিশটি বাদে বাকীগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। [১০১] তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে :

- ❖ حجة الله البالغة
- ❖ الفوز الكبير
- ❖ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء
- ❖ فتح الرحمة (الترجمة الفارسية للقرآن)

---

৯৮. ক) মোহাম্মদ কুতুবউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮ - ৭৯ ,
খ) ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৮০ - ৮১

১০০. ক) মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৪
খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫
গ) মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯
ঘ) সাইয়িদ আতহার আব্বাস রিজভী, অনু: এম. রুহুল আমীন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও সমকালীন রাজনীতি, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৮৮), পৃ ২৯৯

১০১. ক) Dr. Muhammad Eshaq, India's Contribution to the study of Hadith Literature, As avobe, p 174
খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

- مقدمة في ترجمة القرآن
- عقد الجيد (في الاجتهاد)
- الفتح الكبير
- مصفى (شرح مؤطا للإمام مالك بالفارسية)
- مسوى (شرح عربي لمؤطا إمام مالك)
- الأربعين
- وثيقة الآخرة
- الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين
- الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين
- الإرشاد إلى مهمات الإسناد
- المكتوبة المدني
- الخير الكثير
- فتح الودود و معرفة الجنود
- كتاب الوصيات
- رسالة دانشمندي
- حسن العقيدة
- المقدمات السنية في انتشار الفرقة السنية
- تراجم البخاري
- شرح تراجم أبواب البخاري
- الإنصاف في سبيل الاختلاف (في الفقه)

Dhaka University Institutional Repository

- القول الجميل (في التصوف)
- آثار المحدثين
- تفهيمات إلهية
- فيوض الحرمين
- البدور البازغة
- ألطف القدس
- شفاء القلوب
- عوارف
- حميات
- قرة العينين في تفضيل الشيخين
- مكتوبات مع مناقب الإمام البخاري و ابن تيمية [১০২]

তাঁর উল্লেখযোগ শাগরিদগণ হলেন :

- تفسير المظهري ، اللباب ، منار الأحكام প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক যুগের বায়হাকীখ্যাত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (ইন্তি.১২২৫হি.)
- শাহ আব্দুল আযীয ইবনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (ইন্তি. ১২৩৯হি.)
- মাও. মুহাম্মদ আশিক ফুলতী (শাহ ওয়ালীউল্লাহর মামাতো ভাই, শাহ আব্দুল আযীয দেহলবীর ওস্তাদ) [১০৩]
- মাও. রফিউদ্দীন মুরাদাবাদী (ইন্তি.১২১৮ হি.) (سلوى الكئيب بذكر الحبيب এবং شرح الأربعين النووية গ্রন্থদ্বয় তার লিখা।)

১০২. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬
খ) মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯, ৯৩ - ৯৮
গ) ড. মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯ - ১৭০

১০৩. ক) খান্দানে আজীজিয়া, পৃ ৩০
খ) মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

- মাওলানা খায়রুদ্দীন সুরতী (ইন্তি.১২০৬ হি.) [১০৪]
- খাজা মোহাম্মদ আমীন কাশ্মীরি (শাহ আব্দুল আযীয দেহলবীর প্রাথমিক উস্তাদ)
- دراسات اللبيب এর লেখক মাওলানা মুঈন ইবনে মুহাম্মদ আমীন সিন্ধী।
- মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে পীর মুহাম্মদ বিলগ্রামী, এলাহাবাদী,
- শাহ আব্দুল আযীয দেহলবীর শ্বশুর ফকীহ নূর মোহাম্মদ বুচানবী,
- মাওলানা মাখদূম লক্ষ্মৌবী,
- মাওলানা জামালুদ্দীন রামপুরী,
- হাদীছ বিষয়ক ১৭টিসহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা সৈয়দ মুরতাযা বিলগ্রামী জাবীদী (ইন্তি.১২০৫হি.) [১০৫]

দ্বিতীয় স্তর

শাহ আব্দুল আজীজ ইবনে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবীর (র.) যুগ

(১১৫৯ - ১২৩৯ হি./ ১৭৪৬ - ১৮২৪ খ্রি.)

শাহ আব্দুল আজীজ ইবনে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহ.) ১১৫৯ হিজরিতে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করে পিতার ন্যায় ১৫ বছর বয়সেই ইলমে হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ, উসূল, মান্তিক, হিকমত (গ্রীক বিজ্ঞান), গণিত, জ্যামিতি, ভূগোল ও ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করে ১৭ বছর বয়সেই পিতার কাছ থেকে ইলমে তাসাউফের সনদ লাভ করেন। অত:পর ৬০ বছরকাল তিনি হাদীছ ও তাসাউফের জ্ঞান প্রচার করেন। ৮১ বছর বয়সে ১২৩৯ হিজরিতে তিনি দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন। কারো কারো মতে, ইলমে হাদীছের প্রচার পিতার চেয়ে তার দ্বারাই বেশি হয়েছে। [১০৬]

তাঁর বিখ্যাত হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থাবলি হচ্ছে ;

☑ عجالة نافعة ☑ تعليقات على المسوى ☑ الموضوعات

☑ ما يجب حفظه للناظر ☑ تفسير عزيزي ☑ فتوى عزيزية

তাঁর উল্লেখযোগ্য শাগরিদগণ হলেন :

❖ ترجمة القرآن (اردو) কিতাবের লেখক শাহ রফিউদ্দীন ইবনে ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (ইন্তি. ১২৪৯ হি.) এবং مقدمة العلم , التكميل

---

১০৪. খান্দানে আজীজিয়া

১০৫. ক) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭
খ) মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭

১০৬. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

❖ ترجمة القرآن (اردو) ও مضيح القرآن গ্রন্থদ্বয়ের লেখক শাহ আব্দুল কাদির ইবনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (ইন্তি. ১২৪১হি.)

❖ শাহ আব্দুল গনী দেহলবী (ইন্তি. ১২২৭ হি.)

❖ عقبات (في التصوف) + تقوية الإيمان (في التوحيد) + رسالة (في أصول الفقه) + منصب (إمامة في الخلافة) + صراط مستقيم (في التصوف) + تنوير العينين في إثبات رفع اليدين + تنفيذ الجواب في رد إثبات رفع اليدين গ্রন্থগুলোর লেখক শাহ ইসমাইল শহীদ ইবনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (ইন্তি.১২৪৬হি.) [১০৭]

❖ শাহ মাখসূসুল্লাহ ইবনে শাহ রফিউদ্দীন দেহলবী (ইন্তি. ১২৭৩ হি.)

❖ صدر الصدور منتهى المقال في حديث لا تشد الرحال গ্রন্থকার দিল্লীর খ্যাত মুফতী সদরুদ্দীন খাঁ কাশ্মিরী দেহলবী (ইন্তি.১২৫৮ হি.)

❖ মাওলানা আব্দুল হাই দেহলবী (ইন্তি. ১২৪৩ হি.)

❖ মাওলানা হাসান আলী মুহাদ্দিছে লক্ষ্মৌবী,

❖ মাওলানা হুসাইন আহমদ মলিহাবাদী (ইন্তি.১২৭৫হি.)

❖ تفسير رؤوفي লেখক শাহ রউফ আহমদ মুজাদ্দেদী (ইন্তি.১২৪৯ হি.)

❖ মাওলানা আব্দুল খালেক দেহলবী

❖ মাওলানা খুররম আলী বালহুরী (ইন্তি. ১২৭১ হি.)

❖ শাহ খাজা আবু সাইদ মুজাদ্দেদী (ইন্তি. ১২৫০ হি.)

❖ মাওলানা মুহাম্মদ শাকুর মাছলী শহরী (ইন্তি. ১৩০০ হি.)

❖ মাওলানা জহুরুল হক কলন্দরী,

❖ মাওলানা সৈয়দ আওলাদ হাসান কনৌজি (ইন্তি. ১২৫৭হি.)

❖ মাওলানা করমুল্লাহ (করীমুল্লাহ) (ইন্তি. ১২৫৮হি.)

❖ মাওলানা সালামাতুল্লাহ বাদাউনী। তিনি কানপুরে হাদীছ শিক্ষা দেন। [১০৮]

❖ মাওলানা মুফতী রশীদুদ্দীন খান দেহলবী (ইন্তি. ১২৪৯হি.)। তিনি মাওলানা কাসেম নানুতাবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর উস্তাদের উস্তাদ। [১০৯]

❖ শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী (ইন্তি. ১২৬২ হি.)

---

[১০৭]. খান্দানে আজীজিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫

[১০৮]. Dr. Mohammad Eshaq, As above , p 180

[১০৯]. ওলামা কি শানদার মাযী, খ ২, পৃ ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

❖ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব দেহলবী (ইন্তি.১২৮৩ হি.)। তিনি দিল্লী ও পরে মক্কায় ২৩ বছর হাদীছ শিক্ষা দেন।

❖ মাওলানা আহমদ রেজা খাঁ বেরলবীর ওস্তাদ মাওলানা আলে রাসূল সা.

❖ মাওলানা সৈয়দ কামারুদ্দীন হাসানী

❖ মাওলানা শাহ গোলাম আলী দেহলবী।

❖ মাওলানা সালামাতুল্লাহ মুরাদাবাদী।

❖ মাওলানা হায়দর আলী টংকী (ইন্তি. ১১৭৭ হি.)

❖ মাওলানা আহমাদুদ্দীন বাগাবী (ইন্তি. ১২৮২ হি.) [১১০]

❖ মাওলানা গোলাম মুহিউদ্দীন বাগবী (ইন্তি. ১২৭৩ হি.)

❖ شـــرح الحبيب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم এর লেখক মুফতী ইলাহী বখস ইবনে আল্লামা শায়খুল ইসলাম কান্দলবী। (ইন্তি. ১২০৯/১২১০ হি.) তিনি রূমীর মসনবীর শেষ খণ্ড লিখে তাকে পূর্ণতা দেন। [১১১]

তৃতীয় স্তর

শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী (র.) এর যুগ

(১১৭২ - ১২৬২ হি./ ১৭৫৮ - ১৮৪৬ খ্রি.)

তিনি দিল্লীতে ২০ বছর অত:পর মক্কায় হিজরত করে সেখানে তিন বছর হাদীছ শিক্ষাদানের পর সেখানেই ইন্তিকাল করেন। [১১২]

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শাগরিদের নাম হলো :

✔ مظاهر الحـــق شـــرح المـــشكاة এর লেখক নওয়াব কুতুবুদ্দীন খাঁ দেহলবী (ইন্তি. ১২৭৯ হি.)

✔ الاحاديث المتبارکـــة নামক হাদীছ বিষয়ক কিতাবের লেখক মুফতী এনায়েত আহমদ কাকুরবী (ইন্তি. ১২৮৩ হি.)

✔ মাওলানা শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দেদী ইবনে আবু সাঈদ মুজাদ্দেদী।

---

১১০. খান্দানে আজীজিয়া

১১১. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত , পৃ ১৬০

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

- ✔ মাওলানা আলম আলী নগীনবী (ইন্তি. ১২৯৫হি.)
- ✔ মাওলানা আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী (ইন্তি. ১২৯৬ হি.)
- ✔ القسطاس في آثار عباس এর লেখক মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ থানবী (ইন্তি.১২৯৬হি.)
- ✔ মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (ইন্তি. ১২৯৭হি.)
- ✔ মাওলানা আব্দুল কাউয়ূম বুঢানবী ভূপালী (ইন্তি. ১২৯৯ হি.)
- ✔ কারী আব্দুর রহমান পানিপথী (ইন্তি. ১৩১৪ হি.)
- ✔ মাওলানা সৈয়দ নজীর হোসাইন মিয়া সাহেব (ইন্তি. ১৩২০ হি.)
- ✔ শায়খ ইবরাহীম নগর নহছবী ,
- ✔ মাওলানা সুবহান বখশ মুজাফফরপুরী,
- ✔ মাওলানা আলী আহমদ (টার্কি (টংকি),
- ✔ মাওলানা ফখরুদ্দীন দেহলবী ফখরে জাহাঁ।
- ✔ মাওলানা মুহাম্মদ ওরফে "ঝাও" (রাজশীহী) [১১৩]

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের প্রখ্যাত হাদীছ প্রচারকগণ হলেন :

ক) হাফেজ কারী হাকীম মাওলানা আলম আলী নগীনবী মুরাদাবাদী (ইন্তি. ১২৯৫হি.)

তার বিখ্যাত শাগরিদগণ হলেন :

মাওলানা আলী আকরাম আরাবী (আরা, বিহার), মাওলানা সৈয়দ হাসান রামপুরী [১১৪]

খ) উস্তাযুল আসাতিযা শাহ আব্দুল গনি মুজাদ্দেদী (১২৩৫ - ১২৯৬ হি./ ১৮১৯ - ১৮৭৮ খ্রি.)

তিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানীর (রহ.) পুত্র খাজা মা'সুমের ৫ম অধ:স্তন পুরুষ। তিনি দিল্লীতে এবং পরে মক্কায় ১৩ বছর হাদীছ শিক্ষাদান করেন। বলা বাহুল্য , উক্ত শাহগনিতে এসেই হাদীছের মুজাদ্দেদীয়া ধারা ও ওয়ালীউল্লাহী ধারা একত্রে মিশে গেছে। হাদীছ শাস্ত্রে তার "ইনজাহুল হাজাহ" নামে ইবনে মাজাহ শরীফের একটি মূল্যবান শরাহ আছে। [১১৫]

---

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬১

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬১

১১৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রসিদ্ধ শাগরিদগণ হলেন:

- মাওলানা কাসেম নানুতাবী (ইন্তি. ১২৯৭হি.)
- মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (ইন্তি.১৩২৩ হি.)
- মাওলানা ইয়াকুব নানুতাবী (ইন্তি. ১৩০২ হি.) (তিনি কাসেম নানুতাবীর সময় দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান অধ্যাপক ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর উস্তাদ ছিলেন।)
- মাওলানা খিজির ইবনে সোলাইমান হায়দারাবাদী,
- শায়খ মানজুর আহমদ সিন্ধী,
- মাওলানা আব্দুল হক এলাহাবাদী
- শায়খ হাবীবুর রহমান রুদলবী,
- মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন এলাহাবাদী।
- শায়খ মুহাম্মদ মাসুম মুজাদ্দেদী ,
- মাওলানা মুহাম্মাদ জাফরী
- মাওলানা আলীমুদ্দীন বলখী
- শায়খ মাহমুদ সিবগাতুল্লাহ
- শায়খ মুহাম্মদ মাজহার মুজাদ্দেদী
- মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ওরফে মুহসিন তারহাটি ইয়ামানী।

উপমহাদেশে হাদীছ চর্চায় এঁদের অবদান অনেক।[১১৬]

গ) মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (ইন্তি. ১২৯৭ হি./ ১৮৮০ খ্রি)

মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র.) ভারতের যুক্ত প্রদেশ (ইউ.পি.) এর অন্তর্গত সাহারানপুরে ১২২৫ হি./ ১৮১০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম লূৎফুল্লাহ আনসারী। তিনি বাল্যকালেই কুরআন হিফজ করে সাধারণ শিক্ষা মাওলানা মামলুক আলী ও মাওলানা ওজীহুদ্দীনের (র.) নিকট এবং ইলমে হাদীছ দিল্লীতে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র.) এর নিকট ও পরে মক্কা শরীফে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষার সমাপ্তির পর তিনি শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। এরই সাথে তিনি দিল্লীতে 'মাকতাবায়ে আহমাদিয়া' নামে মুদ্রণালয় স্থাপন করে সেখান থেকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস গ্রন্থসমূহের টীকা ও ব্যাখ্যা রচনা করে তা মুদ্রণ করেন। যার ফলে উপমহাদেশে ইলমে হাদীছের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

---

১১৬ . প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

শেষ বয়সে তিনি মাযাহির – ই – উলূম, সাহারানপুরে হাদীছ ও তাফসীর শিক্ষা প্রদান করে। ৬ জুমাদাল উলা, ১২৯৭ হি. / ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। [১১৭]

হাদীছ ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর উল্লেখ্য গ্রন্থাবলি হচ্ছে ;

☑ حاشية صحيح البخاري ☑ حاشية الترمذي

☑ الدليل القوي في ترك القرآءة للمقتدي

তাঁর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শাগরিদগণ হলেন :

✔ মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতাবী । তিনি তাঁর নিকট আবু দাউদ শরীফ শিক্ষা করেন। [১১৮]

✔ মাওলানা ইনায়েত আলী সাহারানপুরী (ইন্তি. ১৩৪৭ হি.)। তিনি মাজাহিরুল উলূমে মাওলানা সাহারানপুরী ও মাওলানা মাজহার নানুতাবীর নিকট হাদীছের শিক্ষা লাভ করে প্রথমে এর অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি মাজাহেরুল উলূম এর শায়খুল হাদীছ মাওলানা জাকারিয়া সাহেবের হাদীছের উস্তাদ। [১১৯]

ঘ) মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (১২৬৪ - ১৩০৪ হি. ১৮৪৮ - ১৮৮৬ ইং)

তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী রহ. এর পিতা শাহ আব্দুর রহীম দেহলবীর সমসাময়িক প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদ দেহলবীর বংশে ১২৬৪ হিজরিতে লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গী মহল্লায় জন্মগ্রহণ করে মাত্র ১৭ বছরেই পবিত্র কুরআন হিফজসহ তৎকালীন পূর্ণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৮ বছর বয়স থেকেই তিনি হাদীছ শিক্ষাদান ও কিতাব রচনা শুরু করে মাত্র ২২ বছর বয়সে ১০৯ খানা কিতাব রচনা করে ১৩০৪ হিজরিতে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। [১২০]

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদই ছিলেন ভারতবর্ষে দরসে নিজামিয়ার আসল উদ্ভাবক। কিন্তু পরে তার সুযোগ্য পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীন কর্তৃক এর বহুল প্রচারের কারণে তাঁর নামেই এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। তবে স্মর্তব্য যে, পাক ভারতের দরসে নিজামিয়া আর বাগদাদের দরসে নিজামিয়া এক নয়। বাগদাদের দরসে নিজামিয়ার উদ্ভাবক ছিলেন নিজামুল মুলক তুসী। বলা বাহুল্য, তৎকালে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ এ দুটো কেন্দ্রই পাক ভারতের শ্রেষ্ঠ ইলমে দ্বীনি কেন্দ্র ছিল। দিল্লী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাহ আব্দুর রহীম, আর লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উক্ত মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদ দেহলবী (রহ.) । তবে দিল্লী কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল হাদীছ, তাফসীর প্রভৃতি মানকুলাত শিক্ষাদান । আর লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

---

১১৭. সংকলিত, মুসলিম মনীষা, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০১), পৃ ১৪১

১১৮. মওলানা সায়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী, সাওয়ানেহে কাসেমী, খ ১, (দেওবন্দ: ইণ্ডিয়া, ১৩৭৩ হি.) পৃ ২৫৬

১১৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৩

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ছিল মান্তিক হিকমত প্রভৃতি মা'কুলাত শিক্ষাদান। এ দু' শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে বহুদিন যাবত ইলমী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। [১২১]

তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিতাবগুলো হচ্ছে :

☑ تعليق الممجد شرح مؤطا الإمام محمد ☑ زجر الناس على إنكار آثار ابن عباس

☑ دافع الوسواس في آثار ابن عباس ☑ إمام الكلام فيما يتعلق بقرآءة خلف الإمام

☑ ظفر الأماني شرح على رسالة الجرجاني (أصول الحديث)

☑ كتاب في الموضوعة ☑ الاجوبة الفاضلة ইত্যাদি। [১২২]

তাঁর অসংখ্য শাগরিদের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীম প্রসিদ্ধ ১০ জনের [১২৩] এবং মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ২০ জনের[১২৪] নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হলেন ; আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. এ সমসাময়িক মাওলানা জহির আহসান শাওক নিমাভী। হাদীস বিষয়ে তার বিখ্যাত গ্রন্থ آثار السنن – যাতে তিনি হানাফী মাযহাব সম্পর্কিত হাদীছ সমূহ সঙ্কলিত করেছেন এবং আল্লামা কাশ্মীরি একে একটি উত্তম কিতাব বলে মন্তব্য করেছেন। [১২৫]

আরেক জন হলেন; মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গি মহল্লী (ইন্তি. ১৩৪৪ হি.), যিনি তার উপর্যুক্ত آثار السنن গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন। [১২৬]

ঙ) মিঞা সাহেব সৈয়দ নজীর হোসাইন (১২২০ - ১৩২০ হি./ ১৮০৫ - ১৯০২ ইং)

তিনি অতি অল্প বয়সেই নাহু, সরফ, ফিকহ, উসূল, মান্তিক, হিকমাহ, হাইয়াত, কুরআন ও হাদীছের গভীর জ্ঞান অর্জন করে দিল্লীতে ৬০ বছর যাবত হাদীছ ও তাফসীর শিক্ষা দান করেন। তিনি ছিলেন সমগ্র আহলে হাদীছ জামা'আতের শীর্ষস্থানীয় এবং উস্তাযুল কুল। মাওলানা মুজাফফর সাহেব তার الحياة بعد الممات কিতাবে তাঁর সহস্রাধিত শাগরিদ থেকে মাত্র ৫০০ জন মুহাদ্দিছ শাগরিদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন :

✓ غاية المقصود – প্রণেতা মাওলানা শামসুল হক ডয়ানবী (ইন্তি.১৩২৯ হি.)

✓ عون المعبود – প্রণেতা মাওলানা আশরাফ আলী।

---

১২১. প্রাগুক্ত, পাদটীকা, পৃ ১৬৪

১২২. মুকাদ্দামায়ে শরহে বেকায়াহ, (দেওবন্দ: মাকতাবায়ে থানভী, ১৩৯০ হি.)

১২৩. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম , হাদীছ সংকলেন ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৬

১২৪. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৫

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৪

১২৬. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৬

Dhaka University Institutional Repository

✓ تحفة الأحوذي شرح الترمذي – প্রণেতা মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (ইন্তি. ১৩৫৩ হি.)

✓ تبويب القرآن ও الصحاح الستة এর উর্দূ অনূবাদক – প্রণেতা মাওলানা নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান খাঁ,

✓ شارح الهداية মাওলানা আমীর আলী মলিহাবাদী প্রমুখ।[১২৭]

পঞ্চম স্তর

এ স্তরে বহুসংখ্যক মুহাদ্দিছ ভারত বর্ষে ইলমে হাদীছের চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন :

ক) মাওলানা কাসেম নানুতাবী (১২৪৮ - ১২৯৭ হি. / ১৮৩২ - ১৮৭৯ খ্রি.)

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতাবী ভারতের যুক্ত প্রদেশ (ইউ.পি.) এর অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার ঐতিহাসিক "নানুতা" নগরে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর বংশে[১২৮] ১২৪৮ হিজরি মোতাবেক ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১২৯] উল্লেখ্য, 'নানুতা' নগরটি দিল্লী থেকে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে সাহারানপুর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল এবং দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রায় বিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।[১৩০] তার ঐতিহাসিক নাম খুরশীদ হুসাইন। তাঁর পিতা শায়খ আসাদ আল সিদ্দীকি ছিলেন ফারসি ভাষার সুপণ্ডিত।[১৩১] নানুতায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর দেওবন্দের মাওলানা মাহতাব আলীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও পরে সাহারানপুরে নিজ শায়খ অজীহুদ্দীন ও মাওলানা মুহাম্মদ নাওয়ায এর নিকট তিনি আরবী ও ফারসি ভাষা অধ্যয়ন করেন।[১৩২] উল্লেখ্য, দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পূর্বে দেওবন্দে উক্ত মাওলানা মাহতাব আলীর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সেরা মানের শিক্ষায়ন।[১৩৩] তিনি স্বীয় পিতৃব্য দিল্লী সরকারি কলেজের আরবী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মাওলানা মামলূক আলীর (ইন্তি. ১৮৫১ খ্রি.) নিকট তিনি আরবী বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। তখন

---

১২৭. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৬
খ) নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬

১২৮. ক) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানূতাবী, "সাওয়ানেহ – ই – উমরী" (দেওবন্দ : ১৩৭৩ হি.), পৃ ২৫ –২৬
খ) মুফতী আযীযুর রহমান, তাযকিরা মাশায়িখ দেওবন্দ, (করাচী : ১৯৬৪), পৃ ১৪১

১২৯. ক) আব্দুল অহীদ সিদ্দীকী, মাকালাত –ই– তাওহীদ (রাওয়ালপিণ্ডি : ১৯৭১), পৃ ৬০
খ) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানূতাবী, সাওয়ানেহ –ই – উমরী, (দেওবন্দ : ১৩৭৩হি.), পৃ ২৪

১৩০. ক) সাইয়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী, সাওয়ানেহে কাসেমী, খ ১, (দেওবন্দ : ১৩৭৩ হি.), পৃ ৫২
খ) এ.এইচ.এম. মুজতবা হুসাইন, "মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানূতাভী", মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩

১৩১. ক) সাইয়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩
খ) এ. এইচ. এম. মুজতবা হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫

১৩২. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭
খ) মাওলনা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানূতাভী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
গ) মুফতী আযীযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩

১৩৩. ক) সাইয়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭
খ) এ. এইচ. এম. মুজতবা হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও তাঁর সতীর্থ হন এবং পরে তাঁরা উভয়েই বিশ্বসেরা আলিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। [১৩৪] তিনি এখানে কুরআন, হাদীছ, ফিকহ, উসূল, তাফসীর, কালাম, বালাগাত, মানতিকসহ সাধারণ শিক্ষার বিজ্ঞান এবং দর্শন বিষয়েও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আবু দাউদ শরীফ ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যসব গ্রন্থাদি তিনি মাওলানা শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী মুহাদ্দিছ (র.) (ইন্তি. ১৮৭৮ খ্রি.) এর নিকট এবং আবু দাউদ শরীফ মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর (র.) নিকট অধ্যয়ন করেন। [১৩৫] তিনি ছিলেন ইলমে হাদীছের একজন নিরলস গবেষক পাঠক। [১৩৬] দাওরা – ই– হাদীছে অধ্যয়নকালেই তিনি এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (ইন্তি. ১৩২৩ হি.) হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর (র.) (ইন্তি. ১৩১৭ হি.) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন রিয়াজতের মাধ্যমে বেলায়েতের উচ্চ মাকামে উন্নীত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। [১৩৭] তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দ (স্থাপিত ১৫ মহররম ১২৮২ হি./ ৩০ মে ১৮৬৭ খ্রি.) মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক। এর প্রথম শিক্ষক মোল্লা মাহমুদ এবং প্রথম ছাত্র ছিলেন মাহমুদুল হাসান। [১৩৮] তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি হচ্ছে ;

☑ شرح جامع البخاري	☑ آب حياة	☑ مصابيح التراويح
☑ هدية الشيعة	☑ الدليل المحكم	☑ انتصار الإسلام
☑ أجوبة أربعة	☑ تصفية العقائد	☑ تحذير الناس
☑ رد قول الفضيح	☑ لجة الإسلام	☑ توثيق الكلام
☑ تحفة لحمية	☑ انتباه المؤمنين	☑ الأجوبة الكاملة
☑ قصائد قاسمية .		

[১৩৯]

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবীর প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমের অনুসরণে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। তাই পরবর্তীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ মাদরাসাটি বিশ্বে উল্লেখযোগ্য একটি হাদীছ চর্চা কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। [১৪০]

---

১৩৪. ক) মুফতী আযীযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪
খ) এ. এইচ. এম. মুজতবা হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯ - ১৪০

১৩৫. ক) সাইয়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৪
খ) এ. এইচ. এম. মুজতবা হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১

১৩৬. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৭
খ) প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১

১৩৭. ক) মুফতী আযীযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯
খ) এ. এইচ. এম. মুজতবা হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩

১৩৮. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮
খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭

১৩৯. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪ - ১৫৬
খ) মুহাম্মদ আয়্যুব কাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ আহসান নানূতাভী, (করাচী : ১৯৬৬ খ্রি.) পৃ ২২৪ - ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

বিগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের হাজার ছাত্র ভারতবর্ষ ও বিশ্বের দিকে দিকে ইলমে হাদীছের খেদমত করে যাচ্ছে।[১৪১] একাধারে সূফী, দার্শনিক, তার্কিক, মুহাদ্দিছ এই মনীষী মাত্র ৫০ বছর বয়সে (১২৯৭ হি. / ১৮৭৯ খ্রি.) দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন।

মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর নির্দেশে তার شرح البخاري [১৪২] এর শেষাংশ তথা শেষ পাঁচ পারা তিনিই রচনা করেন।[১৪৩]

তাঁর প্রখ্যাত শাগরিদ মুহাদ্দিছগণ হলেন:

১. মাওলানা আহমদ হাসান আসরুহী, ২. মাওলানা মানুসূর আলী,

৩. মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী ৪. হাকীম মাওলানা রহীমুল্লাহ বিজনৌরী,

৫. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (ইন্তি. ১৩৯৩ হি.)

খ) মাওলানা ইয়াকুব নানুতাবী (১২৪৯ - ১৩০২ হি./ ১৮৩৩ - ১৮৮৪ খ্রি.)

তিনি ছিলেন দিল্লী কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মাওলানা মামলূক আলী নানুতাবীর পুত্র। নাহু, সরফ, ফিকহ, উসূল, মান্তিক, বালাগাত, হিকমাহ তিনি তাঁর পিতা ও মাওলানা কাসেম নানুতাবীর নিকট থেকে, ইলমে হাদীছ মাওলানা শাহ আব্দুল গনি মুজাদ্দেদী এবং ইলমে তরীকত ও তাসাউফের জ্ঞান মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র. এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করে ১৫০ টাকা বেতনে আজমীরে ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে চাকরি নেন।[১৪৪]

কিন্তু পরে একজন জবরদস্ত অলী এই ইয়াকুব নানুতাবী দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর স্বীয় ওস্তাদ কাসেম নানুতাবীর আহবানে সাড়া দিয়ে ১৫০ টাকা বেতনে উক্ত দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম ছদরুল মুদাররিসীন এবং শায়খুল হাদীছ পদে যোগ দেন ও মৃত্যু পর্যন্ত ১৯ বছর এই পদেই সমাসীন ছিলেন। তাঁর আমলে এখান থেকে ১৫১ জন ছাত্র ইলমে হাদীছে সনদ লাভ করেন।[১৪৫]

গ) মাওলানা মাজহার নানুতাবী (ইন্তি. ১৩০২ হি. / ১৮৮৪ খ্রি.)

তিনি মাওলানা মামলূক আলী নানুতাবীর নিকট হাদীছ ও অন্যান্য ইলম শিক্ষা করেন। মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর পর তিনি মাজাহেরুল উলূম এর প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আজীবন এখানে ইলমে হাদীছ ও তাফসীর শিক্ষা দেন। তার বহুসংখ্যক শাগরিদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন ;

---

১৪০. মাওলানা মুহাম্মদ মোতালেব হোসাইন সালেহী, আত্ তারীখুছ ছামীন ফিল হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছীন, (কুমিল্লা : সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদরাসা, ২০০৭) ১ম সংস্করণ, পৃ ৫৪৮

১৪১. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৬

১৪২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭

১৪৩. সাইয়্যিদ মাহবুব রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮

১৪৪. ক) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮

খ) মুহাম্মদ মোতালেব হোসাইন সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪৯

১৪৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (ইন্তি. ১৩৪৬হি.), মাওলানা ইনায়েত ইলাহী সাহারানপুরী (ইন্তি. ১৩৪৭ হি.) [১৪৬]

ঘ) মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (১২৪৪ - ১৩২৩ হি./ ১৮২৮ - ১৯০৫ ইং)

তিনি দিল্লী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা মামলূক আলী নানুতাবীর (ইন্তি.১২৬০ হি.) নিকট আরবী , ফার্সী, ফিকহ , মান্তিক, হিকমত প্রভৃতি, শাহ আব্দুল গণি মোজাদ্দেদী ও তার ভাই শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দেদীর নিকট ইলমে হাদীছ এবং হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র. এর নিকট থেকে ইলমে তাসাউফ শিক্ষা লাভ করে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তার গাঙ্গুহস্থিত খানকায় হাদীছ ও তাসাউফ শিক্ষা দেন। মাওলানা কাসেম নানুতাবীর পর তিনিই দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর তাকরীর থেকে লিপিবদ্ধ দুটো বিখ্যাত কিতাব হলো;

১. لامع الدراري على جامع البخاري ২. الكوكب الدري ع لى جامع الترمذي

তার নিকট হাদীছ শিক্ষাগ্রহণকারী শাগরিদের সংখ্য তিনশতের অধিক বলে তার জীবনীগ্রন্থ تذكرة الرشيد এ উল্লেখ রয়েছে। [১৪৭]

ষষ্ঠ স্তর

ক) শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (১২৬৮ - ১৩৩৯ হি./১৮৫১ -১৯২০ খ্রি.)

তিনি ১২৬৮ হিজরি/ ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪৮] তাঁর পিতা মাওলানা জুলফিকার আলী দেওবন্দী ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আরবী, ফার্সি, উসূল, মান্তিক, হিকমাহ প্রভৃতি বিষয় মোল্লা মাহমুদ দেওবন্দী ও মাওলানা ইয়াকুব নানুতাবী প্রমুখ মনীষীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর মাওলানা আব্দুল গনি মুজাদ্দেদী মক্কী, কারী আব্দুর রহমান পানিপথী, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী ও মাওলানা মাজহার নানুতাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা ও ইজাযত লাভ করেন। [১৪৯]

---

১৪৬. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯
খ) মুহাম্মদ মোতালেব হোসাইন সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪৯

১৪৭. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০
খ) মুহাম্মদ মোতালেব হোসাইন সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪৯

১৪৮. ক) রহমান আলী, অনুবাদ : মুহাম্মদ আইয়ুব কাদীরী, তাযকিরা এ উলামায়ে হিন্দ, (লাহোর : কিতাব মঞ্জিল, ১৯৭৪ খ্রি.) পৃ ৪৬৬
খ) সাইয়্যিদ আসগর হুসাইন, হায়াতে শায়খুল হিন্দ, (লাহোর : ইদারা ইসলামিয়াত , ১৯৭৭ খ্রি.) পৃ ১৭
গ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০
ঘ) মুহাম্মদ মোতালেব হোসাইন সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫১

১৪৯. ক) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১
খ) মাওলানা মোহাম্মদ মোতালেব হোসাইন সালেহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫১

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, ১৫ বছর বয়ঃক্রমকালে যখন তিনি কুদূরী , শরহুত তাহযীব ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়নরত ছিলেন, তখনই (১৫ মুহাররম ১২৮২ হি./ ৩০ মে ১৮৬৭ খ্রি.) দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হলে মাওলানা মোল্লা মাহমুদ এর প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। আর উক্ত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষার্থী। [১৫০]

কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন শেষ করে, এমনকি অনেকের মতে ছাত্রাবস্থায়ই ১২৮৮ - ১৩৩৯ হি. / ১৮৭১ - ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীঘ ৫১ বছর তিনি উক্ত দারুল উলূমের প্রথমে শিক্ষক, পরে সদরুল মুদাররিসীন এবং মাওলানা কাসেম নানুতাবীর পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের শায়খুল হাদীছ পদে আমরণ বহাল ছিলেন। [১৫১]

এ সময়কালে তার পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা, প্রসিদ্ধি , মাহাত্ম্য, অক্লান্ত পরিশ্রম, উৎকৃষ্টতা, একাগ্রচিত্ততা ও সাহসিকতার ফলে অচিরেই এ মাদরাসার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় [১৫২] এবং এর খ্যাতি অতি দ্রুত দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। [১৫৩] ফলে এটি মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সেরা [১৫৪] এমনকি মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [১৫৫] হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

হাদীসের দরস দানে তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) এবং শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.) এর রীতি অনুসরণ করতেন। তবে শাহ ওয়ালীউল্লাহর রহ. মতামতসমূহ অত্যধিক দৃঢ়তা, নিশ্চয়তা ও আস্থার সাথে তিনি বর্ণনা করতেন এবং অত্যন্ত আদবের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন। [১৫৬] তাইতো দেখা যায়, ১২৮৯ হিজরী থেকে ১৩৩৩ হিজরি পর্যন্ত মাত্র চুয়াল্লিশ বছরে তাঁর নিকট থেকে সরাসরি ইলমে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণকারী শাগরিদের সংখ্যা ছিল ১১০০ (এগারশ)। এছাড়া সাধারণ শিক্ষার্থী, কিছু কিছু পাঠে অংশগ্রহণকারী এবং পরোক্ষ শাগরিদের সংখ্যা ছিল অগণিত। [১৫৭]

তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন :[১৫৮]

- ✓ সৈয়দ আসগর হোসাইন দেওবন্দী ওরফে মিঞা সাহেব (ইন্তি. ১৩৭৭ হি.)
- ✓ মাওলানা হাবীবুর রহমান ওছমানী (ইন্তি. ১৩৪৯ হি.)
- ✓ মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (ইন্তি. ১৩৫২ হি.)
- ✓ মাওলানা শিব্বির আহমদ উছমানী (ইন্তি. ১৩৬৯ হি./ ১৯৪৯ খ্রি.)
- ✓ মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি (ইন্তি. ১৩৬৮ হি.)

---

১৫০. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, (মুরাদাবাদ : কুতুবখানা যাকারিয়া, ১৯৪৬ খ্রি.), খ ১, পৃ ৬৭

১৫১. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১

১৫২. সাইয়েদ আসগর হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০

১৫৩. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১

১৫৪. মুফতী আযীযুর রহমান, তাযকিরা শাইখুল হিন্দ, (বিজনৌর : মদনী দারুত তা'লীফ, ১৯৬৫খ্রি.), পৃ ৭০

১৫৫. সাইয়েদ আসগর হোসাইন , প্রাগুক্ত, পৃ ৩০

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭

১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৩

১৫৮. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

- ✓ মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শাহজাহানপুরী দেহলবী (ইন্তি. ১৩৭৪ হি.)
- ✓ মাওলানা মোহাম্মদ মিঞা সাহেব ও মানসূর আনসারী,
- ✓ মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক ফয়েজাবাদী মুহাজিরে মাদানী,
- ✓ মাওলানা সৈয়দ আহমদ ফয়েজাবাদী মুহাজিরে মাদানী
- ✓ মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (ইন্তি. ১৩৭৭ হি./ ১৯৫৭ খ্রি.)
- ✓ মাওলানা ই'জাজ আলী মুরাদাবাদী দেওবন্দী (১৩০১ - ১৩৭৪ হি.) তাঁর বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থগুলো হচ্ছে : ترجمة جوازر ، تعليق الترمذي ، حاشية ابن ماجة

- ✓ মাওলানা জিয়াউল হক। [১৫৯]
- ✓ মাওলানা মুরতাজা হাসান চাঁদপুরী,
- ✓ মাওলানা জরগামুদ্দীন [১৬০] প্রমুখ।

উক্ত শায়খুল হিন্দের রচিত বিখ্যাত গ্রন্থরাজি হচ্ছে :

১. أدلة كاملة [১৬১]	২. إيضاح الأدلة [১৬২]	৩. أحسن القرى
৪. الجهد المقل	৫. ترجمة القرآن الكريم	৬. التراجم والأبواب
৭. تصحيح أبي داود	৮. حاشية مختصر المعاني	৯. تقرير الترمذي
১০. الورد الشاعي	১১. الفيض الجاري	১২. الفيض الجاري
১৩. مكتوبات شيخ الهند	১৪. كلية شيخ الهند	১৫. إفادات محمودية

বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে সম্পৃক্ততার অভিযোগে বৃটিশ কর্তৃক বন্দী হয়ে তিনি দীর্ঘ ৬ বছর মাল্টায় নির্বাসন শেষে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন। [১৬৩]

খ) মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (১২৬৯ - ১৩৪৬ হি. / ১৮৫২ - ১৯২৭ খ্রি.)

১২৬৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণের পর তিনি যাবতীয় বৈষয়িক জ্ঞান মাজাহেরুল উলূম এর বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট আর ইলমে হাদীছ মাওলানা মাজহার নানুতাবী অতঃপর ভূপালের মাওলানা আব্দুল কাউয়ূম বুঢানবীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে ১৩৪৪ হিজরী পর্যন্ত শায়খুল হাদীছ রূপে মাজাহিরুল উলূমে হাদীছ শিক্ষা দেন। দারুল উলূম দেওবন্দেও তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন।

---

১৫৯. হায়াতে আনোয়ার, পৃ ২৭

১৬০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৪

১৬১. মুসলিম মনীষা, সংকলিত, (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০১) পৃ ১৮৯

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯০ - ২০৩

১৬৩. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো :

بذل المجهود في شرح أبي داود (أربعة أجزاء) ــ تنشيط الأتان

তাঁর শাগরিদের সংখ্যা অনেক। তবে অনেকে দেওবন্দে শায়খুল হিন্দের নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করে সনদ লাভের জন্য তাঁর নিকট সাহারানপুর গিয়েছেন। অনুরূপভাবে অনেকে আবার তার নিকট হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করে শায়খুল হিন্দ থেকে সনদ লাভের জন্য দেওবন্দ এসেছেন। এ কারণে বহু লোককে উভয়ের শাগরিদ হিসেবে দেখা যায়। [১৬৪]

(গ) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১২৮০-১৩৬২ হি./১৮৬৩-১৯৪৩ খ্রি.)

হাকীমুল উম্মত হাফেজ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) জন্মস্থান থানাভুনে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ৭ বছরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং এখানেই মাওলানা ইয়াকুব নানুতাবী, মোল্লা মুহাম্মদ মাহমুদ দেওবন্দী ও শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর নিকট থেকে ইলমে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি হাজী ইমদাদ আলী মুজাহিরে মক্কী (রা.) ও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর (র.) নিকট থেকে ইলমে তাসাউফের দীক্ষা অর্জন করেন। এরপর কানপুর জামেউল উলূম এর প্রধান অধ্যাপক ও শায়খুল হাদীছ হিসেবে দীর্ঘদিন ইলমে হাদীছ শিক্ষা দান করেন। এদিকে থানাভুনের খানকায়ে ইমদাদীয়ায় তাসাউফ শিক্ষাদান ও কিতাব রচনায় আত্মনিয়োগ করে পাঁচ শতাধিক কিতাব রচনা করেন। এছাড়া তার মালফুজাত এবং ওয়াজ সংকলনের সংখ্যাও পাঁচ শতের মতো। [১৬৫] এর মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো হলো ;

☑ تفسير بيان القرآن ☑ جامع الآثار ☑ تابع الآثار ☑ حفظ أربعين

☑ إطفاء الفتن ☑ المسك الزاكي ☑ قصد السبيل .

তাঁর হাজার হাজার শাগরিদ-মুরীদ ও বহু খলীফা রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী (ইন্তি. ১৩৪৭ হি.), মাওলানা মুহাম্মদ রশীদ কানপুরী (ইন্তি. ১৩৩৫ হি.), মাওলানা আহমদ আলী ফতেহপুরী (মাওলানা থানভীর নির্দেশে তিনিই প্রথম পাঁচ খণ্ড "বেহেশতী জেওর" রচনা করেন।), মাওলানা সাদেকুল ইয়াকীন কুরছবী, মাওলানা ফজলে হক বারাবাঁকী , মাওলানা হাকীম মোস্তাফা বিজনৌরী, মাওলানা ইসহাক কানপুরী, মাওলানা মাজহারুল হক রামুবী, মাওলানা যাফর আহমদ উছমানী প্রমুখ। [১৬৬]

---

১৬৪ . মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৩

১৬৫ . ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৪

খ) মোহাম্মদ মোতালেব হোসাইন , প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫২

১৬৬ . মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম স্তর

এ স্তরেও বহুসংখ্যক মুহাদ্দিছ ভারতবর্ষে ইলমে হাদীছের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। যেমন:

(ক) মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী (১২৮৩-১৩৪৫ হি. / ১৮৬৬-১৯২৮ খ্রি.) ঃ শামসুল উলামা হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী ১২৮৩ হিজরি সনে পশ্চিম বাঙলার বর্ধমান জিল্লার কাথাইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি মৌলভী মমতায হোসাইন বর্ধমানী, মাওলানা মুহাম্মদ মঙ্গলকোটী ও মাওলানা মুমাইয়েজুল হক বর্ধমানীর নিকট লাভ করেন। কানপুর জামেউল উলূম মাদরাসায় [illegible] থেকে তিনি ইলমে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি জামেউল উলূম মাদরাসায় দীর্ঘদিন তাফসীর ও ইলমে হাদীছ শিক্ষা দেন। ১৯১০ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় এবং পরে সেখান থেকে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বদলি হয়ে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত ইলমে হাদীছ শিক্ষার মহান পেশায় নিয়েজিত ছিলেন। এমনকি অবসর গ্রহণের পর কিছুকাল ঢাকা ইসলামিয়া মাদরাসায় এবং পরে আমৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে হাদীছ, তাফসীর অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। তার শাগরিদগণের মধ্যে মাওলানা যাফর আহমদ উছমানীর নাম সবিশেষ উল্লেখযেগ্যে।[১৬৭]

(খ) মাওলানা সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (১২৯২-১৩৫২ হি./১৮৭৫ - ১৯৩৩ খ্রি.)

হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়ার স্থান শীর্ষে থাকলেও হাদীছের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে (ভারতীয়) উপমহাদেশের স্থান শীর্ষে । এই উপমহাদেশের যে সমস্ত দীনি প্রতিষ্ঠান ইলমে হাদীছের খিদমত করে খ্যাতি অর্জন করেছে, দারুল উলমূ দেওবন্দ এর মধ্যে অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত সফলভাবে ইলমে হাদীছের খিদমত করে আসছে। আর যাঁরা এই কাজটি করেছেন, তাদের মধ্যে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরির (রা.) স্থান শীর্ষে।[১৬৮]

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি ১২৯২ হিজরিতে লাওলাবে জন্মগ্রহণ করে কাশ্মীরে তার পিতা সৈয়দ মোয়াজ্জেম কাশ্মীরি , মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ কাশ্মীরি এবং হাজারায় সেখানকার প্রখ্যাত আলিমগণের নিকট থেকে জ্ঞান – বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর ১৩১০ হিজরিতে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে তিনি সেখানকার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী প্রমুখের নিকট থেকে ইলমে হাদীছে গভীর জ্ঞান অর্জন করে প্রথমে দিল্লীর আমিনিয়া মাদরাসা ও পরে দারুল উলূমে অধ্যাপক ও শায়খুল হাদীছ হিসেবে হাদীছ ও তাফসীর শিক্ষা দেন। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী থেকে তিনি ইলমে তাসাওফের শিক্ষা ও হাদীছের এজাযত লাভ করেন। জীবনের শেষ দিকে বোম্বাইতে জামেয়া ইসলামিয়া নামক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘ ৩৬ বছর এখানে হাদীছ শিক্ষা দান করে ৬০ বছর বয়সে

---

১৬৭. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫

১৬৮. আনযার শাহ মাসউদী, নকশে দাওয়াম (অনু: আব্দুল মতীন জালালাবাদী), (ঢাকা: ই.ফা. বা. ২০০২), মহাপরিচালকের কথা

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫২ হিজরীর প্রথম দিকে তিনি দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন।[১৬৯] অসাধারণ ধী শক্তি ও প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি একবার যে কিতাব পড়তেন বিশ বছর পরেও এর কোন বিষয় কোন পৃষ্ঠার কত নম্বর লাইনে আছে তা হুবহু বলে দিতে পারতেন।[১৭০]

তাঁর সংকলিত ও ব্যাখ্যাকৃত বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থের নাম হলো:

- ❖ فيض الباري شرح البخاري
- ❖ حاشية سنن أبي داود
- ❖ فصل الخطاب
- ❖ خاتمة الخطاب في فاتحة الكتاب
- ❖ العرف الشذي شرح الترمذي
- ❖ نيل الفرقدين في مسئلة رفع اليدين
- ❖ بسط اليدين
- ❖ أنوار المحمود
- ❖ شرح صحيح مسلم
- ❖ رد قادياني [১৭১]
- ❖ مشكلات القرآن
- ❖ معارف السنن
- ❖ آثار السنن
- ❖ عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام
- ❖ تحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام

---

১৬৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫

১৭০. হায়াতে আনোয়ার, পৃ ২৭০

১৭১. ক) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮
খ) প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৬
গ) মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৭
ঘ) মোহাম্মদ মোতালেব হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৩

Dhaka University Institutional Repository

- إكفار الملحدين
- التسريح بما تواتر في نزول المسيح
- كشف الستر عن صلوة الوتر
- ضرب الختم على حدوث العالم
- مرقاة الطارم لحدوث العالم
- سهم الغائب في كبد أهل الغيب
- كتاب في الذب عن قرة العينين
- خاتم النبيين
- دعوة حفظ القرآن
- النور الفائض على نظم الفرائض
- خزائن الأسرار [১৭২]

তাঁর শিক্ষাদান দারুল উলূমের জ্ঞানগত মর্যাদার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। [১৭৩] ফলে চতুর্দিক থেকে হাদীছ পিপাসু ছাত্রগণ এখানে ছুটে আসে মধুমক্ষীকার ন্যায়। মক্কা, মদীনা, পাক-ভারত, আফগানিস্তান, ইরান ও তুর্কিস্থান প্রভৃতি নানান দেশে ইলমে হাদীছের খিদমতে নিয়োজিত তাঁর মুহাদ্দিছ শাগরিদের সংখ্যা অগণিত। এদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ:

১। قصص القران গ্রন্থকার মাওলানা হিফজুর রহমান সিহারবী,

২। মাওলানা কাসেম নানুতাবীর পৌত্র মাওলানা তৈয়্যব সাহেব দেওবন্দী,

৩। فيض الباري এর সম্পাদক ও ترجمة السنة নামক বিরাট হাদীছ গ্রন্থের লেখক মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী ,

৪। إمام أبو حنيفة + سوانح مولانا قاسم نانوتوي + تدوين حديث + هندوستان كا نظام تعليم + نظام ملك و تصرف كي سياسي زندگي ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা মাওলানা মানাজির আহমদ গিলানী (ইন্তি. ১৩৭৫ হি.) ,

---

[১৭২]. আনযার শাহ মাসউদী, নকশে দাওয়াম, (অনু: আব্দুল মতীন জালালাবাদী) , (ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০২), পৃ ৩৪০ - ৩৬৯

[১৭৩]. আনযার শাহ মাসউদী, নকশে দাওয়াম, (অনু: আব্দুল মতীন জালালাবাদী) , (ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০২), পৃ ৬০

Dhaka University Institutional Repository

৫। التعليق الصبيح في شرح مشكوة المصابيح – প্রণেতা মাওলানা ইদ্রিস কান্দলবী,

৬। الازدياد السني على اليانع الجنى – সহ বহুগ্রন্থ প্রণেতা পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মুফতী মুফতী মুহাম্মদ শফী,

৭। فهم القرآن + وحي إلهي – প্রণেতা মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী,

৮। معارف السنن প্রণেতা মাওলানা মুহম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী,

৯। الفرقان–সম্পাদক মাওলানা মানসূর আহমদ নো'মানী,

১০। فيض الكلام – প্রণেতা মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ,

১১। علماء حق + علماء كي شاندار ماضي – প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা সাহেব,

১২। جمهورية و مدينة – প্রত্রিকার সম্পাদক মাওলানা হামেদ আনসারী গাযী ,[১৭৪]

১৩। মাওলানা তাজুল ইসলাম,

১৪। মাওলানা আতহার আলী ,

১৫। মাওলানা শামসুল হক প্রমুখ।[১৭৫]

তাঁর আরেক বিশিষ্ট ছাত্র মাওলানা মুফতী মাহমুদ সাহেব উক্ত শাহ সাহেব সম্পর্কে বলেন : হিন্দুস্তান শাহ ওয়ালিউল্লাহর চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন গ্রন্থকারের এবং মাওলানা আনোয়ার শাহের চাইতে অধিক বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী কোন শিক্ষকের জন্ম দেয়নি।[১৭৬]

(গ) মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী (১৩০৫-১৩৬৯ হি./১৮৮৭-১৯৫১ খ্রি.)

তিনি দেওবন্দেই জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী ছিলেন তাঁর হাদীছের শিক্ষক। এর পর তিনি দিল্লী ফতেহপুর মাদরাসায়, ডাবিল ও দেওবন্দে দীর্ঘ ৪৫ বছর প্রধান অধ্যক্ষ হিসেবে ইলমে হাদীছের দরস দান করেন। এর পর পাকিস্তানের করাচীতেও তিনি ইলমে হাদীছ প্রচার করেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ , মুফাসসির, সুবক্তা, লেখক ও রাজনীতিবিদ। বাস্তবিকই সমকালীন যুগে তিনি ছিলেন ইলমে হাদীছের এক বিরাট স্তম্ভ।[১৭৭] হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থরাজি হচ্ছে :

☑ فتح الملهم في شرح مسلم ☑ لطائف الحديث ☑ ترجمة البخاري ☑ تفسير القرآن

---

১৭৪. হায়াতে আনোয়ার, পৃ ২৯৫

১৭৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮

১৭৬. আনযার শাহ মাসউদী, নকশে দাওয়াম, (অনু: আব্দুল মতীন জালালাবাদী) , (ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০২), পৃ ৬০

১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর শাগরিদ গণের সংখ্যা অগণিত। যারা মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরির নিকট বুখারী শরীফ পড়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই আবার উক্ত শিব্বীর আহমদ ওছমানীর নিকট মুসলিম শরীফ শিক্ষা অর্জন করেছেন। এছাড়া ফতেহপুরে তাঁর কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র ছাত্রও রয়েছে।

(ঘ) মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী (১২৯২-১৩৭৩ হি. / ১৮৭৫ - ১৯৫৩ খ্রি.)

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শাহজাহানপুরী দেহলবী দারুল উলূম দেওবন্দে শাইখুল হিন্দ ও অন্যান্য ওস্তাদগণের নিকট ইলমে হাদীছ শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর কিছুদিন তিনি শাহজাহানপুরে ও পরে মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরির প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে আমীনিয়ার প্রধান অধ্যাপক ও শায়খুল হাদীছ পদে নিযুক্ত হয়ে ইলমে হাদীছ শিক্ষাদান করেন। তিনি ছিলেন জমিয়তে উলাময়ে হিন্দ এর নির্বাচিত সভাপতি ও অবিভক্ত ভারতের প্রধান মুফতী। [১৭৮] তাঁর রচিত উল্লেখয্যে হাদীছগ্রন্থাবলি হচ্ছেঃ

☑ حاشية العقيدة الطحاوية ☑ حاشية مسوى للشاه ولي الله الدهلوي

☑ حاشية حجة الله البالغة

(ঙ) মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) (১২৯৬-১৩৭৭ হি./১৮৭৮ - ১৯৫৭ খ্রি.)

হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) ছিলেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় একজন মুহাদ্দিছ , সূফী ও মুজাহিদ। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাশহুর হাদীছতত্ত্ববিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) এর পবিত্র জীবন সাধনার সাথেই কেবল তাঁর জীবন সাধনা তুল্য হতে পারে। [১৭৯] আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে তিনি নিজেই বলেন : আমি ১২৯৬ হিজরি সালের ১৯ শাওয়াল সোমবার রাত ১১ টায় আন্নাউ জেলার বেঙ্গেরমেউ এ (যা বতমার্নে ফয়েজাবাদ জেলায়) এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করি। জন্মের পর আমার নাম রাখা হয় চেরাগে মুহাম্মদ। [১৮০] পিতা মাওলানা সাইয়্যেদ হাবীবুল্লাহ স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন বিধায় এখানে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৩০৯ হিজরিতে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (র.) এর নিকট বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ , আবূ দাউদ শরীফ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র.) এবং মাওলানা আব্দুল আলীদেহলবী সাহেবের নিকট মুসলিম , নাসায়ী ও ইবনে মাযাহ্ শরীফ অধ্যয়ন করেন। [১৮১] তাছাড়া মাওলানা যুলফিকার আলী, শায়খুল হাদীছ মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী , হযরত মুফতী আযীযুর রহমান, মাওলানা হাবীবুর রহমান উছমানী (র.) এর নিকট ইলমে হাদীছ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। [১৮২] ১৩০৯ থেকে ১৩১৬ হিজরী পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে তিনি প্রাথমিক কিতাবাদী থেকে শুরু করে শেষ কিতাব পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দেই খ্যাতিমান

---

১৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯

১৭৯. আল্লামা কাজী মুহাম্মদ যাহেদ আল হোসাইনী, চেরাগে মুহাম্মদ সা. (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৮), ২য় সংস্করণ, অনুবাদকের আরজ

১৮০. শায়খুল হাদীছ মাদানী (র.), নকশে হায়াত, (দিল্লী : আল জমিয়ত প্রেস), খ ১, পৃ ৩

১৮১. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯

১৮২. মুসলিম মনীষা, সংকলিত, (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০১) পৃ ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদগণের নিকট পড়েন। সারকথা , তিনি দরসে নেযামী ও ওয়ালিউল্লাহী নেসাবের ১৭টি শাস্ত্রের ৬৭ টি কিতাব মাত্র সাড়ে ছয় বছরে এখানে পড়ার গৌরব অর্জন করেন। [১৮৩]

তিনি যে কত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাঁর প্রমাণ মেলে দেওবন্দে তাকে প্রদত্ত মার্কশীট থেকে। দেওবন্দে সেকালে মেধাবী ছাত্রদেরকে পূর্ণ নম্বর থেকে অতিরিক্ত বর্ধিত নম্বর দেয়ার নিয়ম চালু ছিল এবং সম্ভবত এখনো তা চালু আছে। মাদানী সাহেব প্রতিটি বিষয়ে সেখানে মোট ৫০ নম্বরের পরীক্ষায় ৫১, ৫২, ৫৩ নম্বর পেতেন। 'সদরা' এর মতো কঠিন কিতাবের নম্বর দিতে গিয়ে পরীক্ষক তাঁর প্রতি এতই প্রীত হন যে, ৫০ এর মধ্যে তাঁকে তিনি ৭৫ নম্বর প্রদান করেন। [১৮৪]

একজন মেধাবী ও কৃীতি শিক্ষার্থীরূপে যুগশ্রেষ্ঠ আলিমগণের নিকট বিদ্যাভ্যাস করে মাওলানা মাদানী (র.) যখন দেওবন্দ থেকে বিদায় গ্রহণ করছিলেন, তখন তাঁর ছাত্রবৎসল ওস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (র.) পায়ে হেঁটে রেল স্টেশন পর্যন্ত তাকে বিদায় সংবর্ধনা জানাতে আসেন। পথ চলতে চলতে তিনি তাঁর এ প্রিয় কৃতী শাগরিদকে ওসিয়্যাত করেন; পড়ানোর কাজ কখনো ছাড়বেনা। একটি ছাত্রকে হলেও অবশ্যই পড়াতে থাকবে। [১৮৫] উস্তাদের সেই নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। আর তাইতো দেখা যায়, ১৩১৬ হিজরি সালে পিতার সাথে মদীনা শরীফ গমন করে তিনি মদীনার মসজিদে নববীতে ১৩ বছর , এরপর দেশে এসে কলকাতার কওমী মাদরাসায় ২ বছর (১৩৩৮-১৩৩৯ হি.) , বাংলাদেশের সিলেটের কওমী মাদরাসায় ৫ বছর (১৩৪১ -১৩৪৬ হি.) এবং হিজরী ১৩৪৬-১৩৭৭ পর্যন্ত ৩১ বছর প্রধান অধ্যাপক ও শায়খুল হাদীছ রূপে দারুল উলূম দেওবন্দে ইলমে হাদীছ শিক্ষা দেন। [১৮৬]

তিনি একদিকে যেমন ছিলেন একজন মুহাদ্দিছ ও সূফী , তেমনি অপর দিকে ছিলেন একজন সাচ্চা মুজাহিদ ও রাজনীতিবিদ। ভারত বর্ষ তথা মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। কিন্তু সবার ওপরে তার পরিচয় ছিল একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিছ হিসেবে । তাই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি যতই ব্যতিব্যস্ত ও কর্মতৎপর থাকুননা কেন। প্রতিবছরই তিনি যথারীতি বুখারী শরীফের শেষ হাদীছ পর্যন্ত পড়িয়ে 'খতম' করাতেন এবং তাঁর অন্য ব্যস্ততা যতই থাকুকনা কেন ৫/৭ শ মাইল সফর করে এসেও তিনি ঘরে না গিয়ে প্রথমে সরাসরি দারুল হাদীছে গিয়ে যথারীতি ২/৩ ঘণ্টা হাদীছ পড়িয়ে তবে ঘরে যেতেন। [১৮৭]

ইলমে হাদীছ শিক্ষাদানের প্রতি তাঁর এমনি আন্তরিকতা ও একাগ্রতার কারণেই ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ বহির্বিশ্বের প্রতিটি দেশ থেকেই হাজার হাজার হাদীছে নববীর জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থী তাঁর নিকট ছুটে আসতেন এবং তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান আহরণ করে ধন্য হতেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে , তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দের সুদীর্ঘ ৯৪ বছরের ইতিহাসে মোট ৬,৬৩০ জন শিক্ষার্থী হাদীছের শেষ সনদ নিয়ে

---

১৮৩. চেরাগে মুহাম্মদ (সা.) (অনু.), প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭

১৮৪. নকশে হায়াত, প্রাগুক্ত, খ ১, পৃ ৪৯

১৮৫. মাওলানা আশিকে ইলাহী বুলন্দশহরী, তাকমিলায়ে আল ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল, করাচী, পৃ ১৮

১৮৬. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯

১৮৭. মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

বেরিয়ে গেছেন। তন্মধ্যে উক্ত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) এর হাতে ৩,৮৬৫ জন এবং অবশিষ্ট সবার হাতে ২,৭৭৪ জন সনদ লাভ করেছিলেন। উপ-মহাদেশের এমন কোন জেলা নেই যেখানে তাঁর ৫/১০ জন ছাত্র নেই। অবশ্য তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ এর বরাতে হযরত মাওলানা মাদানীর (র.)– পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার জীবনী পুস্তক معاصر شيخ الإسلام – এ তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত আলিমের সংখ্যা ৪৪৮৩ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে ইলমে হাদীছের শিক্ষা দান , প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে এর খিদমত করে যাচ্ছেন। [১৮৮] তাইতো দারুল উলূম দেওবন্দের দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছরকালের মুহতামিম মাওলানা কারী তাইয়্যিব সাহেব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তাঁর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও খোলামনে এ সত্য স্বীকার করেছেন যে, ১৮৫৭ সালের পর দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতাবী (র.) যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন, হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর যুগে তা যৌবনে উত্তীর্ণ হয় এবং শায়খুল হাদীছ আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)এর প্রচেষ্টায় তা সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে উত্তীর্ণ হয়।[১৮৯]

অপরদিকে ইলমে হাদীছের খিদমত আঞ্জাম দেয়ার সাথে সাথে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট থেকে ইলমে তাসাউফের দীক্ষা নিয়ে কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দেদিয়া- চার তরীকাতেই তিনি কামালিয়াত অর্জন করেন এবং তাঁর নিকট থেকেই চার তরীকার খিলাফত লাভ করেন [১৯০] ও লোকদেরকে তরীকা-তাসাউফের তা'লীম দিতে থাকেন । ফলে বহু লোক তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে কামিল অলীতে পরিণত হন। তার মুরীদের সংখ্যা ছিল অগণিত । শুধু খলিফার সংখ্যাই ১৬৬ [১৯১] মতান্তরে ১৬৭ [১৯২] জন যার মধ্যে পঞ্চাশ জন বাংলাদেশি।

ইলমে হাদীছ ও তাসাউফ চর্চার সাথে সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান এ অগ্নিপুরুষ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক জীবনের বহু বছর তাকে কারগারে এবং সাড়ে তিন বছর মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছে। ইলমে হাদীসের এ মহান খাদিম ১৯৫৭ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে একাশি বছর ছয় মাস পঁচিশ দিন বয়ঃক্রম কালে দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন। [১৯৩] ইলমে হাদীছ এবং কুরআন–সুন্নাহ ভিত্তিক দীনি ইলমের যে উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন, সত্যিই তা অতুলনীয়। বিশেষত গ্রন্থাকারে তাঁর যেসব তাকরীর প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো পাঠ করলে মনে হয়, যেন তিনি ছিলেন এযুগের আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)। [১৯৪]

তাঁর অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে ;

ক) تقرير بخاري – এটি মাওলানা কফীলুদ্দীন আহমদ কিরানবী (র.) কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত জনাব মাদানী সাহেবের বুখারী শরীফের তাকরীর।

---

১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২১৪

১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২১৪

১৯০. মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ ২১১

১৯১. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০

১৯২. মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩১

১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২২৯

১৯৪. চেরাগে মুহাম্মদ (সা.) , অনুবাদকের আরজ : মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খ) تقرير بخاري – এটি মাওলানা কারী ফখরুদ্দীন গযারী কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত মাদানী সাহেবের বুখারী শরীফের তাকরীর।

গ) تقرير بخاري – এটি মাওলানা ওয়াজদী ভূপালী কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত জনাব মাদানী সাহেবের বুখারী শরীফের তাকরীর –অপ্রকাশিত।

ঘ) تقرير ترمذي – এটি তাঁর তিরমিযী শরীফের তাকরীর (অপ্রকাশিত) ।

আগেই বলা হয়েছে, দেশ–বিদেশ থেকে অসংখ্য হাদীছ পিপাসু তাঁর দরসে অংশ গ্রহণ করতেন। তাদের পূর্ণ তালিকা দিতে গেলে স্বতন্ত্র একটি কিতাবের প্রয়োজন । শুধু দেওবন্দেই প্রায় চার হাজার ব্যক্তি (৩৮৫৬) তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন :

মাওলানা সৈয়দ ফখরুল হাসান, মাওলানা মুহাম্মদ হাসান বিহারী, মাওলানা মেরাজুল হক দেওবন্দী, মাওলানা মুহাম্মদ নায়ীম দেওবন্দী, মাওলানা মুহাম্মদ নাসীর দেওবন্দী, মাওলানা মুহাম্মদ সালেম দেওবন্দী, মাওলানা আনযার শাহ কাশ্মীরি, মাওলানা মুহাম্মদ আসআদ মাদানী (র.) মাওলানা মুহাম্মদ ওছমান দেওবন্দী, মাওলানা কাজী সাজ্জাদ হোসাইন করতপুরী, মাওলানা আব্দুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ সরফরাজ খাঁ, মাওলানা আব্দুস সালাম ইবনে আব্দুস শাকুর লক্ষ্ণৌবী , মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আব্দুল আহাদ কাসেমী মুঙ্গেরী, এবং আমাদের উক্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী আত তুর্কিস্থানী (র.) (ইন্তি. ১৯৮৬ খ্রি.)ও ছিলেন মাদানী (র.) এর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ও শিক্ষার্থী। [১৯৫]

উল্লেখ্য যে, এ পথ পরিক্রমায় ভারতবর্ষে ইলমে হাদীছ শিক্ষাদানের অনেকগুলো কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসব কেন্দ্র এবং ভারতস্থিত আরব উপনিবেশ সমূহে ইলমে হাদীছের চর্চা চলতে থাকে দুর্বার গতিতে। যেমনঃ দেবল, আল মানসূরা, কুসদার , দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালব, খান্দিশ, সিন্ধু, লাহোর, ঝাসি ও কালপী, আগ্রা, লক্ষ্মৌ, জৈনপুর , বিহার, বাংলাদেশ ইত্যাদি। আর উপরোল্লেখিত মুহাদ্দিছগণসহ আরো বহু মহাত্মা মুহাদ্দিছ এসব কেন্দ্রে ইলমে হাদীছ শিক্ষাদান করতেন। তাদের নামের সাথে উল্লেখিত স্থানবাচক শব্দ দ্বারাই এর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাছাড়া অনেক মুহাদ্দিছ তখন ভারত বর্ষের বাইরে গিয়েও ইলমে হাদীছের শিক্ষা প্রচার করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। ফলে পাক–ভারত উপমহাদেশ আজো ইলমে হাদীছের এক জীবন্ত খনির ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। হাদীছে নববী (সা.) – এর এ খেদমত এখানে উত্তেরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাবে ইনশা আল্লাহ।

---

১৯৫ . মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গ ও বাংলাদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ বাংলাদেশে ইসলামের আগমন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চা (১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় ছারছীনা দারুসসুন্নাতআলীয়া মাদরাসার অবদান

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গ ও বাংলাদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

ভারত বর্ষে ইসলামের আগমন আর বাংলাদেশে ইসলামের আগমন একই সূত্রে গাঁথা। কারণ, ১৯৭১ সালের আগে বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান, আর ১৯৪৭ সালের আগে এই বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব বঙ্গ। আর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির আগে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ সবই ছিল ভারত বর্ষেরই অন্তর্ভূক্ত। সূতরাং ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস একই ইতিহাস।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের সাথে আরবদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, লেন-দেন, যাতায়াত ও যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তা কত প্রাচীন একথা গাণিতিক সংখ্যায় নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ঐতিহাসিক এলফিলস্টোন বলেছেন; হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সময়কাল থেকেই ভারত বর্ষের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[১] ইতিহাস পাঠে জানা যায় , আজ থেকে সাড়ে সাত হাজার বছর আগে হযরত নূহ (আ.) এর সময়ে সংঘটিত মহাপ্লাবনের পর আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদে বিশ্বাসী তার প্রপৌত্র 'বঙ' এ অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে। এরপর যে জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তা-ই বঙ্গ জনগোষ্ঠী নামে অভিহিত হয়। কালের বিবর্তনে উক্ত বঙ্গ থেকেই বঙ্গদেশের নাম করণ হয়েছে। কাজেই ষষ্ঠ শতকে আরবদেশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের পর বাংলায় যে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে, তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বস্তুত পৃথিবীতে মানুষের আগমন ও তার বিকাশধারার সাথে ইসলাম ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। কাজেই এদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে, সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অপরিহার্য। আর ইসলাম ও মানব জাতির ইতিহাস পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে।[২]

নূহ (আ.) এর সময়ের মহাপ্লাবন থেকে যারা বেঁচেছিলেন তাদেরই উত্তরপুরুষ বর্তমান বিশ্বের মানব প্রজন্ম । এ কারণে নূহ (আ.) কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়।[৩]

হযরত মুসা (আ.) এর ওপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব তাওরাতে উল্লেখ রয়েছে যে, নূহ (আ.)-এর সময়কার মহাপ্লাবনে তাঁর খোদাদ্রোহী পুত্র কিনআন মারা যাওয়ার পর নূহের (আ.) তিন পুত্র জীবিত ছিলেন। তারা হলেন, (১) সাম (২) হাম (৩) ইয়াফিস। বর্তমান পৃথিবীর মানুষ এই তিন

---

১. নাসির হেলাল, যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, (যশোর : সীমান্ত প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯২), পৃ ৩৭

২. ড.কাজী দীন মুহাম্মদ, " বাংলায় ইসলাম", বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, (ঢাকা: ই.ফা.বা., জুন ২০০.৮), ২য় সংস্করণ, পৃ ১৬৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

জনেরই বংশধর। সামের ছিল পাঁচ সন্তান। যথা; (১) আয়লাম (২) আশূর (৩) আরফখশয (৪) লূদ (৫) আরাম। আরফখশয এর এক সন্তানের নাম ছিল সলহ। সলহের ছেলে আবির । [৪]

এমনিভাবে তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলে নূহ (আ.) এর নির্দেশে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেন। আর তাদের নামানুসারে ঐসব অঞ্চলের নাম করণ হয়। [৫]

উপর্যুক্ত আবিরের বংশধররাই বনূ আবির। তাদেরই বংশধর বনূ কাহতান ,বনূ ইবরাহীম, বনূ ইসমাঈল, বনূ ইসহাক, বনূ ইসরাঈল নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কারণ, আবিরের এক সন্তান ইয়াকতান বা কাহতান। দক্ষিণ আরবের অধিবাসীরা এই কাহতানের বংশধর বলে কাহতানী বা বনূ কাহতান নামে পরিচিত। আবিরের অন্য সন্তান হলো ফলজ বা ফালিগ। হযরত ইবরাহীম (আ.) এই ফলজেরই বংশে চার পুরুষ পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [৬] মূলত উক্ত সামের বংশধারাই সেমেটিক বা সামী জাতি নামে পরিচিত। এরা মধ্য এশিয়া, আফ্রিকাও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। [৭]

নূহ (আ.) এর আরেক পুত্র 'হাম' তৎকালীন পৃথিবীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধরদের বলা হয় হেমেটিক বা হামীয়। হামের ছিল ছয় পুত্র। তাদের নাম হলো : (১) হিন্দ (২) সিন্দ (৩) হাবাস (৪) জানাস (৫) বার্বার (৬) নিউবাহ। তাঁদের মধ্যে যিনি যে এলাকায় বসতি স্থাপন করেন, তার নামানুসারেই সেই জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয়। আর তাঁদের অধ্যুষিত এলাকাও তাদেরই নামের স্বাক্ষর বহন করে। এভাবেই হিন্দ এর নামে হিন্দুস্থান। সিন্দ এর নামে সিন্ধু ইত্যাদি জাতি ও অঞ্চলের নাম হয়। [৮]

হিন্দের আবার চার পুত্র ছিল। যথা : (১) পুরব (২) বঙ (৩) দাকন ও (৪) নাহরাওয়াল। হিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরবের বিয়াল্লিশ পুত্র এ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। [৯] আর হিন্দের তৃতীয় পুত্র 'দাকন' বা দক্ষিণের নামানুসারে দাকান বা দক্ষিণ দেশের নাম হয়। উপমহাদেশের এ অঞ্চলকে এখনো দাকান বা Deccan বলা হয় । দাকনের তিন পুত্র ; সারহাট, কানাড় ও তালঙ। সারহাটের নামানুসারে সুরাট, কানাড়ের নামানুসারে কানাড়ি এবং তালঙ এর নামানুসারে তেলেঙু বা তেলেঙ ইত্যাদি নাম হয়। দক্ষিণ অঞ্চলবাসী সবাই এদের বংশধর। নাহরাওয়ালের ছিল তিন পুত্র। যথা : (১) বাব্রুজ (২) কনোজ ও (৩) মালরাজ। তাদের নামানুসারেই সেসব অঞ্চল ও নগরের নামকরণ হয়েছে।

হিন্দের দ্বিতীয় পুত্র 'বঙ' উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। উক্ত 'বঙ' এর বংশধরদের আবাসস্থলই 'বঙ্গ' নামে পরিচিত। [১০] তারা যে এলাকায় বাস করতেন, সেটি ছিল

---

৪. আ.ত.ম.মুসলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যে ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৩), পৃ ২৩২

৫. ড.কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯

৬. ক) আ.ত.ম. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৩
খ) কিতাবুল মুকাদ্দাস, (লন্ডন : ১৮৬৬), তাকভীন, ৯ম,১০ম ও ১১শ সংস্করণ, পৃ ৮ - ১২

৭. ড.কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯

৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯

৯. গোলাম হোসাইন সলীম, রিয়াদুস সালাতীন গ্রন্থের অনুবাদ, আকবর উদ্দীন অনূদিত, (ঢাকা: ১৯৭৪), পৃ ৩৮

১০. ড.কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ : কিছু ভাবনা; অগ্রপথিক, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

জলাভূমি।[১১] মূলত আজকের বাংলাদেশ যে প্রাচীনকালীন বঙ্গেরই অংশ–এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যেই উপর্যুক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। কারণ, তারিখ–ই–ফিরিশতায় বাংলাকে 'বং' (Bung) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [১২] রিয়াদুস সালাতীন গ্রন্থকার গোলাম হুসাইন সলীম এই অভিমত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দের পুত্র বং (বঙ্গ) এর সন্তানেরা বাংলায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। আদিতে বাংলার নাম ছিল বং' । [১৩] আইন–ই–আকবরী প্রণেতা আবুল ফজলও বলেন, এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল 'বঙ্গ'। [১৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,

বঙ্গ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে অবশ্য অনেক লেখক, বিশেষত বহিরাগত আর্য বংশোদ্ভূত হিন্দু লেখকরা ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মধ্যে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এইচ রায় চৌধুরী, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, নীহার রঞ্জন রায়–এ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা মনে করেন যে, বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি সেই ভারতীয় আর্যদের আমলে, যে আর্যগণ খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে ভারতের সিন্ধু তীরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'বঙ্গ' শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের ঐতরিয় আরণ্যকে। সেখানে 'বঙ্গ ' মাগধের সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। [১৫] পরবর্তীকালে বৌধায়ন ধর্মসূত্রে, রামায়ণ ও মহাভারতেও 'বঙ্গ' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। [১৬]

'বঙ্গ' নামের উৎস সম্বন্ধে মহাভারত , পুরাণ , হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আর্য রমণিগন কর্তৃক পরিত্যক্ত দুশ্চরিত্র অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমা গঙ্গার জলে ভেসে আসাকালীন নিঃসন্তান 'অনার্য' বলিরাজ একে তুলে নিয়ে যান এবং স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্যে তাকে নিয়োগ করেন। ফলে সুদেষ্ণার গর্ভে উক্ত ঋষির ঔরষে পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। এ ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানদের নাম রাখা হয়; (১) অঙ্গ (২) বঙ্গ (৩) কলিঙ্গ (৪) পুত্র (৫) সুম্ম। তাদেরকে পাঁচটি রাজ্য দেয়া হয় এবং তাদের নামানুসারেই পাঁচটি রাজ্যের এরূপ নামকরণ করা হয়। [১৭]

'বঙ্গের' উৎস নির্দেশ প্রসঙ্গে অধিকাংশ লেখক বিনা দ্বিধায় উক্ত কাহিনী গ্রহণ করেছেন এবং এ উদ্ধৃতি নিয়ে তারা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর আর্যত্ব আরোপের প্রয়াস পেয়েছেন। ঋগ্বেদ , মহাভারত, পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে এ অঞ্চলের অধিবাসীগণকে অত্যন্ত হেয় এবং ঘৃণ্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে (সম্ভবত উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে) । এ সমস্ত গ্রন্থপ্রণয়ন করা হয়েছিল বহিরাগত

---

১১. ড.কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০

১২. John Briggs, Ferishta, Vol. 1, P (vi) Introductory chapter.

১৩. গোলাম হুসাইন সলীম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬

১৪. আবুল ফজল, আইন - ই – আকবরী, Calcutta, Vol. II, P 132

১৫. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, খ ১, (কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১), পৃ ১৩

১৬. R.C. Majumder (ed), The History of Bengal, Vol. 1, (Dacca : The University of Dacca, 1943), p 7-9

১৭. ক) সম্পাদনায় মনসুর মুসা, বাংলাদেশ, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪), প ১৫
খ) আখতার ফারুক, বাঙ্গালীর ইতিকথা, (ঢাকা: জুলকারনাইন পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬), পৃ ৯-১১

Dhaka University Institutional Repository

আর্যদের দ্বারা , তারা তখনো এ অঞ্চলে আগমন করেনি। বরং এ অঞ্চলের প্রতি তারা ছিল বৈরি ভাবাপন্ন। [১৮]

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, মহাভারতের বক্তব্যটি এ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে প্রণোদিত বলে মনে হয় । [১৯] মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানের মতে, ব্রাত্যজনের চরিত্র হননের জন্যে এটি একটি চিত্তাকর্ষক ব্রাহ্মণ্য প্রচার মাত্র। [২০] কারণ উক্ত দীর্ঘতমা ঋষি বা আর্যদের ভারতে আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে জনপদের যে অস্তিত্ব ছিল, তা 'বাংলাদেশ' ও 'বাঙ্গালী' জাতি, নামক বিখ্যাত দু নিবন্ধকার যথাক্রমে আকরম হোসেন ও আবুল কাসেম ফজলুল হক সহ আরো বহু লেখকই স্বীকার করেছেন। অতএব, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে উপমহাদেশের এ অঞ্চলে 'বঙ্গ' নামে জনপদ বিদ্যমান ছিল। আর্যদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে যে 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি নয়, তা-ও সুস্পষ্ট।

কাজেই 'বঙ্গ ' নাম শব্দের উৎপত্তি ভারতীয় আর্য হিন্দু আমলে হয়েছে বলে গ্রহণযোগ্য নয়। [২১] বরং মহাপ্রাচীনকালে এ দেশের নাম 'বং' (বঙ্গ) এর উৎস সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখিত মুসলিম ঐতিহাসিকগণের ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণযোগ্য, সত্যাশ্রয়ী, মানসম্মত, যুক্তিযুক্ত ও সঠিক। নতুবা এখানকার জনগণের জন্মগত বিশুদ্ধতাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

আজকের বাংলাদেশ যে সে কালের বঙ্গেরই অংশ বা সেকালের বঙ্গ থেকেই জাত এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যেই উপর্যুক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলো। কারণ বাংলাদেশে ইসলামের আগমন যেহেতু সেই প্রাচীনকালীন বঙ্গের পথ ধরেই হয়েছে তাই বঙ্গ সম্পর্কীত সুস্পষ্ট ধারণা থাকা পাঠক মাত্রই আবশ্যক।

তাছাড়া এদেশের সাথে আরবদের সম্পর্ক যে সুদূর প্রাচীন, তা এ 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' নাম শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করলেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছেন প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন; বাংলাদেশের বঙ্গ ও বাংলা নাম শব্দ দুটো যে মূলত আরবী শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তার প্রথম সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যায় পানিনির মহাভাষ্য রচয়িতা পতঞ্জলির এক উল্লেখ থেকে। শ্রী পরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ১৩১৪ সনে প্রকাশিত তার 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পাণিনি মহাভাষ্য রচয়িতা পতঞ্জলি আর্যাবর্তের পূর্ব সীমানা নির্দেশ করতে গিয়ে আর্যাবর্তের পূর্ব প্রান্তের বাইরে অবস্থিত যে 'কালক বন' এর উল্লেখ করেছেন, সে কালক বনই হলো 'বঙ্গ' দেশ। [২২]

---

১৮. মাহবুবুর রহমান, মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়, (ঢাকা : তৌহিদ ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮) পৃ ৪ - ৫

১৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অর্থনীতিক ভূগোল : বিশ্ব ও বাংলাদেশ, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮), পৃ ১

২০. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, গঙ্গঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ ১৩

২১. ড.এম. এ. আজিজ ও ড.আহমদ আনিসুর রহমান, প্রাচীন বাংলা (প্রবন্ধ) : গ্রন্থ : বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৮), ২য় সংস্করণ, পৃ ৪

২২. অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী , বাংলার মূল, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

এই কালক বন শব্দদ্বয়ের মাঝে 'বন' শব্দটির অর্থ বাংলা ভাষার অভিধানে পাওয়া গেলেও কালক শব্দের কোন অর্থই বাংলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে উক্ত কালক শব্দ দ্বারা কী বুঝতে হবে এবং এর অর্থই- বা কী হতে পারে, তার দিক নির্দেশনা নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য থেকে পাওয়া যায়। যেমন:

Thousands of years ago , the inhabitants of India spoke and understood Arabic. Aabic was disfigured in to various foruns and gave rise to the handreds of languages, we now find in India. The founder of Arya Samaj movement Swami Dayanand, has stated in his book, Satyartha prakash, that kurus and pandwas discussed confidential matters in Arabic. The words for mountains , rivers, towns, heaven, erath, names of relations, names of posts, exclamations of happiness, bedding and coverings, house etc. are all in Arabic. The only difference are in most cases that if the words are read from right to left they sound Arabic and if they are read from left to right they sound Sanskrit. [২৩]

অর্থাৎ, হাজার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আরবী ভাষা বুঝত ও বলত। আরবী ভাষাকে নানা প্রকারে বিকৃত করা হয়েছে এবং তা থেকে শত শত ভাষার উদ্ভব হয়েছে, যা বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষে দেখতে পাই। আর্য সমাজ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ তার "সত্যার্থ প্রকাশ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরু ও পাণ্ডবগণ তাদের গোপনীয় বিষয় গুলো আরবী ভাষায় আলোচনা করত। পাহাড়, নদী, নগর , স্বর্গ , পৃথিবী , আত্মীয়-স্বজনের নামসমূহ, পদ-পদবীর নামসমূহ , সুখের উল্লেখ, বিছানা , চাদর, বাড়ি, ইত্যাদি সব কিছুই ছিল আরবী ভাষায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পার্থক্য এই ছিল যে, শব্দগুলো ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়লে আরবী ধ্বনি হতো। আর তা-ই যদি বাম দিকে থেকে ডান দিকে পড়া হতো , তবে সংস্কৃত ধ্বনি হতো।

উপরে উদ্ধৃত ভাষ্যে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে ইতোপূর্বে উল্লেখিত পতঞ্জলির 'কালক বন' কথাটির ধ্বনি মূল ও অর্থও তাই আরবী ভাষাতেই অনুসন্ধান যোগ্য। উক্ত 'কালক বন' কথাটির 'কালক' শব্দটির সাথে আরবী 'কানক' (كنك) শব্দের ঐক্য ও সাদৃশ্য রয়েছে দৃষ্ট হয়। আরবী কানক (كنك) শব্দের অর্থ 'গঙ্গানদী' , আর বঙ্গ শব্দের মধ্যেও গঙ্গা শব্দের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে বিধায় 'বঙ্গদেশ' বুঝাতে গঙ্গানদীকেও বুঝতে হবে। [২৪] এতদ্ব্যতীত প্রাচীনকালে বঙ্গদেশকে যে শুধু গঙ্গা নামেও অভিহিত করা হতো, তাও নিচের ভাষ্য হতে সহজেই বোধগম্য হবে।

Ganges : in these lines the author uses the name (Ganges) in the different ways; for a rigion, for the river, and for a port on the river. [২৫]

---

২৩. A.H.Vidyarthi, Arabic : The mother of all Languages, Sanskrit : Its incognito offspring, (The Islamic Reviw, January, 1959) Vol. XLVII, no. 1, p 10

২৪. অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫

২৫. Lionel Casson, The periplus of the Erythraean sea (Translated from Original Greek language), (U.S.A. Princetor University Press,New_ jesrsey), p 235

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী পরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ১৩১৪ সনে প্রকাশিত তার 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে পতঞ্জলির উল্লেখিত 'কালক বন' কে বঙ্গদেশ বলে সাব্যস্ত করে বঙ্গদেশ যে প্রকৃত পক্ষেই গঙ্গা নদীরই দেশ তাই ব্যক্ত করেছেন। গঙ্গাকে আরবীতে বলা হয় ' কাংক' । কিন্তু ইংরেজির মতো আরবীতে অনুস্বর বোধক ভিন্ন অক্ষর নেই বিধায় ইংরেজির মতো আরবীতেও "ন" অক্ষর যোগ করে অনুস্বরবোধক শব্দ লিখিত হয়ে থাকে। যেমন : বাংলায় লিখলে যা হয় কাংক, আরবীতে লিখলে তা ই হয় 'কান্ক' রূপে। সূতরাং পতঞ্জলির উল্লেখিত 'কালক বন' কথাটির কালক শব্দটি যে উক্ত আরবী কান্ক শব্দেরই বিকৃতি, তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। আরবী কান্ক শব্দটির এরূপ ব্যবহার এদেশের বিভিন্ন স্থানের নাম শব্দেও পরিদৃষ্ট হয়। যেমন : আরবী কান্ক সাত (অর্থাৎ গঙ্গার কিনারা)> কানসাত> কানসাট (রাজশাহীর চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার একটি স্থানের নাম।) আবার আরবী কান্কসাত > কানকসাট > কনকসাট > কনকসার (মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরের একটি স্থানের নাম) ইত্যাদি। [২৬]

অত:পর "কালক বন" কথাটির 'কালক' শব্দের মূল অর্থও যেহেতু আরবীতেই ধরা পড়েছে, সেহেতু 'বন' শব্দটির অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মূল আরবী শব্দটিও অনুসন্ধানযোগ্য। অনাবাদী বন জঙ্গল ও মরুভূমির স্থানকে আরবীতে বলা হয় 'বাদিয়া' (بادية) । সূতরাং বাংলা ভাষায় যা বন , আরবীতে তা ই বাদিয়া। এদেশের বিভিন্ন স্থানের নাম শব্দেও এই বাদিয়া শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। যেমন: আরবী 'বাদিয়া' (অর্থাৎ অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান) > বাদা; বাদিয়া > বান্দা > বান্ডা ; বাদিয়া > বাদিয়ার বাজার > বৈদ্যের বাজার ; বাদিয়া > বাদিয়ার অঞ্চল > দিয়ার অঞ্চল (রাজশাহীতে) ॥ ইত্যাদি।

সূতরাং পতঞ্জলির উল্লেখিত "কালক বন" শব্দটি যে মুলত আরবী কান্ক বাদিয়া' শব্দেরই বিকৃতি মাত্র, তা অতি সহজেই ধরতে পারা যায়। [২৭]

এতদ্ব্যতীত উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষা যেহেতু ডান দিক থেকে বামে লিখতে ও পড়তে হয়। সেহেতু পতঞ্জলির উক্ত কালক বন অর্থাৎ উপর্যুক্ত আরবী 'কানক বাদিয়া' (كنك بادية) কথাটিকেও আরবীর রীতিতে ডান দিক থেকে পড়লে ও লিখতে হয় 'বাদিয়া কান্ক (بادية كنك) অর্থাৎ গঙ্গার অনাবাদি বন-জঙ্গলময় স্থান।

বঙ্গদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক ও স্থানীয় বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, গঙ্গা নদীর বদ্বীপ অঞ্চল ছিল এক অনাবাদী বন-জঙ্গলময় স্থান। আর গঙ্গার অনাবাদী 'বন-জঙ্গলময় স্থান' কথাটির আরবী হচ্ছে বাদিয়াতু কান্ক/ কাংক (بادية كنك) । কারণ আরবী বাদিয়া (بادية) অর্থ অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান। আর কানক / কাংক (كنك) অর্থ গঙ্গানদী। আর উক্ত বাদিয়াতু বা বাদিয়া কান্ক / কাংক (بادية كنك) থেকেই হয়েছে বানক (বাংক)। আর এই আরবী বান্ক (বাংক) থেকেই নিম্নলিখিত সূত্র অনুসারে উদ্ভূত হয়েছে বঙ্গদেশের 'বঙ্গ' নাম শব্দটি। যেমন: বাদিয়াতু কান্ক (কাংক) > বাদিয়া কান্ক(কাংক) > বান্ক (বাংক) > বন্ক (বংক) > বন্গ (বংগ) > বঙ্গ। [২৮]

---

[২৬]. অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫

[২৭]. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫

[২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, "প্রকৃত উচ্চারণ মতে স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত ক, গ, চ, ত, দ, প, য় লোপ পায়।"[২৯] সূতরাং সঙ্গত কারণেই বাদিয়াতু কান্ক (بادية كنك) কথাটির 'বা' ও 'কা' শব্দ দুটোর দু "া" (আ) স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত দ, য়, ত, ক, বর্ণ চারটি লোপ পেয়ে উপরোল্লেখিত বান্ক (বাংক) শব্দটির রূপ লাভ করেছে। [৩০]

এই বান্ক (বাংক) শব্দটির অস্তিত্ব বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া নাম শব্দেও ধরতে পারা যায়। যেমনঃ বাদিয়া কান্ক > বান্ক (বাংক)+ উড়া (প্রাচীন মোসোপটেমিয়ার 'উড়' বন্দরের নামানুসারে 'উড়া') = বান্কুড়া (বাংকুড়া > বাঁকুড়া। বাঁকুড়া লিখতে 'বাঁ' শব্দটির উপরে যে চন্দ্রবিন্দু রয়েছে তা-ই নির্দেশ করে যে, শব্দটি মূলত বান্কুড়া বলেই শব্দটির 'ন' বর্ণ বর্জন করে "বাঁ" এর উপরে "ন" প্রতিপাদক চন্দ্রবিন্দু দিয়েই 'বাঁকুড়া' শব্দটি লিখা হয়ে থাকে। [৩১]

আর উক্ত বান্ক (বাংক) শব্দ যে বন্ক > বাংক > বঁক হয়ে বংগ (বঙ্গ) শব্দের রূপ লাভ করেছে। তার অস্তিত্ব ও বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বগুড়া নাম শব্দেও ধরা পড়ে। যেমন : বাদিয়া কান্ক > বান্ক (বাংক) > বান্ক (বংক) + উড়া (উপর্যুক্ত 'উড়' বন্দরের নামে)= বন্গ (বংগ) + উড়া > বনগুড়া > বঁগুড়া > বগুড়া। এতদ্ব্যতীত উক্ত বন্ক (বংক) শব্দের অস্তিত্ব ও বাংলাদেশের যশোরের বক (বন্ক) > বঁক > চর নামক একটি স্থানের নামেরও ধরা পড়ে। গাঙ্গেয় বদ্বীপের আরেক নাম ছিল বক দ্বীপ। বক দ্বীপের অপভ্রংশ বকচর মুড়লীব অর্থাৎ যশোরের পাশেই আজো বকচর নাম নিয়ে টিকে আছে একটি ছোট জনপদ। [৩২]

সুতরাং উপর্যুক্ত বাদিয়া কান্ক শব্দ থেকেই 'বঙ্গ' নামটি যেমন উদ্ভুত হয়েছে, তেমনি এর মধ্যে গঙ্গা নদীর নাম এবং স্থানীয় ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থাও বিবৃত হয়েছে বিধায় বঙ্গদেশের 'বঙ্গ' নাম শব্দটি যে মূলত আরবী থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, একথা নির্দ্বিধায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। [৩৩]

উক্ত বান্ক (বাংক) শব্দটি R.C. Majumder সম্পাদিত History of Bengal, Vol. 1. এর ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত শব্দেও দৃষ্ট হয়। যেমন : সেখানে বলা হয়েছে;

"The vanga (Vanka of Mahaniddesa, 1, 54) may not refer to the famous janapada in Bengal , but to Bangka near Sumatra."

তবে এখানে vanga (Vanka) শব্দটি আমাদের এই বঙ্গদেশের নাম শব্দরূপে বিবেচনা না করে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার স্থানীয় একটি ভিন্ন নাম বলে যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সঠিক হয়নি। কারণ, থাইল্যান্ডের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে অর্থাৎ ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একজন বাঙ্গালী বীর বঙ্গদেশ থেকে থাইল্যান্ডের আনাম –এ গমন করে সেখানকার রাজাকে পরাস্ত করে নিজে সে দেশের রাজা হয়েছিলেন এবং তার স্বদেশ বঙ্গদেশের নামনুসারে তার সেই বিজিত রাজ্যের নামও যেমন

---

২৯. ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৬), পৃ ৯

৩০. অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধূরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬

৩২. আমিরুল আলম খান, যশোহর নামের ইতিহাস, " সাপ্তাহিক রোববার", (ঢাকা , ১২ জুন ১৯৮৮/ ২৯ জ্যৈষ্ঠ , ১৩৯৫), পৃ ৪৬

৩৩. অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধূরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছিলেন বঙ্লঙ্ ; অর্থ বঙ্গা বা বাঙ্গলা , তেমনি কোন বঙ্গবীর বঙ্গদেশ থেকে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় গমন করে তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেখানকার একটি স্থানের নাম ও নিজের বঙ্গদেশের নামানুসারেই রেখেছিলেন Bangka (বন্ক > বঙ্গ) এটা সহজেই ধারণা করা যায়। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার উক্ত Bangka (বন্ক > বঙ্গা) নাম শব্দটি যে প্রকৃত পক্ষেই আমাদের এই বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশ এরই বঙ্গ – নাম শব্দ, তা নির্দ্বিধায় এবং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এমনকি থাইল্যান্ডের বর্তমান রাজধানী "ব্যাংকক" নাম শব্দটিও বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম শব্দ বংক বা বাংক থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলেও উপরে বর্ণিত সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায়। [৩৪]

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, Dr. J. P. Wade আসামের মূল ইতিহাসের কথায় প্রাচীনকালে আসামে প্রচলিত বাখা (Bakha) নামক যে বাংলাভাষার কথা উল্লেখ করেছেন, সেই বাখা (Bakha) শব্দটির সাথে উপরোল্লেখিত বান্ক (বাংক, বংক) শব্দটির ঐক্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় বিধায় আসামের উক্ত "বাখা" (Bakha) শব্দটিও উপর্যুক্ত বান্ক শব্দ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। যেমন : বান্কা> বান্কা> বাঁকা> বাখা (Bakha) [৩৫]

The original history of Assam exists in two distinct languages . The first is termed the "Bailoongh" or 'Ahum' being the language of the race of swurgeedeo, the conquerors of Assam. The other is termed the 'Bakha' being a dialect of the bengalees. [৩৬]

এই সত্য থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, বর্তমানে আসামে আসামী বাংলার নামে যে, বাংলা ভাষার প্রচলন রয়েছে তাও মূলতঃ আমাদের পূর্ব বাংলারই ভাষা থেকে উৎপন্ন।

এবার উপরে বর্ণিত 'বঙ্গ' শব্দটির মতো 'বাঙ্গালা' নাম শব্দটিও যে মূলত আরবী থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, তার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছি। বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগলিক ও স্থানীয় বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, গঙ্গা নদীর উজান স্রোতের উৎপত্তি স্থলের ভূমি ছিল এক জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী স্থান। আর গঙ্গা নদীর উজান স্রোতের উৎপত্তিস্থলের জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী ভূমির আরবী হচ্ছে ' বাদিয়াতু কানক আল আলিয়াহ' (بادية كنك العالية) । এই বাদিয়াতু কানক আল আলিয়া (بادية كنك العالية) থেকেই হয়েছে বানকালিয়াহ। আব্দুর রউফ (অহীদ) রচিত ' তাওয়ারীখে বাঙ্গালা' (تواريخ بنگلة) শিরোণামের একটি গ্রন্থের ১২ শ পৃষ্ঠায়ও এই বাংকালিয়াহ (বাংকালিয়া) শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বাদিয়া কানক আল আলিয়া (বাংকালিয়া) থেকে বানগালা' পরে বাঙ্গালা নামটি উৎপন্ন হয়েছে। [৩৭]

প্রক্রিয়াটি হচ্ছে, যেমনঃ বাদিয়াতু (আরবী) (بادية) অর্থাৎ জঙ্গালাকীর্ণ অনাবাদী স্থান

কান্ক (আরবী)(كنك) অর্থাৎ গঙ্গানদী এবং

---

৩৪ . প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭

৩৫ . প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮

৩৬ . Dr.J.P. Wade, An account of Assam, P – 1

৩৭ . অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধূরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

আলিয়াহ (আরবী) (عالية) অর্থাৎ নদীর উজান স্রোতের ধারা।

সূতরাং গঙ্গানদীর উজান স্রোতের উৎপত্তিস্থলের অনাবাদী জঙ্গালাকীর্ণ ভূমির আরবী হচ্ছে বাদিয়াতু কান্‌ক আল আলিয়াহ।' (بادية كنك العالية) এখান থেকেই হয়েছে বাঙ্গালা। যেমনঃ বাদিয়াতু কানক আল আলিয়া > বাদিয়া কান্‌ক আলিয়া > (উপরোল্লেখিত দু' স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত দ, য়, ক লোপ পেয়ে) >বান্‌ক + আলিয়া (উজান স্রোত ধারা) > বান্‌কালিয়া > বান্‌কাল্যাহ > বান্‌কালা > বাংকালা > বাঁকালা > বান্‌গালা > বাংগালা > বাঙ্গালা > বাংলা। [৩৮]

আর আলিয়াহর (অর্থাৎ উজান স্রোতধারার) বঙ্গই যে বাংকালা (বাঁকালা) > বাঙ্গালা > বাংলা তা নিম্ন উদ্ধৃত একটি প্রাচীন গাথা গানের দুইটি থেকে সহজেই বোধগম্য হয়। যেমনঃ

পদ্মা মেঘনার ভাটির লগে
সাইগরেতে যাই,
বাঁকালা আলের বঙ্গ, (আমরা)
গুন টানি হাল বাই।
ক্ষেতের ধানে মন না টানে
বাইন্যা হইবার চাই,
সেইনা চাইয়া নাও ভাসাইয়া
উজান ও ভাইটাই।
জাহাজ বানাই ভাটিতে যাই
ক্ষেতে বান্ধি চাল,
বাদ কাইটা বসত আইটা (বসত কইরা)
মারিরে গয়াল।
আরে হাতি বান্ধে পাতারে বান্ধে
বান্ধেরে জাঙ্গাল,
গাঙ্গের পাড়ে হাঙ্গর মারে
বাঘাইয়া বাঙ্গাল। [৩৯] (সংগৃহীত)

উক্ত গানটির দ্বিতীয় পংক্তিতে যে বলা হয়েছে, ' বাঁকালা আলের বঙ্গ' তাতেই ধরা পড়ে ' আলের বঙ্গ' অর্থাৎ আরবী আলিয়ার বঙ্গই বাকালা অর্থাৎ বাঁকালা > বান্‌কালা > বান্‌গালা > (বাঙ্গালা) > বাংলা।

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

আরবী আলিয়া অর্থাৎ উজান স্রোতের উৎপত্তি স্থলবর্তী নিম্নবঙ্গই বান্‌কালা (বাঁকালা) > বাঙ্গাল দেশ। সাগর সংলগ্ন বরিশালের 'বাকালা' নামে একটি স্থানের নাম শব্দেও উক্ত বানকালা > বাঁকালা শব্দটির বাস্তব ভিত্তিক প্রমাণ মিলে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা শব্দটি যে প্রাচীন কালে বান্‌কাল বাংকালা রূপেই ব্যবহৃত হতো নিম্নলিখিত ভাষ্যেও তার পরিপূরক প্রমাণ মিলে। [৪০]

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের Gournal Asiatique এর ২০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কান্দাহার শিলালিপিতে দেখা যায়, ঘোড়াঘাট, গৌড়, বাঙ্গালা নামগুলো লেখা হয়েছে যথাক্রমে কোড়াকাত, কৌড় এবং বাঙ্কালা (বানকালা) রূপে। [৪১] উক্ত বানকালা (বাংকালা) ও বাঙ্গালা শব্দ আবার বিভিন্নকালে বিভিন্ন বিকৃত রূপও লাভ করেছে। নিম্ন বর্ণিত ভূচিত্র (Map) সমূহেও এর কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন :

- Map of Gerard Mercator (1612) – Bacola (< Bancola) ; Bicanapur > Bicanpur> Bacala (< Bancala) >Bacalay > Bacanaur > Bicanapur > Bicanpor > Bikrampur .
- Map of Reproduced by Bernier – original Map, Paris Edition (1670) – Bacola, Bengala, Bengola.
- Map of Magulistan or Indostan by H. Moll (1709) Bengola, Bengall.
- Map of Bengal (1770) by Thos Kitchin, curtesy british.Museum- Bacala (< Bancala), Bengulla.

অতএব মৌলিক আরবী নাম শব্দ যে, কতভাবে ও কীরূপে বিকৃত হয়েছে উপরের দৃষ্টান্ত থেকে তা সহজেই ও সুস্পষ্ট ভাবেই অনুমেয়। ড.সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এভাবে ;

But it is a pity that generally there was an attempt to give these names a Sanskrit look, In the formation of these we find some words which are distinctively, Dravadian. An investigation of place-names of Bengal , as in other parts of Aryan India, is sure to reveal the presence of non Aryan speaker, mostly Dravadian , all over the land before the establishment of the Aryan tongue. (Origin and development of Bengali Language) [৪২] অতএব, এই বঙ্গ বাংলা বা বাংলাদেশের সাথে আরবদের সম্পর্ক যে সুপ্রাচীন, উপর্যুক্ত আলোচনায় এ বিষয়টি সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হিন্দ – এর দ্বিতীয় পুত্র 'বঙ' উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বসতিস্থাপন করেন বলে তার বংশধরদের নামানুসারেই এ অঞ্চলের নাম হয় 'বঙ্গ'। [৪৩] তাঁরা যে এলাকায় বাস করতেন সেটি

---

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯

৪১. অধ্যাপক শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় এম. এ., বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮ - ১৫৩৮), বিশ্বভারতী, খ ২, পৃ ৩

৪২. অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮০

৪৩. (ক) ড. কাজী দীন মুহম্মদ , প্রাগুক্ত , পৃ ১৭০
(খ) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ ঃ কিছু ভাবনা, প্রাগুক্ত
(গ) ড. মুহম্মদ আব্দুল আজিজ ও ড. আহমদ আনিসুর রহমান, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছিল জলাভূমি। তবে বঙ এর সন্তান সন্ততিরা এ এলাকায় কতকাল বসবাস করেন,তা জানা যায় না। প্রাচীনকালে নানা পরিবর্তনের ফলে 'বঙ' জনগোষ্ঠীর পরে ক্রমে নেগ্রিটো, অস্ট্রলয়েড বা অস্ট্রো–এশিয়াটিক, মঙ্গোলয়েড বা ভোট চীনীয় ও দ্রাবিড় গোষ্ঠী এ দেশে আসেন। [৪৪] তাঁদের অনেক পরে এ অঞ্চলে আর্যদের আগমন ঘটে। [৪৫]

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পনের শতকে পশ্চিম দিক তথা দজলা–ফোরাতের দেশ থেকে বনী ইসরাঈলের একটা অংশ বর্তমান আফগানিস্তানের পথ ধরে এ উপমহাদেশে প্রবেশ করে এখানে বসতি স্থাপন করে। এদেরই আর্য জাতি নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর অভিশপ্ত জাতি বনী ইসরাঈলের একটি অংশ থেকেই উদ্ভব হয়েছে আর্য জাতির। [৪৬]

পূর্বেই বলা হয়েছে, এ উপমহাদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বেই আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আ.)-এর বংশধর তথা দ্রাবিড়রা এবং অন্যান্য উপজাতিরা বাস করত। দ্রাবিড়রা ছিল অত্যন্ত সুসভ্য। [৪৭] তাই এ দেশবাসীর জীবনে দ্রাবিড়দের প্রভাব ছিল সবচে বেশি। [৪৮] তারা ছিল সেমিটিক গোষ্ঠীর। তারা সেমিটিক তাওহীদবাদী ধর্মের অনুসারীদের উত্তরসূরী। সেমিটিক সভ্যতার উৎস হযরত নূহ (আ.)- এর সপ্তম অধস্তন বংশধর আবুফীর ছিলেন উপমহাদেশের আদিপুরুষ। তাই দ্রাবিড় সভ্যতা সেমিটিক সভ্যতার অন্যতম শাখা হিসেবে পরিচিত। আবুফীর ও তার বংশধরেরা উত্তর, উত্তর–পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে পূর্বে গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বসতি বিস্তার করে। [৪৯] মিশর, ব্যবিলন, আসিরিয়া, ক্রীট ও মরিসাস ইত্যাদি অঞ্চলের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। [৫০]

পক্ষান্তরে, আর্যরা ছিল চরম অসভ্য ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির যাযাবর জাতি। [৫১] প্রধানত পশু পালন ও সামান্য কিছু চাষবাসই ছিল তাদের জীবিকার উপায়। [৫২] তাই উপমহাদেশে আগমন করেই তারা এখানকার দ্রাবিড় এবং অন্যান্য উপজাতির ওপর হিংস্র আক্রমণ চালায়। ফলে এখানে তারা দ্রাবিড়দের

---

৪৪. আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা:১৯৮০), পৃ ১৫ –১৬

৪৫. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০

৪৬. (ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, (ঢাকা:১৯৭৩), পৃ ৯৯
(খ) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০
(গ) সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, সম্রাট আকবর যুগে ভারতে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র, দৈনিক ইনকিলাব, ১অক্টোবর ২০১০
(ঘ) সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, (কলিকাতা : ১৯৭৯), পৃ ৯৯

৪৭. (ক) ড. কাজী দীন মুহম্মদ , প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০
(খ) সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত,

৪৮. ড. কাজী দীন মুহম্মদ , প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০

৪৯. (ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০
(খ) আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯ – ২০

৫০. ড. কাজী দীন মুহম্মদ , প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০

৫১. (ক) ড. কাজী দীন মুহম্মদ , প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০
(খ) সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯ – ১০০
(গ) সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত

৫২. (ক) ড. কাজী দীন মুহম্মদ , প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০
(খ) সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯ – ১০০

Dhaka University Institutional Repository

কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কিন্তু দ্রাবিড়রা সুসভ্য ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী হলেও উন্নত যুদ্ধাস্ত্র ও অশ্বাদির ব্যবহারে অদক্ষ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আর্যদের কাছে তারা পরাজিত হয়। [৫৩]

বিজয়ের এ সুযোগ নিয়ে আর্যরা মেতে ওঠে আরো উন্মত্য হিংস্রতায়। তারা প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাব অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়। ক্রমে মধ্য প্রদেশে এবং আরো পরে আর্যাবর্তে কাশী-কোশল-মগধ-বিদেহ-অঙ্গ, এমনকি কামরূপ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে। তারা কোন উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী ছিলনা। [৫৪] তাই ছলে-বলে, কলে-কৌশলে তারা সুসভ্য দ্রাবিড়দের সভ্যতাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেয়। তাদের কৃষি জমিতে পানি সেচের জন্যে নির্মিত বাঁধগুলো ভেঙ্গে দিয়ে সব কৃষি জমি প্লাবিত করে শস্য বিনষ্ট করে দেয়। [৫৫] পরে দ্রাবিড়দের চাষোপযোগী বিস্তীর্ণ ভূমি জবর দখল করে আর্যরা ধীরে ধীরে যাযাবরত্ব ত্যাগ করে এদেশবাসীর দেখা দেখি কৃষি কাজে নিবিষ্ট মনোযোগী হয়। [৫৬] বহুদিন পর্যন্ত বিজিত এদেশবাসীর সাথে দ্বন্দ্ব ও কলহে লিপ্ত থাকার কারণে আর্যরা কোনদিনই এদের সুনজরে দেখতে পারে নি। [৫৭]

আর্যদের বিজাতীয় বিদ্বেষের কারণে তাদের ধর্মশাস্ত্রে এদেশীয় বিজিতদের শূদ্র, দাস, অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঋগবেদে এদেশের অধিবাসীদের 'দস্যু' বা 'দাস' বলা হয়েছে। বেদ ও পুরাণের বিবরণ থেকে বঙ্গের দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে আর্যদের ক্রোধ ও আক্রোশের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। [৫৮] শুধু তাই নয়, আর্যদের এরূপ ক্রোধ ও আক্রোশ ইরানীদের বিরুদ্ধেও প্রকাশ পেয়েছে। আর্য বনাম ইরানী বিরোধের কারণে ইরানীদের পরমেশ্বর "আহূর মাযদা" আর্যদের ভাষায় হয়েছে অপদেবতা 'অসুর' , আর আর্যদের দেবতা বা 'দেব' ইরানীদের ভাষায় হয়েছে 'দেও' বা 'দৈত্য'। [৫৯]

কেবল রাজনৈতিক কারণেই নয়, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কারণেও দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের সংঘাত অব্যাহত থাকে। তাই তাদের ধর্মশাস্ত্রে এদেশীয়দের বিরুদ্ধাচরণ আর্যদের ধর্মীয় আচরণে পরিণত হয়। [৬০] এমনকি আর্যদের বেদে বলা হয়েছে ; " অনার্যকে হত্যা করাই ধর্ম।" সে ধর্ম পালন করতে গিয়ে এ হিংস্র আর্যরা নির্বিশেষে নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। যারা প্রাণে রক্ষা পায়, তাদের শুদ্র বা দাসে পরিণত করে। [৬১] সম্ভবত আর্যদের এ বিজাতি বিদ্বেষের কারণেই বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্রে দ্রাবিড় ও অনার্য অধ্যুষিত বঙ্গভূমিকে ঘৃণার্হ ম্লেচ্ছদেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি এদেশে এসে জন্যে বসবাস

---

৫৩. (ক) ড. কাজী দীন মুহম্মদ , প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০
(খ) সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯ – ১০০
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১০০
৫৫. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত
৫৬. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০
৫৭. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২০০
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ ৭১
৬১. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করলেও আর্য-সন্তানদের প্রায়শ্চিত্য করতে হতো বলে পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬২]

উল্লেখ্য, আর্যদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণে তারা বহুদিন পর্যন্ত বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে ভারতে আসার পর থেকেই আর্য জনগোষ্ঠী বাংলার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। তবে আর্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও দ্রাবিড়রা তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বস্তুত, দ্রাবিড়রা পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে আর্যদের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে মৌর্য বিজয়ের কাল থেকে এ প্রভাব শুরু হয় এবং গুপ্তদের আমলে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি এদেশে অনুপ্রবেশ করে। আর্যদের অহমিকা ও দেশদর্শিতা স্থানীয় বৌদ্ধদের ওপরও চরম আঘাত হানে। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে তাদের অনেকেই প্রাণ হারায়। [৬৩] বিশিষ্ট গবেষক সরকার শাহাবুদ্দিন আহমেদ এক পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন, আর্যরা প্রায় এককোটি বৌদ্ধকে কচুকাটা করে এদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। এমনি হাজারো বছর ধরে ধর্মের নামে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের রক্ত দিয়ে হোলি খেলেছে হিংস্র আর্যরা। [৬৪] তাদের এ নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রাণভয়ে তাঁদের ধর্ম-গ্রন্থাদি নিয়ে নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দুর্গম এলাকায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। [৬৫]

এদের অধস্তন হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের নাথ পন্থীরা বিজয়ীদের বশ্যতা স্বীকার করে কোনমতে অন্তজ্যরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করে। পরিণামে দেখা যায়, একাদশ -দ্বাদশ শতাব্দীতে তথাকথিত 'বঙ্গীয় অসভ্য' দের রক্ত শোধনের উদ্দেশে কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনে এদেশে ব্রাহ্মণ্য রক্ত বিস্তারের সুযোগ করে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে বঙ্গে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন হয়। [৬৬]

আর্যরা তৎকালে সমাজকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল। যথা :

ক) ব্রাহ্মণ

খ) ক্ষত্রিয় বা কায়াস্থ

গ) বৈশ্য

ঘ) শূদ্র [৬৭]

ব্রাহ্মণরা শাস্ত্র পাঠ, যাগযজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার সকল দায়িত্ব বহন করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল।

---

৬২. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত , পৃ ১৭১

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১

৬৪. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত

৬৫. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১

৬৬. (ক) নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, (কলিকাতা : ১৩৫৯), পৃ ১৪১ - ৪৬
(খ) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, (ঢাকা : ১৯৬৮), পৃ ১৬২

৬৭. (ক) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১
(খ) সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আর রাজ্য শাসন, সীমান্তরক্ষা, দেশ বিজয় ও যুদ্ধ বিগ্রহের কর্তৃত্ব ছিল ক্ষত্রিয় বা কায়স্থদের ওপর।

বৈশ্যদের হাতে ছিল দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প তথা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ। খাদ্যদ্রব্য ও জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তারাই সরবরাহ করত।

আর বাদবাকী জনসমষ্টি তথা শূদ্ররা ছিল উপর্যুক্ত তিন শ্রেণীর সেবক বা দাস। এদেরকে অস্পৃশ্য অন্তজ্য শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ধরা হতো। এদের জীবন ছিল বড়ই বিড়ম্বিত। [৬৮] তাদের জন্যে ধর্মীয় গ্রন্থ পড়া, ছোয়া এমনকি দেখাও ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। দেখলে চোখ উপড়ে ফেলা হতো, শুনলে কানে গরম সিসা ঢেলে দেয়া হতো।[৬৯] ব্রাহ্মণরা তাদের পৌরহিত্য পর্যন্ত করতনা। তাদের পরিবেশিত খাদ্য ছিল ব্রাহ্মণদের জন্যে নিষিদ্ধ। এ বিধান অমান্য করলে সমাজে তাদের পতিত হতে হতো। কখনো কখনো তাদের কঠোর প্রায়শ্চিত করতে হতো। এমনকি তাদের "বঙ্গ" বা "বঙ্গাল" দেশে আসাও নিষিদ্ধ ছিল। এ অঞ্চলে তাদের স্বল্পকাল অবস্থানের জন্যেও গুরুতর প্রায়শ্চিত্যের বিধান ছিল। [৭০] এমনকি ব্রাহ্মণরা বলতো, এসব নিম্নশ্রেণীর লোকদেরকে তাদের সেবা করার জন্যেই ভগবান পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তারা ফতোয়া দিত- এ জন্মে তাদের সেবা করলে পুনর্জন্মে উচ্চ শ্রেণীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে এদের আগমন ঘটবে। [৭১]

আর্যরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে সত্য। কিন্তু, এদেশবাসীকে কখনো আপন করে নিতে পারেনি। আর্য ব্রাহ্মণরা পার্থিব স্বার্থে ধর্মশাস্ত্রে পৌত্তলিক পূজা অর্চনাদির সাথে এদেশবাসীর বিরুদ্ধে কঠোর অনুশাসনাদি প্রবর্তন করে। বৈদিক মতবাদ ও ব্রাহ্মণ্য আচারে মুষ্টিমেয় উচ্চকোটির সৌভাগ্যের পথ সুগম হয়। কিন্তু তা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনে বয়ে আনে চরম নৈরাশ্য আর হতাশা এবং বাড়িয়ে তোলে নিগ্রহ। এমতাবস্থায় "নির্বাণ" বা মুক্তির বাণী নিয়ে এলেন গৌতম বুদ্ধ (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ - ৪৮৩)। [৭২]

হিংসা-বিদ্বেষ বিবর্জিত কলুষমুক্ত জীবনের বিধান দিয়ে বৌদ্ধ মতবাদ মানুষকে কর্মবিমুখ জীবনের নির্লিপ্ত অভিপ্সায় মোহগ্রস্থ করে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা থেকে নিস্কৃতি দেয়ার প্রয়াস পায়। বৈদিক শাক্ত ও শৈব জন্মান্তরবাদ থেকে অহিংস জন্মান্তরবাদে উত্তীর্ণ করায় আটবোধ ও বোধী বৌদ্ধ মায়ায় পর্যবসিত হয়। [৭৩]

প্রায় একই সময়ে এ উপমহাদেশে উদ্ভূত হয় মহাবীর (খ্রি. পূর্ব ৫৯৯ - ৫২৭) প্রবর্তিত জৈন মতবাদ। বস্তুত এ দু'মতবাদ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কর্মবিমুখ, সংসার বিমুখ, অসংগ্রামী কচ্ছুতা নিষিক্ত বলে অতি অল্প কালের (কয়েক শ বছরের) মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন উভয় মতবাদ জীবনমুখী মানুষকে ইহ-পরলৌকিক জীবনের আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাড়াবাড়ি এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের

---

৬৮. (ক) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১
(খ) রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, (কলিকাতা:১৯৮১), পৃ ১৩৬ - ১৪৬
গ) সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত

৬৯. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত

৭০. (ক) রমেশচন্দ্র মজুমদার,প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৬ -১৪৬
(খ) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১ - ১৭২

৭১. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত

৭২. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১ - ১৭২

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

নিস্পৃহ নির্লিপ্ততা স্বাভাবিক মনুষ্যবিরোধী। অস্বাভাবিক এ দু' মেরুকরণ এ উপমহাদেশের গণমানসে সৃষ্টি করেছিল এক অচল স্থবিরতা। [৭৪]

বৌদ্ধ ও জৈন আমলেও আর্যদের কঠোর ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভপর হয়ে ওঠেনি। বরং, বলা যায়, সে সময়ও ব্রাহ্মণদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ন থাকে এবং তাদের শাস্ত্রীয় অনুশাসন কঠোরতর হয়। ক্রমে সমাজে শূদ্রদের মধ্যেও আরো নিম্নস্তরের অন্ত্যজ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এরা হলো; কাপালিক, যোগী, চণ্ডাল, শবর, ডোম, মালগ্রহী, কুড়ব, বড়ুর, কৌরী, তক্ষণকার, চর্মকার, ঘট্টজীবি (পাটনী) কোলাবাহী (শিবিকা বাহক), মল্ল, পুরুস, পুলিন্দ, স্কন্দ, ঘর, কাম্বাজ, সূদ্র, কর্মকার, শৌণ্ডিক, ব্যাধ, তাঁতি, ধুনুরী, শুঁড়ি, ঋষি, ঝাড়ুদার, ভূঁইমালী, মলবাহী (মেথর), মাহুত, নট–নদী ইত্যাদি। [৭৫] এদেরকে শূদ্রের চাইতেও নিকৃষ্ট মনে করা হতো। সমাজ জীবনে এদের কোন স্থানই ছিলনা। এমনকি নীচের শ্রেণীর শূদ্রদেরও লোকালয় থেকে দূরে কোন পাহাড় বা টিলায় এদেরকে মানবেতর জীবন–যাপন করতে হতো। ব্রাহ্মণ্য সমাজে অন্ত্যজ জাতির এ অবস্থান থেকেই বোঝা যায় যে, তাদের জীবন কতখানি দুর্বিষহ ছিল। তাদের পক্ষে শাস্ত্রালোচনা এমনকি শাস্ত্রবাণী শ্রবণও ছিল নিষিদ্ধ। তদুপরি সে ধর্মে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় শাস্ত্রালোচনা ছিল বিধি বহির্ভূত। [৭৬] এমনকি কোনক্রমে পথ অতিক্রমকালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং নিজের অজ্ঞাতসারেও যদি তাদের কেউ কোন প্রকার শাস্ত্রবাণী শুনে ফেলত, তবে তাদের "কর্ণকুহরে" গলিত সীসা ঢেলে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র আলোচনাতো দূরের কথা "ঘৃণিত" দেশীয় ভাষায় শাস্ত্রালোচনা বা শ্রবণ করাও ছিল নিষিদ্ধ। শাস্ত্রীয় ফতোয়া ছিল ;

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ

ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ

– ভাষায় অর্থাৎ এ দেশীয় ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ, রামচরিত ইত্যাদি শাস্ত্রবাণী যে শুনবে, তার অবস্থান হবে রৌরব নরকে। [৭৭]

প্রসঙ্গত, বিংশ শতাব্দীতে এসেও সে ধারার কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে এম. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন, তখন বেদ ও বেদান্ত অধ্যাপক চতুর্বেদী মহাশয় তাঁকে শ্রেণীকক্ষে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। যবনের কর্ণকুহরে বেদবাণী প্রবেশ করবে-এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম তিনি করতে পারেননা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে অতঃপর উপাচার্য শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিরস্ত করেন এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে তাঁকে বদলী করেন। [৭৮]

---

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭২

৭৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৮

৭৬. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০ – ৬২

৭৭. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২ – ৬২

৭৮. আজহার উদ্দীন খান, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : জীবনী ও কর্ম, (কলিকাতা : ১৯৬৮), পৃ ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ বা ধর্মান্তর গ্রহণ এর বিধান ছিলনা। আর আর্যদের দ্বারা বিজিত অন্ত্যজরা স্বধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণও করেনি। ধর্মের দোহাই দিয়ে নিম্নশ্রেণীর লোকদের উচ্চকোটির সেবায় নিয়োজিত রেখে পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতর জীবন যাপনে যে বাধ্য করা হয়- [৭৯] তার কিঞ্চিৎ বিবরণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বস্তুত সে সময় সমাজের এ চরম দুরবস্থা বঙ্গের সাধারণ মানুষকে এতটাই অতিষ্ঠ ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল যে, ধীরে ধীরে সারাদেশে এক চাপা আক্রোশ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ – সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গে এ অবস্থাই বিরাজমান ছিল। [৮০]

শুধু তাই নয়, ইয়াহুদীরা তাওরাতের ও খ্রিস্টানরা ইঞ্জিল কিতাবের মূল শিক্ষা ভুলে গিয়ে স্বার্থান্বেষী চিন্তায় মেতে থাকতো সদা – সর্বদা। দিন দিন [illegible] ধর্ম শাস্ত্রকে বিকৃত করে ফেলেছিল অনেকাংশেই। এমনকি ধর্মকে তারা ব্যবহার করতে থাকে জনসাধারণকে শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে। খ্রিস্টীয় চার্চ বিজ্ঞান চর্চা ও স্বাধীন গবেষণাকে ধর্মবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে [৮১] এবং বিজ্ঞানী ভ্যানিনি (Vanini), ম্যাপাশিয়া (Mapatia), ব্রোনো (Brono), কোপারনিকাস (Coparnicus), গ্যালিলিও (Gallilio), এ্যাবেলার্ড, (Abelard) স্যাভোনোরালে (Savonorale) প্রমুখ মনীষীকে খ্রিস্টীয় চার্চের অননুমোদিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে সহ্য করতে হয়েছে অনির্বচনীয় উৎপীড়ন। উইলিয়াম ড্রেপার বলেছেন; চার্চের বিচারালয় ১৪৮১ – ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কমপক্ষে তিনলক্ষ চল্লিশ হাজার নির্দোষ নিরীহ লোককে শাস্তি দিয়েছে এবং এদের মধ্যে বত্রিশ হাজার লোককে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেছে। [৮২] রোম, পারস্য, আরব, মিশর এমনকি উপমহাদেশ তথা ভারতবর্ষও তখন এ করুণ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। [৮৩] সেকালে ভারত, মিশর, রোম ও পশ্চিম ইউরোপের কতিপয় দার্শনিক এবং পণ্ডিত ছিল, যারা কোন ধর্ম বা নবী–রাসূল বিশ্বাস করতনা। তারা সকল কিছুতেই যুক্তি তর্কের অবতারণা করত। কিন্তু কিভাবে মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক মুক্তি আসতে পারে, তার কোন দিক নির্দেশনা দিতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। [৮৪]

পৃথিবীর সর্বত্র যখন এভাবে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনবিপর্যস্ত, তখনই যাবতীয় অনাচার ও পাপাচারের কেন্দ্রভূমি আরবের মক্কা নগরীতে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও সার্বিক মানবাধিকারের সওগাত নিয়ে আবির্ভূত হলেন বিশ্ব মানবতার শান্তি ও মুক্তির দূত, দোজাহানের কাণ্ডারি, রহমাতুল্লিল আলামীন শান্তির শ্বেত-কপোত সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। [৮৫] অতঃপর রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পরে স্বীয় সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এবং তাদের পরে তাবেয়ীন ও

---

৭৯. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৩

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৩

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৩

৮২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, (ঢাকা : ১৯৭৫), পৃ ২১৫ – ২১৬

৮৩. মোহাম্মদ আব্দুল গফুর, "মহানবী (সা.) এর যুগে উপমহাদেশ, অগ্রপথিক, সীরাত সংখ্যা, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ২৭ অক্টোবর ১৯৮৮), পৃ ৪৯

৮৪. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৪

৮৫. (ক) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৪ – ১৭৫

(খ) মোহাম্মদ আব্দুল গফুর, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তাবে–তাবেয়ীগণের মাধ্যমে ইসলামের বাণী ধীরে ধীরে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। [৮৬]

এক্ষেত্রে বিজয়ী মুসলিম শাসকদের ভূমিকা কোথাও থাকলেও মূলত ইসলামের ধারক –বাহক সাহাবা ও সূফী–অলীগণের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য, নিঃস্বার্থ মানবিক জীবনাদর্শ এবং ইসলামের শ্রেণী–বৈষম্যহীন ও শোষণ–বঞ্চনামুক্ত সমাজ ব্যবস্থাই ধর্ম প্রচারে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে সমগ্র দক্ষিণ–পূর্ব এশীয় দেশ, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিনি, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ এমনকি চীন ও বাংলাদেশে পর্যন্ত এসকল সূফী সাধক ও আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের সুবাতাস ছড়িয়ে পড়ে। [৮৭]

প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে জানতে হলে ভারত বর্ষে ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত পূর্ববর্তী অধ্যায়টি ভালভাবে জানা থাকা দরকার। কেননা, ভারতবর্ষের পথ ধরেই বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে। আর সেকালে বাংলাদেশ ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল। ৭ম শতাব্দীতে ইসলামের আগমন সমগ্র আরব দেশে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং আরব বণিকদের মাধ্যমে সাড়াজাগানো এ সংবাদ অতি দ্রুত লোকের মুখে মুখে আরব জগতের বাইরেও প্রচারিত হয়।[৮৮] নবুয়্যাতের পঞ্চম সনে ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া)-যাকে আরবরা পূর্ব থেকেই তাদের দ্বিতীয় মাতৃভূমি মনে করত– [৮৯] মহানবী (সা.) তাঁর কিছু সংখ্যক (১১ জন পুরুষ + ৪ জন মহিলা) সাহাবীকে হযরত উছমান ইবনে আফফান (রা.) এর নেতৃত্বে হিজরতের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন। [৯০] পরে উক্ত হাবশা বা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাসীর দেয়া সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে তিনজন মহাত্মা সাহাবীর একটি দল নিজ দেশে ফিরে না গিয়ে হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাইব ইবনে আবদে মান্নাফের (রা.) নেতৃত্বে সমুদ্রে অভিযান করে প্রাচ্যে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আর এ দলটিই ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশাল সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে চীনে পৌছেছিলেন বলে জানা যায়। [৯১] এবং চীনে উক্ত আবু ওয়াক্কাস (রা.) এর মাযারের কথা পূর্বেও বলা হয়েছে।

মূলত اطلبوا العلم ولوكان بالصين (জ্ঞানার্জন কর, সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও) এ প্রবাদটি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মের আগে থেকেই আরবদের মাঝে প্রচলিত ছিল। [৯২] এতে অনুমিত হয় যে,

---

৮৬. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫

৮৭. (ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৬
(খ) আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা : ১৯৮০), পৃ ৫৯

৮৮. মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস, " দক্ষিণ – পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম" ; প্রবন্ধাবলি, (ঢাকা : উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢা.বি. জুন ১৯৯৯), খ ৪, পৃ ২১৭

৮৯. আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, আরব নৌবহর (অনু: হুমায়ুন খান), (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৮৮), ২য় মুদ্রণ, পৃ ১

৯০. মুহিউদ্দীন খান, " বাংলাদেশে ইসলাম : কয়েকটি তথ্যসূত্র", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা : ই.ফা.বা., এপ্রিল–জুন, ১৯৮৮), পৃ ৩৪৬

৯১. প্রাগুক্ত পৃ ৩৪৭

৯২. এ প্রবাদ বাক্যটি হযরত মুহাম্মদ সা. এর মুখনি:সৃত বাণী বলে অনেকে মনে করে থাকেন। বস্তুত এটি হাদীছ নয়; বরং ইসলামের আগমনেরও পূর্ব থেকে প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য। তবে মহানবী সা. এটি শুনে মৌন থাকেন, এর বিপক্ষে কিছু বলেননি বলে অনেকে এটিকে হাদীছ বলে উল্লেখ করেছেন। (ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলায় ইসলাম)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগে থেকেই চীন দেশের সাথে আরবদের সম্পর্ক ছিল এবং বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল সমূহে আরবদের বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াত ছিল। কারণ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরই ছিল তাদের সমুদ্র পথে পূর্ব দিকে যাতায়াতের একমাত্র পথ। [৯৩]

হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) এর নেতৃত্বাধীন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর দলটি আবিসিনিয়া থেকে বের হওয়ার পর অন্যুন দশ বছর (৬১৫ - ৬২৫ খ্রি.) পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। এই দশ বছরে পথিমধ্যে তারা বিভিন্ন স্থানে নোঙর করেছেন, খাদ্য রসদ সংগ্রহ করেছেন এবং স্থানীয় লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। অতএব, তাদের মাধ্যমে এ সময়ের মধ্যেই ইসলামের বাণী ভারত এবং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌছেছে একথা নি:সন্দেহে বলা যায়। [৯৪] অতএব দেখা যাচ্ছে, রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরামের (রা.) দ্বারাই এখানে ইসলামের আগমন ঘটে। প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ড. হাসান জামান বলেন, সে সময় কমপক্ষে দু'জন সাহাবী বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারোপলক্ষ্যে এসেছিলেন। [৯৫] যেহেতু বঙ্গোপসাগরের পথ ধরেই আরবগণকে পূর্বাঞ্চলে যাতায়াত করতে হতো, সেহেতু বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী চট্টগ্রামের সাথেও তাদের সম্পর্ক ছিল সুদূর প্রাচীন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন: ইবনু খুরদারা (ইন্তি. ৩০০ খ্রি.) তার مالك و ممالك গ্রন্থে লিখেছেন যে, কামরু (কামরূপ) থেকে মিঠাপানির মাধ্যমে (নৌপথে) পনের বিশ দিনের মধ্যে সমন্দরের (চট্টগ্রাম) চন্দনকাঠ নিয়ে আসা যায়। আল ইদরিসী (ইন্তি. ৫৬০হি./১১৬৬ খ্রি.) তার نزهة المشتاق গ্রন্থে লিখেছেন যে, সমন্দর (চট্টগ্রাম) একটি বড় জনপদ, বাণিজ্য কেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালি নগর। [৯৬] আবুল ফজলের আইন ই আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণে আরখং (আরাকান) নামক একটি বিরাট দেশ আছে, চাটগাঁও তার সামুদ্রিক বন্দর। এখানে প্রচুর হাতি পাওয়া যায়। ইবনে বতুতাও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। [৯৭]

তাই ঐতিহাসিকদের ধারণা, চট্টগ্রাম বন্দরের নামটিও আরবদের দেয়া। গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত বলে شاطي الغونغ (শাতিউল গঙ্গা) থেকে হয় সাতগাঙ্গা, তা থেকেই হয় সাতগাম বা চাটগাম পরে চাটগাঁও । হাতীর দাঁত ও চন্দন কাঠ ছিল এ বন্দরের বিশেষ আকর্ষণ। [৯৮]

আরবদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যোগাযোগের ফলে বিশেষত চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চট্টগ্রামের উপভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ উপভাষার অধিকাংশ শব্দই মূল আরবী শব্দের বিকৃত উচ্চারণজাত। আরবী ভাষায় বাক্য গঠনের নিয়মানুযায়ী চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি অঞ্চলের উপভাষায়ও ক্রিয়াপদের আগে "না" বোধক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এখানকার সুলুক বহর, বাকালিয়া, আলকরণ প্রভৃতি স্থানের নামও আরবী প্রভাবের সাক্ষ্য

---

৯৩. ড.কাজী দীন মুহম্মদ , " বাংলায় ইসলাম " (নিবন্ধ), বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৮) পৃ: ১৭৮ - ১৭৯

৯৪. মহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত , পৃ ৩৪৭ - ৪৮

৯৫. ক) আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৪), পৃ ৭১
খ) ড.আ. ই. ম নেছারুদ্দীন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৫), পৃ ২৬

৯৬. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৪

৯৮. ক) আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, (ঢাকা : ই.ফা.বা ১৯৯৪), পৃ ৪ - ১৫
খ) এম.এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ ১৫

Dhaka University Institutional Repository

বহন করে।[৯৯] সে সময় হিন্দুদের নৌভ্রমণ ও নৌচালনার ওপর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ছিল বিধায় তাদের প্রচুর ব্যবসায়িক মূলধন থাকলেও তা বিদেশে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তখন মাল পরিবহণের একমাত্র সুবিধাজনক বাহন ছিল নৌ মাধ্যম। ফলে তাঁরা তাদের মালামাল বিদেশে না নিয়ে গিয়ে বরং আগত বিদেশি তথা আরবদের নিকট তা হস্তান্তর করাই ছিল একমাত্র উপায়। সেই সুবাদে আরবরা এখান থেকে ভারত বাংলার ধন-রত্ন, খাদ্য- ভোজ ও বিলাস সামগ্রী, বাসন-কোসন, মসলা, হাতীর দাঁত, হস্তীদন্ত সামগ্রী ও রেশমি পোশাক জাহাজে ভরে তাদের দেশে নিয়ে যেতেন।[১০০] এই যাতায়াত পথে তারা নদীমাতৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সহজেই প্রবেশ করতে পারতেন। বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালী পাড়ায় খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত একটি বিরাট সমুদ্র বন্দরের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং রংপুর, দিনাজপুর ও ঢাকা এলাকায়ও বিরাটকায় নদীবন্দরের বহু নিদর্শনের ইতিহাস জানা যায়।[১০১] এতদ্ব্যতীত হযরত ইউসুফ (আ.) এর সময়কাল থেকেই ভারতবর্ষের সাথে আরবদের চমৎকার সম্পর্ক জনিত ঐতিহাসিক এলফিনস্টোনের মন্তব্য আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এদিকে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক মাসিক মদিনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র নির্দেশ করেছেন। যেমন ঃ

(ক) বাংলাদেশে ইসলামের প্রথম আগমন স্থলপথে নয়, সমুদ্রপথে হয়েছে।

(খ) খোদ রাসূলে করীম (সা.) এর জীবদ্দশায় এমনকি সম্ভবত হিজরতেরও আগে এখানে ইসলামের আলো এসে পৌঁছেছে।

(গ) বাংলাদেশে সাহাবীর (রা.) আগমন ঘটেছে এবং তারা এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী বা তাবেঈ রেখে গেছেন।

(ঘ) অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণ –পূর্ব এশিয়ার দূরবর্তী এলাকা এমনকি চীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানগণও অংশগ্রহণ করেছেন। কেননা, হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) এর দশ বছরের সুদীর্ঘ সফরে (হাবশা থেকে চীন) প্রতিটি বিরতিস্থান থেকেই পরবর্তী মনজিল পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় লোকলস্কর অন্তর পথপ্রদর্শক এবং রসদাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়েছিলেন।[১০২]

আরবদের সাথে সুপ্রাচীন সম্পর্কের কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধিদ্রব্য উপহার লাভ করেছিলেন । একজন ভারতীয় রাজা তাঁকে (যানযাবীল) আচার পাঠিয়েছিলেন।[১০৩] রাসূল (সা.) এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চিকিৎসার জন্যে একজন ভারতীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা হয়– একথা ইমাম বুখারী (র.) উল্লেখ

---

৯৯. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯

১০০. ড.মো: আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, (ঢাকা : ই.ফা.বা, ২০০৪), পৃ ৯০

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ ৯০-৯১

১০২. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৪৮

১০৩. কে. এ. নিযামী, ড. মোহাম্মদ যাকী সম্পাদিত "Arab Accounts of India " গ্রন্থের ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন।[১০৪] ইবনে খল্লিকান জানাচ্ছেন ; হযরত হুসাইন (রা.) এর পুত্র হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (র.) ছিলেন ভারতীয় মায়ের সন্তান।[১০৫]

অতএব সর্বোপরি দেখা যাচ্ছে, রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমেই বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে, এতে কোন সন্দেহ নেই। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে রাসূল (সা.) এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর বিশেষত ৬ষ্ঠ হিজরি মোতাবিক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর এখানে ইসলাম প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ হয়ে আরো গতি সঞ্চারিত হয়।[১০৬] শায়খ জয়নুদ্দীন তাঁর تحفة المجاهدين في بيع أحوال البرتقالين গ্রন্থে বলেন; ঐ সময়ই মালাবারের (বর্তমান কেরালা রাজ্য) হিন্দু রাজা চেরুমল পেরুমল মক্কায় গিয়ে রাসূল (সা.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে দেশে ফিরে এলে মালাবারের বহু হিন্দুও তার হাতে মুসলিম হন।[১০৭]

অবশ্য রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটালেও ইসলামের প্রচার-প্রসার তখন এখানে ছিল অনেকটা বিক্ষিপ্ত । যার পূর্ণ তথ্য খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। তবে রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের পর প্রথম খলিফার আমলে না হলেও দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)এর আমলে এক্ষেত্রে মহাবিপ্লব সাধিত হয়। তখন তাঁরই উদ্যোগে বিশ্বের দিকে দিকে ইসলামের বিজয়াভিযান পরিচালিত হতে থাকে। ফলে অল্পকালের মধ্যেই অর্ধজাহান মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। তাঁর খিলাফতকালেই (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) এখানে ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রচার -প্রসার শুরুহয়। তখন মহানবী (সা.) এর বহু সংখ্যক সাহাবী বাংলার সমুদ্র বন্দরে অবতরণ করেন এবং বেশ কয়েক বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে গিয়ে মানুষের কাছে ইসলামের শাশ্বত বাণী পৌঁছে দিতে থাকেন।

তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের নাম জানা যায়। যেমন :

(১) হযরত মামুন (রা.)

(২) হযরত মুহাইমিন (রা.)

(৩) হযরত আবূ তালিব (রা.)

(৪) হযরত হামিদ উদ্দীন (রা.)

(৫) হযরত হুসাইনুদ্দীন (রা.)

(৬) হযরত মুর্তজা (রা.)

(৭) হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) প্রমুখ ।[১০৮]

---

১০৪. প্রাগুক্ত.

১০৫. প্রাগুক্ত.

১০৬. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের অগ্রসফর , দৈনিক ইনকিলাব, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্ন-বী (সা.) বিশেষ সংখ্যা, ৩ মে ২০০৪

১০৭. আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, মার্চ ১৯৮০), পৃ ২০

১০৮. (ক) প্রাগুক্ত।
(খ) ড. কাজী দীন মুহম্মদ , প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮২
(গ) ড. হাসান জামান ,সমাজ, সংস্কৃতি , সাহিত্য, পৃ. ২১১
(ঘ) আজিজুল হক বান্না , প্রাগুক্ত, প, ৭১
(ঙ) মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান,বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায় , অগ্রপথিক:সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা, (ঢাকা: ই.ফা.বা., বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৫, মে ২০০৪), পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারের প্রাথমিক যুগের আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে আবিস্কৃত হতে পারে। তার-ই সাথে সে সময় বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলেও মসজিদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। [১১৪]

নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ শরীফে সংকলিত ভারত অভিযান সম্পর্কিত রাসূল (সা.)-এর তিনটি হাদীছ আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এবং সেই সূত্র ধরে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে পাঁচজন, তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রা.) এর খিলাফতকালে দু'জন এবং হযরত আমীরে মুআ'বিয়া (রা.) এর সময়কালে আরো একজন মহাত্মা সাহাবীর ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারোপলক্ষে আগমনের কথাও আমরা আগের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ঐ সময় তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বহু তাবেঈ এবং তাবে, তাবেঈ এদেশে ইসলাম প্রচার করেন।

এতদিন নৌপথে ইসলাম প্রচারকগণ এদেশে আগমন করলেও স্থলপথে এখানে ইসলামের আগমনের সূচনা হয় হযরত উমর (রা.)- এর খিলাফতকালেই। [১১৫] এবং এ সময়ই ১৫ হিজরি সনের মধ্যভাগে সিন্ধু অভিযান শুরুহয়। এসময়ই (৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে) ভারতীয় জলসীমায় প্রথম মুসলিম রণতরীর আগমন ঘটে বোম্বের থানা নামক স্থানে। [১১৬]

চলতে থাকে মুসলিম বিজয়াভিযান। ঐতিহাসিকগণ সাক্ষ্য দিচ্ছেন , যদি সে সময় হযরত উমর (রা.) অভিযানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি না করতেন (নিষেধাজ্ঞার কারণটি পূর্ববতী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে) , তবে সাহাবায়ে কেরামের হাতেই হয়তোবা পাক-ভারত-বাংলা ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেত। [১১৭] কেননা, মুকাদ্দামাতু ইবনুস সালাহ গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের পূর্বেই আরবের সকল প্রদেশের যাবতীয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে, এদের সংখ্যা দশ লাখের কম হবে না। এর মধ্যে সরাসরি সাহাবী ছিলেন ১ লাখ ১৪ হাজার।[১১৮] ৮ হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর বিভিন্ন গোত্র প্রধানগণ বাইয়াত গ্রহণ করে পরে স্ব স্ব কওমকে মুসলমান বানান। যারা সরাসরি রসুল (সা.) এর নিকট থেকে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনা করেছেন- ইমাম আবূ জুরআ রাজির মতে, এরূপ সাহাবীর সংখ্যা ১লাখ ১৪ হাজার। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে, রাসূল (সা.) এর ওফাতের সময় মক্কায় ৩০,০০০ ও মদীনায় ৩০,০০০ সাহাবী ছিলেন।[১১৯] আরেকটি বর্ণনা মতে, মদীনায় ৩০,০০০ এবং আরবের অন্যান্য স্থানে ৩০,০০০ সাহাবী ছিলেন। ওলিদ বিন মুসলিম- এর বর্ণনা মতে, মূলকে শামে ১০,০০০ এবং হিমস শহরে ৫০০ সাহাবীর ছিলেন। কাতাদাহ (রা.) এর মতে, কূফায় ১০৫০ জন সাহাবী ছিলেন। [১২০] ইসলামী সাম্রাজ্যের এমন কোন গ্রাম বা শহর ছিল না, যেখানে সাহাবীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে না পৌছেছেন। কোন কোন সাহাবী কোন কোন এলাকায় দাওয়াত পৌছাতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। এলাকার প্রয়োজনে সেখানে

---

১১৪. প্রাগুক্ত. পৃ. ৯৬

১১৫. মো. আব্দুল করিম , প্রাগুক্ত. পৃ. ২৭

১১৬. (ক) প্রাগুক্ত, প, ২৭ ।
(খ) মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত. পৃ. ৯৭

১১৭. ড.মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

১১৮. মুহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, (কলিকাতা : নবজাতক প্রকাশন, ১৯৮৭), পৃ ৭০

১১৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ ১৯

১২০. ড.মো. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

আরেক বর্ণনায় হযরত মাহমুদ (রা.) এর নামটিও পাওয়া যায়। [১০৯] তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত মামুন এবং হযরত মুহাইমিন (রা.)। [১১০] এরপর একের পর এক সাহাবীগণের পাঁচটি দল বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারোপলক্ষ্যে আগমন করেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। [১১১]

১২ থেকে ২৪ হিজরীর মধ্যে এই কয়েকদল ইসলাম প্রচারক সাহাবীর (রা.) বাংলাদেশে আগমন এবং তাঁদের নাম সংক্রান্ত তথ্যটি এতদিন কেউ কেউ মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু সম্প্রতি রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাটের সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার মজদের আড়া গ্রামে ৬৯ হিজরীতে নির্মিত একটি মসজিদের ধংসাবশেষ পাওয়া গেছে। কারবালায় নবী (সা.) এর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের মাত্র আট বছরের ব্যবধানে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ২৪ বছর আগে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র আব্দুল মালিকের শাসনামলের এ মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবৎ প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। "মজদের আড়া" নামে পরিচিত ৩০ শতাংশ জমিতে একটি বাঁশঝাড়ের উঁচু মাটির টিলা সমতল করতে গিয়ে এই মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত ৬"× ৬"× ১$\frac{১}{২}$ আকৃতির বিশেষ ধরনের ইটগুলোতে নানা প্রকার ফুল, নকশা ও আরবী হরফে কালিমা তায়্যিবাহসহ হিজরি ৬৯ সন লেখা আছে। [১১২] এছাড়া ১৭ হাত দীর্ঘ ও ১৫ হাত প্রস্থের একটি দালানের ছাদের ছক মাটির নিচে দেখা যায় , যা মসজিদের ছাদ বলে মনে হয়। এ স্থানটি থেকে মাত্র দু'শ গজ দূরে প্রায় দশ গজ উচু প্রাচীর বেষ্টিত প্রায় এক হাজার গজ দীর্ঘ ও এক হাজার গজ প্রস্থ বিশিষ্ট একটি গড় ছিলো বলে জানা যায়। এ গড়াটিকে এখন আবাদী জমিতে পরিণত করা হয়েছে। গ্রামের নাম "মজদের আড়া" "মসজিদের আড়া" র অপভ্রংশ তা অতি সহজেই অনুমেয়। আড়া মানে ঘাঁটি ডাঙ্গা, কিনারা। এ মসজিদকে ঘাঁটি করে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে তথা ৬৯ হিজরির বহু আগেই এখানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং অঞ্চলটি মসজিদের আড়া নামে পরিচিত হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। [১১৩] এই স্থানটি থেকে মাত্র সিকি মাইল দূরে ফকিরের তকেয়া নামে একটি জায়গা এবং "মুস্তবীর হাট" নামে একটি প্রসিদ্ধ হাট রয়েছে। এই মুস্তবীর হাট মাস্তপীর কিংবা এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারক কোন বীরের নামে হয়েছে কিনা, কে বলবে ! মজদের আড়া গ্রামের চারদিকে তিন/চার মাইলের মধ্যে অনেক প্রাচীন মাযার রয়েছে। এসব নিদর্শন থেকে আশা করা যায় যে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্য পরিচালনার মাধ্যমে শুধু ৬৯ হিজরির মসজিদ নয়, বরং ইসলাম

---

১০৯. অধ্যাপক আব্দুল গফুর, " ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ " ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্বসংখ্যা (ঢাকা : ই. ফা. বা.) পৃ. ৯৭

১১০ .(ক) ড.কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯ ও ১৮২।
(খ) ড.আ.ই. ম. নেছারুদ্দীন , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১১১. এ.কে. এম. মহিউদ্দীন , চট্টগ্রাম ইসলাম , (ঢাকা: ই.ফা. বা. ১৯৯৬) , পৃ. ৩১

১১২. (ক) মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান , প্রাগুক্ত, প, ৯৬
(খ) ড.আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
(গ) দৈনিক বাংলা, ২৩ এপ্রিল. ১৯৮৬ , পৃ. ৪
(ঘ) দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ অক্টোবর ১৯৯৩
(ঙ) ড .মো. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, প, ৯৯
(চ) ড. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, (ঢাকা: ই.ফা. বা. ১৯৯৩) পৃ. ৩

১১৩. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান , প্রাগুক্ত,প, ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

রয়ে গেছেন স্থায়ীভাবে। যেমন; চীনের ক্যান্টন নগরীতে শুয়ে আছেন হযরত আবু ওয়াক্কাস প্রমুখ সাহাবী (রা.)। কেউ কেউ আবার কয়েকমাস সেখানে ইসলাম প্রচার করে নিজ দেশে ফিরে গেছেন। কিন্তু, রেখে গেছেন যোগ্য প্রতিনিধি। আবার কেউ কেউ কয়েক বছর পর্যন্ত দীনের দাওয়াতের কাজে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কাটিয়ে দিয়েছেন।[১২১] সূতরাং আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রতিকূলতা জনিত কারণে হযরত ওমর (রা.) ও পরে উছমান (রা.) এর নিষেধাজ্ঞা না থাকলে, হযরত সাহাবায়ে কিরামের দ্বারাই বাংলাদেশেও ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত নিঃসন্দেহে।

এরপর আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এর শাসনামলে ৪৪ হিজরিতে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফরা (রা.) স্থলপথে সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজে পৌছে যান। ৯৩ হিজরিতে (৭১২খ্রি.) তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম ৫০,০০০ অশ্বারোহী মুজাহিদ নিয়ে পাঞ্জাব, মুলতান, পুরাতন ব্রাহ্মণাবাদ এবং পূর্ণ সিন্ধু জয় করেন। উক্ত মুজাহিদদের একটি দল এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরুকরেন– যাদের মধ্যে বহু বিজ্ঞ তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈ ছিলেন।[১২২]

'ফুতুহুল বুলদান' গ্রন্থে ঐতিহাসিক বালাযুরী উল্লেখ করেন যে, উমাইয়া খলীফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) (৭১৭ - ৭২০খ্রি.) ভারতীয় রাজাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে বহুসংখ্যক পত্র লিখেছিলেন।[১২৩] অষ্টম শতাব্দীতে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ড. এনামুল হক জানাচ্ছেন যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে সে সময় মুসলমান আমীর বা সুলতানের অধীনে একটি ক্ষুদ্র শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১২৪] রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদের আমলের (৭৮৬ -৮০৯) একটি মুদ্রা সে যুগে বাংলাদেশে স্থলপথে ইসলাম প্রচারের ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করে। অষ্টম , নবম ও দশম শতকে চট্টগ্রাম উপকূল থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত এবং স্থলপথে রাজশাহীর পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতিতে ইসলাম পরিচিতি লাভ করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১২৫]

এদিকে খ্রিস্টীয় নবম শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময় ঝড়ে একটি আরব দেশীয় মুসলিম বাণিজ্যতরী বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায় বলে জানা যায়। আরোহীদের অনেকে প্রাণ হারান। যাঁরা বেঁচে রইলেন, তাঁদের আরাকান রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হয়। আরাকান রাজ এদের নিকট ইসলামের আকীদা, আমল, রীতি-নীতি, চাল- চলন ও জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরে মুগ্ধ হয়ে তাঁদেরকে তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসতির অনুমতি দেন।[১২৬]

এভাবে সপ্তম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও আশে পাশে বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম অলী-দরবেশ, পীর-ফকীর, আলিম- ফকীহ, মুহাদ্দিস–মুফাসসির এবং আবেদগণের দলে দলে এখানে আগমন ঘটে এবং তাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচার তরান্বিত হয়।

---

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯

১২৩. মোহাম্মদ যাকী, প্রাগুক্ত

১২৪. ড.এনামুল হক , মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ ১৬- ১৯

১২৫. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান , প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭

১২৬. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

এদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে যারা এখানে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁরা এদেশের শাসকদের কোন পৃষ্ঠপোষকতা আশা করেননি। বরং তাঁদের প্রচারেই পরবর্তীকালে এখানে মুসলিম শাসকদের রাজ্যবিস্তার ও শাসনের পথ সুগম হয়। বঙ্গে মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে যাঁরা এখানে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন, তাদের সকলের বিস্তারিত পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায় না। [১২৭] কারণ, ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ উপমহাদেশের কোন একক যাতায়াত, স্থাপনা শহর , বন্দর, কোন কিছুই আজ অভিন্ন নেই। সেদিনের ভৌগোলিক সীমারেখা বিলীন হয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে কে জানে? এক কালের জনবসতি এখন হয়তো নদী গর্ভে । আবার এক কালের নদী এখন হয়তো ঘনবসতি এবং অট্টালিকার শহরে পরিণত হয়েছে। সে জন্যে সুদূর অতীতে ইসলামের এসব অলি-দরবেশ, পীর-ফকীরগণ কখন কোন পথে কিভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করলেন, আর সেই আগমনের কতভাগ সফল হয়েছিল, তা বিচ্ছিন্ন পরিসংখ্যান বা ফলাফল দিয়ে যাচাই করা সম্ভব নয়। তবে পীর-আউলিয়া বা আরবদের আগমন এবং এ দেশে ইসলাম প্রচারের একটি সামগ্রিক ফলাফল আজো পাওয়া যাচ্ছে। [১২৮]

যাহোক, স্থল ও পানি উভয় পথেই ইসলাম প্রচারকগণ বাংলাদেশে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করে গেছেন। তবে স্থলপথে না হয়ে প্রথমে নদী পথেই এদেশে তাদের আগমন ঘটে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মোটামুটি অষ্টম শতাব্দী থেকে তাঁদের ইসলাম প্রচারের ব্যাপক প্রমাণ আজো পাওয়া যাচ্ছে। যেমন: সে সময় আরবগণ চট্টগ্রামকে একটি উপনিবেশ হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথমে আরব ব্যবসায়ী এবং পরে ইসলাম প্রচারক সাধক, দরবেশ, অলী-আউলিয়া, পীর-সূফীগণের আগমনে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ব্যাপক ও স্থায়ী হয়। যার প্রমাণ স্বরূপ চট্টগ্রামের বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, নদী-সমুদ্রে কত পীর-দরবেশ, সূফী-সাধক ও অলি-আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে, তার সঠিক কোন হিসাব বা পরিসংখ্যান নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকা চট্টগ্রামকে আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেই তাঁরা দলে দলে এখানে আগমন করেছিলেন। আর এ কারণেই চট্টগ্রামকে সাধারণত বার আউলিয়ার দেশ হিসেবে অভিহিত করা হয়। [১২৯]

সংক্ষেপে উক্ত বারজন বিশিষ্ট অলি দরবেশের নাম হচ্ছে : (১) সুলতান বায়েজীদ বুস্তামী (২) শেখ ফরীদ (৩) বদর শাহ (৪) কতল পীর (৫) শাহ মুহসিন আউলিয়া (৬) শাহ পীর (৭) শাহ উমর (৮) শাহ বাকল (৯) শাহ চাঁদ আউলিয়া (১০) শাহ যায়েদ (১১) শাহ গরীবুল্লাহ (১২) শাহ নেয়ামতুল্লাহ বা নেয়ামত শাহ (র.)। [১৩০]

বঙ্গে মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে যেসব অলি-দরবেশ, পীর-ফকীর এখানে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের সকলের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যে কয়েকজনের পরিচয় পাওয়া গেছে, ইসলাম প্রচারস্থলসহ তারা হলেন :

ক) হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) (চট্টগ্রাম, ৮৭৪ খ্রি.)

---

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮২

১২৮. ড.মো: আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০

১২৯. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত , পৃ ২৯

১৩০. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৩ - ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

খ) মীর শাহ সাইয়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সাওয়ার (ঢাকা ও বগুড়া, ১০৪৭)

গ) সৈয়দ শাহ সুরখুল আম্ভিয়া।

ঘ) শাহ মুহাম্মদ সুলতান কমরুদ্দীন রূমী (নেত্রকোনা ১০৫৩)

ঙ) বাবা আদম শহীদ (বগুড়া ও বিক্রমপুর, ১১৭৯)

চ) শেখ ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর, ১২৬৯)

ছ) শাহ মাখদূম রূপোশ ওরফে সাইয়্যেদ সনদ শাহ দরবেশ (রাজশাহী, ১১৮৪)

বাংলাদেশে ইসলামের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ের এ সকল অলি–দরবেশগণের কথা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এদের ত্যাগ– তিতীক্ষা, ঈমান ও আমল ইতিহাসে চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। [১৩১] এরপর যাঁরা এদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন;

অ) শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুৎশিকান (ঢাকা)

ই) মাখদূম শাহ শাহদৌলা শহীদ (পাবনা ১২৪০)

ঈ) হযরত মখদূম শাহ মাহমুদ গজনভী (মোঙ্গলকোর্ট)

উ) হযরত জালাল উদ্দীন তাবরীজি (লাখনৌতি ও পাণ্ডুয়া ১২১৬)

ঊ) মাহমুদ শাহ দৌলা শহীদ (শাহজাদপুর ১২৪০ু ১২৭০)

ঋ) শাহ তুরকান শহীদ (বগুড়া)

এ) মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (রাজশাহী, ১২৫০)

ঐ) শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (ঢাকা, সোনারগাঁও, ১২৭৮)

ও) শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মুনাইরী (সোনারগাঁও ১২৭৮)

ঔ) শাহ সূফী শহীদ (হুগলী ১২৯০)

ক) জাফর খাঁ গাযী (উত্তর ও দক্ষিণ–পশ্চিম বঙ্গ, ১২৯৮)

খ) সৈয়দ নাসিরুদ্দীন শাহ নেকমর্দান (দিনাজপুর, ১৩০২)

গ) শাহ জালাল (পূর্ববঙ্গ ও আসাম , ১৩০৩)

ঘ) সৈয়দ আহমদ কল্লা শহীদ (কুমিল্লা ও নোয়াখালী, ১৩০৩)

ঙ) সৈয়দ আহমদ শাহ তান্নুরী ওরফে মীরান মাহ (ফেনী ও নোয়াখালী, ১৩০৩)

চ) মাওলানা 'আতা' (দিনাজপুর ১৩০৫ – ১৩৫০)

---

১৩১. ক) ড.কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮২ - ১৮৩
খ) মো: আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪
গ) ড. মো: আব্দুস সাত্তার , প্রাগুক্ত, পৃ ১০০

Dhaka University Institutional Repository

ছ) মখদূম শাহ জালাল উদ্দীন জাহগাশত বুখারী (রংপুর, ১৩০৭)

জ) সাইয়্যিদ আব্বাস আলী মাক্কী ও রওশন আরা (চব্বিশ পরগণা ও খুলনা, ১৩২৪)

ঝ) শায়খ আখি সিরাজ বাঙ্গালী (১৩২৫)

ঞ) শায়খ আলাউল হক (১৩২৫)

ট) কাত্তাল পীর শাহ মোল্লা মিসকীন,

ঠ) শাহ নূর শাহ আশরাফ কাবুলী,

ড) শাহ বান্দারী শাই এবং

ঢ) শাহ মুবারক আলী (চট্টগ্রাম, ১৩৪০)

ণ) সাইয়্যিদ রিজা ইয়ামানী (উত্তর বঙ্গ, ১৩৪২- ১৩৫৮)

ত) রাসতি শাহ ও শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী (কুমিল্লা ও নোয়াখালি ১৩৫১ ১৩৮৮)

থ) শায়খ নূর কুতুবুল আলম, শায়খ আনোয়ার শহীদ, শায়খ জাহিদ (উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ, ১৩৫০ - ১৪৪৭)

দ) সাইয়্যিদুল আরিফীন (পটুয়াখালি, ১৩৫০ - ১৪০০)

ধ) শাহ লংগর (ঢাকা, ১৪০০ সালের আগে)

ন) শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী, চেহেল গাযী ও ইসমাঈল গাযী (রংপুর - দিনাজপুর, ১৪০০ সালের মাঝামাঝি)

প) খান জাহান আলী (যশোর, খুলনা , বরিশাল, ১৪৩৭ - ১৪৫৮)

ফ) বদরুদ্দীন বদরে আলম শহীদ ও শাহ মজলিস (১৪৪০)

ব) শায়খ হুসাম উদ্দীন মানিকপুরী (১৪৭৭)

ভ) হাজী বাবা সালেহ (নারায়নগঞ্জ, ১৫০০-এর শেষভাগ)

ম) শাহ সাল্লাহ (সোনারগাঁও, ১৪৮২ - ১৫৬০)

য) শাহ আলী বাগদাদী (ফরিদপুর ও ঢাকা, ১৪৯৮)

র) একদিল শাহ (১৪৯৩ - ১৫১৯)

ল) শাহ মুয়াজ্জাম হুসাইন দানিশমানদ (রাজশাহী ১৫১৯ - ১৫৪৫)

শ) শাহ জামাল (জামালপুর ১৫৫৬ - ১৬০৬/ ১৫৪২ - ১৬০৫)

ষ) শাহ কামাল (জামালপুর আগমন ১৫০৩)

স) হাজী বাহরাম সাক্কা (পশ্চিমবঙ্গ)

Dhaka University Institutional Repository

হ) খাজা শরফুদ্দীন চিশতী (ঢাকা, ১৫৫৬ - ১৬০৬)

ড়) সাইয়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী,

ঢ়) শায়খ হুসাইন যোক্করপোশ এবং

য়) শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ (১৩২৫) প্রমুখ। [১৩২]

চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরো অনেক পীর-দরবেশ ও অলীগণ ইসলাম প্রচার করে এখানেই ইন্তিকাল করে এখানেই সমাহিত হয়েছেন। এখানকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তাঁদের মাযার সমূহ আজো সেই সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন:

- ✓ ষোল শহরে শেখ ফরীদ,
- ✓ বখশির হাটে (বখশি বাজারে) বদর শাহ,
- ✓ কাতাল গঞ্জে কতল পীর,
- ✓ আনোয়ারা থানার বটতলি গ্রামে শাহ মহসিন আউলিয়া,
- ✓ সাতকানিয়ায় শাহ পীর,
- ✓ চকরিয়ায় শাহ ওমর,
- ✓ পটিয়া থানার নিকটে শাহ চাঁদ আউলিয়া,
- ✓ ধুম রেলষ্টেশনের নিকটবর্তী জামালপুরে শাহ বাদল শাহ,
- ✓ কালেন্দর হাট স্টেশনের নিকট শাহ যায়েদ,
- ✓ উখিয়ায় খুদা ফকীর,
- ✓ বাসু থানায় শাহ হাকীম ফকীর,
- ✓ দামপাড়া এলাকায় শাহ গরীবুল্লাহ,
- ✓ ফটিকছড়িতে শাহ হামীদ শাহ,
- ✓ চাঁদগাঁওয়ে মাওলানা শাহ আবুল হোসেন,
- ✓ রামু থানার মনিরাঝিল গ্রামে হাফিজ ফকীর,
- ✓ চট্টগ্রাম পৌরসভাধীন চন্দনপুরায় একটি টিলার ওপর মোল্লা মিসকীন শাহ,
- ✓ মিরেরসরাই উপজেলার নোবলিয়া দীঘির পাড়ে শাহ কাজী মুবাককীল,
- ✓ জালালাবাদে আলেপ্পোর দরবেশ জালাল হালাবী,

১৩২. (ক) মো. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪ - ৩৫ ,
(খ) নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪ - ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

- ✓ শহরের ফরিদপাড়া মহল্লার চাটগাঁ মৌজায় মাওলানা শাহ আবুল হুমায়ুন শাহ,
- ✓ চট্টগ্রামে হাজী খলীল, বদর ও আলম শাহ ,
- ✓ শহরের রায়পুর অঞ্চলে একটি পাহাড়ের ওপর শাহ বাহারুল্লাহ,
- ✓ ফটিকছড়ি রোডের পশ্চিম পার্শ্বে ধানবালিয়া শাহ,
- ✓ ফটিকছড়ি থানার কিফায়াত নগরে হামিদ শাহ,
- ✓ পাহাড়তলী স্টেশনের এক মাইল উত্তরে কাউলী গ্রামে শাহ মাইনুদ্দীন,
- ✓ নাজিরহাট রেল স্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ,
- ✓ চট্টগ্রাম জেলার মিরেরসরাই থানার নিযামপুরে হযরত শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী শাহ,
- ✓ চট্টগ্রামের ধুম স্টেশনের অদূরে মস্তান শাহ,
- ✓ হিঙ্গুলী স্টেশনের কাছে শাহ বস্তুল মস্তান,
- ✓ সাতকানিয়ায় ইবরাহীম শাহ,
- ✓ বটতলী স্টেশনের কাছে বঙ্গী শাহ,
- ✓ সাতকানিয়ায় শাহ আবু শরীফ আল মারুফ মিয়াজী (র.),
- ✓ লালদীঘি এলাকায় শাহ আমানত শাহ (র.) এর মাযার আজো তাদের স্মৃতিকে অম্লান করে রেখেছে। [১৩৩]

এ ছাড়াও চট্টগ্রাম রেলস্টেশনের উত্তর পার্শ্বস্থ কুমাদান পাহাড়ের ওপর আরব দেশীয় বহু পীর আউলিয়ার মাযার রয়েছে। এক কথায় চট্টগ্রামকে বলা যায় পীর আউলিয়ার রাজধানী।

এই সূফী সাধক ও অলিগণ কেউ বলেন, দু'তিন জন করে দলবদ্ধভাবে এখানে এসেছিলেন। কারো কারো মতে, ভিন্ন ভিন্নভাবে এসে এখানে একত্রিত হয়েছিলেন। তবে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, এ সকল পীর-ফকীর আর অলি-দরবেশগণ ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচারকে নিজেদের জীবনে পরিপূর্ণরূপে অনুশীলন করে এ এলাকার মানুষের মন মগজে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৩৪]

উক্ত পীর–ফকীর ও অলি–দরবেশগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে উপস্থাপিত হলো ;

---

১৩৩. ক) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৪
খ) ড. আ. ই.ম. নেছারুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০

১৩৪. (ক) ড.কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৪
(খ) ড.আ.ই.ম. নেছারুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০

Dhaka University Institutional Repository

❀ সুলতান বায়েজীদ বুস্তামী (র.) ঃ

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রথম পর্যায়ের ইসলাম প্রচারকগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক সুলতান বুস্তামী (র.) নানা কারণে অমর হয়ে আছেন। তাঁর পূর্ণ নাম সুলতানুল আরেফীন বুরহানুল মুহাক্কেকীন খলীফায়ে ইলাহী আল্লামা হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (র.)। কেবল চট্টগ্রামে কিংবা বাংলাদেশে নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলি হিসেবে পরিচিত।[১৩৫] তাঁর মাতৃভক্তির কথা আজো মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

যতদূর জানা যায়, তিনি অষ্টম শতকের শেষ কিংবা নবম শতকের প্রথম দিকে ইরানের বুস্তাম বা বিস্তাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ধনাঢ্য সুলতানের পুত্র এ বায়েজিদ স্থানীয়ভাবেই শিক্ষা–দীক্ষা শেষ করে বিদেশ ভ্রমণ করতে করতে এক সময় উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশে এসে উপস্থিত হন। এখানে বিখ্যাত দরবেশ আবু আলী কলন্দর (র.) এর নিকট থেকে ইলমে মারেফাতের দীক্ষা নিয়ে স্বীয় পীরের নির্দেশে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে চট্টগ্রাম এসে মূল শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে নাসিরাবাদের হিংস্র জীব-জন্তু আর ঘন জঙ্গলাকীর্ণ একটি টিলার ওপর খানকা স্থাপন করে এখান থেকে বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[১৩৬] এখানে তাঁর সাধনা ও মহত্বের কথা ধীরে ধীরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে অল্প দিনের মধ্যেই খানকার আশে পাশে জনবসতি গড়ে ওঠে। এই খানকায় তাঁর একটি 'স্মৃতিমাযার' এখনো বিদ্যমান আছে। এর পার্শ্বস্থিত মোগল আমলে নির্মিত মসজিদের পার্শ্ববর্তী একটি পুকুরে বংশ পরম্পরায় বহু বছরের পুরনো কচ্ছপ বাস করে। অবশ্য তাদের সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি ও গল্প কাহিনী প্রচলিত আছে। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি যখন জনমানবশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ এ পাহাড়ী এলাকায় আস্তানা গাড়েন, তখন এখানে আগে থেকেই বাস করতে থাকা দুটো দৈত্য বা অপদেবতা তাকে নানাভাবে অত্যাচার করতে শুরুকরে। তখন আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে তিনি এগুলোকে শাস্তি দিয়ে একটি বাশের চোঙ্গায় ভরে রাখেন। পরে এরা ক্ষমা চাইলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়ে কচ্ছপ বানিয়ে উক্ত পুকুরে রেখে দেন।[১৩৭]

আবার কেউ কেউ বলেন, তখন এখানে দুটো জীন বাস করত। কিন্তু তাঁর আগমনে এদের অবাধ বিচরণে বাধার সৃষ্টি হওয়ায় এগুলো তার প্রতি প্রথমে শত্রুতা শুরুকরে। পরে তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে এগুলো তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে সর্বদা তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে তাদের কী হবে– এ চিন্তায় এরা তার নিকট দোয়া চাইলে তিনি দোয়া করেন যে, এরা কচ্ছপ হয়ে পার্শ্ববর্তী পুকুরটিতে বাস করবে এবং কেউ এদের কোন ক্ষতি না করে বরং সকলে লালন করবে। সেই থেকে এগুলো এখানে কচ্ছপ হয়ে আছে। উক্ত টিলার ওপর তাঁর মাযার বলে কথিত থাকলেও এদেশে তাঁর ইন্তিকালের কোন সংবাদ জানা যায় না। বরং এদেশে ইসলাম প্রচার করে স্বদেশে চলে

---

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫

১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়ার পর উত্তর-পূর্ব ইরানের সেই বিস্তাম বা বুস্তাম নগরেই তিনি ৮৭৪ / ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। [১৩৮]

❀ শাহ সুলতান মাহি সাওয়ার বলখী (র.) ঃ

যতদূর জানা যায়, তিনি ছিলেন তুরস্কের একটা প্রদেশ[১৩৯] বলখের সুলতান আসগর শাহের পুত্র।[১৪০] পিতার ইন্তিকালের পর তিনি সুলতান শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন এবং ধীরে ধীরে রাজকার্যে অমনোযোগী হয়ে পড়েন। এ সুযোগে তার অধীনস্ত প্রশাসকরা প্রজাদের ওপর অত্যাচার শুরুকরে। [১৪১] এরই মাঝে একদিন তার এক ক্রীতদাসী তার শয়নকক্ষ ঠিকঠাক ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে শাহী বিছানার আরাম অনুভব করার জন্যে সবার অলক্ষ্যে তার বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। অকস্মাৎ সুলতান এসে বাঁদীকে তার বিছানায় শোয়া দেখে তার ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সজোরে সাতটি বেত্রাঘাত করে তাকে রক্তাক্ত করে দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাঁদী বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত হয়েও কান্নাকাটি না করে বরং হাসতে থাকে। এতে তিনি আরো অবাক - বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান।[১৪২] পরে কিছুটা সংযত হয়ে তিনি তাকে এ হাসির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বাঁদী সহাস্য বদনে উত্তর দিল, " এ বিলাস শয্যায় সামান্য কয়েক মুহূর্তের আরামের জন্যে যখন এত শাস্তি পেতে হয়, তখন সুলতানের পূর্ণ যৌবনের আরাম– আয়েশের জন্যে না জানি কত শাস্তি অপেক্ষা করছে।[১৪৩] বাঁদীর এ কথায় সুলতানের মধ্যে বিরাট ভাবান্তর ঘটে এবং সত্যের এ বজ্রতুল্য প্রশ্নবান শত সহস্র বেত্রাঘাতের ন্যায় তার মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে তাকে অস্থির করে তোলে। [১৪৪] সম্বিত ফিরলে তৎক্ষণাৎ তিনি সিংহাসন ও রাজ বিলাসিতা পরিহার করে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমান। শান্তি অন্বেষায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শেষে দামিশকে এসে তৎকালীন বিখ্যাত সূফী সাধক শায়খ তাওফীক (র.) এর নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন। ক্রমাগত ৩৬ বছর মুরশিদের খিদমতে কাটিয়ে তিনি আত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে স্বীয় মুরশিদের নির্দেশে ইসলাম প্রচারোপলক্ষে ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্র পথে একটি মাছের পিঠে চড়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম –নোয়াখালী অঞ্চলের সন্দ্বীপে এসে অবতরণ করেন। এ জন্যেই তাকে মাহী সাওয়ার (মৎসারোহী) বলা হয়। অত্র এলাকায় তখন হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌত্তলিক গোষ্ঠীর ব্যাপক প্রভাব ছিল। [১৪৫]

সন্দ্বীপে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি চট্টগ্রাম , ফরিদপুর এবং ঢাকা জেলার হরিরামপুরে ইসলাম প্রচার করে বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। হরিরামপুরের হিন্দু রাজা বলরাম ছিল কালীর উপাসক এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারি শাসক। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রজাসাধারণকে মুক্ত করার লক্ষ্যে

---

১৩৮. (ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬
(খ) ড.মো: আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১

১৩৯. মো: আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫

১৪০. ড.কাজী দীন মুহাম্মদ , প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭

১৪২. মো: আব্দুল করিম , প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫

১৪৩. ড.কাজী দীন মুহাম্মদ , প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭

১৪৪. মো: আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬

১৪৫.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সন্দ্বীপ থেকে সরাসরি ঢাকার এ হরিরামপুরে এসে রাজা বলরামের কালী মন্দীরে প্রবেশ করেই আযান দেয়া শুরুকরলে সাথে সাথে মন্দিরস্থিত বড় কালী মূর্তিটিসহ পাথর ও মাটির সবক'টি মূর্তি ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ সংবাদ পেয়ে রাজা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে শায়েস্তা করার জন্যে তার বিরাট এক বাহিনী পাঠায়, কিন্তু বাহিনী এতে ব্যর্থ হলে রাজা নিজে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পরাস্ত ও নিহত হন এবং রাজমন্ত্রী মুসলিম হয়ে যায়। ফলে তিনি মন্ত্রীকে সে অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করে ইসলাম প্রচারার্থে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে চলে যান।[১৪৬]

মহাস্থানগড়ের রাজা পরশুরামও ছিল কালীর উপাসক এবং অত্যন্ত প্রজা নিপীড়ক শাসক। উল্লেখ্য, মহাস্থানগড় সেকালে ছিল শিক্ষা–সাহিত্য , সংস্কৃতি, প্রশাসন এবং বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। কিন্তু রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ বৌদ্ধ ও মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করার উদ্দেশ্য মনে চেপে তিনি রাজ দরবারে গিয়ে সালাত আদায়ের জন্য একটু জায়গা চাইলে পূর্ববর্তী রাজা বলরামের পরিণতি জানা রাজা পরশুরাম ভীত হয়ে বিনা দ্বিধায় তাকে এক চিলতে জমি প্রদান করে। কিন্তু কী আশ্চর্য ! দরবেশ উক্ত স্থানে তার মুসাল্লা বিছানোর সাথে সাথে তা প্রসারিত হয়ে পুরো রাজধানী শহর ঘিরে ফেলে।[১৪৭]

অলৌকিক এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রাজা তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরাস্ড় ও নিহত হলে রাজার বোন বা স্ত্রী শিলাদেবী তন্ত্রমন্ত্র ও জাদুবলে তাঁর বিরুদ্ধে জয়ের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে করতোয়া নদীতে আত্মাহুতি দেয়। আর কন্যা রত্নমনি ইসলাম গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, তিনি ৪৩৯ হিজরী/ ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে মহাস্থানে এসেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এরপর আজীবন তিনি এখানেই ইসলাম প্রচার করে এখানেই ইন্তিকাল করেন। এখানেই তার মাযার অবস্থিত।[১৪৮] ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রদত্ত শাহী সনদে তার পূর্ণ নাম 'মীর সাইয়্যেদ সুলতান মাহমুদ মাহীসাওয়ার' বলে উল্লেখ আছে।[১৪৯]

❀ সাইয়্যেদ শাহ সুরখুল আনতিয়াহ (র.) ঃ

ঐতিহাসিক তথ্যমতে, তিনি ও তাঁর শিষ্য শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী একত্রে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি নেত্রকোণায় সুলতান রুমীকে রেখে ময়মনসিংহের দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কেউ কেউ মনে করেন, তিনি ঢাকা জেলার উত্তরাঞ্চলেও কিছু দিন ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। আবার কারো কারো ধারণা, তিনি তাঁর শিষ্য সুলতান রুমীকে নেত্রকোণায় রেখে পশ্চিম দিকে পাবনা ও বগুড়ায় ইসলাম প্রচারে মন দেন। তবে তিনি যে ৪৪৫ হিজরি মোতাবেক ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহে আসেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।[১৫০]

তার সংস্পর্শে এসে শাহ মুহাম্মদ সুলতান এবং আরো বহু কামেল দরবেশ আল্লাহর পথে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করার প্রেরণা লাভ করেছেন। হিজরী পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি যে সকল সূফী

---

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৯

১৪৮. (ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৯ -১৯০
(খ) আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ ৬৫ - ৬৯

১৪৯. (ক) ড.মো. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১ (পাদটীকা)
(খ) ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত , পৃ ১৯০

১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

সাধক ও কামিল দরবেশ এ দেশে ইসলামের বাণী প্রচার করেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম । তবে তাঁর সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা যায় না। [১৫১]

❀ শাহ মুহাম্মদ সুলতান কমরুদ্দীন রুমী (র.) ঃ

তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক। ৪৪৫ হিজরি মোতাবেক ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় মুরশিদ সাইয়্যেদ শাহ সুরখুল আনতিয়ার সাথে তিনি নেত্রকোণার মদনপুরে আসেন। [১৫২]

তাঁর সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত আছে যে, তিনি যখন মদনপুরে আসেন, তখন এখানকার শাসক ছিলেন এক কোচ রাজা। এখানে তাঁর আগমনে তাঁর চরিত্র মাধুর্য ও ধর্ম প্রবণতায় মুগ্ধ হয়ে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলে রাজা শঙ্কিত হয়ে তাকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠান। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি সদলবলে রাজ দরবারে গমন করে রাজা ও তার সভাসদদের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তখন কোচ রাজা পরীক্ষার উদ্দেশে তাকে ও তাঁর সঙ্গীগণকে বিষপান করতে দেন। তিনি ও তার সঙ্গীগণ তখন বিসমিল্লাহ বলে সে বিষ পান করেন। কিন্তু এতে তাদের কোন ক্ষতি হলো না দেখে বিমুগ্ধ রাজা তার পরিষদসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। [১৫৩] ১২০ জন শাগরিদ নিয়ে তিনি এখানে ইসলাম প্রচার করে এখানেই ইন্তিকাল করেন। এই মদনপুরেই তাঁর এবং তাঁর আরো চল্লিশজন খলীফা ও মুরীদের মাযার রয়েছে। [১৫৪]

❀ বাবা আদম শহীদ (র.) ঃ

তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি বা ইরানী। তুর্কি ভাষার 'বাবা' শব্দটি ফারসী পীর বা বুযুর্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই শব্দটি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার 'বপ্র' থেকে 'বাপ' এবং সেখান থেকেই উচ্চারণ বৈষম্যে এটি বাবা হয়েছে। বাবা অর্থে পিতা বা পিতৃস্থানীয় কাউকে বোঝায়।

এতে মনে হয় তিনি তুর্কি ছিলেন। তিনি ইরানের কোন মুরশিদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত স্বীয় মুরশিদের নির্দেশে একদল সৈন্য নিয়ে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে তথা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে আগমন করে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে প্রথম এ কাজ শুরু করেন। এখানে তিনি খানকা প্রতিষ্ঠা ও জনস্বার্থে একটি দীঘি খনন করেন। যা আদম দীঘি নামে পরিচিতি।

আরেক মতে, তিনি একবার হজ্জ পালনের জন্যে মক্কা শরীফ গেলে সেখানে বাংলাদেশ থেকে আগত হাজীগণের নিকট রাজা বল্লাল সেনের মুসলিম ও বৌদ্ধ নির্যাতনের কথা শুনে কয়েকজন মুজাহিদ নিয়ে এ দেশে আসেন এবং নদীপথে রামপালের আব্দুল্লাহপুর গ্রামে পৌছেন। এখানে তাবু স্থাপন করে তিনি স্থানীয় লোকদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন।

---

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯১

১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯১

১৫৩. (ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১৯১
(খ) আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩ -৮৪

১৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৬ (পাদটীকা)

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় একদিন একটি কাক কোথেকে এক টুকরো গো মাংস মুখে করে নিয়ে যাওয়ার সময় রাজবাড়ীর অন্দর মহলে পড়ে যায়। এতে রাজপুরীতে মহা হৈ চৈ পড়ে যায়। রাজা তা দেখে ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে এটি বাবা আদমের কাজ মনে করে তাঁকে দমন করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। [১৫৫]

কাহিনীটি অন্যভাবেও বলা হয়ে থাকে। বাবা আদম একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে রাজা বল্লাল সেনকে প্রতিহত করার উদ্দেশে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত আব্দুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হন। এদিকে তাঁর উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে রাজাও তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়। উভয় পক্ষ নগরীর বাইরে শিবির স্থাপন করে। এখানে বাবা আদমের বাহিনী আহারের জন্যে একটি গরু জবাই দিলে হঠাৎ একটি চিল একটুকরো গো মাংস ছো মেরে নিয়ে যাওয়ার সময় টুকরোটি রাজার সৈন্য শিবিরে পড়ে যায়। সংবাদ পেয়ে রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাবা আদমের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুকরে দেয়। একটানা চৌদ্দ দিনের যুদ্ধে রাজার বাহিনী বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় ও তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। পরাজয়ের আশংকা দেখে পঞ্চদশ দিবসে রাজা নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় । কিন্তু জয়ের ব্যাপারে সেও ছিল সন্দিহান। তাই পরাজিত হলে ' ম্লেচ্ছ যবন" মুসলিম বাহিনীর হাতে রাজপরিবারের মহিলাদের যাতে কোনরূপ অবমাননা না ঘটে, সে উদ্দেশে যুদ্ধে যাত্রার আগে রাজ অন্তঃপুরে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করে সাথে এক জোড়া কবুতর নিয়ে যায় এবং পরিবারের মহিলাদের একটি নির্দেশ দিয়ে যায় যে, "যদি কবুতর দুটো আমাদের আগে বাড়ি চলে আসে, তবে বুঝতে হবে যুদ্ধে আমরা পরাস্ত হয়েছি। তখন মহিলারা সবাই যেন উক্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেয়।" কথামতো রাজা দু'টো কবুতর সংগোপনে তার পোশাকের নিচে বহন করে।[১৫৬]

এদিকে রাজার অংশগ্রহণে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। সংখ্যা নগণ্য, তার ওপর রণক্লান্ত মুজাহিদ বাহিনী বীর বিক্রমে লড়াই করেও একে একে সকলেই শহীদ হন। অবশেষে বাবা আদম একাই অসাধারণ বিক্রমে লড়াই করতে থাকেন। ইতোমধ্যে সালাতের সময় হলে বাবা আদম সালাতে দাঁড়িয়ে যান। এ সুযোগে বল্লাল সেন তাঁর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। কিন্তু বার বার আঘাত হেনেও তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারল না। উপর্যুপরি আঘাত খেয়ে বাবা আদম ধীরে সুস্থে সালাত শেষে ধীরস্থীরভাবে মোনাজাত শেষ করে রাজাকে বললেন : আপনার তরবারি দ্বারা আমাকে হত্যা করতে পারবেন না, আমার তরবারি ব্যবহার করতে হবে। রাজা দ্রুত তার তরবারি নিয়ে আঘাত করা মাত্র বাবা আদম শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধ জয়ের উল্লাসে রাজা ভুলে যায় তাঁর কবুতর দুটোর কথা। প্রাসাদে ফেরার আগে পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্যে অবগাহন মানসে সে তার গায়ের পোষাক ঘাটে রেখে দীঘিতে নামতেই কবুতর দুটো উড়ে গিয়ে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা এটাকে রাজার পরাজয় ও নিহতের ইঙ্গিত মনে করে সবাই একসাথে আত্মাহুতি দেয় রাজার সেই চিতায়। বাড়ি এসে এই অবস্থা দেখে ক্ষোভে দুঃখে বোকা রাজাও ঝাপিয়ে পড়ে নিজের তৈরি অগ্নিকুণ্ডে। এভাবে যুদ্ধে জয়ী হয়েও সবংশে ধ্বংস হয়ে যায় রাজা বল্লাল সেন। এজন্যে এলাকার লোকেরা এখনো তাকে "পোড়া রাজা" বলে জানে। [১৫৭]

---

১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২ - ১৯৩

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪

১৫৭. ড.কাজী দীন মুহম্মদ , " আর্য ভারতীয় সেন আমলে বাংলা" 'নিবন্ধ', বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০৮), পৃ ১১২

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আব্দুল্লাহপুরেই রয়েছে বাবা আদম শহীদের মাযার। বল্লাল সেনের বাড়ি থেকে ১ কিলোমিটার দূরে মাযারের অদূরবর্তী " আদম শহীদের মসজিদ" আজো তাঁর স্মৃতি বহন করছে। মসজিদে প্রাপ্ত জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের আমলের (১৪৮২ - ১৪৮৭ খ্রি.) শিলালিপি থেকে জানা যায়, মসজিদটি সম্ভবত সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক ৮৮৮হি./ ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছে। [১৫৮] শহীদ হয়েও জয়লাভ করল বাবা আদমের আদর্শ। তার দ্বারা বিক্রমপুর এলাকায় ইসলাম প্রচারের ফলে ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, সিলেট ও চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার তরান্বিত হয়। [১৫৯]

❀ শায়খ ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (র.) (১১৭৭ - ১২৬৯ খ্রি.) ঃ

মধ্যযুগে বাংলাদেশের বেশ সাড়া জাগানো অলিয়ে কামিল ছিলেন শায়খ ফরিদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (র.)। পাকিস্তানের পাঞ্জাবের অন্তর্গত খাটওয়াল নামক স্থানে ১১৭৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণের পর তিনি দীনি ইলম শিক্ষা করার এক পর্যায়ে মাত্র ১৮ বছর বয়সে উপমহাদেশের প্রখ্যাত সূফী সাধক হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর অন্যতম খলীফা হযরত কুতুবুল আলম বখতিয়ার কাকী (র.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। [১৬০] কিন্তু তার আধ্যাত্মিক উস্তাদ তাঁকে শর্তারোপ করে তাঁকে ইলম হাসিলের পর তাঁর নিকট আসতে অনুরোধ করলে ঠিকই ইলম অর্জন শেষে তিনি বখতিয়ার কাকী (র.) এর নিকট গমন করে দীর্ঘ ৩৬ বছরে সূফী সাধনায় কামালিয়াত অর্জন করেন। এরপর স্বীয় মুরশিদের নির্দেশে ইসলাম প্রচারোপলক্ষে ১০ বছরে দিল্লী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সফর করেন। এ সময় তিনি ফরিদপুর, সন্দ্বীপ , চট্টগ্রাম, নোয়াখালী , কুমিল্লা ও পাবনা প্রভৃতি স্থানে খানকা প্রতিষ্ঠা ও কিছু দিন করে অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেন। এমনকি কোন কোন স্থানে একাধিকবার এসেছেন বলেও জানা যায়।[১৬১]

চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে 'মুলুক বহর' এর পার্বত্য টিলায় একটি ঝরণা আছে, যা 'শেখ ফরিদের চশমা' নামে পরিচিত। কিংবদন্তী আছে যে, এখানে তিনি প্রথমে বার বছর সাধনার পর সনদ না পাওয়ায় আবার বার বছর সাধনা করেন। তারপরও কামালিয়াতের স্তরে পৌছতে না পারায় আবার বার বছর তাকে কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে হয়। [১৬২] এভাবে তিন যুগে মোট ৩৬ বছর একটি গাছের শাখায় পা উপরে বেধে এবং মাথা নিচে ঝুলিয়ে কঠোর সাধনা করতে করতে কামালিয়াত অর্জন করেন। এ সময় তার কান্নার পানিতে একটি ফোয়ারা বা ঝরণার সৃষ্টি হয়। এই ঝরণাকেই লোকেরা 'শেখ ফরীদের চশমা" বলে থাকে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এ চশমার পানি রোগ মুক্তির জন্যে ব্যবহার করে থাকে। এবং উপকৃতও হয়। ফরীদপুর জেলার নাম তার নামেই হয়েছে বলে অনেকে মনে করে থাকেন। কারণ ইসলাম প্রচারে তিনি এখানেও এসেছিলেন বলে জানা যায়। [১৬৩]

---

১৫৮. বাংলায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৬ (পাদটীকা)

১৫৯. আর্য ভারতীয় সেন আমলে বাংলা , প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪

১৬০. এস. এম. ইকরাম , আবে কাউসার, পৃ ২১৭

১৬১. মাওলানা নূরুর রহমান, তাজকিরাতুল আউলিয়া, (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ ১৭০

১৬২. ড.কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৬ (পাদটীকা)

১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

❀ শাহ মাখদূম রূপোশ (র.) ঃ

তার নাম সাইয়্যিদ আব্দুল কুদ্দুস । তবে শাহ মাখদূম রূপোশ নামেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। আসলে শাহ মাখদূম কারো নাম নয়। বরং, এক শ্রেণীর সূফী সাধক এই নামে পরিচিত। রূপোশ ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হলো মুখ আবরণকারী বা ছদ্মবেশী। [১৬৪] তিনি একটি বড় রুমালে নেকাবের মতো তাঁর মাথা ও মুখ সর্বদা ঢেকে চলতেন বলে তাকে এ নামে ডাকা হতো।[১৬৫] অবশ্য তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারতেন। [১৬৬] তিনি ছিলেন বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) – এর আপন পৌত্র ও আজাল্লা শাহ (র.) – এর পুত্র। তাঁরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন সমকালীন বিখ্যাত দরবেশ ও নোয়াখালি অঞ্চলের ইসলাম প্রচারক সাইয়্যিদ আহমদ তান্নুরী ওরফে মীরান শাহ। বড়পীরের রূহানী নির্দেশে ৬৮৫ হিজরিতে তিনি বাগদাদ থেকে এদেশে আসেন।

শাহ মাখদূম (র.) সমকালীন নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানাধীন শামপুর এলাকায় দায়রা স্থাপন করে ৬৮৫ - ৬৮৭ হি./ ১২৮৭-১২৮৯ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় দু'বছর ইসলাম প্রচার করেন। এরপর সেখান থেকে তাঁর চারজন সঙ্গী দরবেশ নিয়ে গৌড় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন এবং বর্তমান রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার বাঘা নামক স্থানে গমন করেন ৬৮৭ হি. / ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে। মাখদূম সাহেবদের স্মৃতিযুক্ত হওয়ায় বাঘার নিকটবর্তী পদ্মার তীরবর্তী একটি এলাকা পরে "মাখদূম নগর" বা 'মাখদূমপুর' নামে পরিচিত হয়। [১৬৭]

বর্তমান রাজশাহী শহর রামপুর ও বোয়ালিয়া নামক দুটো গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই দু গ্রামে ছিল সাধারণ কৃষক ও জেলেদের বাস। কিংবদন্তী আছে, একদিন কয়েকজন জেলে নদীতে মাছ ধরার সময় হঠাৎ দেখতে পায়, গায়ে লম্বা আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে খড়ম পরা লাঠি হাতে এক দরবেশ পায়ে হেটে পানির ওপর দিয়ে নদী পার হয়ে যাচ্ছেন। দেখা গেল এমনিভাবেই তিনি পদ্মা নদীর দক্ষিণ পাড় থেকে উত্তর পাড়ে পৌঁছে গেলেন। জেলেরা এ অলৌকীক ঘটনা দেখে অভিভূত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর দোয়া কামনা করে । এদিকে তাঁরা উক্ত দরবেশের জন্য মাটির সানকিতে সাধ্যমতো কিছু খাবার নিয়ে আসে। তিনি খাবার পাত্রগুলো নিজের পাগড়ি দ্বারা ঢেকে দিয়ে কিছুক্ষণ দু'হাত তুলে দোয়া করে পাগড়ি সরিয়ে নিলে দেখা গেল খাবারগুলো রূপার মাছ আর মাটির পাত্রগুলো সোনার পাত্রে পরিণত হয়েছে। এ ঘটনা দেখে ও শুনে দলে দলে লোকেরা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। এখান থেকে উত্তর দিকে কিছুদূর এগিয়ে তিনি খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। এই এলাকা বর্তমানে দরগাপাড়া নামে খ্যাত। [১৬৮] এরপর বাঘায় একটি ছোট কিল্লা নির্মাণ করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে একটি শক্তিশালী মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে ৭২৬ হি./১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রামপুর মহাকালগড় আক্রমণ ও বিজয় করেন। কারণ রামপুর রাজ্যের মহাকাল মন্দিরে নরবলি সহযোগে মহাকাল দেবের পূঁজা করা হতো। রাজার নির্দেশে প্রতি বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনে পিতা–মাতা রাজি না থাকলেও কোন না কোন

---

১৬৪. সম্পাদকমন্ডলি, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৭), খ ২৩, পৃ ৬৬৩

১৬৫. ড.কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৬

১৬৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬৩

১৬৭. প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৬৪

১৬৮. ড.কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত. পৃ. ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রজার যুবক পুত্রকে এখানে জোরপূর্বক বলী দেয়ার রেওয়াজ ছিল। সেবছর এক নাপিতের একমাত্র পুত্রকে বলি দেয়ার হুকুম জারি হয়। অবশ্য ইতোপূর্বেও তার আরেক পুত্রকে এখানে বলি দেয়া হয়েছিল । নাপিত রাজি না হলেও জোরপূর্বক এই বলীদানের হুকুম জারি হয়। উপায়ান্তর না দেখে অসহায় সেই নাপিত দম্পতি মুসলমানদের রাজা ভেবে উক্ত শাহ মাখদূম রূপোশের শরণাপন্ন হয়। তিনি তাদের নিকট এ নিষ্ঠুর খেলা প্রতিহত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে রামপুর রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে জয় করেন ও নাপিত পুত্রকে উদ্ধার করে পিতা-মাতার হাতে ফেরত দেন। এভাবেই রাজশাহী থেকে নরবলী প্রথা চিরতরে উৎখাত হয়। কথিত আছে, এই অভিযানে মুজাহিদ বাহিনীর অনেকেই ছিলেন অশ্বারোহী। আর অভিযানে তাঁদের অনেক ঘোড়া মারা পড়ে বিধায় সে স্থানটির নাম হয় ঘোড়ামারা। [১৬৯] এরপর তিনি তাঁর চারজন সঙ্গীয় কামিল দরবেশসহ এখান থেকে কুমিরের পিঠে চড়ে নদীপথে গৌড় রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করেন এবং পরিশেষে রাজশাহীর বোয়ালিয়া নামক স্থানে কিছুদিন ইসলাম প্রচার করে ২৭ রজব ৭৩১ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। আজো প্রতি বছর ২৭ রজব তারিখে এখানে তাঁর ইন্তিকাল উপলক্ষে উরস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে আদি পিতা হযরত বাবা আদম আ. থেকে শাহ মাখদূম এবং শাহ মাখদূম শাহ নূর থেকে বর্তমান বংশাবলি পর্যন্ত শাজরা নামা পাঠ করা হয়। এরপর শাহ মাখদূমের সময় থেকে শাহ নূর পর্যন্ত সমূদয় কারামত আদ্যোপান্ত পাঠ করা হয়। আজো এ প্রথা প্রচলিত আছে। [১৭০] উল্লেখ্য, তাঁর চারজন সঙ্গী দরবেশও এক এক এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। যেমন : (১) সাইয়্যেদ শাহ আব্বাস (মাযার : মাখদূম নগর, বাঘা, রাজশাহী) (২) শাহ সুলতান (সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ীর নিকট, রাজশাহী) (৩) শাহ কারাম আলী (বিড়ালদহ, নাটোর রোড, রাজশাহী) (৪) সাইয়্যেদ শাহ দিলাল বুখারী (দিলালপুর, রাজশাহী)। [১৭১]

মাখদূম শাহ দৌলা (র.) ঃ

মহানবী (সা.) এর অন্যতম সাহাবী হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) ঃ এর অধস্তন পুরুষ হযরত মাখদূম শাহ দৌলা (র.)। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময় ইসলাম প্রচারোপলক্ষে সুদূর ইয়েমেন থেকে বাংলাদেশে আসেন। তিনি বগুড়া, রাজশাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি এলাকায় ইসলাম প্রচার করে পাবনা জেলার শাহজাদপুরে একটি মসজিদ স্থাপন করে বহু অনুসারীসহ স্থায়ীভাবে দাওয়াতের কাজ চালাতে থাকেন। এবং দলে দলে লোকজন তাঁর হাতে ইসলামের দীক্ষা নিতে থাকে। কিন্তু এক পর্যায়ে স্থানীয় হিন্দু রাজা মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন শুরুকরলে প্রতিবাদের এক পর্যায়ে রাজার সাথে ১২৪৭ সালে তাঁর যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। কিন্তু তার অনুসারীগণ আরো বিপুল উৎসাহে দীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ এখানে চালিয়ে যেতে থাকেন। [১৭২]

---

১৬৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬৪

১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬৫

১৭১. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬৪

১৭২. (ক) ড. মো. আব্দুস সাত্তার , প্রাগুক্ত, পৃ ১০২
(খ) আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

❀ হযরত বদরুদ্দীন শাহ মাদার (র.) ঃ জীবনকাল (১৩১৫ - ১৪৩৭ খ্রি.)

তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাদেশে আগমন করে এদেশে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তার অনন্য সাধনা ও বুযুর্গী আজো মানুষের অন্তরে গেথে আছে। বাংলাদেশে তিনি মাদার পীর নামে খ্যাত। শুধু মুসলমানই নয়, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও তাকে অনেক শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। সারাদেশেই তাঁর অনুসারী কম-বেশি দেখা যায়। [১৭৩]

❀ হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.) ঃ

হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.) ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে বহু লোকের একটি কাফেলা নিয়ে সুদূর বাগদাদ থেকে বাংলাদেশে আগমন করে প্রথমে ফরিদপুরে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দিল্লীর মুসলিম শাসকের আনুকূল্য পেয়ে তিনি ফরিদপুরের " ঢোল সমুদ্র" নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বাংলাদেশের অনেক স্থানেই তার পদচারণা ঘটেছে। সবশেষে ১৫১৭ সালে ঢাকার মিরপুরে মোরাকাবা অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন এবং এখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত। [১৭৪]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয় ১২০১ খ্রিস্টাব্দে। তারও ৫৬১ বছর আগে এখানে ইসলাম প্রচারকার্য সূচিত হয়। তারপর বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক এখানে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হবার পর হযরত শাহ জালাল (র.) ৩৬০ অলির এক সূফী বাহিনী নিয়ে গৌড়গোবিন্দকে পরাস্ত করে বৃহত্তর সিলেটে ও আসামে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। এরপর সৈয়দ সাবির, মীর নিসার আলী তিতুমীর সহ নাম জানা-অজানা অনেকেই এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। [১৭৫]

এদিকে ১২৫৮ সালে হালাকু খান কর্তৃক মধ্য এশিয়ায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও তাণ্ডবলীলা চলাকালে ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, তুর্কিস্তান ও হিন্দুস্তানের উত্তরাংশ থেকে অসংখ্য আলিম, সূফী-দরবেশ, পীর-ফকীর, মুজাহিদ বাংলাদেশে আগমন করেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে তাদের অনেকেই এ দেশকে তাদের কর্মস্থলরূপে বেছে নেন এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। ফলে তখন এ ভূখণ্ডে ইসলাম প্রচারের এক সোনালী অধ্যায়ের সূচনা হয়। চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের এই স্বর্ণযুগের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন : শাহ তুর্কান শহীদ (বগুড়া), শাহ তকিউদ্দীন আরাবী (রাজশাহী), জালাল উদ্দীন তাবরীযী (পাণ্ডুয়া), শাহ দৌলত শরীফ (পাবনা), শাহ সৈয়দ নাসিরুদ্দীন শাহ নেকমর্দান (দিনাজপুর), জাফরখান গাজী (উত্তর ও দক্ষিণ - পশ্চিম বঙ্গ) প্রমুখ। [১৭৬]

449994

১৭৩. সৈয়দ ফরিদ আহমদ আব্বাসী, মাদার-ই-আযম (অনু: পিয়ার আলী নাজির), (ঢাকা : কাজেমিয়া ফাউন্ডেশন, ১৪০৪ হি.), পৃ ৬

১৭৪. ড.গোলাম সাকলায়েন , প্রাগুক্ত, পৃ ১৭ - ১৮

১৭৫. অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম, দৈনিক ইনকিলাব, ৩মে, ২০০৪

১৭৬. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান , প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুগল সম্রাট আকবরের আমলে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে হযরত সৈয়দ সুলতান যশোরের খড়কীতে আসেন দিল্লী থেকে। তাঁর পূর্ব পুরুষ ইয়েমেনের। তাঁর উত্তর পূরুষ মাওলানা শাহ আব্দুল করীম বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মৌলিক ও প্রামাণ্য তাসাউফ গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ অবদান রাখেন। [১৭৭]

সুলতানী আমলে হযরত মনসূর বাগদাদী (র.) বর্তমান পশ্চিম বাংলার বালিয়া বাসন্তী অঞ্চলে আগমন করে এখানকার অত্যাচারি বাগদী রাজাকে এক যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। বালিয়া বাসন্তী পরে ফুরফুরা নামে প্রসিদ্ধ হয়। তাঁর উত্তর পুরুষ মুজাদ্দিদে যামান মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী আল কুরাইশী (র.) (১৮৪১ - ১৯৩৯) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিশ শতকের ত্রিশ দশকের শেষ দিক পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলাম ও সামাজিক–রাজনৈতিক সংস্কারে এক বৈপ্লবিক অবদান রাখেন।

তাঁর খলীফাগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন; ছারছীনার পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) (১৮৭৩ – ১৯৫২খ্রি.), বশিরহাটের আল্লামা রুহুল আমীন (১৮৯২ ১৯৪৫ খ্রি.), বহু ভাষাবিদ আলহাজ্ব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রফেসর মাওলানা আব্দুল খালেক প্রমুখ। মুন্সী মেহেরুল্লাহ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। [১৭৮]

মোদ্দা কথা, ইসলাম পূর্বযুগে এখানে আর্য ধর্মের বর্ণপ্রথা ও সামন্ত শাসকদের নির্মম অত্যাচার এবং তা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তিদানে বৌদ্ধধর্মের ব্যর্থতার ফলেও ইসলামের আহবান এখানে আশাতীত সাফল্য পেয়েছে। ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সমর্থন, স্বীকৃতি, আগ্রহ, আনুকূল্য এবং পীর-দরবেশ ও অলিগণের চরিত্র মাধুর্য ও জীবনমুখি শিক্ষা সহজেই অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত সমাজকে আকৃষ্ট করে এবং পরিত্রাণের আশ্বাস দেয়। [১৭৯] এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. আরনল্ড বলেন : ইসলামে জাতিভেদের বালাই নেই। তাই অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতীয় বহু লক্ষ মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণে কোন প্রকার বল প্রয়োগের কোন কারণ ছিলনা, বরং শান্তি প্রিয় ইসলাম প্রচারকগণের শিক্ষা ও চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তারা সহজেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। [১৮০]

তাই সর্বোপরি বলা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈ ও তাবে'তাবেঈগণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটলেও এর ব্যাপক বিস্তার এবং পূর্ণতা ঘটেছে অলি–দরবেশ এবং পীর–ফকীরগণের মাধ্যমেই। বাংলাদেশের এমন কোন লোকালয় পাওয়া যাবে না, যেখানে তাঁদের পদচারণা ঘটেনি। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য , নৈতিক বল এবং মানুষের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসা এখানকার বৌদ্ধ ও হিন্দু নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগণকে ইসলামের প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করেছে। আর সেই সুবাদেই বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। কোন রাজশক্তি বা ক্ষমতাসীনদের দ্বারা এটা সম্ভব হয়নি। অনেকক্ষেত্রে ক্ষমতাবানরা বরং শক্তি– সাহস ও আনুকূল্য যোগাড় করেছেন তাঁদের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ততাঁদের অনেকেই এদেশকে স্বদেশ বানিয়ে এদেশের

---

১৭৭. হাসান আব্দুল কাইউম, প্রাগুক্ত

১৭৮. প্রাগুক্ত

১৭৯. ড.কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০

১৮০. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০

Dhaka University Institutional Repository

মাটিতেই পরম আদরে শুয়ে আছেন দেশটিকে তাঁদের পবিত্র বুকে আগলে ধরে। কবি রুহুল আমীন খান সত্যিই বলেছেন ;

" এ যে সেই পাক ভূমি খান জাহানের + এই লীলা নিকেতন শাহ জালালের।

যে ভূমি ধন্য শত আউলিয়াদের + বুকে করে আবাদ .....বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ॥[১৮১]

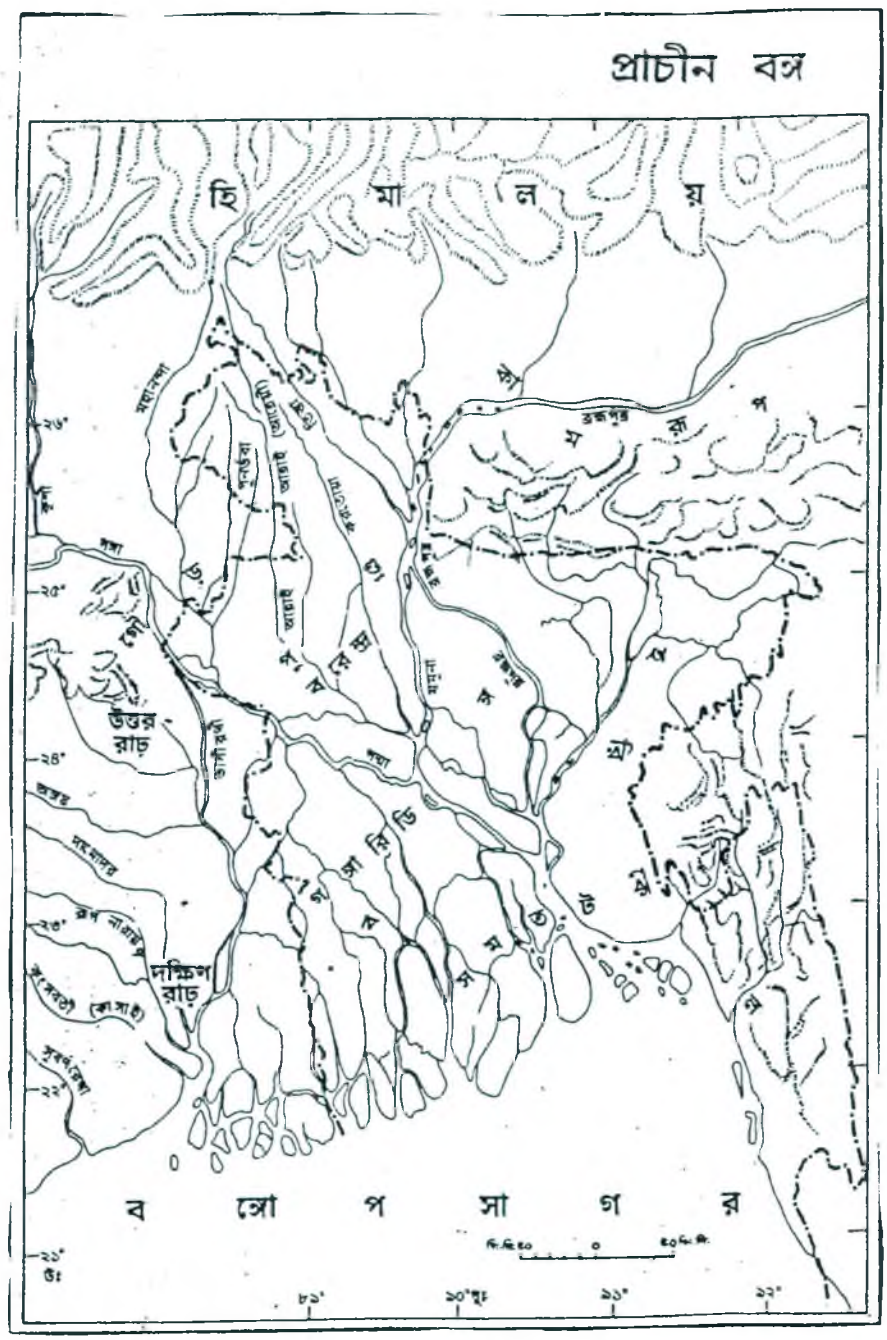

১৮১. কবি রুহুল আমীন খান, স্বর্ণ ঈগল, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৫), পৃ ১৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইলমে হাদীস চর্চা (১৯৭১ ঈসায়ী পর্যন্ত)

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমেই এমনকি রাসূল সা. এর জীবদ্দশাতেই বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে।[১৮২] সূতরাং তাঁদের মাধ্যমেই এখানে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে ইলমে হাদীছ চর্চারও শুভ সূচনা হয়ে থাকবে –একথা জোর দিয়েই বলা যায়। কেননা, প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এর বর্ণনা মতে, সাহাবীগণ যেখানেই বসতেন , সেখানেই হাদীসের বয়ান শুরুহয়ে যেত। কেউ ফিকহ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করত, কেউ কুরআন পড়তে বলত। সাথে সাথে কয়েকটি সূরা পড়া হয়ে যেতো।[১৮৩] তবকাতু ইবনে সা'দ এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, সাহাবায়ে কিরামের নিয়ম ছিল যে, একজন মুকীম সাহাবী কুরআন-হাদীসের দরস গ্রহণ করেন, একজন মুজাহিদ জিহাদ করেন। যখন মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে আসেন, তখন কুরআন-হাদীসের দরস গ্রহণ করেন এবং সেই মুকীম সাহাবী জিহাদের উদ্দেশে বের হয়ে যান। যে সকল সাহাবী (রা.) আরব ভূ–খণ্ডে ছিলেন, তাঁরা নিজেদের বাড়ি, নিজেদের গোত্রের লোকদেরকে কুরআন ও শরয়ী বিষয় শিক্ষা দান করতেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অথবা সমবেতভাবে দু'ভাবেই এ তালীম দেয়া হতো। সাহাবীগণ যখন যেখানে বসতেন, তখন স্বাভাবিকভাবে সেখানেই শিক্ষা–দীক্ষার কাজ শুরু হয়ে যেত।[১৮৪] পরবর্তীতে তাবেঈ এবং তাবে' তাবেঈগণের মাধ্যমে এর আরো বিকাশ ঘটে। অত:পর যুগে যুগে আগত পীর-ফকীর, অলি-দরবেশ ও আলিম–বুযুর্গগণের মাধ্যমে এতে আরো গতি সঞ্চারিত হয়। তবে তখন এ শিক্ষা ব্যবস্থা কোন আনুষ্ঠানিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না। বরং, তা ছিল মসজিদ, মকতব বা খানকা কেন্দ্রীক। তবে এ ক্ষেত্রে মহা বিপ্লব সাধিত হয় ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক ১২০১ - ৩/৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ বিজয়ের পর। তখন তিনি নদীয়া শহরের বিকল্পরূপে রংপুরে রাজধানী স্থাপন করে ইসলামী কায়দায় একে কতগুলো মসজিদ, খানকা ও মাদরাসা দিয়ে জাঁকিয়ে তোলেন।[১৮৫]

সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ খালজি ১২১৩ থেকে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসনকালে এর রাজধানী লখনৌতি শহরে স্থানান্তরিত করে (১২১৯খ্রি.) এখানে একটি মসজিদ, একটি মাদরাসা ও একটি পান্থশালা স্থাপন করেন। উক্ত মসজিদ , মাদরাসায়ও কুরআন হাদীস শিক্ষা দেয়া হতো। এবং চারদিক থেকে লোকেরা জ্ঞানাহরণের উদ্দেশ্যে সেখানে ভিড় জমাতো।[১৮৬]

বাংলার সুলতানী আমলে (১২০৫ - ১৫৩৮ খ্রি.) বিদেশাগত শিক্ষক, পীর -মাশায়েখ এবং অলি–দরবেশগণের তালিকায় দেখা যায়, খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকের মধ্যভাগে মাওলানা তকিউদ্দীন আল আরাবী আরবদেশ থেকে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সাহিত্য তথা কুরআন– হাদীস

---

১৮২. ড.আই. ম. নেছার উদ্দীন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ , (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৫) পৃ ২৬

১৮৩. মাও.কাজী আতাহার মুবারকপুরী, খাইরুল কুরুন কী দরস গাহী, (ইউ.পিঃ শাইখুল হিন্দ একাডেমি, দারুল উলূম , দেওবন্দ), পৃ ১১২

১৮৪. ড. মো. আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, (ঢাকা : ই.ফা.বা., জুন ২০০৪), পৃ ৮৮

১৮৫. ক) আবুল কাসেম ফিরিশতা, তারীখ-ই-ফিরিশতা, খ ২
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ , বাংলাদেশের খ্যাতনাম আরবীবিদ, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৮৬) , পৃ ২

১৮৬. ক) আব্দুস সাত্তার, তারীখ ই মাদরাসা ই আলিয়া, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৫৯), পৃ ২২
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২ - ৩

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা দানের উদ্দেশে বাংলাদেশে আগমন করে রাজশাহীর মাহিসুনে (বর্তমান মাহিসন্তোষ) একটি মাদরাসা গড়ে তোলেন। তার এ মাদরাসাটিকে বাংলার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক মাদরাসা বলা যায়।[১৮৭] আর তখন এসব মাদরসায় ইলমে হাদীছ শিক্ষাদান পাঠ্যসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।[১৮৮] পরবর্তীতে এই মাদরাসাটি বাংলার শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[১৮৯] আধ্যাত্মিক সাধক ও সুপন্ডিত আল্লামা তাকিউদ্দীন আল আরাবী আজীবন এই মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এই মহিসন্তোষেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। সোনারগাঁয়ে আগত আল্লামা শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.)–এর প্রধান শাগরিদ বিহারে মানের শরীফের বিশিষ্ট আলিম ও প্রখ্যাত সূফী আল্লামা ইয়াহইয়া মুনাইরী (র.) উক্ত আল্লামা তাকী উদ্দীন আল আরাবীর নিকট এই মহিসন্তোষ মাদরাসায় শিক্ষালাভ করেন। এখানেই তিনি ইলমে দীনের বিভিন্ন শাখায় এবং মারিফাত তত্ত্বে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। উভয় বিষয়েই আল্লামা তাকীউদ্দীন আল আরাবী ছিলেন ইয়াহইয়া মুনাইরীর উস্তাদ ও মুর্শিদ। উল্লেখ্য, ইয়াহইয়া মুনাইরী (র.) ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। এসব তথ্য তার জ্ঞাতি ভ্রাতা শাহ শোয়াইব কর্তৃক রচিত 'মানাকিবুল আসফিয়্যাহ' সূত্রে অবগত হওয়া যায়।[১৯০]

তাই বলা যায়, ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মহিসন্তোষ উচ্চ শিক্ষার একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। জৌনপুরের বিখ্যাত সুলতান ইব্রাহীম শর্কীকে লেখা বিশিষ্ট সূফী সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর একটি পত্র থেকে জানা যায় যে, মহিসুনে (মহিসন্তোষ) সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকার অনেক সূফী সাধক শায়িত আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত পত্রে মহিসন্তোষ কে মহিসুন বলা হয়েছে। তবে বর্তমানে স্থানীয়ভাবে কেউ কেউ মহিসন্তোষকে "মহিগঞ্জ" বলে থাকেন।[১৯১]

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট হাদীছ তাত্ত্বিক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আ'জমী (র.) বলেন : বঙ্গদেশে ইলমে হাদীছ প্রথম কবে , কার মারফত পৌছেছিল তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের (৬০০হি./ ১২০৩খ্রি.) বহু পূর্বেই যে ইসলাম তৎসঙ্গে কুরআন–হাদীসও এখানে পৌছেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, যে সকল পীর–আউলিয়া এখানে ইসলাম প্রচার করেছেন তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন আরব, ইরাক, ইরান ও খোরাসান প্রভৃতি পশ্চিমা দেশ হতে আগত। আর তৎকালে পীর -অলিগণ বেশিরভাগই হাদীছ চর্চা করতেন। সুতরাং তাদের কেউ হাদীছ জানতেন না বা এদেশে হাদীছ চর্চা করেননি, এরূপ ধারণা করা তাদের প্রতি অবিচার বৈ কিছু নয়। এতদ্ব্যতীত বঙ্গে শাহী আমল ও নওয়াবী আমলে যে সকল আলেম-ফাযেল বিভিন্ন রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাদের কেউ যে হাদীছ চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন না এমনটা বলাও সঙ্গত হবে না। কারণ, তৎকালে সরকারী কর্ম সময়ের বাইরে সরকারী কর্মচারীগণের এবং ব্যবসায়ের ফাঁকে ফাঁকে ব্যবসায়ীদের বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার ব্যাপার ছিল অতি সাধারণ। বিদ্যা চর্চার জন্যে সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠান কায়েম করা বা

---

১৮৭. আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ ৯৭ - ১০০)

১৮৮. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৩), পৃ ১১৩

১৮৯. মো: আব্দুল করিম, মহিসন্তোষ : সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী, (ঢাকা, ই.ফা.বা., ২০০৮), পৃ ১৫

১৯০. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানের আমল, (কলিকাতা : ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৬), পৃ ৫০৮

১৯১. Shamsuddin Ahmed, Iscripmons of Bengal, (Rajshahi : Barendra Research Museum, 1960), Vol-4, P- 90

Dhaka University Institutional Repository

এর জন্যে পৃথক সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারটি হলো নেহায়েত আধুনিক। [১৯২] অতএব তখন বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলেও ইলমে হাদীছের চর্চা যে ছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তবে একথা সর্বজনবিদিত ও সর্বসম্মত যে, বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় সেকালে রেনেসাঁ সৃষ্টি হয়েছিল আল্লামা শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) এর মাধ্যমে। তিনি বুখারার এক উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে [১৯৩] জ্ঞানার্জনের নেশায় দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে পারস্যের খোরাসানে ছুটে যান। সেখানেই যৌবনের প্রারম্ভেই হাদীছ , তাফসীর, ফিকহ, আকাইদ, তত্ত্বশাস্ত্র তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর বুৎপত্তি অর্জন করে জ্ঞানদানের মহৎ পেশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষকতার পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। [১৯৪] বিলাসপ্রিয় রাজকর্তার পদ পেয়েও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে মনের সাধ পূর্ণ করার মানসে হিজরি সপ্তম শতকের প্রথম দিকে সুলতান ইলতুৎমিশের সময় (৬০৭ - ৬৩৩হি./ ১২১০ -১২৩৬ খ্রি.) দিল্লীতে আগমন করেন। [১৯৫]

আরেক বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে অথবা সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের শাসনামলে (১২৬৬ - ১২৮৬ খ্রি.) [১৯৬] দিল্লীতে এসে আরো উচ্চ জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং এ ক্ষেত্রে কামালিয়াত অর্জন করে শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চতর তারবিয়াত দানের উদ্দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে দিল্লীবাসীরা তার প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরক্ত হয়ে ওঠে। তার এ বর্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তা দেখে বলবন শঙ্কিত ও আতঙ্কিত হয়ে তার কর্তৃক স্বীয় রাজ্য দখল হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাকে বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে চলে আসার নির্দেশ [১৯৭] বা পরামর্শ [১৯৮] দেন। সুলতানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে তিনি বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ের উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে বিহারের মানের-এ কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানকার প্রখ্যাত বুযুর্গ মাখদূমুল মুলক শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া মুনাইরি (১২৬৩ - ১৩৮১ খ্রি.) তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সফরসঙ্গী হয়ে সোনারগায়ে চলে আসেন। ১২৭০ / ১২৭৪ /১২৭৮ খ্রি. সোনারগাঁয়ে আগমন করেই এখানে তিনি একটি মাদরাসা ও একটি খানকাহ স্থাপন করে ইলমে হাদীছের দীক্ষা দিতে থাকেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। [১৯৯]

সোনারগাঁয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ মাদরাসাটি ছিল তৎকালীন বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মানের সবচেয়ে বড় মাদরাসা। তিনি বুখারার অধিবাসী ছিলেন বিধায় সেখান থেকে আসার সময় সহীহ বুখারী

---

১৯২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯২), পৃ ২০০

১৯৩. ফজল মোহাম্মদ , সোনারগায়ের সেই সোনা নেই, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৯ মে, ১৯৮৯, ঢাকা।

১৯৪. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, ১৯৬৬, পৃ ৩১৬

১৯৫. Dr. Muhammad Ishaque, India's contribution to the study of Hadith Literature, (Dhaka : The University of Dhaka, 1971), p - 53

১৯৬. ড.মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

১৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৪

১৯৮. মুহাম্মদ বুহুল আমীন, " শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র.)" , (নিবন্ধ) মুসলিম মনীষা, (ঢাকা: ই.ফা.বা., জুন ২০০১), পৃ ২৪

১৯৯. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ২৪
খ) ড.মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪
গ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০০
ঘ) ড.এস.এম.হাসান, সোনারগাঁও, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৮৯), পৃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

শরীফের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তথ্যাদি সাথে করে নিয়ে আসেন। তৎকালীন যুগে কুরআন-হাদীস, তাফসীর, ফিকহ , রসায়ন বিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদির দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না, এমন মন্তব্য করেছেন স্বয়ং তাঁর বিখ্যাত শাগরিদ শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মুনাইরি (র.) ।[২০০] উল্লেখ্য, উক্ত শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মুনাইরীও ছিলেন সেকালের একজন অত্যন্ত মেধাবী ও বিদগ্ধ আলিম। দীর্ঘ বাইশ বছর তিনি তাঁর উক্ত উস্তাদের নিকট ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র.) নিজ কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এরপর উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সোনারগাঁয়ের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রটি তদানীন্তন বাংলা তথা গোটা উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা ধারায় শ্রেষ্ঠতর অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ সময় উপমহাদেশের এমনকি আরব, ইরান, ইরাকসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু জ্ঞানান্বেষী শিক্ষার্থী এখানে ছুটে আসেন। এমনকি সাধারণ লোক থেকে শুরুকরে আমীর উমারা পর্যন্ত সকলেই তাঁর প্রতি ছিলেন বিশেষভাবে অনুরক্ত।[২০১] বলা হয়ে থাকে যে, ইতোপূর্বে এত বড় ইসলামিয়া মাদরাসা উপমহাদেশের আর কোথাও স্থাপিত হয়নি।

এখানেই আবূ তাওয়ামা (র.) উপমহাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম সহীহান তথা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর শিক্ষাদান শুরুকরেন। এরপর ধীরে ধীরে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাদীছ-তাফসীর ও ফিকহ, আকায়িদের শিক্ষা অধিকতর প্রসার লাভ করতে থাকে।[২০২]

সূতরাং, মনে হয় এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ উপমহাদেশে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী শিক্ষায়তনের ভিত্তি সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় সোনারগাঁও এ তথা বাংলাদেশেই। এদিক থেকে শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা আল বুখারী (র.) কে বাংলার বিশেষত বাংলাদেশের ইলমে হাদীছ তথা ইসলামী শিক্ষার পথিকৃত বলা যেতে পারে।[২০৩]

শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মুনাইরী (র.) জন্মভূমির ডাকে উস্তাদের অনুমতি নিয়ে ১২৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্মস্থান মানির বা মুনাইর এ প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৭৮২ হি. / ১৩৮১ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই ইন্তিকাল করেন। কিন্তু শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র.) চিরতরে বাংলাদেশেই রয়ে যান। ৭০০ হিজরি মোতাবিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সোনারগাঁয়ে ইন্তিকাল করেন এবং এখানেই সমাহিত হন।[২০৪]

আজকের ন্যায় সেকালে শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন দ্বৈতরূপ ছিল না। জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণ করার জন্যে একই শিক্ষা ব্যবস্থায় সবাই জ্ঞানার্জন করতো। সমাজকর্মী, ডাক্তার, উকিল, বিচারক, প্রকৌশলী, সাহিত্যিক, শিল্পী, ধর্মপ্রচারক তথা সকল বিষয়ে যোগ্য নাগরিক একই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আসতেন এবং দেশ-জাতির কল্যাণ ও এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মহান লক্ষ্য

---

২০০. মুহাম্মদ বুহুল আমীন , প্রাগুক্ত, পৃ ৩১

২০১. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০০ - ২০১
গ) Dr. Muhammad Ishaque, As above, p- 53

২০২. ড.মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ ৪

২০৩. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ৪
খ) আব্দুল মান্নান তালিব , প্রাগুক্ত, পৃ ১০০

২০৪. ড.মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ ৫

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েই সবাই নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে নিয়োজিত করতেন। শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) ছিলেন সেকালের সবচে' বড় ক্বারী, প্রকৃতি বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ ও হাদীছ বিশারদ। শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় একই উদ্দেশে কুরআন-হাদীছ ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাদান করতেন। [২০৫]

তাঁর প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক) العلوم النقلية (Traditional Science)

খ) العلوم العقلية (Rational Science)

(ক) **العلوم النقلية (Traditional Science)** - এর অন্তর্ভূক্ত ছিল :

ক) علم القرآءة (ইলমুল কিরাত)

খ) علم التفسير (ইলমুত তাফসীর) কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত বিষয়

গ) علم الحديث (ইলমুল হাদীছ)

ঘ) علم التوحيد (ইলমুত তাওহীদ)

ঙ) علم الميراث (ইলমুল মিরাছ)

চ) علم الآداب (ইলমুল আদাব বা সাহিত্য)

ছ) علم القواعد (ইলমুল কাওয়ায়েদ বা ব্যাকরণ)

জ) علم التاريخ (ইলমুত তারীখ বা ইতিহাস)

ঝ) علم السيرة (ইলমুস সীরাত তথা নবী স. ও সাহাবাগণের জীবনী।)

আর (খ) **العلوم العقلية (Rational Science)** - এর অন্তর্ভূক্ত ছিল :

ক) দর্শন

খ) যুক্তিবিদ্যা

গ) জ্যোতির্বিদ্যা

ঘ) মনোবিজ্ঞান

ঙ) পদার্থ বিজ্ঞান

চ) রসায়ন

ছ) উদ্ভিদ বিজ্ঞান

---

২০৫. ক) আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০
খ) ড.এস.এম. হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

জ) ভূ – তত্ত্ব

ঝ) প্রাণী বিদ্যা

ঞ) ভূগোল

ট) গণিত

ঠ) চিকিৎসা

ড) প্রযুক্তি বিজ্ঞান

ঢ) ব্যবসায় শিক্ষা

ণ) কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি। [২০৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর আদর্শ ও নীতির আলোকে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.) তাঁর মাদরাসায় কুরআন- হাদীছ শিক্ষা দিতে থাকেন। তৎকালীন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণকে তিনি এখানে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন; বিশ্বখ্যাত তাফসীরবিদ আল্লামা তাকীউদ্দীন আরাবী, আবূ তাওয়ামার ছোট ভাই প্রখ্যাত কিরাতবিদ আল্লামা মুঈনুদ্দীন ও পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)–এর বংশধর শায়খ আলাউল হক ওমর ইবনে আসাদ খালিদী (র.) । শায়খ আবূ তাওয়ামার ইন্তিকালের পর তাঁরই যোগ্য খলীফা ইবরাহীম দানেশমান্দকে উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে জ্ঞানচর্চার যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখান থেকে যুগবিখ্যাত অনেক অলি এবং কালোত্তীর্ণ জ্ঞানের দিকপাল তৈরি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

ক) শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া মুনাইরী (র.),

খ) শায়খ বদরুদ্দীন যায়েদ (র.),

গ) শায়খ যইন ইরাকী (র.),

ঘ) শায়খ ইবরাহীম দানেশমান্দ (র.),

তাঁরা প্রত্যেকেই জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, সমরবিদ্যা, তাফসীর ও হাদীছ বিশারদ ছিলেন। [২০৭] তাঁর ইন্তিকালের পর এঁরা সবাই ইলমে হাদীছ চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই তখন সোনারগাঁও কে যথার্থই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও মুসলিম সমাজ গড়ার কেন্দ্রস্থলরূপে গণ্য করা হতো। ড. এম. এ. রহীম-এর নিম্নোক্ত উক্তিতে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। তিনি বলেন :

" Sonargaon was a lively seat of learning from the later years of the thirteen century. It began under the propitious Palronage of the renowned

---

২০৬. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯ -৩০

২০৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০

Dhaka University Institutional Repository

scholar Moulana Sharf-al-Din Abu Tawwama. Moulana Abu Tawwama founder this seminary of advanced learning and devoted his life to teaching at this place." [২০৮]

ড. এ. কে. এম. আইউব আলী বলেন : Shaikh Sharfudding Abu Tawamah (d 700h/1300AD) renowned as a great saint and a learned Scholar in Hadith,Tafsir, Fiqh as well as in speculative sciences. He came to Bengal in the year 668h / 1270AD and settled at Sonargaon , near Dhaka and established a great Madrasah there for the study of Quran, Hadith, Tafsir and other Islamic subjects [২০৯]

প্রথম গিয়াসুদ্দীনের ন্যায় দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের শাসন আমলেও (১৩৮৯ - ১৪০৯ খ্রি.) এদেশে ইলমে হাদীছ চর্চার প্রসার ঘটে। একজন বিদ্যোৎসাহীরূপে তাঁর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। [২১০]

অনুরূপভাবে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলে (১৪৭৪ -১৪৮১ খ্রি.) এখানে অনেক মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি ৮৮৪ হি./১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাহদীপুর ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্তী উমরপুরে (গৌড়ে, বর্তমান রাজশাহী) 'দরস বাড়ি' বলে কথিত একটি মাদরাসা ও তৎসংলগ্ন একটি মসজিদ স্থাপন করেন। [২১১]

তবে নরেন্দ্রনাথ ল্য 'দরস বাড়ি' মাদরাসা ও মসজিদ প্রসঙ্গে বলেন; মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত অস্থিপুরের মাদরাসার অস্তিত্ব যেমন মুছে গেছে এবং মাদরাসা টিলা নামটি যেমন শুধু অতীত স্মৃতিটুকুই বহন করছে, তেমনি 'দরস বাড়ি' মাদরাসাটিও আজ তার সকল অতীত চিহ্ন হারিয়ে নামটুকুই শুধু দূরে রেখেছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

Near the village of Umarpur there is a spot called `Darsbari" or the college. A very large inscription of the time of Yousuf Shah (dated 1479 A.D.) found at the place, refers to the building of a Masjid..... Many a Madrasah like the present one is first losing all its marks by which it can be identified as such. The Madrasah, for instance, which was built by the Musalmans at Austhipura has already disappered, leaving but a mound which can be recognized as the remnant of a college only by its name of Madrasah tila. [২১২]

---

২০৮. Dr.M.A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, (Karachi, 1967) Vol. 2, P 289

২০৯. Dr.A.K.M. Ayub Ali, History of traditional Islamic Education in Bangladesh, P 16

২১০. রহমান আলী তায়েশ মুনশী, তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা (ইন্ডিয়া : স্টার অব ইন্ডিয়া প্রেস, ১৯১০), পৃ ৩৪

২১১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫

২১২. N.N. Law , promotion of learning in India, (London,1916), p106

Dhaka University Institutional Repository

আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ ও তাঁর পুত্র নুসরত শাহ বাংলার হুসাইন শাহী খান্দানের (১৪৯৩-১৫৩৮খ্রি.) প্রখ্যাত শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ শাসনামলে এদেশে অনেক মাদরাসা ও খানকা স্থাপন করেন। হুসাইন শাহ শাসন ক্ষমতায় (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ-বিদেশের অনেক পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করে তাঁর রাজ্যে নিয়ে আসেন। ধর্মীয় তথা পবিত্র কুরআন-হাদীছ শিক্ষার উদ্দেশে তিনি ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ে (বর্তমান রাজশাহী) 'গোরশহীদ' নামক স্থানে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। [২১৩] গৌড়ে সাগরদীঘির উত্তর পাশে এখনো একটি মাদরাসার স্মৃতিচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। এ প্রতিষ্ঠানের খোদিত শিলালিপি থেকে ধারণা করা হয় যে, এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুসাইন শাহ। [২১৪] ৯০৭ হিজরি মোতাবেক ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমলেই সোনারগাঁয়ে ধর্মীয় শিক্ষার সেই স্মরণীয় কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে।

এখানকার মসজিদ-মাদরাসার প্রাচীন সৌধরাজির ভগ্নাবশেষ আজও সে যুগের ধর্মীয় জ্ঞানানুশীলনের সাক্ষ্য বহন করছে। নুসরাত শাহের সময়ে (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.) বিখ্যাত হাদীছবিশারদ তকিউদ্দীন ইবন আইনুদ্দীন ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও কুরআন -হাদীছ-ফিকহ্ ইত্যাদির চর্চা হতো। [২১৫]

শায়েস্তা খান ১ম দফায় ১৬৬৩ থেকে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১৬৭৯ থেকে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার সুবেদার ছিলেন। বলা হয় তিনিও এখানে কয়েকটি মাদরাসা স্থাপন করেন। [২১৬] তন্মধ্যে একটি ছিল পাথরতলীতে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে। এটি বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কিছুকাল উচ্ছন্ন থাকার পর মাদরাসা সৌধটি মিটফোর্ড হাসপাতালের এলাকাভুক্ত হয়ে যায়। সেই অঞ্চলের নদী তীরস্থ একটি ভগ্ন ঘাট ও একটি মসজিদ আজো শায়েস্তা খানের কীর্তি ঘোষণা করছে। পাথরতলী মাদরাসাটি ছিল এই মসজিদেরই আওতাধীন। [২১৭] হাকীম হাবীবুর রহমান শাহ নূরী রচিত (১১৭৩ হি./ ১৭৫৯ খ্রি.) "কিবরীত-ই-আহমার" গ্রন্থের (অপ্রকাশিত) বরাত দিয়ে বলেন: ঢাকার এই প্রখ্যাত বুযুর্গ শাহ নূরী (র.) তাঁর যৌবনকালে (১১২০ হি./১৭০৬ খ্রি.) রোজ মগবাজার থেকে প্রায় চার মাইল দূরে শায়েস্তা খাঁর মাদরাসায় পড়তে যেতেন। এখানে ইলমে হাদীছ শিক্ষা দেয়া হতো। এই পাথরতলী মাদরাসাতেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হাসান আস সাগানী লাহোরী (র.) বিরচিত হাদীছ গ্রন্থ মাশারিকুল আনওয়ার ও শরহে মাতালি' (شرح مطالع) সহ অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন বলে কিবরীত-ই-আহমার গ্রন্থে উল্লেখ করেন। [২১৮]

শায়েস্তা খাঁর অসমাপ্ত লাল কেল্লার দুই ফার্লং পশ্চিমে একটি দ্বিতল মসজিদ রয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠাতার নামে "খান মুহাম্মদ মির্ধার মসজিদ" নামে পরিচিত। মসজিদের শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, এটি ১১১৬ হি./১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এর নিচতলায় বেশ কয়েকটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ রয়েছে। খুব

---

২১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮-১০৯

২১৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ,"বঙ্গে আরবী শিক্ষার ইতিহাস" (নিবন্ধ) বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬

২১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৬

২১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৬

২১৭. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪

২১৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব এগুলো হোস্টেলরূপে ব্যবহৃত হতো। মসজিদের আঙিনার চারদিকে যেসব প্রশস্ত হাওদার প্রকোষ্ঠ রয়েছে, তা এখনো "মাদরাসা" নামেই পরিচিত।[২১৯] ডক্টর টেলর তার "Topography of Dhaka" গ্রন্থে বলেন, মৌলভী আসাদুল্লাহ এই মসজিদে আরবী –ফার্সি ভাষায় ইসলামী শিক্ষা দিতেন এবং স্থানীয় নওয়াবদের নিকট থেকে মাসিক ৬০ টাকা হারে বৃত্তি পেতেন। [২২০]

ঢাকায় আজিমপুর গোরস্তানের পশ্চিম পাশে মুহাম্মদ আ'জমের (বাদশাহ আওরঙজেবের পুত্র) মসজিদ বলে কথিত একটি দ্বিতল মসজিদ আছে। এ মসজিদের দোতলার উত্তরাংশে কয়েকটি হাওদার প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ রয়েছে। এগুলো মাদরাসা রূপেই ব্যবহৃত হতো। দোতলার দেয়ালে খোদিত শিলালিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ মাদরাসা সংযুক্ত মসজিদটি আধ্যাত্মিক শিক্ষার উদ্দেশে ১১৬০ হি./১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফয়যুল্লাহ নামক জনৈক আরিফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এতে যাহিরি শরীয়াতের তথা কুরআন–হাদীছের তা'লীমও হয়ে থাকবে বলে ধরে নেয়া যায়। ঢাকা শহরে মাদরাসা সংযুক্ত এমন অনেক মসজিদের সন্ধান মেলে। এক কালে এসব মাদরাসায় ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন–হাদীছের ইলম চর্চা হয়েছিল বলে অনুমান করা হলে তা ভিত্তিহীন হবে বলে মনে হয় না। [২২১]

কালে কালে যুগে যুগে এদেশে ইলমে হাদীছ প্রচারে আরো যে সকল আউলিয়া–দরবেশ, পীর–মাশায়েখ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১। হযরত শাহ ওছমান ওরফে আঁখি সিরাজ বাঙ্গালী (র.) (ইন্তি. ৭৩০ হি./১৩২৯ খ্রি.) ঃ

তিনি ছোটকালেই খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র.)–এর নিকট থেকে ইলমে বাতিনের চর্চা করে খিলাফত লাভ করেন। পরে তাঁরই নির্দেশে আল্লামা ফখরুদ্দীন জারবাদীর নিকট থেকে ইলমে জাহির হাসিল করেন। উল্লেখ্য, উক্ত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার مشارق الأنوار পূর্ণ মুখস্থ ছিল এবং তিনি তাঁর খলীফাগণকেও উক্ত গ্রন্থ পাঠে জোর তাকিদ করতেন। [২২২]

২। হযরত আল্লামা আলাউল হক পাণ্ডুবী (র.) (ইন্তি. ৮০০ হি./ ১৩৯৭ খ্রি.) ঃ

তিনি ছিলেন আঁখি সিরাজ বাঙ্গালীর খলীফা ও জবরদস্ত আলিম। তাঁর লঙ্গরখানার ব্যয় তৎকালীন গৌড়ের বাদশার বাবুর্চিখানার ব্যয় অপেক্ষা অধিক ছিল বিধায় নিজের মান–সম্মান রক্ষার্থে বাদশাহ তাঁকে গৌড় ত্যাগ করার নির্দেশ দিলে বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে এসে তিনি এর ব্যয় আরো দ্বিগুণ করে দেন। তাঁর হেদায়াতের আলোকে তৎকালীন বাংলাদেশ অনেকটা উদ্ভাসিত হয়েছিল। [২২৩]

---

২১৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭

২২০. Saghir Hasan Al Masumi, Bangla's contribution to Islamic studies ,Journal of the Islamic Research , Institution of Pakistan, Vol (VI), No. 2, June 1967.

২২১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭

২২২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত, পৃ ২০১

২২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২০১

Dhaka University Institutional Repository

৩। হযরত নূর কুতুবুল আলম পাণ্ডুবী (র.) (ইন্তি. ৮১৩ হি./ ১৪১০ খ্রি.) ঃ

তিনি আল্লামা আলাউল হক পাণ্ডুবীর পুত্র ও খলীফা ছিলেন। রাজা গনেশের পুত্র যদু তাঁর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন ও জালালুদ্দীন নামে সিংহাসনে বসেন। [২২৪] বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ প্রচারে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম।

৪। হযরত শাহ জালাল ইয়ামানী মুজাররাদী (র.) (ইন্তি. ৮১৫হি. / ১৪১২ খ্রি.) ঃ

৩৬০জন সঙ্গীসহ তিনি ইয়েমেন থেকে বাংলাদেশের সিলেটে এসে অত্যাচারি রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করে এখানে ইসলামী তথা কুরআন-হাদীছের শিক্ষা প্রচার করেন। [২২৫]

৫। সাইয়্যিদ আহমদ তান্নুরী ওরফে মীরান শাহ ঃ

হালাকু খান কর্তৃক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ ধ্বংসের সময় বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর পুত্র সাইয়্যিদ আজাল্লা শাহ বাগদাদ ত্যাগ করে দিল্লী আগমন করেন। সেখানে তাঁর ঔরসেই উক্ত সাইয়্যিদ আহমদ তান্নুরী ওরফে মীরান শাহ জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর পিতা সৈয়দ আজাল্লা শাহ দেশে চলে গেলেও বড়পীর সাহেবের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে সাইয়্যিদ মীরান শাহ ও তাঁর এক বোন মাজজুবা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারোপলক্ষ্যে নোয়াখালির কাঞ্চনপুর এসে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে কুরআন-হাদীছের শিক্ষা বিস্তার করেন। তিনি হযরত শাহজালাল ইয়ামানীর (র.) সমসাময়িক ছিলেন। [২২৬]

৬। শাহ বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী (র.)(ইন্তি. ৮৪৪ হি./১৪৪০ খ্রি.)ঃ

তিনি হযরত শেহাবুদ্দীন ইমাম মাক্কীর বংশধর। তিনি তাঁর পুত্র ফখরুদ্দীনকে কুরআন-হাদীছের বাণী প্রচারোপলক্ষে ভারতে প্রেরণ করলে সেখানকার বাদশার হাতে ফখরুদ্দীনের পুত্র দ্বিতীয় শেহাবউদ্দীন মিরাঠের বাদশার হাতে শহীদ হন। এরপর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফখরুদ্দীনের পাঁচ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সদরুদ্দীন সদরে আলম জৈনপুরে এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বদরুদ্দীন বদরে আলম বহু দরবেশ ও সহচরসহ দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের চট্টগ্রামে এসে কুরআন হদীছের ইলম প্রচার করেন। উল্লেখ্য, তিনি ইলমে জাহের ও ইলমে বাতিনে উভয় দিক থেকেই কামিল ব্যক্তি ছিলেন। [২২৭]

৭। হযরত খান জাহান আলী (র.) (ইন্তি. ৮৬৩ হি./ ১৪৫৮ খ্রি.) ঃ

প্রখ্যাত আলিম ও অলি এই খানজাহান আলী (র.) দক্ষিণ বাংলার খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে কুরআন-হাদীছের বাণী প্রচার করেন এবং জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করে বাগেরহাটে ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত। [২২৮]

---

২২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২০১
২২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২০১
২২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২০১
২২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২০২
২২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২০২

Dhaka University Institutional Repository

৮। সাইয়্যিদ শাহ আলী বাগদাদী (র.) (ইন্তি. ৯১৩ হি./ ১৫০৭ খ্রি.) ঃ

তিনি একশ জন সহচর দরবেশসহ ইসলাম প্রচারোপলক্ষে তুঘলক রাজত্বের শেষ দিকে (৮৩৮ হি. / ১৪৩৪ খ্রি.) বাগদাদ থেকে ভারতে আসেন। এরপর কিছুকাল দিল্লী অবস্থান করে তথায় সৈয়দ রাজবংশে বিয়ে করার সুবাদে তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ঢোল-সমুদ্র নামক স্থানে (গীর্দায়) ১২ হাজার বিঘা লা-খেরাজ জমি প্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি ফরিদপুর ও ঢাকায় হাদীস-কুরআন শিক্ষাদান করে ঢাকার মিরপুরে ইন্তিকাল করেন। এখানে তাঁর মাযার রয়েছে। [২২৯]

৯। শায়খ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজদান বখশ বাঙ্গালী ঃ

তিনি সমকালীন ঢাকা জেলার ঘোড়াশাল স্টেশনের ৬ মাইল উত্তরে বসে পূর্ণ বুখারী শরীফ প্রতিলিপি করে সোনারগাঁয়ের তৎকালীন শাসক আলাউদ্দীনকে উপহার দিয়েছিলেন। পাটনার বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে তা এখনো বিদ্যমান আছে। [২৩০]

১০। শায়খ ফরীদ বাঙ্গালী (র.)ঃ

তিনি সম্রাট আকবরের সমসাময়িক (৯৬৩ - ১০১৪ হি./ ১৫৫৬ - ১৬০৫খ্রি.) একজন জবরদস্ত আলিম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। [২৩১]

১১। শাহ নূরী বাঙ্গালী ঃ

তিনি ঢাকার অধিবাসী ছিলেন বিধায় এখানে ইলমে হাদীছের শিক্ষা দান করেন। كبريت أحمر নামে তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। [২৩২]

১২। মাওলানা মাজদুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদন শাহজাহানপুরী ঃ

তিনি শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী (র.) এর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ১১৯৬ হিজরিতে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মেশকাত শরীফসহ অন্যান্য হাদীছের কিতাব শিক্ষা দিতেন।

১৩। মাওলানা কালীম ফারুকী সিলেটী ঃ

তিনি দিল্লীর হযরত মীর্জা মাজহার জানে জানান (র.) এর খলীফা এবং একজন অত্যন্ত বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। আর সেকালে বুযুর্গগণ প্রায় সকলেই হাদীছ অভিজ্ঞ হতেন।

১৪। মাওলানা ইদ্রিস সিলেটী ঃ

তিনি মাওলানা কালীমের পৌত্র। তিনি সমকালীন বাংলার صدر الصدور ছিলেন এবং جمع الجوامع এর একটি শরাহ লিখেছিলেন। [২৩৩]

---

[২২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ ২০২

[২৩০]. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত,পৃ ২০২

[২৩১]. প্রাগুক্ত, পৃ ২০২

[২৩২]. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত,পৃ ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

১৫। মাও. হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরিদপুরী (ইন্তি. ১২৫৬ হি./ ১৮৪০ খ্রি.) ঃ

তিনি ১১৭৮ /১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের শিবচর থানার অন্তর্গত শামাইল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে মক্কা শরীফে গিয়ে তিনি সেখানকার শায়খ তাহের সম্ভলের নিকট হাদীছ, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রের শিক্ষা এবং ইলমে মা'রিফতের দীক্ষা লাভ করেন। দীর্ঘকাল মক্কায় অবস্থান করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। পরে আবার মক্কা-মদীনা গমন করে আরো কয়েক বছর সেখানে অবস্থান করে বাড়ি ফিরে পবিত্র কুরআন-হাদীছ ও মারিফতের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৬। মাওলানা আব্দুল কাদের সিলেটী ঃ

তিনি মাওলানা ইদ্রিস সিলেটীর পুত্র ও একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি :

- رسالة در رد معقول در رد فرقة وهابية
- الفوائد القادرية في شرح العقائد النسفية
- الجوامع القادرية در عقائد أهل سنت
- الدر الأزهر شرح الفقه الأكبر .

১৭। কাজী গোলাম সুবহান ভাগলপুরী :

ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে তিনি বাংলার "কাযিউল কুযাত " এবং একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন।

১৮। মাওলানা ইমামুদ্দীন হাজীপুরী (ইন্তি. ১২৭৪ হি./১৮৫৭ খ্রি.)

তিনি শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.)–এর শাগরিদ ও শহীদে বালাকোট হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.)–এর খলীফা ছিলেন। পেশোয়ার জিহাদে অংশগ্রহণ করার পর তিনি নিজ জিলা নোয়াখালি এসে জীবনের বাকী অংশ সেখানে কুরআন-হাদীছের প্রচারে ব্যয় করেন। দ্বিতীয়বার হজ্জ করে ফেরার পথে তিনি আরব সাগরে ইন্তিকাল করেন। [২৩৪]

১৯। মাওলানা সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (ইন্তি. ১২৭৫ হি./ ১৮৫৮ খ্রি.)

তিনি কলকাতায় ইলমে শরীয়াত ও শহীদে বালাকোট হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.) এর নিকট ইলমে মারিফত শিক্ষা লাভ করে তাঁর নিকট থেকেই খিলাফত লাভ করে তাঁর সাথে পেশওয়ার জিহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং তার ভাই হাজী চান্দসহ তিনি গুরুতর আহত হন। বন্দুকের গুলি তাঁর হাঁটুর একদিকে ঢুকে অন্যদিকে ছেদ করে বেরিয়ে যায়। বালাকোটের জিহাদ শেষে ৬ মে ১৯৩১ তারিখে দেশে ফিরে তিনি ধর্ম প্রচার ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। [২৩৫] তিনি কলকাতা এলাকা ও

---

২৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৩

২৩৪. প্রাগুক্ত. পৃ ২০৪

২৩৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, (ঢাকা: ই. ফা. বা. ১৯৮৬), পৃ ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষত চট্টগ্রামে ইলমে হাদীছ চর্চা ও প্রচার করে তা জনপ্রিয় করে তোলেন। অতঃপর চট্টগ্রামের মিরসরাই থানার নিজামপুরে তিনি ১২৭৫ হিজরির ২৪ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১ নভেম্বর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ কার্তিক ১২৬৬ বাংলা রোজ সোমবার ইন্তিকাল করেন। এখানে মালিয়াশ গ্রামে তাঁর মাযার রয়েছে। [২৩৬] তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সূফী সাধক ও আশিকে রাসূল হযরত শাহ সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসি রাসূল নো'মা (র.) – এর পীর।

২০। মাওলানা আবুল হাসান (ইন্তি. ১২৮২ হি./১৮৬৫ খ্রি.) ঃ

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি চট্টগ্রামের চানগাঁও এলাকার ফরিদর পাড়ায় জন্মগ্রহণ করে ঢাকার মোহসিনিয়া মাদরাসা, অতঃপর কলকাতা আলিয়া মাদরাসা (১৭৮০ খ্রি.) থেকে উলা পাশ করে হিন্দুস্থানে আরো ৭ বছর হাদীছ–তাফসীরসহ আরো বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে এদেশে ইলমে হাদীছের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত আলিম ও উচ্চাঙ্গ মানের অলি ছিলেন। [২৩৭]

২১। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী র. (ইন্তি. ১২৯০ হি./ ১৮৭৩ খ্রি.) ঃ

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ১২১৫ হিজরি মোতাবেক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশীয় জৌনপুরের মোল্লাটোলা মহল্লায় সম্ভ্রান্ত এক সিদ্দীকী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২৩৮] পিতা ফার্সি ভাষার সুপণ্ডিত ও মুত্তাকী আবু ইবরাহীম শায়খ ইমাম বখশের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ইলমে হাদীছ মাওলানা আহমাদুল্লাহ আমানীর নিকট এবং ফিকহ , মানতিক, হিকমত ও অন্যান্য বিদ্যা মাওলানা সাখাওয়াত আলী জৌনপুরী, মাওলানা কুদরত উল্লাহ রুদলবী, মাওলানা আহমদ উল্লাহ উন্নাই ও মাওলানা আহমদ আলী চিরিয়াকোটির নিকট শিক্ষা লাভ করেন। [২৩৯] এ সময় তিনি বাহারী নামক স্থানীয় এক স্বর্ণকারের নিকট সামরিক শিক্ষাও লাভ করেন। [২৪০]

অতঃপর সৈয়দ আহমদ শহীদ (র.) ইসলাম প্রচারাভিযানে দিল্লী থেকে নিজ এলাকা তথা রায়বেরেলীতে আগমন করলে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) সেখানে গিয়ে ১৮১৯ সালে আঠার বছর বয়সে তাঁর নিকট থেকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাত্র আঠার দিনের সাহচর্যেই তিনি তাঁর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করে জৌনপুরে ফিরে এসে উত্তর ভারতে ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন-হাদীছ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এসময় তিনি জৌনপুরে 'হানাফিয়া' নামক একটি মাদরাসাও স্থাপন করেন। [২৪১]

---

২৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬

২৩৭. (ক) প্রাগুক্ত. পৃ ২৫৩
(খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত. পৃ ২০৫

২৩৮. (ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ,প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৩
(খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত. পৃ ২০৫

২৩৯. (ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৩
(খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত. পৃ ২০৫

২৪০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত. পৃ ২৫৩

২৪১. মাওলানা আব্দুল বাতিন , সীরাত–ই–মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী , (এলাহাবাদ :আসরারে করীমি প্রেস, ১৩৬৮ হি.), পৃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository

১৮২৬ সালে সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.) পাঞ্জাবের শিখযুদ্ধে রওয়ানা হলে মাওলানা জৌনপুরী তাঁর সাথে জিহাদে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেব তাঁকে অসির জিহাদের অনুমতি না দিয়ে বাংলাদেশে দ্বীন ইসলামের বাণী প্রচারের লক্ষ্যে বাক জিহাদ (ওয়াজ-নসীহত ও তর্ক বাহাস এবং ধর্মীয় রচনার মাধ্যমে মসির জিহাদ) পরিচালনার নির্দেশ দেন। [২৪২] তিনি মুর্শিদের এ নির্দেশ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। [২৪৩]

১৮২১ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদ (র.) হজ্জের উদ্দেশে মক্কার পথে কলকাতা আগমন করলে মাওলানা কারামত আলী (র.)ও তাঁর সাথে প্রথমবারের মতো বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন। তদবধি তিনি তিন/চারবার জৌনপুর থেকে নদীমাতৃক বাংলাদেশে আগমন করেন এবং একান্ন বছরের বেশি সময় ধরে (১৮২১-১৮৭৩ খ্রি.) কখনো বোট যোগে, আবার কখনো পদব্রজে এখানকার মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হিন্দুয়ানি ধ্যান-ধারণা ও রীতি–নীতি মুছে ইসলামী শরীয়াত , ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত থাকেন। মৌখিক প্রচার ও কর্মাভিযানের পাশাপাশি প্রয়োজনের তাগিদে তিনি বেদআতি আলিম–ফাযিল, শরীয়াত ভ্রষ্ট পীর–ফকীর, ফারায়েজী ও ওহাবীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উর্দু ও আরবী ভাষায় কয়েক ডজন পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি তাঁর আলিম–ফাযিল ভক্তদের নিয়ে প্রধানত বোটযোগেই প্রচারাভিযান করতেন। সে বোটগুলোই ছিল ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি ও মাদরাসা স্বরূপ, যাতে বসে তিনি তাঁর খাস শাগরিদ ও জনসাধারণকে কুরআন-হাদীছ শিক্ষা প্রদান করতেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী মাদরাসাও স্থাপন করেন। তিনি জৌনপুর থেকে শেষবার বাংলাদেশে আগমন করেন ১২৮০ হি./১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। এরপর আর দেশে ফিরে না গিয়ে এদেশে অবিরাম ধর্ম ও সমাজ সংস্কার মূলক কার্যাবলি পরিচালনার মধ্য দিয়ে ১২৯০ হিজরি মোতাবিক ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে তারিখে ৭৩ বছর বয়সে তিনি রংপুরে ইন্তিকাল করেন এবং স্থানীয় মুনশিপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে তিনি সমাধিস্থ হন। [২৪৪]

মাওলানা কারামত আলীর (র.) তাবলীগ নিছক কোন ব্যক্তিগত ধর্মীয় প্রয়াস নয়, বরং তা ছিল সুশৃংখল, সুপরিকল্পিত ও সুদূর প্রসারী একটি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন। তিনি একজন উত্তম সংগঠক ছিলেন। উক্ত অভিযান ও কর্মসূচীকে তরান্বিত করার উদ্দেশে তিনি উপযুক্ত লোকদের তালীম দিয়ে বাংলা-আসামের দিকে খলিফা নিয়োগ করতেন। এর পাশাপাশি তিনি তাঁর এ মিশনকে দৃঢ়তর করে তোলার লক্ষ্যে দেশের আনাচে-কানাচে বিস্তর ধর্মীয় সাহিত্যও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর বংশধর ও খলীফাগণ এ আন্দোলনকে অব্যাহত রাখেন। ফলে দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন-মানসিকতাও ধর্মীয় তথা সামাজিক রীতি-নীতি ও পোষাক-পরিচ্ছদে ইতিবাচক বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। [২৪৫]

---

২৪২. মাওলানা আব্দুল বাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭

২৪৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৪

২৪৪. (ক) প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৪

(খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত, পৃ ২০৫

২৪৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৪-২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ বলেন :

The most successful and celebrated missionaries, however, were Moulavis Karamat Ali, Zain-ul Abedin and an Arab, Sayyid Muhammad Jamal – ul- lail, whose preaching among the villages of Eastern Bengal has had the most momentous effects , not only by uniting under one banner the vast mejority of the middle and working classes, but also by arousing the intolerant spirit of Muhammadanism, which had lain dormant for nearly a century.[২৪৬]

ধর্মীয় ধ্যান–ধারনার দিক থেকে আল্লামা কারামত আলী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের অকুন্ঠ অনুসারী ও "তাকলীদপন্থী"। তবে তিনি ইমাম চতুষ্টয়ের বিধিবিধানের আওতায় ইজতিহাদেরও পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি চার ইমামের মধ্যে যে কোন একজনের তাকলীদ বা অনুসরণ করাকে অবশ্য কর্তব্য এবং পঞ্চম ইমামের তাকলীদকে অবৈধ বলে মত প্রকাশ করেন।[২৪৭] এক্ষেত্রে তিনি তাঁর মুরশিদ সৈয়দ আহমদ শহীদের মতবাদ থেকে কিছুটা দূরে সরে যান। সৈয়দ আহমদ শহীদ হানাফীপন্থী হলেও তিনি তাকলীদকে অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব) মনে করতেন না। তিনি প্রয়োজনে ইজতিহাদের পক্ষপাতী ছিলেন।[২৪৮]

মাওলানা কারামত আলী (র.)–এর হানাফী মতবাদ প্রচার ও 'তাকলীদ নীতি' শিক্ষাদানের ফলে বাংলাদেশে ওহাবী তথা আহলে হাদীছ আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি।[২৪৯]

বর্তমানে বাংলাদেশে যে ধর্মীয় চিন্তাধারা ও আচার - অনুষ্ঠান সাধারণ্যে প্রচালিত রয়েছে, তাতে অনেক ক্ষেত্রেই মাওলানা কারামত আলী (র.) এর সেই মিশনের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ফারায়েজীদের মতবাদের বিরোধিতা করে উপমহাদেশে জুমুআ ও দু'ঈদের সালাতকে অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করেন এবং তার প্রচার করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বহু বিতর্ক-বাহাছে লিপ্ত হন। বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাদেরকে খারিজী, রাফিজী, দাজ্জাল, বেদআতী ইত্যাদি নামে নামাংকিত করেন।[২৫০]

সৈয়দ আহমদ শহীদ (র.) ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দেই ভারতকে 'দারুল হারব' (শত্রুদেশ) বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে কলকাতা আলিয়ার প্রধান শিক্ষক মাওলানা ওজীহুল্লাহ, কলকাতার প্রধান কাজী ফজলুর রহমান, জিহাদ আন্দোলনের পাটনাস্থ খলীফা বিলায়াত আলী, ফারায়িজী নেতা হাজী দুদু মিয়া প্রমুখ সে ধারা জিইয়ে রাখার প্রয়াস পান। কিন্তু সৈয়দ আহমদ শহীদের (র.) খলীফা হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) পরবর্তী সময় তাঁর মুর্শিদের সেই রাজনৈতিক মতবাদকে উপমহাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেন। ১২৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি

---

২৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৫

২৪৭. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, কামিউল মুবতাদিঈন, (চব্বিশ পরগণা :ফুনূন প্রেস, ১২৮১ হি./১৮৬৪খ্রি.), পৃ ৪

২৪৮. ইসমাঈল শহীদ, সিরাত-ই-মুস্তাকীম, (দিল্লী : মুজতাবাই প্রেস, ১৩২৮ হি.), পৃ ৬৯

২৪৯. ড.মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৬

২৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ভারতকে 'দারুল হারব' আখ্যায়িত না করে 'দারুল ইসলাম' বলেই মত প্রকাশ করেন।[২৫১] ১৮৭০ সালে কলকাতায় নওয়াব আব্দুল লতীফ আয়োজিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির সভায় তিনি তাঁর এ মতেরই জোরালো প্রতিধ্বনি করেন।[২৫২]

মাওলানা কারামত আলী (র.) বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন। এর মধ্যে ৪টি আরবী এবং ৩৭টি ফার্সি ভাষায়। আরবী বইগুলো হচ্ছে ;

(১) ملخص (মুলাখখাস) : এটি ৩২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা, যাতে মীলাদ ও কিয়ামের বৈধতার সমর্থনে যুক্তি এবং সে সম্পর্কীত মক্কা ও মদীনার চার ইমামের ফতোয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) براهين قطعية في مولود خير البرية : ৮০ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাটিতে রাসূলে কারীম (সা.) এর জন্মলগ্নের ঘটনাবলি সম্পর্কে প্রামাণ্য যুক্তিসমূহ স্থান লাভ করেছে।

(৩) الدعوات المسنونة : ৭২ পৃষ্ঠার এ তৃতীয় পুস্তিকাটিতে হাদীছে উল্লেখিত দোয়া-দরূদ সমূহ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এটি আরবী ও উর্দু ভাষায় রচিত।

(৪) نسيم الحرمين (নাসীমুল হারামাইন) : এটি তাঁর যাবতীয় ধর্মীয় চিন্তাধারা, ফরায়েযী, ওহাবী তথা ভারতীয় আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা , দারুল হারব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। দু'শতাধিক পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ১২৭৭ হিজরি / ১৮৬০ সালে রচিত এবং জৌনপুরের আহমদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তবে কুমিল্লার ফানদাউক (পো: ফানদাউক) গ্রামের মাওলানা সুফিয়ান সিদ্দীকের নিকট এর একটি কপি রয়েছে। এর শেষের দিকে আনুমানিক ১০/১৫ পৃষ্ঠা ছেঁড়া বলে প্রকৃত পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। এতে ১৯৩ পৃষ্ঠা অক্ষত অবস্থায় আছে।[২৫৩] এছাড়া তিনি أنوار محمدي شرح شمائل ترمذي ও مشكوة المصابيح নামক হাদীছ গ্রন্থদ্বয়ের উর্দু অনুবাদ করেন। যা হাদীছ গ্রন্থসমূহের প্রাথমিক উর্দু অনুবাদ সমূহের অন্যতম ।[২৫৪] তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলি হচ্ছে ;

- ذخيرة كرامة (حصة أول)
- مكاشفات رحمة
- رسالة فيض عام
- تزكية العقائد
- حجت قاطعة
- نور الهدى
- كتاب الاستقامة

২৫১. (ক) মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী , নাসীমুল হারামাইন, (জৌনপুর: আহমদী প্রেস, ১২৭৭ হি./১৮৬০ খ্রি.), পৃ ১৭৬
(খ) ইতমিনানুল কুলুব, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫

২৫২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৬

২৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭

২৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

- زينة المصلى
- عقائد حقة (حصة دوم)
- القول الثابت
- قامع المبتدعة
- حق اليقين
- القول الأمين
- بيعت نامة (حصة سوم)
- مراد المريدين .
- القول الحق
- مرأة الحق
- اطمينان القلوب
- زاد التقوي
- رفيق السالكين
- مفتاح الجنة (بقية كتب)
- مخارج الحروف
- زينة القاري
- شرح جزري
- كوكب دري
- نور على نور
- راحت قلوب
- قوة الإيمان
- إحقاق الحق
- تنوير القلوب
- تزكية النسوان
- كرامة الحرمين في إزالة شبهة الفريقين .
- قرة العيون
- رسالة فيصلة

Dhaka University Institutional Repository

- عكازة المؤمنين بطرد المعاندين .
- فتح باب صبيان
- هداية الرافضين
- برهان الإخوان
- شرح شاطبي
- مصباح الظلام
- رد البدعة
- قوت روح
- سبيل الرشاد
- رسالة محمودية و غيره .[২৫৫]

তবে এদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল বাতিন তাঁর "সীরাতে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী" এর মধ্যে ৪১ টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। আর বাকীগুলোর নাম তাযকিরায়ে উলামায়ে হিন্দ (تذكرة علماء الهند) গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।[২৫৬]

বাস্তব কথা হলো এই যে, হাজী শরীয়াতুল্লাহ, মাওলানা ইমামুদ্দীন, সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী ও মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.)–এর প্রচেষ্টা না হলে শেষ যুগে বাংলা (বাংলাদেশ) থেকে ইসলামের নাম-নিশানাও হয়তোবা চিরতরে মুছে যেত। হিন্দুয়ানি শিরক ও কুফরি এবং নানারূপ বেদআত ও বে-দ্বীনি থেকে ইসলামকে মুক্ত করার ব্যাপারে তাঁদের অবদান সত্যিই বিরাট।[২৫৭] পরিশেষে نسيم الحرمين গ্রন্থ থেকে তাঁর আরবী রচনার সামান্য অংশ তুলে ধরছি, যা সমকালীন যুগে ইসলামের সপক্ষে তাঁর বিরাট খেদমতের নমুনা পেশ করছে ;

اعلم يا أخي أنه لا اختلاف في كون دار الحرب دار الإسلام . أما في كونه دار الإسلام دارحرب اختلاف بين قول الإمام و قول صاحبيه . والفقهاء كلهم مائلون إلى قول الإمام كما ستعرف من عباراتهم . منها ما قال في العالمغيرية في الباب الخامس من كتاب السير , اعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهار حكم الإسلام فيها . قال محمد رحـ . في الزيادات إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رحـ بشرائط ثلاث : أحدها إجراء احكام الكفار على سبيل الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام . والثاني أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل

২৫৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত, পৃ ২০৫-২০৬ (পাদটীকা)

২৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৬ (পাদটীকা)

২৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

بينهما بلدة عن بلاد الإسلام . والثالث : أن لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي أمنا بامانة الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه .[২৫৮]

অর্থাৎ , ভাইসব, মনে রাখুন: "দারুল হরব" (শত্রুদেশ) কখন "দারুল ইসলামে" (মুসলিম দেশে) পরিণত হয়, সে সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু "দারুল ইসলাম" কখন "দারুল হারবে" রূপান্তরিত হয়, সে বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (র.) ও তাঁর দু'শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে সকল ফিকাহবিদ একবাক্যে ইমাম আবু হানিফার (র.) মতাবলম্বী। ফকীহগণের ভাষ্য থেকে আপনারা বিষয়টি জানতে পারেন। "ফতোয়া-ই-আলমগীরি" গ্রন্থের জীবনচরিত অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে; একটি মাত্র শর্ত থাকলেই "দারুল হরব" "দারুল ইসলামে" পরিণত হয়। আর তা হলো-সে দেশে ইসলামী আদর্শের প্রবর্তন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর যিয়াদাত গ্রন্থে বলেন; ইমাম আবু হানিফার (র.) মতে, তিনটি শর্তে "দারুল ইসলাম" "দারুল হরবে" পরিণত হয়। যথা ঃ (১) প্রকাশ্যে কাফিরদের আইন–কানুন প্রবর্তিত হওয়া এবং তথায় ইসলামী আইন-কানুন বলবৎ না থাকা। (২) সে দেশটির অন্য দারুল হরবের সীমারেখার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া এবং দুদেশের মাঝখানে অন্য কোন মুসলিম দেশ না থাকা। (৩) সে দেশে কোন মুমিন বা যিম্মীর পক্ষে তার পূর্বেকার সেই নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করতে না পারা, যা কাফিরদের আধিপত্য লাভের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম দেশের মুসলমানেরা ইসলামের আইনানুসারে এবং যিম্মীরা মুসলমানদের অনুগত হওয়ার বদৌলতে ভোগ করে থাকে।[২৫৯]

২২। হাফেজ জামালুদ্দীন আহমদ (ইন্তি. ১৩০৩ হি./ ১৮৮৫ খ্রি.) ঃ

তিনি মুঙ্গের জেলার শেখপুরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি কলকাতায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানেই মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর নিকট হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে তা প্রচার করেন।

২৩ । মাওলানা হাবীবুল্লাহ সিলেটী, ঝিঙ্গাবাড়ি ঃ তিনি مظاهر حق প্রণেতা মাওলানা কুতুবুদ্দীন দেহলবীর শাগরিদ ছিলেন।

২৪। মাওলানা আরজান আলী সিলেটী

২৫। মাওলানা নজীফ আলী সিলেটী

২৬। মাওলানা মো : আব্দুল বারী খাঁ গাজী (ইন্তি. ১২৯৬ বাং/ ১৮৮৯ খ্রি.) ঃ

তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকীমপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন শেষে তিনি ১০/১২ বছর বয়সে সৈয়দ আহমদ শহীদ (র.) এর সাথে শিখ বিরোধী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রথমে লাহোরে জনৈক বিখ্যাত আলিমের নিকট জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ও পরে দিল্লীতে মিয়া সাহেব হযরত সৈয়দ নজীর হোসাইন দেহলবীর নিকট সিহাহ সিত্তার ছয় কিতাব ছয় বছরে নেহাত তাহকীকের সাথে অধ্যয়ন করে চব্বিশ পরগণা, যশোর, খুলনা ও নদীয়া

---

২৫৮. (ক) মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী , নাসীমুল হারামাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮
(খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭-২৫৮

২৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

জেলায় ইসলাম ও ইলমে হাদীছ প্রচারে আজীবন রত ছিলেন । সাথে সাথে ঈসাইয়্যাত ও শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকেন। তিনি সিহাহ সিত্তার এক একটি বিষয়ের সমস্ত হাদীছকে এক একটি হাদীছরূপে তারতীব দিয়ে এক একটি অতি মূল্যবান কিতাব লিখেছিলেন। কিন্তু পরে কিতাবটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত আলেম, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন তাঁরই পুত্র।[২৬০]

২৭। মাওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (ইন্তি. ১৩১৬ হি./ ১৮৯৮ খ্রি.) ঃ

তিনি ছিলেন মাওলানা কারামত জৌনপুরী (র.)–এর পুত্র । সারাজীবন তিনি বাংলাদেশে ইসলাম ও কুরআন–হাদীছ প্রচারে ব্যয় করে এদেশেই ইন্তিকাল করেন। ঢাকার চকবাজার মসজিদের দক্ষিণ পাশে তাঁর মাযার অবস্থিত ।[২৬১]

২৮। মাওলানা মোহাম্মদ মঙ্গলকোটি বর্ধমানী (ইন্তি. ১৩২৫ হি./ ১৯০৭ খ্রি.) ঃ

তিনি সৈয়দ নজীর হোসাইন ওরফে মিয়া সাহেবের নিকট ইলমে হাদীছ শিক্ষার্জন করে তিব্বি ব্যবসার সাথে সাথে অবসর সময়ে হাদীছ শিক্ষা দিতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর একাংশ কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় দান করলে পরে তা ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় স্থানান্তরিত হয়। এতে বহু দুস্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

২৯। মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ চাটগামী (ইন্তি. ১৩২৮হি./ ১৯১০ খ্রি.) ঃ

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম যুগে তিনি মাওলানা ইয়াকুব নানুতাবী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণের নিকট ইলমে হাদীছ এবং মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর নিকট ইলমে মারিফত শিক্ষা করেন। পরে দেশে এসে কিছুকাল চট্টগ্রাম শহরে টুপির ব্যবসা করেন। অতঃপর মাওলানা আব্দুল হামীদ সহ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় ১৩২০ হিজরি মোতাবিক ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাটহাজারিতে "মুঈনুল ইসলাম" নামে একটি কওমী মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রথমে মাদরাসাটিতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়া হলেও ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখানে সিহাহ সিত্তাহ পাঠদানের কার্যক্রম শুরু হয়। ইলমে হাদীছের খিদমতের কারণে পরে এটিকে অনেকে বাংলাদেশের "দারুল উলূম দেওবন্দ" নামে অভিহিত করেন। এদিকে ১৯০৯ সাল থেকে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় হাদীছের দরস দান শুরু হয়।[২৬২]

৩০। মাওলানা আব্দুল্লাহ রায়পুরী (ইন্তি. ১৩৩২ হি./১৯১৩ খ্রি.) ঃ

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীছ শিক্ষা করেন।

৩১। মাওলানা ওজীহুল্লাহ সন্দ্বীপি (ইন্তি. আনু. ১৯২০ খ্রি.)

তিনি নোয়াখালি জেলার সন্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করে পরে দারুল উলূম দেওবন্দে মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.)–এর একই সাথে শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর (র.) নিকট

---

২৬০. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৬-২০৭

২৬১. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৭

২৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৭-২০৮

Dhaka University Institutional Repository

হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেন ও পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে নোয়াখালি আহমদীয়া মাদরাসায় প্রথমে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর বাকী জীবন তিনি ওয়াজ-নসীহত করেই কাটান।

৩২। মাওলানা মোহাম্মদ হাসান ওরফে "মুহাদ্দিছ" সাহেব (ইন্তি. ১৩৩৯ হি./১৯২০ খ্রি.) ঃ

তিনি হাদীছসহ যাবতীয় ইলম মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীসহ মাজাহেরে উলূম মাদরাসায় আরো অন্যদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি দীর্ঘদিন চট্টগ্রামের মুহসেনিয়া মাদরাসায় হাদীছ শিক্ষা দান করেন। তিনি চট্টগ্রামের প্রথম মুহাদ্দিছ বলে কথিত বিধায় সাধারণত "মুহাদ্দিছ" সাহেব নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ নাজের, ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা আব্দুল হামীদ, মৌলবী খলিলুর রহমান ছিলেন তাঁর শাগরিদ।

৩৩। মাওলানা হাফেজ আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (ইন্তি. ১৩৩৯ হি./১৯২০ খ্রি.) ঃ

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর সুযোগ্য সন্তান তাঁর পিতার বাংলা সফরকালে ১২৮৩ হিজরিতে সন্দ্বীপে বোটের ওপর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা মাওলানা মোছলেহউদ্দীন ও মাওলানা হামেদ ভবানীগঞ্জ , মাধ্যমিক শিক্ষা মাওলানা নেজামুদ্দীন ও মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবীর নিকট, উচ্চ শিক্ষা মক্কা শরীফে ছৌলতীয়া মাদরাসার উস্তাদগণের নিকট এবং ইলমে হাদীছ মাওলানা আব্দুল হক এলাহাবাদী মুহাজিরে মাক্কীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর দীর্ঘ ৩৩ বছরকাল তিনি বাংলাদেশে কুরআন–হাদীছ শিক্ষা প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেন। তিনি ছোট বড় ১২১ টি কিতাব লিখেছেন। এর মধ্যে ১০টি হাদীছ সম্পর্কিত। [২৬৩]

৩৪। শামসুল উলামা নাজের হাসান (ইন্তি. ১৩৪২ হি./১৯২৩ খ্রি.) ঃ

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর নিকট ইলমে হাদীছ শিক্ষা লাভ করে প্রথমে মিরাটের অন্দরকোট ইসলামিয়া মাদরাসায় অতঃপর ভূপাল ও লক্ষ্ণৌর নদওয়াতুল উলামায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় সহকারি অধ্যাপক এবং ১৯১৫ সালে সাময়িকভাবে প্রধান অধ্যাপকের পদে কাজ করেন। অবসর গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীতে ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উভয় স্থানেই তিনি ইলমে হাদীছ শিক্ষাদানে রত ছিলেন। [২৬৪]

৩৫। মাওলানা আব্দুল হামীদ (ইন্তি. ১৩৪৬ হি./ ১৯২৭ খ্রি.)

৩৬। মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী (ইন্তি. ১৩৪৭ হি./ ১৯২৮ খ্রি.)

তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (র.) খলিফা ও বড় বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলমে হাদীছ শিক্ষা দিয়েছেন।

---

২৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২১০

২৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২১১

Dhaka University Institutional Repository

৩৭। মাওলানা ইবরাহীম পেশওয়ারী (ইন্তি. ১৩৪৯ হি./ ১৯৩০ খ্রি.) ঃ

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীছ শিক্ষা লাভ করে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট থেকে এর সনদ লাভ করেন। পরে ঢাকায় এসে চকবাজার মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদরাসা স্থাপন করে সেখানে ইলমে হাদীছ শিক্ষা দেন। মাওলানা দীন মুহাম্মদ খাঁ সহ বহু বড় বড় আলিম তাঁর শাগরিদ।

৩৮। মাওলানা আব্দুর রহমান (ইন্তি. ১৩৩৭ বাং/১৯৩০ খ্রি.)

৩৯। মাওলানা আহমদ আলী দুর্গাপুরী

৪০। মাওলানা মাজেদ আলী জৌনপুরী (ইন্তি. ১৩৫৫ হি./ ১৯৩৬ খ্রি.)

৪১। ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীক (র.) (১৮৪৮-১৯৩৯ খি.) ঃ

বাংলায় বিশেষত বাংলাদেশে ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টিকারী ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর ৩০ তম বংশধর ফুরফুরার পীর শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দীকী (র.) ১৮৪৮ সালে হুগলি জেলার বালিয়া বাসন্তী (বর্তমানে ফুরফুরা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নয়মাসের মাথায় পিতৃহীন হয়ে মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের (র.) বিশিষ্ট খলিফা হাফিজ জামাল উদ্দীনের নিকট হাদীছ , তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে। [২৬৫] কলকাতা বড় মসজিদের (নাখোদা মসজিদ) ইমাম মাওলানা বেলায়েত হুসাইন সাহেবের নিকট তিনি মান্তিক ও হিকমত ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে জীবনের মাত্র ২৩ বছর বয়সে বিবিধ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তিনি মদীনা শরীফ গমন করে ইলমে হাদীছে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং রওযা মুবারক এর খাদিম বিখ্যাত আলিম শাইখ আদ-দালাইল আমীন রিওয়ান এর নিকট থেকে ৪০টি হাদীছ গ্রন্থের সনদ লাভ করেন। [২৬৬] উক্ত হাদীছ গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নে উপস্থাপিত হলো ;

- صحيح البخاري
- الصحيح لمسلم
- سنن أبي داود
- جامع الترمذي
- سنن النسائي

---

২৬৫. (ক) অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম, "মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (র.)" , আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০৪), পৃ ৪৪৪

(খ) মহসিন হোসাইন , "শাহ সূফী আবূ বকর সিদ্দিকী (র.)," আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৪), পৃ ৪৫৬

(গ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, "ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র.)", বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও কতিপয় পীর মাশায়েখ, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৫) , পৃ ৬৫

(ঘ) ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবূ বকর সিদ্দীকী (র.), (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৪), পৃ ৩-৫

২৬৬. (ক) অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত , পৃ ৪৪৪

(খ) মহসিন হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৬

(গ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯

(ঘ) দিওয়ান মুহাম্মদ ইবরাহীম তর্কবাগীশ, হাকীকতে ইনসানিয়াত, ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দীক, (ঢাকা : ইউনিভার্সেল প্রেস, ১৯৭৮), পৃ ১০-১১

(ঙ) ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ৫

Dhaka University Institutional Repository

- سنن ابن ماجة
- الموطا للإما م مالك
- مسند الإمام أبي حنيفة
- مسند الإمام الشافعى
- مسند الإمام أحمد
- مسند الدارمي
- مسند أبي داود الطيالسي
- مسند عبد بن حميد
- مسند حارث بن اليمامة
- مسند البزار
- مسند أبي يعلى الموصلى
- الصحيح لابن حبان
- الصحيح لابن خزيمة
- مصنف عبد الرزاق
- مشكوة الأنوار للشيخ الأكبر
- سنن أبي مسلم كاشي
- مسند سعيد بن منصور
- مصنف ابن أبي شيبة
- سنن البيهقي الكبرى
- تاريخ ابن عساكر
- تاريخ يحيى بن معين
- الشفاء للقاضى عياض
- شرح السنة للبغوي
- الزهد والرقائق لابن المبارك
- نوادر الأصول الحكيم الترمذي
- كتاب الدعاء للطبراني
- أقصى العلم والعمل للخطيب
- مستخرج اسمعيل على صحيح البخاري
- المستدرك للحاكم
- الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا

Dhaka University Institutional Repository

- مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم
- حلية الأولياء لابي نعيم
- زياد المسلسلة لجلال الدين السيوطي
- الدرية الطاهرة
- عمل اليوم والليلة لابن السني [২৬৭]

এর মধ্যে ২০টির সনদ তিনি তাঁর মেঝপুত্র মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ ওজীহুদ্দীনকে দিয়ে যান। এরপর দেশে ফিরে একাদিক্রমে ১৮ বছর তিনি ইলমে হাদীছের ওপর ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। [২৬৮]

ইলমে জাহিরে কামালিয়াত অর্জনের পর তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পীর কুতবুল ইরশাদ সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (র.)–এর সুযোগ্য খলীফা হযরত মাওলানা শাহ সূফী ফাতেহ আলী ওয়ায়েসী (র.) এর নিকট মুরীদ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছরের কঠোর রিয়াযত ও সাধনার পর কাদরিয়া , চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া ও মুহাম্মদীয়া তরীকাসহ ইলমে তাসাউফের সামগ্রিক জ্ঞানে কামালিয়াত অর্জন করে বেলায়াত ও তাঁর নিকট থেকেই খিলাফত লাভ করেন।[২৬৯] খিলাফত দানকালে পীর সূফী ফতেহ আলী (র.) তাকে বলেন; "বাবা আবু বকর! তুমি মুহিউস সুন্নাহ ও আমীরুশ শরীয়ত হবে। [২৭০] পীরের সে কথা পরে অক্ষরে অক্ষরে ফলপ্রসূ হয়েছিল। উল্লেখ্য , বাদশাহ আলমগীরের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক লুটকালে বুখারী শরীফের হস্তলিখিত একটি কপি সূফী ফতেহ আলী (র.) ১০০ টাকায় ক্রয় করে আনেন ও পরে তা আবু বকর সিদ্দীক (র.) কে দিয়ে যান। পরে এটিও তিনি তার পূর্বোক্ত মেজ পুত্রকে দিয়ে যান। ইলমে জাহির ও বাতিনে পূর্ণ কামালিয়াত অর্জনের পর তিনি সক্রিয়ভাবে ইসলাম প্রচার তথা কুরআন–হাদীছ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিরলস সাধনায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশকৃত যাবতীয় কুসংস্কার,অপসংস্কৃতি, শিরক–বিদআত, কুপ্রথা বহুলাংশে দূরীভূত হয়। [২৭১] এই লক্ষ্যে তিনি এদেশে ৮০০ মাদরাসা, ১১০০ মসজিদ , নিজ গ্রামে একটি করে ওল্ডস্কীম ও নিউস্কীম ও দাওরা হাদীছ মাদরাসা এবং একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বহু সংখ্যক পত্র পত্রিকা প্রকাশ করেন। [২৭২] মূলত দেশের অধিকাংশ বিখ্যাত মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে কোন না কোন ভাবে তাঁর অবদান রয়েছে। [২৭৩]

---

২৬৭. (ক) দিওয়ান মুহাম্মদ ইবরাহীম তর্কবাগীশ, হাকীকাতে ইনসানিয়াত, (ঢাকা: ইউনিভার্সেল প্রেস, ১৯৭৮), ২য় সংস্করণ, পৃ ৩০০ – ৩০১
(খ) ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ৬

২৬৮. (ক) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭০
(খ) ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ৬

২৬৯. (ক) ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ৬
(খ) মহসিন হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৭

২৭০. মহসিন হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৭

২৭১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৭

২৭২. (ক) অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইউম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪৮
(খ) মহসিন হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৭
(গ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী , প্রাগুক্ত, পৃ ৭১
(ঘ) ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ৯

২৭৩. অধ্যাপক, হাসান আব্দুল কাইউম , প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরই উৎসাহে মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এমন প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়, যা এখনো ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। তাঁর উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত প্রায় ৪০টির মধ্যে কিছু পত্র-পত্রিকার নাম নিম্নরূপ; মিহির, সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, মুসলিম হিতৈষী, নবনূর, ইসলাম দর্শন, হানাফী, মোহাম্মদী, শরীয়তে ইসলাম, ছুন্নাতুল জামায়াত , হেদায়েত, ছোলতান, মোছলেম ইত্যাদি।[২৭৪]

সাথে সাথে তাঁর অনুমোদনক্রমে অথবা তাঁর নির্দেশে লিখিত পুস্তকের সংখ্যাও হবে দু'সহস্রাধিক।[২৭৫] তাঁর সুযোগ্য খলীফা আল্লামা বুহুল আমীন একাই প্রায় ১৩৫ খানা পুস্তকের রচয়িতা। তাঁর নির্দেশে লিখিত বা অনুমোদনপ্রাপ্ত কয়েকটি পুস্তকের নাম নিম্নরূপ; আকায়েদে ইসলাম, এলমে তাসাউফ, ছিরাজুছ ছালেকীন, পীর-মুরীদতত্ত্ব, বাতেল দলের মতামত, নসীহত-এ-সিদ্দীকিয়া , ফাতাওয়ায়ে সিদ্দীকিয়া, তা'লীমে তরীকত , এরশাদ এ সিদ্দীকি। এছাড়া তিনি নিজেও ছিলেন একজন সুলেখক ও সাহিত্যিক । পত্র–পত্রিকায় তাঁর বহু বিবৃতি , কিছু প্রবন্ধ ও লিখিত ভাষণ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত তারীখুল ইসলাম, কাওলুল হক এবং অসিয়্যত নামা প্রকাশিত হলেও আল আদিল্লাতুল মুহাম্মাদিয়া নামক আরবী কিতাব খানা প্রকাশিত হয়নি।[২৭৬]

তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদে যামান তথা সমকালীন সংস্কারক। তিনি পেশাদার মুহাদ্দিছ না হলেও বা প্রতিষ্ঠানিকভাবে কোথাও শাইখুল হাদীছ রূপে নিয়োজিত না থাকলেও তিনি ছিলেন প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর। হাজার হাজার মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, ফকীহ , আদীব তৈরি হয়েছে তাঁর হাত ধরে। তাঁর পরশে এসে কোটি কোটি মানুষ , শরীয়াত , তরীকত, হাকীকত ও মারিফতের তথা ইলমে তাসাউফের শিক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে পূতঃপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন মানুষে পরিণত হয়েছেন। ইন্তিকালের সময় তিনি কোটি কোটি মুরীদ মু'তাকিদ , প্রায় ৭০০ খলীফা এবং অসংখ্য ভক্ত রেখে গেছেন। তাঁর পাঁচ পুত্রসহ অন্যরা তাঁর এ শিক্ষাকে আরো বেগবান করেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম নিম্নরপ; মাওলানা বুহুল আমীন, ছারছীনার পীর শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ, বহু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ , মাওলানা আহমদ আলী ইনায়েতপুরী, মাওলানা সদরুদ্দীন, প্রফেসর মাওলানা আব্দুল খালেক, মাওলানা শাহ ইয়াসীন, মাওলানা হাফেজ বশীরুদ্দীন, মাওলানা তোয়াজউদ্দীন প্রমুখ। এদের বংশধরগণ তাঁর রেখে যাওয়া মিশনকে বাঁচিয়ে রেখে চলছেন।[২৭৭] উপমহাদেশের রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর অতীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এমনি বহুবিধ সংস্কারমূলক কার্যাবলির জন্যে মুজাদ্দিদে আলফে ছালিছ মাহিয়ে বিদআত ও মুহিয়ে সুন্নাত হিসেবে অভিহিত এ মহান বুযুর্গ ১৯৩৯ ঈসায়ী সনে ইন্তিকাল করেন।[২৭৮]

৪২। মাওলানা জমীর উদ্দীন চাটগামী (ইন্তি. ১৩৫৯ হি. /১৯৪০ খ্রি.)

৪৩। মাওলানা মোহাম্মদ তাহের সিলেটী (ইন্তি. ১৩৫৯ হি. / ১৯৪০ খ্রি.)

---

২৭৪. (ক) ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ২২
(খ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী , প্রাগুক্ত, পৃ ৭১

২৭৫. ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯

২৭৬. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১

২৭৭. মহাসিন হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ , ৪৫৮-৪৫৯

২৭৮. ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ৮ ও ১১

Dhaka University Institutional Repository

৪৪। মাওলানা মোহাম্মদ আলী (ইন্তি. ১৩৬১ হি./১৯৪২ খ্রি.)

৪৫। মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (ইন্তি. ১৩৬১ হি./ ১৯৪২ খ্রি.)

৪৬। আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটী (র.) (১৮৯২/৮২ -১৯৪৫ খ্রি.) ঃ

ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর (র.) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা আল্লামা রুহুল আমীন ১২৮৯ বাংলা ১৮৮২ মতান্তরে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ১৩০২ হিজরি সনে চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার টাকী নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। [২৭৯]

নিতান্ত গরীব ঘরের অত্যন্ত মেধাবী সন্তান রুহুল আমীন স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বিভিন্ন জনের সহযোগিতায় কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে সকল শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। এমনকি জামাতে উলা পরীক্ষায় তিনি সমগ্র বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর "মোসলেম" পত্রিকার মন্তব্য ছিল এরকম; বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে বাংলার মুসলমানদের জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটির বেশি ফজলুল হক এবং কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা হইতে একটির বেশি রুহুল আমীন সৃষ্টি হয় নাই। [২৮০] এখানে তিনি ইলমে কিরাতেও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

অতঃপর আধ্যাত্মিক শিক্ষায় তিনি প্রথমত ফুরফুরার জনাব মাওলানা গোলাম সালমানীর নিকট এবং তাঁর ইন্তিকালের পর ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবু বকর সিদ্দীক (র.) এর নিকট থেকে চার তরীকায় কামালিয়াত লাভ করে তাঁর নিকট থেকেই খিলাফত লাভ করেন। মুজাদ্দিদে যামান একবার বলেছিলেন, ; "আমার খান্দানে ইলমে লাদুন্নীর ফায়েজ আছে, আমি উহা মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবকে দিয়েছি।" [২৮১] তাঁর পীর তাঁকে 'ইমাম" ও "আল্লামা –ই–বাঙ্গাল" উপাধী দিয়েছিলেন। তিনি নিজ গ্রামে একটি ইয়াতিম খানা ও একটি ওল্ডস্কীম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি পীরের নির্দেশে ইসলাম তথা কুরআন–হাদীছ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। পুস্তক রচনা, সাংবাদিকতা, ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে চল্লিশ বছর তিনি তাঁর হেদায়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। স্বীয় শায়খের নির্দেশে বিভিন্ন প্রয়োজনে ইসলাম ও ইসলামী আকীদা বিরোধী শক্তির জবাব, বাতিল পন্থীদের আকীদা ও যুক্তি খণ্ডন ইত্যাদি উপলক্ষে তিনি ১৬১টি গ্রন্থ রচনা করেন , যার ১২৩ টি প্রকাশিত ও ৩৮টি আজো অপ্রকাশিত। [২৮২] তাঁর রচিত পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ১২,৩৮৩ । [২৮৩] নিজ বাড়িতে স্থাপিত তার ব্যক্তিগত পাঠাগারে নিজ সংগ্রহের বই সংখ্যা ছিল ২৫,০০০। [২৮৪] তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কিছু বইয়ের নাম

---

২৭৯. (ক) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, মাওলানা রুহুল আমীন– জীবন ও কর্ম, (ঢাকা : ই.ফা. বা. ২০০৫), পৃ ১৫
(খ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী , প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪
(গ) মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, মাওলানা রুহুল আমীন আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম , প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬০

২৮০. (ক) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৭
(খ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী , প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪-৭৫
(গ) মাওলানা মুহাম্মদ সালমান , প্রাগুক্ত, পৃ ৩১-৩২

২৮১. মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১-৩২

২৮২. প্রাগুক্ত , প্রকাশকের কথা

২৮৩. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান , প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫

২৮৪. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নরূপ: মযহাব মীমাংসা, ছায়েকাতুল মোসলেমীন, দাফিউল মুফসেদীন, ফেরকাতুন নাজীন, কেয়াসের অকাট্য দলীল, নাছরোল মোজতাহেদীন ১ম, ২য়, ৩য় খন্ড-এই আটটি কিতাব তিনি মাত্র দেড় মাসে রচনা করেন। এছাড়া সমকালীন যুগে মাওলানা আকরম খাঁর কুরআনের ভুল তরজমা ও তাফসীর, খ্রিস্টান পন্থীদের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র, শিয়া ও কাদিয়ানিদের চক্রান্তের মোকাবেলায় শক্তিশালি লেখনি দিয়ে তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন। যেমন: রদ্দে শিয়া, রদ্দে কাদিয়ানী –তাঁর এ ধরনের দুটো গ্রন্থ। একাধারে বাগ্মী, মুহাদ্দিছ, ফকীহ, মুবাহিছ, লেখক ও সাংবাদিক এই মনীষী ২ নভেম্বর ১৯৪৫ খ্রি. ১৬ কার্তিক ১৩৫২ বাংলা তারিখে ইন্তিকাল করেন। [২৮৫] তাঁর আরো কতিপয় গ্রন্থ যথা; তারদীদুল মুবতিলীন, ইবতালুল বাতিল, গ্রামে জুমআ, ইসলাম ও সঙ্গীত, ইসলাম ও বিজ্ঞান , ইসলাম ও পর্দা, খতম ও যিয়ারত ইত্যাদি।

৪৭। মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম (ইন্তি. ১৩৬৪হি./১৯৪৫ খ্রি.)

৪৮। মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ (ইন্তি. ১৩৬৪ হি./১৬৪৫)

৪৯। মাওলানা মোহাম্মদ হুহুল উছমানী (ইন্তি . ১৯৪৮ ইং)

৫০। হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ জহুরুল হক (ইন্তি. ১৩৬৬ হি./ ১৯৪৬ খ্রি.)

৫১। শামসুল উলামা মাওলানা ইয়াহইয়া হাইছামী (ইন্তি. ১৩৭০ হি./ ১৯৫১ খ্রি.)

৫২। মাওলানা নেছারউদ্দীন আহমাদ (র.) (১৮৭৩-১৯৫২ খ্রি.) ঃ

ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে যামান হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী (র.) এর অন্যতম প্রধান খলিফা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমাদ (র.) বাংলা ১২৭৯ মোতাবিক ১৮৭২ /৭৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল জেলার (বর্তমান পিরোজপুর) নেছারাবাদ থানাধীন (সাবেক স্বরূপকাঠি) ছারছীনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে নিজ গ্রামেই বাল্য শিক্ষা শেষ করেন। কিন্তু মাত্র ১৪ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে তিনি মাতার তত্ত্বাবধানে প্রথমে মাদারীপুরের এক মাদরাসায় পরে ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদরাসায় মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। পরে হুগলি মাদরাসায়ও কিছুদিন তিনি পড়াশুনা করে কুরআন, হাদীছ ,তাফসীর , ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। [২৮৬] কলিকাতা মাদরাসায় অধ্যয়নকালেই তিনি ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামান (র.) এর হাতে বাইয়্যাত গ্রহণ করে ইলমে মারিফাতে কামালিয়াত অর্জন করে খিলাফত লাভ করেন। [২৮৭]

---

২৮৫. (ক) প্রাগুক্ত , পৃ ৭৭
(খ) মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৩

২৮৬. (ক) ড.এ.এফ.এম. আনওয়ারুল হক, শাহসূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.): একটি জীবন একটি আদর্শ, (ছারছীনা : মুসলিম স্টোর , ২০০৫), পৃ ৩৮
(খ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, "মাওলানা নিছার উদ্দীন আহমদ" , বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮-৭৯
(গ) আহমদ আবুল কালাম, "নিছারুদ্দীন আহমদ (র.) , "আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম" , প্রাগুক্ত, পৃ ৩১২-৩১৩
(ঘ) শাহজাহান তালুকদার , নিছারুদ্দীন আহমদ (র.) "আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম", প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৫-৩০৬

২৮৭. (ক) ড.এ.এফ,এম. আনওয়ারুল হক. , প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫-৭৮
(খ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত , পৃ ৭৯
(গ) আহমদ আবুল কালাম, প্রাগুক্ত, ৩১৪-৩২৪
(ঘ) শাহজাহান তালুকদার , প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৬

Dhaka University Institutional Repository

এরপর স্বীয় পীরের নির্দেশে তিনি হেদায়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন–হাদীছের জ্ঞান প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি ওয়াজ-নসীহত, তরীকতের তা'লীম , মাদরাসা , মসজিদ-খানকা প্রতিষ্ঠা , বই-পুস্তক ও পত্র –পত্রিকা প্রকাশনা ইত্যাদি বহুমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে এদেশে সমকালীন একজন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক হিসেবে আবির্ভূত হন। নিজ বাড়িতে ১৯১২ সালে প্রথমে একটি কেরাতিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করে এটিকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইলমে হাদীছ চর্চার নিমিত্তে একটি আবাসিক আলিয়া মাদরাসায় রূপান্তরিত করে ১৯৩৮ সালে একে কামিল পর্যায়ে উন্নীত করেন। ১৯৩৯ সালে তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর জনাব মাওলা বখশের নিকট উক্ত কামিল মঞ্জুরীর আবেদন করে পরে ১৯৪২ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে . ফজলুল হকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এটি কলকাতা আলিয়ার পর অবিভক্ত বাংলা তথা বাংলাদেশের প্রথম কামিল মাদরাসা হিসেবে মঞ্জুরী লাভ করে। তাঁর প্রচেষ্টায় আনিত দেশি–বিদেশি মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক এদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় মাদরাসাটি অতুলনীয় অবদান রাখে।[২৮৮] স্বরচিত এবং তাঁর আদেশ ও যত্নে রচিত বিখ্যাত পত্র–পুস্তকগুলো হচ্ছে : পাক্ষিক তাবলীগ, তরিকুল ইসলাম, ফতোয়ায়ে ছিদ্দীকিয়া, তা'লীমে মারেফত, আলজুমা, মাসায়েলে আরবাআ, নারী ও পরদা, দাঁড়ি ও ধুমপান, মাজহাব ও তাকলীদ ইত্যাদি। এবংবিধ কার্যাবলি ও দেশের গোঁসায় গোঁসায় ওয়াজ–নসীহত ও মাদরাসা–মসজিদ-খানকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রচলিত হিন্দুয়ানী কৃষ্টি-কালচার দূরিভূত করে এদেশে ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে ৩১ জানুয়ারী ১৯৫২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। অতঃপর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র.) ও তার খলীফা-মুরীদগণ তাঁর রেখে যাওয়া এ মিশনকে আরো বেগবান করেন। বর্তমানেও তা অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে আরো দুর্বার গতিতে।

৫৩। মাওলানা আব্দুস সামাদ (ইন্তি. ১৩৭১হি./১৯৫২খ্রি.)

৫৪। মাওলানা নজীরুদ্দীন (ইন্তি.১৩৭২ হি./ ১৯৫৩ খ্রি.)

৫৫। মাওলানা হাবীবুর রহমান (ইন্তি. ১৩৭২ হি./ ১৯৫৩ খ্রি.)ঃ

তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ফুনূনাত, ইলমে তিব্ব ও ইলমে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দশ বছরকাল ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন।

৫৬। মাওলানা আব্দুল আউয়াল (ইন্তি.১৩৭৫ হি./ ১৯৫৫ খ্রি.)ঃ

কুমিল্লার লাকসামে জন্মগ্রহণকারী এই মুহাদ্দিছ চট্টগ্রামের দারুল উলূম মাদরাসা থেকে উলা এবং কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে টাইটেলে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর তিনি প্রথমে কুমিল্লার গাজীমুড়া মাদরাসা এবং চট্টগ্রামের দারুল উলূমে হাদীছ শিক্ষা দেন ও পরে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় দীর্ঘদিন শায়খুল হাদীছ হিসেবে ইলমে হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি একজন

---

২৮৮. (ক) ড. এ.এফ.এম. আনওয়ারুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯-১০৮
(খ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী , প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯
(গ) শাহজাহান তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

অসাধারণ মেধা সম্পন্ন ও জবরদস্ত আলিম ছিলেন। জীবনে তিনি কখনো দ্বিতীয় হননি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি অতি অল্প বয়সেই ইন্তিকাল করেন।[২৮৯]

৫৭। মাওলানা সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপি (ইন্তি. ১৩৭৫ হি. / ১৯৫৫ খ্রি.) ঃ

তিনি ৪০ বছর হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম কওমী মাদরাসার শায়খুল হাদীছ ছিলেন।

৫৮। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (ইন্তি. ১৩৭৭ হি. / ১৯৫৭ খ্রি.) ঃ

তিনি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) এর ছাত্র এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন।

৫৯। মাওলানা ফজলুল করীম (ইন্তি. ১৩৭৮ হি./ ১৯৫৮ খ্রি.)ঃ

তিনিও আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) এর ছাত্র এবং নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসার খাদেমুল হাদীছ ছিলেন।

৬০। হাকীম মাওলানা আব্দুল লতীফ (ইন্তি. ১৩৭৮ হি. / ১৯৫৮ খ্রি.)

তিনি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে ফাযিল পাশ ও রামপুরে হাদীছ অধ্যয়ন করে প্রায় ১২ বছর ছারছীনা আলিয়ায় হাদীছ, তাফসীর ও আদব শিক্ষা দেন।[২৯০]

৬১। মাওলানা আমীনুল্লাহ বাবুনগরী (ইন্তি. ১৩৭৯ হি./ ১৯৫৯ খ্রি.)ঃ

তিনি চট্টগ্রামের বাবু নগরস্থ আযীযুল উলূম মাদরাসার শায়খুল হাদীছ ছিলেন।

৬২। মুফতী মুহাম্মদ আজিজুল হক (ইন্তি. ১৩৮০ হি./ ১৯৬০ খ্রি.)ঃ

তিনি পটিয়া কাসেমুল উলূম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও হাদীছের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছে ;

- الاعتدال
- خير الزاد
- نعم العروض
- مقالات حكمة
- اعتكاف چهل روزة .

৬৩। মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান (ইন্তি. ১৩৮০ হি./১৯৬০ খ্রি.) ঃ

তিনি কলিকাতা আলিয়ায় তিরমিযী শরীফ পড়াতেন।

৬৪। মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক উল্লাহ (ইন্তি. ১৩৮১ হি./১৯৬১ খ্রি.)

তিনিও নোয়াখালি ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসায় হাদীছ শিক্ষা দিতেন।

---

২৮৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮

২৯০. মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। মাওলানা সূফী ওছমান গনি (ইন্তি. ১৩৮২ হি. / ১৯৬২ খ্রি.) ঃ

তিনি প্রথমে ৬ বছর ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদরাসায়, অতঃপর কলকাতা আলিয়ায় ও পরে স্থানান্তরিত ঢাকা আলিয়ায় হাদীছ শিক্ষা দেন।

৬৬। মাওলানা আলী আহমদ কদূরখিলী (ইন্তি. ১৩৮২ হি./ ১৯৬২ খ্রি.) ঃ

তিনি জিরী , সরফভাটা , চট্টগ্রাম মাজাহেরুল উলূম ও পটিয়া জমিরিয়া কাসেমূল উলূম চারিয়া মাদরাসায় হাদীছ শিক্ষা দেন।

তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থাবলি হচ্ছে ;

- فيوض السادات
- قصيدة بدء الأمالي
- هدية المجتبى
- الانكشاف في حل تفسير الكشاف
- مثلثات قطرب
- حيوة عزيز [২৯১]

৬৭। মাওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী (ইন্তি. ১৩৮৩ হি./১৯৬৩ খ্রি.) ঃ

তিনি দিল্লীর দারুল হাদীছ মাদরাসা, ঢাকার বেরাইদে নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ও পরে ঢাকা আলিয়ায় হাদীছের দরস দেন।

৬৮। মাওলানা ফজলুর রহমান (ইন্তি. ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.)ঃ

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমীর (র.) মিশকাতের উস্তাদ বিখ্যাত এই মুহাদ্দিছ দারুল উলূম চট্টগ্রামে ৪৬ বছর ও পরে পটিয়া জমিরিয়া কাসেমূল উলূম মাদরাসায় হাদীছের দরস দেন।

৬৯। মাওলানা আলী আ'জম (ইন্তি. ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.) ঃ

তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ও পরে ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় হাদীছের ইবনে মাজাহ শরীফ পড়াতেন। [২৯২]

৭০। মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র.) (১৯০০-১৯৭২ খ্রি.) ঃ

তিনি ১২ জানুয়ারি ১৯০০ তারিখে তৎকালীন নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার সিলেনিয়া এলাকার নিজামপুর বা নেয়াজপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত এক শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। [২৯৩] তিনি প্রথমে

---

২৯১. প্রাগুক্ত, পৃ ২২১

২৯২. প্রাগুক্ত, পৃ ২২২

২৯৩. ক) নূর মোহাম্মদ আ'জমী, আমার জীবন, (ফেনী, ১৯৭৩), পৃ ২
খ) ড.মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮
গ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

পিতার নিকট, পরে গ্রামের এক নৈশ বিদ্যালয়, ফেনীর আযীযিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রামের আবুরহাট মাদরাসা, দারুল উলূম মাদরাসায় বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর বালু চৌমুহনী মাদরাসা, ফেনী আলিয়া মাদরাসায় ১৫ বছর (১৯২৮ - ১৯৪৩) শিক্ষকতা ও কলকাতা আলিয়া মাদরাসার লাইব্রেরীতে ২ বছর (১৯৪৫ - ১৯৪৬) চাকরি করেন। এখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের বই-পুস্তক বিশেষত কুরআন,হাদীছ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যায়ন করেন। তিনি বহু যোগ্য আলিম তৈরি করে গেছেন। [২৯৪]

তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত সূফী সাধক মাওলানা জমীরুদ্দীন (র.) এর নিকট থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দীক্ষা লাভ করেন। [২৯৫] শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.) এর জীবনাদর্শে তিনি ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। [২৯৬] তিনি ছিলেন একজন তাত্ত্বিক, যুক্তিপূর্ণ ও নিশ্ছিদ্র পাঠক, গবেষক ও লেখক। এজন্য মওলানা আকরম খাঁ তাঁকে **"প্রাচ্য বিদ্যাভাণ্ডারের জীবন্ত বিশ্বকোষ"** বলে অভিহিত করেছেন। [২৯৭] মেশকাত শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস ইলমে হাদীছ চর্চা ও গবেষণায় তাঁর অমর কীর্তি যুগ যুগ ঘোষণা করবে। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.), কলকাতা আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ, সিলেট আলিয়ার সাবেক অধ্যক্ষ বাহরুল উলূম মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন, বহু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শান্তি নিকেতন বিশ্ব ভারতীয় আরবী ইসলামী বিষয়ের সাবেক নিযাম অধ্যাপক আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন এম.এ., মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা ও জগন্নাথ কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শায়খ শরফুদ্দীন, সিলেট গাছবাড়ি আলিয়ার হেড মাওলানা ও প্রধান মুহাদ্দিছ মাওলানা শফীকুল হক প্রমুখ তাঁর **"হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস"** গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং হাদীছের ওপর বাংলা, আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় এমন গ্রন্থ বিরল বলে মত দিয়েছেন এক বাক্যে সবাই। [২৯৮] গ্রন্থটির শেষ দিকে সেকালে শিক্ষাদানরত দু'শতাধিক বাংলা ভাষাভাষী বাংলাদেশি মুহাদ্দিছ – এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। যারা সিহাহ সিত্তার কোন না কোন কিতাব শিক্ষা দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে অর্ধশতাধিক মুহাদ্দিছেরই হাদীছ বিষয়ে বাংলা, আরবী বা উর্দুতে কিছু না কিছু রচনা রয়েছে।

হাদীছের পরিচিতি ও গোড়ার কথা এবং হাদীছের পরিভাষা থেকে শুরু করে বাংলা ভারতে ইলমে হাদীছে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের জীবনী এবং বিখ্যাত মাদরাসা পরিচিতি পর্যন্ত কোন কিছুই তাঁর গ্রন্থে বাদ পড়েনি। এছাড়া تاريخ فنون التفسير তাঁর আরেকটি কালজয়ী গ্রন্থ। যাতে সাড়ে নয়শ তাফসীর গ্রন্থের নাম উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত বাংলা-আরবী-উর্দু ভাষায় তাঁর আরো বহু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। দৈনিক আজাদ, নবযুগ, মাসিক মোহাম্মদী, মাহে নও মাদীনা, পৃথিবী, ইসলামী পত্রিকা দিশারী, মিনার,

---

২৯৪. ক) নূর মোহাম্মদ আ'জমী, আমার জীবন , প্রাগুক্ত, পৃ ৩ - ৫
খ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫- ১২১
গ) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮

২৯৫. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬

২৯৬. ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৯
খ) নূর মোহাম্মদ আ'জমী, আমার জীবন , প্রাগুক্ত, পৃ ৭
গ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩

২৯৭. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, প্রাগুক্ত, পৃ ১২০ - ১২১

২৯৮. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস এর অভিমত দ্র .

Dhaka University Institutional Repository

জাহানে নও, ইনসাফ , সংগ্রাম পত্রিকা-সাময়িকীতেও তিনি নিয়মিত লেখালেখি করতেন।[২৯৯] তিনি ১৬ আগস্ট ১৯৭২ / ৭৩ সালে ইন্তিকাল করেন।

৭১। মাওলানা যফর আহমদ উছমানী (র.) (১৮৯২ – ১৯৭৪ খ্রি.) ঃ

তিনি ১৩১০হি./১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সাহারানপুর জেলাধীন দেওবন্দের দীওয়ান মহল্লায় সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী এক শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শেখ নেহাল আহমদ উছমানী তাঁর দাদা ও হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী তাঁর মামা ছিলেন।[৩০০]

তিনি দেওবন্দে প্রাথমিক শিক্ষা , কানপুরের জামিউল উলূম মাদরাসায় মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্দ্ধমানী ও মাওলানা আব্দুর রশীদ-এর নিকট হাদীছ, তাফসীর (১৩২৩ - ১৩২৬ হি.), সাহারানপুরের মাজাহিরুল উলূম মাদরাসায় মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহারানপুরী প্রমুখের নিকট ফিকহ , যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভ করে এখানকারই মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর নিকট থেকে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের সনদ লাভ করেন।[৩০১]

ইলমে হাদীছ সাধনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি ৪/৫ বছর (১৩২৯ - ৩৫ হি./ ১৯১১ - ১৬ খ্রি.) মাজাহিরুল উলূম এ অধ্যাপনা করে থানা ভবনের খানকা-ই-ইমদাদিয়ায় তাঁর মামা আশরাফ আলী থানভীর সাহচর্যে দীর্ঘ ২৪ বছর (১৩৩৬ - ৫৯ হি./ ১৯১৭ - ৪০) ফতোয়া দান, ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন। এ সময়কার ফতোয়া সমূহের সঙ্কলন إمداد الأحكام নামে বৃহদাকার ৬টি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৬০ - ৬৮ হি./ ১৯৪০ - ৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে হাদীছ, তাফসীর ইত্যাদি শিক্ষা দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭ খ্রি.) পর কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর চার বছরকাল তিনি এ প্রতিষ্ঠানের হেড মাওলানা রূপে কুরআন-হাদীছ শিক্ষা দেন। জীবনের ১৪ / ১৫ বছর তিনি এ দেশে কুরআন–হাদীছের খিদমত করেন। অতঃপর ১৯৫৫ খ্রি. থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি সিন্ধু প্রদেশের আশরাফাবাদ টান্ডুল্লাইয়ারে মাওলানা শিব্বীর আহমদ উছমানী প্রতিষ্ঠিত ও মাওলানা ইহতেশামুল হক থানবী পরিচালিত দারুল উলূম মাদরাসায় শাইখুল হাদীছরূপে কাজ করেন। তিনি ২৩ যিলক্দ ১৩৯৪হি./৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে করাচীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন তাঁর মামা মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (র.) খলিফা। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থাবলি হচ্ছে ;

ক) وسيلة الظفر : ১৬ পৃষ্ঠার আরবী কাসীদা (প্রকাশ ১৩৬৩ হি./ ১৯৪৩ ইং)

খ) إعلاء السنن : ২১ খণ্ডে বৃহদাকার এ গ্রন্থটি হানাফী মাজহাবের সমর্থক ও তার দৃঢ়তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে রচিত হাদীছ ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অবদান।

---

২৯৯. ক) প্রাগুক্ত , পূর্ণ বই দ্রষ্টব্য ।
খ) জুলফিকার আহমদ কিসমাতী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪ - ১৫৫
গ) নূর মোহাম্মদ আজমী, আমার জীবন।

৩০০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭

৩০১. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

গ) السبعة السيارة জীবনী গ্রন্থ (প্রকাশ ১৯৫৪)

ঘ) فاتحة الكلام في القراءة خلف الإمام

ঙ) شق الغين عن حق رفع اليدين

চ) القول المبين في الجهر والإخفاء بآمين

ছ) أنوار النظر في آثار الظفر [৩০২]

৭২। ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম (১৮৯৬ - ১৯৬৭ খ্রি.)

তিনি ১৮৯৬ ইং সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসীরনগর থানাধীন ভুবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করে পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেটের বাহুবল মাদরাসা ও পরে গভর্নমেন্ট মাদরাসা থেকে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে ফাযিল পাশ করেন। পরে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে চার বছরে মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি , শিব্বীর আহমদ উছমানী, মিঞা সাহেব, সৈয়দ আসগর হোসাইন ও মুফতী আযীযুর রহমান প্রমুখ যুগবিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ , তাফসীর , ফিকহ , আকাইদ ও আরবী সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। [৩০৩] দেওবন্দ থাকতেই তিনি মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁর নিকট থেকেই আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে খিলাফত প্রাপ্ত হন। [৩০৪] অতঃপর ধর্ম প্রচার , মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, মাদরাসায় শিক্ষকতা, বাতিল মতবাদ বিশেষত কাদিয়ানী ও রাফেযীদের ভ্রান্ত মতবাদ দাঁতভাঙ্গা জবাবে খণ্ডনের মাধ্যমে ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন হাদীছের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি কুমিল্লার শুয়াগাযী ইসলামিয়া মাদরাসা, জামিয়া-ই-মিল্লিয়ায় শিক্ষকতা করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইউনুসিয়া ফয়জিয়া মাদরাসায় যোগ দিয়ে আজীবন কুরআন - হাদীছের খিদমত করেন। তিনি একজন বিখ্যাত বিতার্কিক ও আরবী স্বভাব কবি ছিলেন। স্বীয় মুর্শিদের কুমিল্লা শহরে আগমন উপলক্ষে তিনি القصيدة الترحيبية والقريظية التنظيمية নামে একটি বিশাল কাসীদা রচনা করেছিলেন। তিনি ১৯৭১/ ৭২ খ্রিস্টাব্দে[৩০৫] ৭৫ বছর বয়সে, মতান্তরে, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ৭১ বছর [৩০৬] বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সমাহিত হন।

৭৩। মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (র.) (১৯১১ - ১৯৭৪ খ্রি.)

তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত আলিম ও বহুমুখি প্রতিভাধর ইসলামী বিশেষজ্ঞ। আধ্যাত্মিক শায়খগণের ধারাবাহিকতায় তিনি মুজাদ্দিদে আলফে ছানী ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (র.)-এর সাথে সম্পৃক্ত এবং পিতৃ-মাতৃ উভয় সূত্রে মহানবী (সা.)-এর অধঃস্তন পুরুষ।

---

৩০২. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮ - ৮৯

৩০৩. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৪
খ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৯

৩০৪. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬০
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫

৩০৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫

৩০৬. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬০

Dhaka University Institutional Repository

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.)–এর আধ্যাত্মিক সংস্কারমূলক বৈপ্লবিক চিন্তা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহর (র.) সংস্কার চিন্তা সমন্বয় করে হীনবল মুসলিম জাতিকে তিনি জাগিয়ে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান।[৩০৭]

তিনি ২২ মহররম ১৩২৯ হিজরী মোতাবেক ২৪ জানুয়ারি ১৯১১ তারিখ সোমবার বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জেলাধীন পাবনা গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।[৩০৮]

তাঁর বংশ লতিকা নিম্নরূপ :

المفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي بن السيد عبد المنان بن السيد نور الحافظ بن السيد بيرشهاست على بن السيد مولانا أمير نظر على بن السيد امير صابر على بن بن السيد امير غلام على بن السيد امير واحد حسين بن السيد ذي رق شاه بن السيد ركن الدين بن السيد جمال الدين بن السيد أحمد جانجيري بن السيد بدر الدين المدني بن السيد على مسعود المدني بن السيد أبو الفتح محمد إبراهيم بن السيد محمد فواش بن ا لسيد أبي الفراء بن السيد أبي الحسين بن الفارس بن السيد محمد أكبر بن السيد عمرو على عدان بن السيد أشراف الدين يحيى بن الشريف السيد الإمام محمد نفس الزكية بن السيد الإمام أبي الحسن الزيد الشهيد بن السيد الإمام زين العابدين بن سيد الشهداء الإمام الحسين بن بضعة الرسول السيدة فاطمة و أسد الله الغالب على بن أبي طالب بنت سيد المرسلين و شفيع المذنبين رحمة للعالمين محمد مصطفى أحمد مجتبى صلى الله عليه وسلم .[৩০৯]

পাঁচ বছর বয়ঃক্রমকালে পিতা ও চাচার তত্ত্বাবধানে তিনি মাত্র তিন মাসে কুরআন হিফজ করেন।[৩১০] চাচা ও পরবর্তীতে শশুরের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯২৯ সালে আলিম, ১৯৩১ সালে ফাযিল ও ১৯৩৩ সালে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি মাওলানা ইয়াহইয়া প্রমুখ মুহাদ্দিছগণের নিকট ইলমে হাদীছ, মুনশী মাজেদ আলী ও মুন্সী আব্দুর রশীদ খাঁর নিকট কিতাবাত (লিপি), কারী আব্দুস সামীর নিকট ইলমে কেরাত ও তাজবীদ এবং নিজ পিতা ও মাওলানা হাকীম আব্দুর রহমান দানাপুরীর নিকট ইলমুত তীব্ব শিক্ষালাভ করেন। তাছাড়া শামসুল উলামা খান বাহাদুর ড. হেদায়েত হোসাইন (ইন্তি. ১৯৪৩), বিলায়েত হোসাইন বীরভূমি (ইন্তি. ১৯৬৯), জামিল আনসারী, মুহাম্মদ হোসাইন সিলেটী (ইন্তি.১৯৪৬), মুশতাক আহমদ কানপুরী আল মক্কী (ইন্তি.১৯৩৯) প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ, কাওয়ায়েদ, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতসহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।[৩১১]

---

৩০৭. ড.আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীনুল হক, "মুফতী আমীম আল ইহসানের চিন্তা-চেতনা ", মুসলিম মনীষা, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০১), পৃ ২৯৪

৩০৮. ক) ড.আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৩
খ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫১
গ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৩
ঘ) ড.মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬

৩০৯. ড.আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীনুল হক , প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৩ -২৯৪

৩১০. ক) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৩
খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৪

৩১১. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৪
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ , প্রাগুক্ত. পৃ ৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৩৭ -১৯৪৩ সাল পর্যন্ত সময়ে তিনি কলকাতার না খোদা মসজিদের ইমামত, তৎসংলগ্ন মাদরাসায় অধ্যাপনা ও মধ্য কলকাতার কাজিগিরি একই সাথে পালন করেন। ১৯৪৩-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা আলিয়ায় হাদীছ, তাফসীর , ফিকহ বিষয়ে দরস দান করেন। পরে কলকাতা আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে অন্যান্যদের সাথে তিনিও এখানে স্থানান্তরিত ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে মাওলানা যফর আহমদ উছমানী ঢাকা আলিয়ার হেড মাওলানার পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে কয়েক বছর ঢাকার জাতীয় ঈদগাহে ইমামত ও ১৯৬৪ সালে বায়তুল মোকারম মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত জাতীয় মসজিদের প্রধান খতীব ও ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা আলিয়ায়ও তিনি হাদীছ, তাফসীর , ফিকহ শিক্ষা দান করতেন। তিনি ছিলেন হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ , ইলমুল মাওয়াকীত , ইলমুত্ তীব্ব শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী । তাঁর তৈরি চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার দ্বারা এদেশের মুসলিম সমাজ আজো ব্যাপক ভাবে উপকৃত হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে ২৭ অক্টোবর মোতাবেক ১০ শাওয়াল ১৩৯৫ হিজরি তারিখে এ মহা মনীষী ইন্তিকাল করেন। ঢাকার নারিন্দা কলুটোলা মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। [৩১২] ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন ও হাদীছের এই আজীবন খাদিম বিভিন্ন বিষয়ে আরবী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় প্রায় শতাধিক [৩১৩] অন্য মতে, ২৫০ খানা[৩১৪] গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি নিম্নরূপ ;

ক) فقه السنن والآثار : ৪২০ পৃষ্ঠা সংবলিত এ গ্রন্থটি মুফতী সাহেবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় গ্রন্থ। এতে চার শতাধিক হাদীছ গ্রন্থের সারকথা উপস্থাপিত হয়েছে। মুফতী মুহাম্মদ শফী ও মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মাওলানা মাদানী বলেন : " আমি অদ্যাবধি এর ন্যায় গ্রন্থ আর দেখিনি। হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্যে এটি একটি অতুলনীয় যুক্তিসিদ্ধ গ্রন্থ। [৩১৫] মিশরের জামিউল আযহারের বড় বড় আলিমগণের মতে, " হানাফী মাজহাবের প্রখ্যাত গ্রন্থ " তহাবী শরীফ" এর পর فقه السنن والآثار এর ন্যায় গ্রন্থ আর কেউ রচনা করতে পারেনি। " [৩১৬]

ক) مناهج السعداء

খ) حسن الخطاب فيما ورد في الخضاب

গ) عمدة المحاني

গ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৪-২৪৫
ঘ) ড.আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৪-২৯৬

৩১২. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৭ -২৯৮
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮ - ৯৯
গ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৬ - ২৫৭
ঘ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৪

৩১৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ ১০০

৩১৪. জুলফিকার আহমদ কিসমতী,প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৮

৩১৫. আবুল কাসেম ভুইঞা, তাহযীব , ২য় বর্ষ: বিশেষ কুরআন সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ সাধারণ পাতা - 'ঝ '

৩১৬. ড.মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) تخريج أحاديث مكاتيب الإمام الرباني

ঙ) تخريج أحاديث رد روافض

চ) العشرة المهدية في الكلمة الطيبة

ছ) الأربعين في المواقيت

জ) الأربعين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

ঝ) تلخيص الأزهار المتواترة

ঞ) جامع جوامع الكلم

ট) فهرست كنـــز العمال

ঠ) مقدمة سنن أبي داود

ড) مقدمة مراسيل أبي داود

ঢ) إتحاف الأشراف بحاشية الكشاف

ণ) الإحسان الساري بتوضيح تفاسير صحيح البخاري

থ) التنوير في أصول التفسير

দ) التنضيد في التجويد

ধ) ميزان الأخبار في اصول الحديث

ন) حواشي السعدي

প) ما لا يسع تركه للقاري

ফ) منة الباري في سند الحديث

ব) أوجز السير

ভ) قواعد الفقه (৫৬০ পৃষ্ঠা)

ম) لب الأصول

য) أدب المفتي

র) ما لا بد للفقيه

ল) التنبيه للفقيه

শ) التشرف لأدب التصوف

Dhaka University Institutional Repository

স) كتاب الخطبة (১৬০ পৃষ্ঠা)[৩১৭]

ঢাকার কলুটোলায় অবস্থিত মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) এর বাসভবন সংলগ্ন তাঁর একটি জুমা মসজিদ রয়েছে। এটি ১২৩২ হিজরিতে সম্রাট দ্বিতীয় আকবর কর্তৃক নির্মিত হয়। মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) ১৩৯০ হিজরিতে এটি পুনঃনির্মাণ করেন। মসজিদ সংলগ্ন বামপাশে প্রবেশপথের সাথে তিনি একটি মাদরাসাও স্থাপন করেছিলেন। ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকে ইন্তিকালের দিন পর্যন্ত তিনি এ মাদরাসায় কুরআন – হাদীস শিক্ষাদান করে যান। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীসহ জীবনের এ দুটো পবিত্র কীর্তি যুগ যুগ ধরে তাঁর দ্বীনি সেবার সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।[৩১৮]

বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত মুহাদ্দিছ ব্যক্তিগণের সাথে সাথে বহু সংখ্যক মাদরাসাও কালের সাক্ষী হয়ে আছে। আলিয়া এবং কওমী দু'ধারার মাদরাসাই এ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের দাবিদার। তবে এদেশে এ মহৎ কাজটির সূচনা হয়েছিল আলিয়া ধারার মাদরাসার মাধ্যমেই। কারণ, ইতিহাস সাক্ষী, বাংলাদেশের প্রথম মাদরাসা হিসেবে স্বীকৃত মাওলানা তাকীউদ্দীন আল আরাবী কর্তৃক নির্মিত রাজশাহীর মহিসন্তোষের সেই মাদরাসাটি ছিল আলিয়া ধারারই মাদরাসা। যার আলোচনা আমরা পূর্বেই করে এসেছি। তবে সেকালে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে সোনারগাঁয়ের শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.)– এর মাদরাসাটি। এরপর যুগে যুগে বহু মক্তব, মাদরাসা , মসজিদ, পীর-মুর্শিদ অলি–দরবেশগণের খানকা এক্ষেত্রে স্বর্ণালী অবদান রেখে গেছে। ব্রিটিশ আমলের পূর্বে এখানকার সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীদের খোরাক ও পোষাকসহ যাবতীয় ব্যয়ই সরকার ও বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে বহন করা হতো । আধুনিক যুগে বিশেষত বিংশ শতাব্দী থেকে যে সকল প্রতিষ্ঠান এদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে, প্রতিষ্ঠার সন অনুযায়ী তাদের ধারাবাহিক একটি তালিকা উপস্থাপিত হলো ;

১। **দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম , হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা ১৯০১ খ্রি., দাওরায়ে হাদীছ চালু ১৯০৮ খ্রি.)**

২। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৭৯০ ইং পর্যন্ত এর পাঠ্য তালিকা সাধারণত দরসে নিজামিয়া অনুসারেই চলতে থাকে, যাতে হাদীছের মেশকাত শরীফ এবং তাফসীরের জালালাইন ও বায়জাবী শরীফের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। পরে পাঠ্যতালিকা থেকে হাদীছ ও তাফসীরকে বাদ দেয়া হয় এবং ১৯০৮ পর্যন্ত ১১৮ বছরকাল এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। ১৯১৮ সালে শামসুল হুদা শিক্ষা কমিটির সুপারিশক্রমে এখানে টাইটেলে হাদীছ, তাফসীর ও ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ের জন্যে পূর্বের তিন বছর মেয়াদী কোর্সের পরিবর্তে দুই বছর মেয়াদী পৃথক পৃথক বিভাগ খোলা হয় এবং এ অবস্থায়ই তা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।[৩১৯]

৩। **ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসা 'জিরি' চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা ১৯১১ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯২০ ইং)**

---

৩১৭. ক) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৪-২৪৫
খ) ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ ১০০- ১০১

৩১৮. জুলফিকার আহমদ কিসমতী ,প্রাগুক্ত. পৃ ২৫৮

৩১৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত , পৃ ২৯২

Dhaka University Institutional Repository

৪। **ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসা, নেছারাবাদ, পিরোজপুর (প্রতিষ্ঠা ১৯১২ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু১৯৩৮ খ্রি.)**[৩২০]

৫। ইসলামিয়া কওমী মাদরাসা , ঢাকা (প্রতিষ্ঠা ১৩৩৯ হি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯২৫ খ্রি.)

৬। ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা , নোয়াখালি (প্রতিষ্ঠা ১৯১৩ খ্রি. দরসে হাদীছ শুরু ১৯২৫ খ্রি.)

৭। আশরাফুল উলূম কওমী মাদরাসা , বড়কাটারা ,ঢাকা (প্রতিষ্ঠা ১৯৩৬ খ্রি., দরসে হাদীছ চালু ১৯৩৬ খ্রি.)

৮। সিলেট গভঃ আলিয়া মাদরাসা , সিলেট (প্রতিষ্ঠা ১৯১৩ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৩৭ খ্রি.)

৯। কাসেমুল উলূম কওমী মাদরাসা , চারিয়া , চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৩ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৪৪ খ্রি.)

১০। জমিরিয়া কাসেমুল উলূম কওমী মাদরাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা ১৯৩৫ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৪৬ খ্রি.)

১১। দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসা , চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা ১৯১৩ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৪৭ খ্রি.)

১২। হোসাইনিয়া আরাবিয়্যা কওমী মাদরাসা, রাণাপিং, সিলেট (প্রতিষ্ঠা ১৯৩১ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৪৮ খ্রি.)

১৩। দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম কওমী মাদরাসা, গওহরডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ (সাবেক ফরিদপুর) (প্রতিষ্ঠা ১৯৩৭ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু , ১৯৪৯ খ্রি.)

১৪। দারুল উলূম কওমী মাদরাসা, বরুড়া, কুমিল্লা(প্রতিষ্ঠা ১৯১১ খ্রি., দরসে হাদীস শুরু ১৯৪৯ খ্রি.)

১৫। এ.ইউ. আলিয়া মাদরাসা, ময়মনসিংহ (প্রতিষ্ঠা ১৯৩৪ খ্রি. , দরসে হাদীছ শুরু ১৯৪৯ খ্রি.)

১৬। মোস্তফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা , বগুড়া (প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ খ্রি. , দরসে হাদীছ শুরু ১৯৪৯ খ্রি.)

১৭। আযীযুল উলূম কওমী মাদরাসা, বাবুনগর, চট্টগ্রাম (স্থাপিত ১৯২৬ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫০ খ্রি.)

১৮। জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া, লালবাগ, ঢাকা (স্থাপিত ও দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫০ খ্রি.)

১৯। আশরাফুল উলূম কওমী মাদরাসা, ময়মনসিংহ (স্থাপিত ১৩৩৬ বাংলা , দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫১ খ্রি.)

২০। ফেনী আলিয়া মাদরাসা , নোয়াখালি (স্থাপিত ১৮৯৮ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫১ খ্রি.)

২১। মাজাহেরে উলূম কওমী মাদরাসা, চট্টগ্রাম (স্থাপিত ১৩৬৫ হি, দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫২ খ্রি.)

২২। জামেউল উলূম আলিয়া মাদরাসা , গাছবাড়ি,সিলেট (স্থাপিত ১৯০১ খ্রি. , দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৩ খ্রি.)

---

৩২০ . ড. এ. এফ. এম. আনওয়ারুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

২৩। দারুল উলূম কওমী মাদরাসা, কানাইঘাট, সিলেট (স্থাপিত ১৮৮৯ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৪ খ্রি.)

২৪। জামেয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ (স্থাপিত ১৯৪৫ খ্রি. , দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৫ খ্রি.)

২৫। নেছারিয়া আলিয়া মাদরাসা, পাঙ্গাসিয়া, বরিশাল (স্থাপিত ১৯১৯ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৫ খ্রি.) [৩২১]

২৬। কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা , নোয়াখালি (স্থাপিত ও দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৫ খ্রি.)

২৭। কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসা , মোমেনশাহী (স্থাপিত ১৮৯০, দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৭ খ্রি.)

২৮। রায়পুর আলিয়া মাদরাসা , নোয়াখালি (স্থাপিত ১৮৭২ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৭ খ্রি..)

২৯। হুসাইনিয়া দারুল উলূম কওমী মাদরাসা , নোয়াখালি (স্থাপিত ১৩৬৫ হি., দরসে হাদীছ শুরু ১৩৭৯ হি,/১৯৫৮ খ্রি.)

৩০। মজিদিয়া আলিয়া মাদরাসা ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর (স্থাপিত ১৮৯৬ খ্রি. , দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৮ খ্রি.)

৩১। গাজীমুড়া আলিয়া মাদরাসা, কুমিল্লা (স্থাপিত ১৯৩৫, দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৮ ইং)

৩২। আহমদীয়া আলিয়া মাদরাসা , মাদারীপুর (স্থাপিত ১৯৪৯ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৮ খ্রি.)

৩৩। মুক্তাগাছা আলিয়া মাদরাসা, ময়মনসিংহ (স্থাপিত সন অজ্ঞাত, দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৮ খ্রি.)

৩৪। মাদরাসাতুল হাদীছ কওমী মাদরাসা , (স্থাপিত ও দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৮ খ্রি.)

৩৫। এ'যাযিয়া দারুল উলূম কওমী মাদরাসা, যশোহর(স্থাপিত ১৯৫১ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৫৯ খ্রি.)

৩৬। মিফতাহুল উলূম কওমী মাদরাসা , নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ (স্থাপিত ১৩৬২ হি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৬০ খ্রি.) [৩২২]

৩৭। দারুসসালাম কওমী মাদরাসা , ময়মনসিংহ , (স্থাপিত ১৩৫৯ বাংলা, দরসে হাদীছ শুরু ১৯৬২ খ্রি.)

৩৮। সোনাকান্দা আলিয়া মাদরাসা, কুমিল্লা (স্থাপিত ১৯৪০ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৬৩ খ্রি.)

৩৯। আহসানাবাদ আলিয়া মাদরাসা, চরমোনাই, বরিশাল, (স্থাপিত ১৯৬০ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৬০/৬৪ খ্রি.)

৪০। শাহতলী আলিয়া মাদরাসা, চাঁদপুর (স্থাপিত ১৯০০ খ্রি., দরসে হাদীছ শুরু ১৯৬৩ খ্রি.)

৪১। আরাম নগর আলিয়া মাদরাসা ,সরিষাবাড়ি, ময়মনসিংহ (স্থাপিত ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, দরসে হাদীছ শুরু ১৯৬৩ খ্রি.) ইত্যাদি। [৩২৩]

---

৩২১. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৪-৩০০

৩২২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০২

৩২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০২-৩০৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার অবদান

বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চার ইতিহাসে ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা একটি নাম একটি ইতিহাস। এটি অবিভক্ত বাংলার বিশেষত বাংলাদেশের সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত প্রথম কামিল মাদরাসা। এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার পর এদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় এক মহা বিপ্লব সাধিত হয়। কিন্তু এর প্রতিষ্ঠার ও পথ চলার পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস।

১৯১২ সালের কথা । ব্রিটিশ বেনিয়া শ্রেণীর শাসন-শোষণ আর হিন্দুয়ানী কৃষ্টি-কালচারের যাঁতাকলে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন যখন এদেশ থেকে বিদায়ের পথে, তখনই ইসলাম ও মুসলিম জাতির স্বকীয় সত্তা এবং ইসলামী কৃষ্টি-কালচারের পুনরুদ্ধার ও পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের বাণী প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত পীর দীন দরদী মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) তৎকালীন বরিশাল জেলার ছারছীনার নিভৃত পল্লীতে নিজ বাড়িতে গোলপাতার ছাউনি দিয়ে ঐ বছরই একটি কেরাতিয়া মাদরাসা স্থাপন করেন। মুজাদ্দিদে যামান ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (র.)–এর সবক প্রদানের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এর প্রথম শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন পীর নেছারুদ্দীন (র.)–এর ভগ্নিপতি মরহুম আলহাজ্জ হাফেজ আব্দুর রশীদ, পরে নিযুক্ত হন মরহুম কারী খোরশেদ আলী। এদিকে একই সময়ে ইদিলপুর নিবাসী মৌলভী মীর্জা আলী এসে মাদরাসায় বিভিন্ন জামায়াতের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রথম তা'লীম দিতে শুরু করেন। তখন থেকেই এখানে প্রতি বছর একটি করে জামাত খোলা হতে থাকে।[৩২৪]

জানা যায়, কেরাতিয়া মাদরাসা শুরু হওয়ার আনুমাণিক তিন বছর পর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি তাঁরই উদ্যোগে এখানে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩২৫]

তবে " DARSSUNNAT JAMIA – E – ISLAMIA " গ্রন্থকার মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন, ছারছীনা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে। যেমন লেখক বলেন :

In 1914 with a very ambitions plan, he established a Madrasah called Sarsina Darussunnat .Though this madrasah was run on the line of the system of Government madrasah Yet it maintained its own characteristics.[৩২৬]

---

৩২৪. ড. এ.এফ.এম. আনওয়ারুল হক, শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) : একটি জীবন একটি আদর্শ, (পিরোজপুর : ছারছীনা মাদরাসা মুসলিম স্টোর, ২০০৫) পৃ ১০০- ১০১

৩২৫. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১০১
খ) মাওলানা নূর মুহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৫
গ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী আততুর্কিস্তানী (র.), (ঢাকা:সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৪),পৃ ২০
ঘ) ড.আহসান সাইয়েদ, বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, (ঢাকা : এডন পাবলিকেশন্স, ২০০৬), পৃ ৬৩

৩২৬. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী আত তুর্কিস্তানী (র.), (ঢাকা : সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৪) পৃ ২০, (পাদটীকা) তবে এই মতটি বেশি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ১৯১৫ সাল সংক্রান্ত অভিমতটিই ব্যাপক প্রসিদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

তখন থেকেই ভান্ডারিয়ার জনাব মাস্টার এমদাদ আলী সাহেব উক্ত মক্তবের বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। সেই গোলপাতার ঘরের অর্ধাংশে মক্তব আর বাকী অর্ধাংশে সেই কেরাতিয়া মাদরাসার কার্যক্রম চলতে থাকে। ১৯২৫ সালে বলাহার নিবাসী জনাব মাস্টার আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব উক্ত মক্তবে হেডপণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হয়ে দক্ষতা ও নিপূণতার সাথে মক্তবটি পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর আমলেই মক্তবের সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হয়। দিন দিন এর ছাত্র সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। সুচারু শিক্ষাদান, পাঠোন্নতি ইত্যাদির ব্যাপারে হেডপণ্ডিত সাহেব ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে মক্তবটিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান। ফলে প্রতি বছরই এ মক্তব থেকে ২/১ জন ছাত্র বৃত্তি লাভ করত। এমনকি তাঁর প্রচেষ্টায় সেকালে এই মক্তবের এক ছাত্র প্রাইমারী সমাপনী পরীক্ষায় সারা বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান পর্যন্ত অর্জন করেছিল। ছাত্রসংখ্যা, পাঠদান পদ্ধতি, ফলাফল সবকিছু বিবেচনা করে সরকার উক্ত মক্তবকে একটি আদর্শ মক্তব হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। [৩২৭]

গোলপাতার ঘরে ছাত্রদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় পীর সাহেব কেবলা (র.) একটি টিনের ঘর স্থাপন করে ছাত্রদেরকে সুন্নাতে নববীর পুঙ্খানুপূঙ্খ অনুশীলনের মাধ্যমে নায়েবে নবী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে লিল্লাহ ভিত্তিক সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে শাহ সূফী ফতেহ আলী (র.) এর নামানুসারে এর নাম রাখেন "ফতেহিয়া লিল্লাহ বোর্ডিং"। সাথে সাথে গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাহায্যার্থে ফতেহিয়া ফান্ড" নামে একটি দরিদ্র তহবিলও গঠন করেন এবং গ্রামে গ্রামে মুষ্টি চাঁলের দ্বারা এর ব্যয় নির্বাহ করতেন। এসময় তদানীন্তন ফরিদপুর জেলার মরহুম মাওলানা আব্দুর রহমান হেড মাওলানার পদে নিযুক্ত হয়ে মাদরাসার শিক্ষা কাজে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। [৩২৮] ফলে এর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার এক পর্যায়ে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক হঠাৎ একদিন এখানে এসে এখানকার সুন্দর পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। এক পর্যায়ে তিনি বলেই ফেললেন: ছারছীনার এই নিভৃত পল্লীতে সরকারি সাহায্য -সহযোগিতা ছাড়াই কিভাবে গড়ে উঠল এই প্রতিষ্ঠান!" এর জন্যে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তিনি পীর সাহেব কেবলার প্রতি মুবারকবাদ জানিয়ে এর কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দান করেন। তাই তাঁকে সভাপতি এবং হযরত পীর সাহেব কেবলাকে সেক্রেটারি করে ১৯২৭ সালে মাদরাসার প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়। ফলে এর গতি আরো তরান্বিত হয়। তখন পটুয়াখালীর মাওলানা ইসহাক উক্ত মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হলে তাঁর সময়ই ১৯২৮ সালে এখানকার জামায়াতে ছুয়মের আলিম ছাত্ররা সেন্টার পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সাথে পাশ করে। পরের বছরই জামায়াতে ছুয়ম ও জামায়াতে উলার মঞ্জুরি পাওয়া যায়। প্রতি বছরই এখানকার ছাত্ররা কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে। [৩২৯]

১৯৩১ সালে ৮০ হাত দৈর্ঘ্য ও ২০ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট প্রথম মাদরাসা বিল্ডিং এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলে তৎকালীন ঢাকার ডিভিশনাল রেঞ্জ ইন্সপেক্টর "নেওকাটা" নিতান্ত অজপাড়াগাঁয়ে এতবড় ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা দেখে বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যভরে মন্তব্য করেছিলেন; "এতবড় দালান উঠবে কি ? না শুধু সরকারি টাকা লওয়ার ফন্দী ?" কিন্তু পরের বছর ঐ ইন্সপেক্টরই পুনরায় ছারছীনা মাদরাসায় এসে

---

৩২৭. ড. এ.এফ.এম. আনওয়ারুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১

৩২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১০২

৩২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

বিল্ডিং এর এক তলার কাজ শেষ হয়েছে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। [৩৩০] এদিকে ১৯৩৮ সালে হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম এর তত্ত্বাবধানে এখানে প্রথম হিফজুল কুরআন বিভাগ খোলা হয়। [৩৩১]

সেকালে ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা, ভোলা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসাসহ অন্যান্য মাদরাসার ছাত্রদের কলকাতা গিয়ে সেন্টার পরীক্ষা দিতে হতো। কিন্তু অর্থাভাবে অনেক গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রদের পক্ষে এটি সম্ভব হতো না বিধায় অনেকের পক্ষেই সম্ভব হতো না এধরনের শিক্ষা সনদ অর্জন করা। তাই বিষয়টি পীরে মরহুম কলকাতা মাদরাসার ডিরেক্টর ও রেজিস্ট্রার বাহাদুরের দৃষ্টিতে এনে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানালে কর্তৃপক্ষ আবেদনটি বিবেচনায় নিয়ে ১৯৩৩ সালে তদানীন্তন বাকেরগঞ্জ জেলায় পরীক্ষার সেন্টার খুলে দেয় । [৩৩২]

১৭৮১ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯০৯ সালে এতে প্রথম দরসে হাদীছ শুরুহয়। ফলে তখন বাংলা-ভারত-আসামের কাউকে হাদীছ শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করতে চাইলে কলকাতা আলিয়ায় গিয়ে লেখাপড়া করতে হতো। [৩৩৩] কিন্তু অসচ্ছল অনেকের পক্ষেই এটি সম্ভব ছিল না বিধায় হাদীছ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার লাভ এদেশে একরকম অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে ছারছীনার উক্ত দীন দরদী মরহুম পীর শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) ম্যানেজিং কমিটির এক মিটিং -এ বলেছিলেন যে, "গরীবের ছেলেরা জামাতে উলা পাশ করে হাদীছ শরীফ শিক্ষার সুযোগ পায় না। তাই আমার ইচ্ছা যে, আমাদের এখানে হাদীছ শরীফ শিক্ষার জন্যে দাওয়ারে হাদীছ খোলা হোক। " [৩৩৪]

হুজুর কেবলার ইচ্ছানুযায়ী ১৯৩৮ সনে এখানে প্রথম সরকারি মঞ্জুরি সাপেক্ষে টাইটেল প্রথম বর্ষের ক্লাস খুলে ইলমে হাদীছের শিক্ষা দান শুরু হয়। [৩৩৫] মুহাদ্দিছ হিসেবে প্রথম এখানে নিযুক্ত হলেন পেশোয়ারের বিচক্ষণ মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল জলীল ও মুহাদ্দিছ মাওলানা সা'দুল্লাহ (র.) । [৩৩৬] ফলে বহু দূর দূরান্ত থেকে ইলমে হাদীছের জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীগণ এখানে ছুটে আসতে থাকে মধু মক্ষীকার ন্যায়। [৩৩৭]

১৯৩৯ সালে মরহুম পীর সাহেব কেবলা শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর জনাব মাওলা বখশ সাহেবের নিকট টাইটেলের মঞ্জুরির জন্যে আবেদন করেন। আবেদন পত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, টাইটেল বিভাগ খোলার মঞ্জুরি পেয়ে যাবে এই আশায় ইতোমধ্যে টাইটেলের ক্লাস শুরু করা হয়েছে। ডিরেক্টর সাহেব মরহুম পীর সাহেব সম্পর্কে আগে থেকেই ব্যক্তিগতভাবে জানতেন এবং তাঁকে খুব শ্রদ্ধার

---

৩৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫

৩৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৬

৩৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭

৩৩৩. (ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭
(খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ১৯
(গ) ড.আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪

৩৩৪. (ক) নূরুদ্দীন আহমদ, ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা: অতীত ও বর্তমান , পৃ ২১
(খ) ড. এ.এফ.এম. আনওয়ারুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭

৩৩৫. (ক)ড. এফ.এম.আনওয়ারুল হক, প্রাগুক্ত,, পৃ ১০৮
(খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২১

৩৩৬. ড. এ.এফ.এম. আনওয়ারুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮

৩৩৭. ড.আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

চোখে দেখতেন। তাই ছারছীনায় তিনি এই মর্মে জানিয়ে দিলেন যে " এবছর বিশেষ বিবেচনায় ছাত্ররা কলকাতা আলিয়া সেন্টারে পরীক্ষা দিতে পারবে।" সেমতে ১৯৩৯ সালেই ছাত্ররা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কলকাতা সেন্টারে পরীক্ষা দিয়ে সকলেই কৃতিত্বের সাথে উর্ত্তীণ হয়। এতে জনমতে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং সরকারেরও অনুকূল দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। [৩৩৮]

১৯৪২ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সাহেবের চেষ্টায় শিক্ষা বিভাগ পূর্বের চিরাচরিত আইন রহিত করে মফস্বল বাংলার ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় সর্বপ্রথম টাইটেল খোলার অনুমতি দেয়। একাদিক্রমে সাত বছর চেষ্টার ফলে ১৯৪৪ সনে মাদরাসাটির বহু কাঙ্খিত টাইটেলে সরকারি মঞ্জুরি পাওয়া গেল। [৩৩৯] এটিই হলো সরকার পরিচালিত কলকাতা আলিয়ার পরে অবিভক্ত বাংলার বিশেষত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত বেসরকারি কামিল মাদরাসা। [৩৪০] ১৯৫০ সালে এ মাদরাসাতে প্রথম পরীক্ষার সেন্টার মঞ্জুর হলো। আল্লাহ তাআলা এভাবেই তাঁর একজন প্রিয় অলির বাসনা পূর্ণ করলেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব মোয়াজ্জাম হোসাইন ১৯৪৬ সনে ছারছীনা পরিদর্শন করে তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন যে, "আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, সরকার এই প্রতিষ্ঠানে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। এই মাদরাসার যথার্থ পরিচর্যা করলে এবং সরকার এর যথার্থ যত্ন নিলে মাদরাসাটি অদূর ভবিষ্যতে বাংলার "জামে আজহারে" পরিণত হবে। " [৩৪১]

ছারছীনা মাদরাসায় কামিল জামায়াত চালু হওয়ার পর এখানে দূর দূরান্তের বহু হাদীছ শিক্ষার্থীর সমাগম ঘটতে থাকে। বিশেষত ১৯৪৫ সালে উপমহাদেশের অন্যতম সেরা মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) (১৩৩৬-১৪০৭হি./১৯১৭-১৯৮৬ খ্রি.)-এর এ মাদরাসায় শাইখুল হাদীছ হিসেবে যোগদানের পর এর কামিল শ্রেণীটি খুবই সমৃদ্ধি লাভ করে। ফলে এর ছাত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর প্রতিষ্ঠাতা পীরে কামিল শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.)-এর ইন্তিকালের (ইন্তি. ১৯৫২ খ্রি.) পর তাঁরই সুযোগ্য পুত্র খ্যাতনামা পীর মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র.) (ইন্তি. ১৯৯০ ইং) – এর যত্ন ও সাধনা এবং সুনিপুন তত্ত্বাবধানে মাদরাসাটির উন্নতি-অগ্রগতি আরো মজবুত ও তরান্বিত হয়। কালক্রমে এ মাদরাসা বাংলাদেশ এমনকি উপমহাদেশের অনন্য মাদরাসা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। [৩৪২]

---

৩৩৮. ড. এ.এফ. এম. আনওয়ারুল হক , প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮

৩৩৯. (ক) প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮
(খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ২১-২২

৩৪০. (ক) ড. এ.এফ.এম. আনওয়ারুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭
খ) জুলফিকার আহমদ কিসমতী , প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯

৩৪১. (ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ২২
(খ) নূরুদ্দীন আহমদ , প্রাগুক্ত, পৃ ২২-২৩

৩৪২.(ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২২-২৩
(খ) মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার , "ছারছীনা শরীফের পীর আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র.)", আল হেলাল, মাদরাসা বার্ষিকী , ১৯৯৪, পৃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সময় এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাঁরা আজো অমর হয়ে আছেন। তাঁদের দায়িত্ব পালনকালসহ একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো;

ক) স্বর্ণপদক প্রাপ্ত আলিম মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন খান র. (জীবনকাল ১৩২৯ - ১৪০০হি./১৯১১খ্রি.-১৯৭৯ খ্রি.), দায়িত্বপালন করেন ১৯৪৩ খ্রি. থেকে ১৯৭৫ খ্রি. পর্যন্ত।

খ) মাওলানা আবুল খায়ের মুহাম্মদ আব্দুল কাদির ওরফে শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির র. (জীবনকাল ১৯২৯ খ্রি.-২০০১ খ্রি.), দায়িত্বপালন করেন ১৯৭৬ খ্রি. থেকে ১৯৮৯ খ্রি. পর্যন্ত।

গ) মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রব খান র. (জীবনকাল ১৯২৮ খ্রি.-২০০১ খ্রি.) , দায়িত্বপালন করেন ১৯৮৯ খ্রি. থেকে ২০০০ খ্রি. পর্যন্ত।

ঘ) মাওলানা আমজাদ হুসাইন র. (জীবনকাল ১৯৪৪ খ্রি.-২০০৯ খ্রি.), দায়িত্বপালন করেন ২০০০ খ্রি. থেকে ২০০৯ খ্রি.এর ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। [৩৪৩]

ঙ) ড. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শরাফত আলী দায়িত্বপালন করছেন ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এখানে ইলমে হাদীছের খিদমত করেন বাংলাদেশে আগমনের পর থেকে আমরণ তথা ৪০ বছর (১৯৪৫-১৯৮৬ খ্রি.)পর্যন্ত। এখানে তাঁর নিকট থেকেই প্রত্যক্ষ ভাবে ২৮৮৫ জন ছাত্র হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করে সনদ লাভ করেন। [৩৪৪]

এছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদির (জীবনকাল ১৩৬৬-১৪১১ হি./১৯৪৬-১৯৯০ খ্রি.) ১৯৭৩ খ্রি. থেকে ১৯৯০ খ্রি. পর্যন্ত, মাওলানা আব্দুল আউয়াল (ইন্তি. ১৯৫৫ খ্রি.), মাওলানা মুজাফফর আহমদ (ইন্তি. ১৯৯৭ খ্রি.) , মাওলানা আহমদ উল্লাহ (জন্ম ১৯৩৫ খ্রি.),[৩৪৫] মাওলানা আব্দুস সাত্তার সিদ্দীক বিহারী [৩৪৬] , মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুর (ইন্তি. ২০০৮) , [৩৪৭] মাওলানা আবুল খায়ের মুহাম্মদ আব্দুল আযীয ইবনে মুন্সী মুহসিন উদ্দীন মোল্লা , [৩৪৮] মাওলানা আব্দুল লতীফ, মাওলানা আব্দুল করীম, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মাওলানা আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ মাদারীপুরী, মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফা হামিদী, মাওলানা আব্দুল মজীদ, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, মাওলানা কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী, মাওলানা তৈয়্যেবুর রহমান , মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ, [৩৪৯] মাওলানা কবি বুহুল আমীন খান, মাওলানা এ. এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান প্রমুখ

---

৩৪৩. অফিস রেকর্ড, ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা।

৩৪৪. প্রাগুক্ত,

৩৪৫. ড.আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪

৩৪৬. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩২

৩৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ২২৩

৩৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭

৩৪৯. মাসিক নতুন বিকাশ, জানুয়ারি ২০১০, ঢাকা, পৃ ৩১ - ৩২

Dhaka University Institutional Repository

মুহাদ্দিছ এখানে ইলমে হাদীছের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এখানে কামিল জামাআতের ছাত্র সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

১৯৯৪-৯৭ সনের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এখানকার কামিল শ্রেণীর বার্ষিক গড় ছাত্র সংখ্যা শতাধিক।[৩৫০] এ মাদরাসার অসংখ্য কৃতি ছাত্র পরবর্তীকালে মুহাদ্দিছ ও শিক্ষাবিদ হিসেবে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হাদীছের তথা ইসলামের জ্ঞান প্রচার করে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যে কয়েকজন হলেন:

১। মাওলানা মুহাম্মদ বাহরউদ্দীন ,

২। মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল ,

৩। মাওলানা শামসুদ্দীন , দেশের বিভিন্ন মাদরাসায়[৩৫১],

৪। মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ,

৫। মাওলানা মাহমুদুল মুনীর হামীম,

৬। মাওলানা সিরাজুম মুনীর তাওহীদ,

৭। মাওলানা রুহুল আমীন আফসারী,

৮। মাওলানা রুহুল আমীন সালেহী,

৯। মাওলানা আ.জ.ম. অহীদুল আলম প্রমুখ ছারছীনা আলিয়ায়,

১০। ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ,

১১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক ড.আ.র.ম. আলী হায়দার,

১২। ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন,

১৩। অধ্যাপক আব্দুল মালেক।

১৪। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ । প্রমুখ কুরআন হাদীছের ইলম প্রচার করে যাচ্ছেন।

১৫। মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যক্ষ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা,

১৬। মাওলানা নূর বখত ,মুহাদ্দিছ, কুড়িগ্রাম আলিয়া মাদরাসা,

১৭। মাওলানা খলিলুর রহমান, অধ্যক্ষ, নেছারাবাদ কামিল মাদরাসা ,

১৮। মাওলানা এ.বি.এম. মফিজুর রহমান আল আজহারী ,সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম,

---

৩৫০. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত,

৩৫১. আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯। মাওলানা গাজী আবুল কাসেম , মুফাসসির তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা ,

২০। মাওলানা নজরুল ইসলাম আল মারুফ, অধ্যক্ষ, দুর্বাটি আলিয়া মাদরাসা, গাজিপুর,

২১। ব্যারিস্টার এ.বি.এম. সিদ্দীকুর রহমান , বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট,

২২। মাওলানা রুহুল আমীন , সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ;

২৩। মাহমুদ বিন সাঈদ, সহকারি অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ;

২৪। ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

২৫। মাওলানা কাউছার মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া;

২৬। মাওলানা কাজী মফিজউদ্দীন জিহাদী, সভাপতি বাংলাদেশ ছাত্র হিযবুল্লাহ,

২৭। মাওলানা আবু সালেহ পাটোয়ারী , মুফাসসির ,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,

২৮। ড. মাওলানা গোলাম রাব্বানী, সহযোগী অধ্যাপক . ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় , কুষ্টিয়া,

২৯। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, হেড মুহাদ্দিছ , হানাইল কামিল মাদরাসা, জয়পুরহাট,

৩০। মাওলানা মোহাম্মদ আলী সরকার, উপাধ্যক্ষ , কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা রংপুর , [৩৫২]

৩১। মাওলানা আব্দুল লতিফ শেখ, প্রধান মুহাদ্দিছ , দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা,

৩২। মাওলানা মুহাম্মদ শাহ জালাল, মুহাদ্দিছ, দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা , ঢাকা,

৩৩। মাওলানা ওছমান গনী সালেহী, মুহাদ্দিছ, দারুন্নাজাত সিদ্দীকীয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা,

৩৪। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক , অধ্যক্ষ, মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসা, ঢাকা,

৩৫। মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান , অধ্যক্ষ, চাপাইনবাবগঞ্জ কামিল মাদরাসা,

৩৬। মাওলানা মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন সিরাজী, অধ্যক্ষ, চান্দিনা কামিল মাদরাসা, কুমিল্লা,

৩৭। মাওলানা আব্দুর রব মিয়া আল বাগদাদী, ভাষা শিক্ষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা,

৩৮। মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মুহাদ্দিছ, মহাখালি হোসাইনিয়া কামিল মাদরাসা , ঢাকা,

৩৯। মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস , অধ্যক্ষ. মহাখালী হোসাইনিয়া কামিল মাদরাসা , ঢাকা,

৪০। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাইউম, অধ্যক্ষ, গোয়ালগ্রাম কামিল মাদরাসা, গোপালগঞ্জ,

৪১। মাওলানা মুহাম্মদ জালালউদ্দীন, অধ্যক্ষ. মিরসরাই কামিল মাদরাসা চট্টগ্রাম ,

৪২। মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান আশরাফী , হেড মুহাদ্দিছ , চান্দিনা কামিল মাদরাসা ,

৪৩। মাওলানা মুহাম্মদ হাদিউজ্জামান, অধ্যক্ষ , ধাপসাতগড়া কামিল মাদরাসা, রংপুর,

---

[৩৫২]. মাসিক নতুন বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২

Dhaka University Institutional Repository

৪৪। মাওলানা মুহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, পাকেরহাট কামিল মাদরাসা , রংপুর,

৪৫। মাওলানা মুহাম্মদ শমসের আলী, অধ্যক্ষ, সুবিদখালি ফাযিল মাদরাসা, পটুয়াখালি,

৪৬। মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ফেরদাউস, অধ্যক্ষ, মোকামিয়া কামিল মাদরাসা , বরিশাল;

৪৭। মাওলানা আবুল এরশাদ মুহাম্মদ সিরাজুম মুনীর , অধ্যক্ষ. ভান্ডারিয়া সিদ্দীকিয়া ফাযিল মাদরাসা, রাজবাড়ি প্রমুখ।

মোটকথা বাংলাদেশে ফাযিল-কামিল স্তরে যে ১৪০০ মাদরাসা রয়েছে এর প্রায় সবকটিতেই ছারছীনা দারুসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার ছাত্র নতুবা ছাত্রের ছাত্র অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির , মুফতী হিসেবে কুরআন -হাদীছের খিদমত করে যাচ্ছেন। [৩৫৩] অতএব, বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চা ও প্রচার-প্রসারে ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার অবদান অনস্বীকার্য, অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মাদরাসাটি ১৯২২ সালে আলিম, ১৯৩১ সালে ফাযিল ও ১৯৪৪ সালে কামিল মঞ্জুরি প্রাপ্ত হয়। [৩৫৪]

উন্নত পাঠদানের পাশাপাশি এ মাদরাসার বিশাল ক্যাম্পাস, পর্যাপ্ত ভবন, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, আমলি পরিবেশ ইত্যাদি শিক্ষার্থী মাত্রকেই আকৃষ্ট করে থাকে। মাদরাসাটি ১৯৯০, ১৯৯২ ও ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ মাদরাসা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে।[৩৫৫] এটি বাংলাদেশ সরকারের অনুদান প্রাপ্ত মাদরাসাগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ আবাসিক মাদরাসা।[৩৫৬] দুর্লংঘ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হযরত পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) উক্ত ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় দরছে হাদীছের ব্যবস্থা গ্রহণ করত সুদূর প্রসারী মাস্টার প্লান গ্রহণ করে বাংলার অসংখ্য মুসলমানের দেরসোড়ায় ইলমে হাদীছের দরস নিয়ে আসেন। বিশাল আবাসিক ব্যবস্থাপনা, জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণকে আনয়ন, ছাত্রদের ফ্রি থাকা খাওয়া ও সুন্নাতে নববীর বাস্তব, অনুশীলন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে ছারছীনা মাদরাসার মাধ্যমে ইলমে হাদীছের এমন খিদমত আঞ্জাম দিতে শুরু করলেন যে, ছারছীনার পূর্বে কলকাতা আলিয়া মাদরাসাসহ কয়েকটি মাদরাসা ইলমে হাদীছের দরস দেয়া শুরু করলেও ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা দেশের অন্য সকল মাদরাসার অবদানকে ম্লান করে দিয়ে বাংলার হাদীছ শিক্ষার আকাশে দিবাকরের স্থান অধিকার করে নিল। [৩৫৭]

আর ইলমে হাদীছ শিক্ষায় ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার বিশ্বব্যাপী এ সুনামের পেছনে যার অবদান ছিল সর্বাধিক ও সবচে' মুখ্য , তিনি হলেন উস্তাযুল আসাতিযা শায়খুল হাদীছ আল্লামা হযরত নিয়ায মাখদূম খোতানী আত্তুর্কিস্তানী (র.)।[৩৫৮] তাঁর সম্পর্কে আলোচনাই এ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য। ইনশাআল্লাহ আমরা এবার সে দিকেই যাচ্ছি।

---

৩৫৩ .মাসিক নতুন বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২ - ৩৩

৩৫৪ . ক) ড.আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪
(খ) অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত,

৩৫৫ . ড.আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত. পৃ.৬৫

৩৫৬ . মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত. পৃ ২৯৫

৩৫৭ . মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯

৩৫৮ . প্রাগুক্ত, পৃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

চীন ও তুর্কিস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ চীনে ইসলামের আগমন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ সমকালীন চীনা–তুর্কিস্থান ও বুখারা – সমরকন্দ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

চীন ও তুর্কিস্তান

প্রথম পরিচ্ছেদ

চীনে ইসলামের আগমন

ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই আরবদের সাথে চীনাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাতারীদের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশে প্রেরিত চীন সম্রাটের প্রতিনিধি জাং জিয়াং প্রায় ৩৬টি দেশ ভ্রমণ করেন। এভাবে চীন থেকে পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত একটি নতুন স্থলপথ উন্মুক্ত হয়। এর ফলে চীনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষত ইরান এবং পরোক্ষভাবে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে চীনাদের একটি বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

অধ্যাপক হার্থের মতানুসারে রোমান সাম্রাজ্য ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্য সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী বন্দরসমূহের মাধ্যমে চলত। এভাবে চীনারা মিসরের নীল নদ সম্পর্কেও জানত।

রুশসূত্র থেকে জানা যায়, রোম ও সিরিয়ার পণ্য সামগ্রী লোহিত সাগরের পথে চীনে যেত। এই বাণিজ্যে দক্ষিণ আরবের এডন বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই স্থান থেকে চীনা নাবিক ও বণিকগণ নানা রকম বাণিজ্যিক পণ্য ক্রয় করে নিতেন।[১] এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, চীনাদের সাথে আরবদের সম্পর্ক ইসলাম পূর্ব যুগেই ঘটেছিল।

অন্যদিকে, রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের অব্যাহত যুদ্ধ–সংগ্রামের জন্যে আরবদের স্থলপথের বাণিজ্যে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। যেহেতু, আরবদের শহরবাসী একটা বিরাট অংশই ছিল ব্যবসায়ী, তাই তারা বাধ্য হয়ে স্থলপথ ছেড়ে জলপথে আগ্রহী হয় এবং সে মতে, অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে আরবদের বাণিজ্য বহি:বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই আরবরা নৌ বাণিজ্যে ইয়েমেন, হাযরা মাউত, দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর, বার্মা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে অবাধে যাতায়াত করত।[২]

ঐতিহাসিক আল-মাসউদীর বর্ণনায়ও জানা যায় যে, চীন ও আল-হীরা অঞ্চলের মধ্যে ইসলাম পূর্ব যুগেই প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আল–হীরার শাসক নু'মান ইবনুল মুনযির (শাসনকাল ৫৮৫-৬১২ খ্রি.) ইরানের বাদশাহ খসরু পারভেজের নিকট প্রতিনিধিদল পাঠান, যারা ইরানের রাজ দরবারে রোম. ভারত ও চীনের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ পান এবং পরস্পরের দেশ নিয়ে আলোচনা করেন।[৩]

---

১. Hirth, China and the Roman orient.

২. মুহিউদ্দীন খান, বাংলাদেশে ইসলাম: কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯০), পৃ ৩৪৬।

৩. আহমদ ইবনু মোহম্মদ ইবনু আবদে রব্বিহি আল–আন্দালুসী, আল ইকদুল ফারীদ, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০৬) , খ ১, পৃ ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া বহুল প্রচলিত প্রবাদবাক্য –

اطلبوا العلم ولوكان بالصين –

মহানবী (সা.) এর জন্মের বহুকাল পূর্ব থেকেই আরবে প্রচলিত ছিল । এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, আরবগণ চীনদেশ ও তার সভ্যতা–সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালভাবে জানত। মহানবী (সা.) এই প্রবাদশুনে চুপ থেকেছিলেন বলে অনেকে এটাকে হাদীছ বলে মনে করেন। [৪]

মহানবী (স.) এর জীবদ্দশাতেই তাঁর সাহাবীগণ চীনে পৌছে গিয়েছিলেন। ফরীদ ওয়াজদী তার দাইরাতুল মাআরিফ গ্রন্থে (সম্ভবত) রশীদুদ্দীন ফাদলুল্লাহর সনদে বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্হাব ইবনে রাআছা নামক একজন সাহাবী মহানবী (সা.)– এর জীবদ্দশায় চীন সফর করেন, চীনা ভাষা শেখেন, ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং সে দেশেই ইন্তিকাল করেন। [৫] অনেকে এই বর্ণনাকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা কঠিন মনে করেন। অবশ্য চিন য়ূওয়ান নামক জনৈক চীনা ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, ২৯হি./৬৫১খ্রি. সনে একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল চীনের চিংআন শহরে পৌঁছেছিলেন। আর মুসলিম প্রচারকগণ সম্ভবত তারও পূর্বে পৌঁছেছিলেন।

কথিত আছে, এই প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, যিনি আগে থেকেই চীন সম্বন্ধে জানতেন। [৬] অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব ইবনে আবদে মান্নাফ (রা.) [৭] যিনি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর দেয়া জাহাজে করে ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে চীনের ক্যান্টন বন্দরে পৌঁছান।

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.)–এর চীনে আগমনের সময়ের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি বর্ণনা অনুসারে, তিনি ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে (৪র্থ হিজরী) মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় চীনে আগমন করেন এবং অপর বর্ণনায়, হযরত ওছমান (রা.)-এর আমলে খলীফা কর্তৃক তিনি চীনে প্রেরিত হয়েছেন।

H.G. Wells তাঁর "A Short history of the world" গ্রন্থে মহানবী (সা.) কর্তৃক চীন সম্রাট তাই সুং এর কাছে বিশ্বের অন্যান্য সম্রাটদের কাছে পাঠানো পত্রের অনুরূপ একটি পত্র পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াহহাব ইবনে রাআছা (রা.) অথবা সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে (৪র্থ হিজরী) চীনে হয়ত এই পত্রের বাহক হয়েই এসেছিলেন।

নিম্নে H.G. Wells এর বর্ণনাটি তুলে ধরা হল;

To the monarch (tai-sung) also came (in A.D. 628) messengers from Mohammad. They came to canton on a trading ship. They have sailed the whole way from Arabia along the indian coasts. Unlike Heraclius and kavadh Tai-sung gave their envoys a courteous hearing . He expressed his

৪. ড.কাজী দীন মুহম্মদ, "বাংলায় ইসলাম : বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ", (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৮), পৃ ১৭৯

৫. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯১), খ. ১০, পৃ ৭৩১

৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩১

৭. মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস, "দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম", প্রবন্ধাবলী, (উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , জুন ১৯৯৯), খ ৪ , পৃ ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

interest in their theological ideas and practices and assisted them to build them a mosque in canton. A mosque survives . It is said, to this day, the oldest mosque in the world. [৮]

ক্যান্টন মসজিদের পাশে দেড় হাজার বছরের পুরনো সাহাবীর কবর এ মতেরই সত্যতা প্রমাণ করে। এটা বোঝা কঠিন নয় যে, ক্যান্টনে মুসলমানরা ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং পরিশেষে ক্যান্টন ৮ম শতাব্দীতে এক শক্তিশালী মুসলিম উপনিবেশ হয়ে উঠেছিল। [৯]

পরবর্তীকালে উমাইয়্যা যুগের বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি কুতায়বা ইবনে মুসলিম তুর্কিস্থান , বুখারা ইত্যাদি জয়ের পর চীনও জয় করতে ইচ্ছা করেছিলেন। এ মর্মে তিনি সম্রাট য়ূন চুঙ্গ ' (শাসনকাল ৭১৩-৭৫৫ খ্রি.)–এর নিকট একটি প্রতিনিধি দলও প্রেরণ করেছিলেন । 'য়ূন-চুঙ্গ ' কৌশলে আপোষ করতে চেয়েছিলেন। তারপরও কুতায়বা হয়ত তাঁর ইচ্ছা বাস্তাবায়ন করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, খলীফা ওয়ালিদ ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফা কুতায়বাকে বরখাস্ত করে হত্যা করেন এবং সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সেনাপতি ওয়াকী অযোগ্য প্রামাণিত হন। এভাবে চীনে আরবদের বিজয়ের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরও চীনে ইসলামের প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। [১০]

চীনে ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধির আরো একটি কারণ ছিল, কুতায়বার যুগে এবং পরবর্তীতে চীনা তুর্কিস্থানের একটি তাতারী গোত্র "উইঘূর" এর হিজরি প্রথম শতাব্দীর দিকে ইসলাম গ্রহণ । আরবদের পরে উইঘুরীয় মুসলমানদের সাথে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

উমাইয়্যা যুগে কুতায়বার তুর্কিস্থান , সমরকন্দ প্রভৃতি স্থান জয়ে মুসলমানগণ প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল সত্য, কিন্তু তার পূর্বেও আরবদের সাথে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক বেশ জোরালো ছিল। ৬৫৫ থেকে ৮০০ খ্রি. পর্যন্ত চীনে প্রায় চৌত্রিশটি আরব প্রতিনিধি দলের আগমনের কথা উল্লেখ আছে। এরমধ্যে উমাইয়্যা আমলে ১৭টি এবং আব্বাসী আমলে ১৫টি প্রতিনিধিদল আগমন করে। সন্দেহ নেই এই প্রতিনিধি দলগুলোর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ এবং বাণিজ্য প্রসার ও ইসলাম প্রচার। ভিনদেশী প্রতিনিধিদের সাথে চীন সম্রাটদের আচরণ যদিও সব সময় হৃদ্যতামূলক ছিল না, তথাপি আরবগণ তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ অব্যাহত রেখেছিলেন।

অনুরূপভাবে চীন সম্রাটগণও আরবে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। খলীফা মানসুর এবং খলীফা মাহমুদের আমলে ৭৮০ - ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দু'টি প্রতিনিধিদল চীন সম্রাট দেহ চোং এর আমলে বাগদাদে এসেছিল। [১১]

---

৮. H.G. Wells. , A short history of the world , London , p 175

৯. মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস , প্রাগুক্ত ।

১০. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ ১০, প্রাগুক্ত, প, ৭৩৩

১১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমকালীন চীনা–তুর্কিস্তান ও বুখারা–সমরকন্দ

যেহেতু খোতান ছিল তৎকালীন চীনা–তুর্কিস্তানের অংশ , সেহেতু সেই এলাকার এবং পাশ্ববর্তী বুখারা -সমরকন্দের তৎকালীন করুণ ও ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে খোতান এর হৃদয় বিদারক দৃশ্য ও কিছুটা কল্পনা করা যায়। কেননা পাশ্ববর্তী রাজ্য হওয়ায় একই রুশপ্রথা কমিউনিস্ট বিপ্লবের দ্বারা আন্দোলিত ও লণ্ডভণ্ড হয়েছে খোতানও । আর সে সময়ের এসব এলাকার করুণ ইতিহাসের লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভুক্তভোগি আযম হাশেমী।[১২]

আযম হাশেমী সেই সহস্রাধিক (তৎকালীন বৃহত্তর) তুর্কি মুহাজিরগণের একজন যারা কমিউনিস্ট বিপ্লবের যাঁতাকলে পড়ে বাধ্য হয়েছেন স্বদেশ ত্যাগে তথা হিজরত করতে। তিনিও আফগানিস্তানের পথ ধরে হিজরত করে চলে আসেন এই উপমহাদেশে এবং বসবাস করতে থাকেন এখানেই। তিনি কোন লেখক বা ঐতিহাসিক নন। কিন্তু ৩৫/৩৬ বছর যাবত তিনি এই হৃদয় বিদারক ইতিকথা সযতনে হৃদয় কন্দরে লুকিয়ে রাখেন। তাঁর বন্ধু মহলের অনেকেই তাঁকে সেই রক্তাক্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ জানালেও তিনি তাঁর ক্ষত–বিক্ষত হৃদয়ের দরজা খুলে সেই রক্তমাখা সফরনামা বর্ণনার হিম্মত পাচ্ছিলেন না। ঠিক এই মুহূর্তে যখন উপমহাদেশেও লাল সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা স্যোশালিজমের শ্লোগান বুলন্দ করল এবং পশ্চিমাযাদা মুসলমানরা ছাড়াও এক শ্রেণীর তথাকথিত "মুফতী –মাওলানা " তাদের তল্পীবাহক হিসেবে মাঠে অবতীর্ণ হলেন, তখন এসব দেখে উক্ত আযম হাশেমী শিউরে উঠলেন, তাঁর ক্ষত–বিক্ষত হৃদয়-বদন পুণরায় রক্তাশ্রু বহাতে শুরু করল। তিনি দেখলেন বুখারা-সমরকন্দে লাল সাম্রাজ্যবাদীরা যে খেলা খেলেছিল, এখানেও সেই অভিন্ন খেলা শুরু হয়েছে।[১৩]

সেখানে স্যোশালিজমের ধ্বজাধারী ও গোমস্তা–দালালরা সামাজিক অর্থনৈতিক সমতা –স্বাধীকার ও দীন মজুর এবং মেহনতি মানুষের জন্যে মায়াকান্না কেঁদে ও সমবেদনার শ্লোগান দিয়ে মাঠে নেমেছিল। সাথে সাথে তথাকথিত কিছু মোল্লা –মৌলভীও তাদের তল্পীবাহকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছিল। তুর্কিস্তানের মুসলমানরা তাদের কাছে চরমভাবে ধোকা খেয়ে যান। তাঁরা স্যোশালিজমকে নিরেট একটি সমাজ ব্যবস্থা মনে করে। কিন্তু যখন পরিপূর্ণভাবে এই প্রেতাত্মা তাঁদের ওপর সওয়ার হয়, সে যখন মুসলমানদের তাহজীব –তামাদ্দুন, আদর্শ – কৃষ্টি , স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব সবকিছু এক ঢোকে গিলে ফেলল, সে মুহূর্তে তথাকার মুসলমানদের "ইয়া লাইতানী কুনতু তুরাবা"– হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম– ছাড়া আর বেশি কিছু বলার ছিলনা। তখনই আযম হাশেমী উপমহাদেশের মুসলমানদের বুখারা সমরকন্দের রক্তাক্ত অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ মানসে স্যোশালিজমের এপিঠ –ওপিঠ খুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিলেন।[১৪]

---

১২. আযম হাশেমী , বুখারা–সমরকন্দের রক্তাক্ত ইতিকথা, অনুবাদঃ মোল্লা মেহেরবান, (ঢাকাঃ দেশ–জনতা প্রকশনী , ২০০১), পৃ ১০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১০

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১০

Dhaka University Institutional Repository

আযম হাশেমী ১৯১৫ সালে ফারগানা (বর্তমান উজবেকিস্তান)–এর জিলা আন্দরজানে কায়েকী নামক ছোট্ট একটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খোজা খান দামলা। সে দেশে আলিমকে দামলা বলা হতো। হয়তো বা এটি ইংরেজি ও ফারসির সংমিশ্রণে (দা + মোল্লা = দামলা) গঠিত হয়েছে। আর মোল্লা বা মোন্‌লা তুর্কী শব্দ। এর অর্থ আল্লামা বা মহাজ্ঞানী, সুপণ্ডিত। সারকথা, তুর্কিতে মাওলানাকে দামলা বলা হতো। [১৫] তাঁর মাতৃবংশ হযরত হুসাইন (রা.)– এর সাথে সম্পৃক্ত এবং পিতার উর্দ্ধতন পুরুষ বড় আলিম ও নকশবন্দিয়া তরীকার পীর ছিলেন। এগার ভাই বোনের পরিবারে মা সহ সবাই আরবী –ফার্সি জানা বড় মাপের আলিম ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবেও তারা ছিলেন বেশ স্বচ্ছল। কিন্তু তুর্কিস্তানের ওপর স্যোশালিস্টদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর দ্বীনি শিক্ষা এখানে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় গোপনেই তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করতে হয়। কারণ, প্রকাশ্যভাবে এখানে দ্বীন শেখার অর্থই ছিলো নিজের ওপর জুলুম অত্যাচার এমনকি আজরাঈলকে দাওয়াত দেয়া।

কমিউনিস্ট শাসনামলে বুখারা – সমরকন্দের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বড়ই করুণ। জেনারেল শিক্ষা তখন নামে মাত্র ছিল। প্রথমত পাঠের ভাষা রুশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায় দায়িত্বে ছিল চরমপন্থী ও সঙ্কীর্ণমনা ক্যাথলিক পাদ্রীরা। শিক্ষকতাও করতো এরাই। শিক্ষার প্রচার – প্রসারের চেয়ে খ্রিস্টবাদ প্রচারই ছিল এদের মূল লক্ষ্য। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা সাধারণত ধর্মহীন ও রুশদের দালাল হতো। এজন্যে মুসলমানরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করেছিল। [১৬]

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ লাগে। জার শাহীর তখত উল্টে যাওয়ার পর গণতন্ত্রপ্রিয় জাতীয়তাবাদী রাশিয়ানরা আলেকজান্ডার কারেনসকীর নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠন করে। এদিকে তুর্কিস্তানও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেয়। কারেনস্‌কী সরকার তুর্কিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু তাদের কোন সেনাবাহিনী ছিলনা। বরং মিলিশিয়া নামে (ন্যাশনাল গার্ড) সীমিত পুলিশ বাহিনী ছিল মাত্র। তথাপি দেশপ্রেমিক আলিম ও নেতৃবৃন্দ দেশটির উন্নতি – অগ্রগতিতে দ্রুতগতিতে কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে কমিউনিস্টরা লেনিনের নেতৃত্বে কারেনসকী সরকারকে উৎখাত করল। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্যোশালিস্টরা তুর্কিস্তানের ওপর চড়াও হলো এবং দেখতে না দেখতে কয়েকদিনের মধ্যে তুর্কিদের নব্য স্বাধীনতাকে গিলে ফেলল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে তারা বুখারা ও খেওয়া রাষ্ট্র দখল করে নিল। [১৭]

তুর্কিস্তানের স্বাধীনতা হরণ করেই কমিউনিস্টরা এর জমি–জমা, বাগ–বাগিচা এক কথায় এর স্থাবর–অস্থাবর সকল সম্পদের ওপর জবর দখল কায়েম করল। কৃষক, ব্যবসায়ি, উলামা ও দীনদার শ্রেণী চাই শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক সকলকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করল। রোযা রাখা এখানে অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। হজ্জের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। মসজিদসমূহ বন্ধ করে দেয়া হলো। মোটকথা , ইসলাম ও মুসলমানের কোন চিহ্নই না রাখার মিশন নিয়ে তারা মাঠে নামল একেবারে আদা জল খেয়ে।

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪ (পাদটীকা)

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository

আগে এখানে মসজিদ–মাদরাসাগুলোর জন্যে অসংখ্য জমি ওয়াকফ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা এসেই এসব দীনি প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ-মাদরাসা গুলো বন্ধ করার জন্যে কুট–কৌশলস্বরূপ প্রথমেই এগুলোর ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করলো। এভাবে মসজিদ –মাদরাসা গুলো ভীষণ অর্থ সঙ্কটে পড়ল। অত:পর মসজিদের ওপর ট্যাক্স আদায় করতে লাগলো। তখন চাঁদা দানকারীদের ওপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলো। প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া শুরু হলো যে, যেসব লোক মসজিদের ট্যাক্স আদায় করে, তারা সরকারি খাজনা চুরি করে মাল সঞ্চয় করছে। অন্যথায় তারা মসজিদের ট্যাক্স আদায় করার এত টাকা কোথায় পায়? আমরা সেই সম্পদের তন্ন তন্ন তল্লাশি চালাবো। তারপর দেখবো কারা মসজিদের ট্যাক্স আদায়ের বাহাদুরী দেখায়।[১৮]

এদিকে মসজিদের ট্যাক্স যথাসময়ে আদায় না করতে পারলে তা চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে থাকত, যাতে মসজিদ পরিচালনা কমিটি মহা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে পড়তেন। পরে এক পর্যায়ে মসজিদে নামাযীদের ট্যাক্স ধার্য করা হলো। পরিণতিতে পরিস্থিতি এই দাঁড়ালো যে, লোকজন ঘরে নামাজ পড়তে শুরু করলো। আর মসজিদ গুলো বিরাণ হতে লাগলো। কমিউনিস্টরা বাহানা পেলো যে, মসজিদে কেউ নামায পড়ছেনা । তাই হঠাৎ একদিন ওরা জমায়েত হয়ে ঘোষণা দিত যে, মসজিদটি বেকার পড়ে আছে; কেউ এতে এখন আর নামাজ পড়ছেনা , সে জন্যে সরকার এটাকে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। ব্যাস, যেমন কথা, তেমনি কাজ। দ্বিতীয় দিনই সরকারী লোকজন মসজিদটি দখল করে নিত। অত:পর সেটাকে হয় শহীদ করে দিতো অথবা ক্লাব, আস্তাবল কিংবা খেলাঘর বানাতো।[১৯]

ছলে–বলে–কলে কৌশলে স্যোশালিস্টরা রাশিয়া ও তুর্কিস্তান থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন করার কাজে উঠে পড়ে লাগল। দেশের সর্বত্র কমিউনিস্ট অফিস খুলে নতুন নতুন চাল চালতে লাগল। সর্বস্তরের মানুষের জন্যে তারা লাইসেন্সের ব্যবস্থা করল। ফলে কৃষক শিল্পপতি, চাকরিজীবি, ব্যবসায়ী এমনকি দীন–মুজরেরও লাইসেন্স ছাড়া কাজ করার অনুমতি রইলনা। ধার্মিক ও সমাজপতি শ্রেণীর লোকদের লাইন্সেস পাওয়া একরকম মুশকিলই ছিলো। লাইসেন্স পেতে হলে তাঁদের হক দ্বীন ও ইসলামের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকার ঘোষণা দিতে হতো। অপরদিকে গুণ্ডা –বদমাশ ও সন্ত্রাসীদেরকে দীনদার শ্রেণীর পেছনে লেলিয়ে দেয়া হতো। সন্ত্রাসীরা সমাজের নামাযী, রোযাদার ও প্রসিদ্ধ দীনদার ব্যক্তিবর্গকে প্রকাশ্যে গোপনে নৃশংসভাবে হত্যা করে চলল। একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে হত্যা করে ও খুনি–সন্ত্রাসীরা বুক ফুলিয়ে জনসমক্ষে ঘুরে বেড়াত । এভাবে শহীদ করা হলো অসংখ্য অগণিত মুসলমানকে।

১৯২৭ সালের পর হত্যা, গুম, ইসলাম দুশমনী মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়। কমিউনিস্টরা মেতে উঠল নতুন নতুন আরো অনেক ভয়ঙ্কর খেলায়। ইসলামের ওপর বিভিন্ন ধরনের অপরাধের কালিমা লেপন করতে লাগল। কুরআন, হাদীছ, ধর্ম ও ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে ব্যঙ্গ, হাসি–মজাকপূর্ণ কার্টুন তৈরি করে পথে ঘাটে ও মসজিদে মসজিদে লাগিয়ে দিল। নবী করীম (সা.) – এর পুত:পবিত্র চরিত্র নিয়েও শুরু করল কাদা ছোড়াছুড়ি। সিনেমা –থিয়েটারে ধৃষ্টতাপূর্ণ ছবি দেখানোর পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো এবং তা দেখা বাধ্যতামূলক করা হলো। এক পর্যায়ে নবী করীম (সা.)-এর কাল্পনিক মূর্তি বানিয়ে

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

Dhaka University Institutional Repository

চৌরাস্তাগুলোতে স্থাপন করা হলো। আর প্রত্যেক পথচারিকে সেই কাল্পনিক মূর্তিটি জোর পূর্বক দেখানো হতো। মোট কথা মুসলমানরা এমন একটি কঠিন দুর্দিনের মুখোমুখি হয়েছিল যে, হিজরত অথবা জিহাদ করা ছাড়া তৃতীয় কোন রাস্তা ছিলনা।[২০]

আযম হাশেমী বলেন: একদিন আমাদের গ্রামের সব লোককে বড় মসজিদে একত্রিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলো । সাথে সাথে অনুপস্থিত লোকদেরকে কঠিন শাস্তিরও হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হলো। ঘোষণামতে গ্রামের সব লোক মসজিদে জমায়েত হলো। সভাপতি শুরুতেই ঘোষণা দিলেন, রূহানী (আলিম–উলামা) লোকেরা চলে যান। উল্লেখ্য যে , নিষ্ঠাবান দ্বীনদার , ধার্মিক বা আলিমগণকে তৎকালীন তুর্কিস্তানে রূহানী বলা হতো। যা হোক, এই ঘোষণার পর অনেক লোক উঠে চলে গেলেন। অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে আওয়ারা, উচ্ছৃংখল , ও বদমাশ প্রকৃতির লোকই বেশি ছিল। বাকীরা ছিল মুর্খ ও কমজোর ঈমানদার।

যারা চলে গেলেন তাদের নাম লিখে রাখা হলো। এরপর মসজিদের মধ্যেই গীর্জার মতো খ্রিস্টানী কায়দায় বিকট আওয়াজে হঠাৎ ঘন্টা বাজানো শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর মুসলিম দার্শনিক তকমাধারী একজন মঞ্চে এসে এক ঘন্টা যাবত ইসলামের বিরুদ্ধে এমন বিষোদগার করলেন, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। বক্তৃতার সার কথা ছিল, ধর্মের বিশেষত ইসলামের যত বিধি–বিধানের কথা বলা হয়, সব হলো ওসব রূহানীদের বানানো, স্বার্থবাদী কথা। আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত, হাশর–নশর, জান্নাত– দোযখ, ফিরিশতা ইত্যাদি সবই জুজু বুড়ির গল্পের ন্যায় রূপকথা বৈ কিছু নয়। কমিউনিস্ট পার্টি এসব কিছুকে সমূলে উৎপাটনে বদ্ধপরিকর।[২১] বক্তৃতার নামে বক্তার বকবকানি শেষে কারো কিছু জিজ্ঞেস করার আছে কিনা–প্রশ্ন করলে আমি দাঁড়িয়ে কমিউনিস্টদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দীপ্তকণ্ঠে বললাম, যাঁরা তোমাদের এসব অপলাপের জবাব দিতে পারে, তাদেরকে তো তোমরা প্রথমেই মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছ। এখানে তোমরা কার কাছে জবাব চাও ? এ বুদ্ধ বখ্‌শ্‌রা কি তোমাদের জবাব দিতে পারবে ? জোশের সাথে এ কথা বলার পর কিছু সময় মজলিসে পিন পতন নীরবতা বিরাজ করল। পরক্ষণেই চারদিক থেকে ধর ধর ধর –এর আওয়াজ শোনা গেল। যেই কথা সেই কাজ। চতুর্দিক থেকে কমিউনিস্টরা মৌমাছির মত ঘিরে ধরে আমাকে কিল, ঘুসি, লাথি, চড়–থাপ্পর যে যা পারলো মারলো। এতে পরনের কোটটা ফেটে, কাপড় চোপড় ছিড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। এক পর্যায়ে পুলিশরা বুটের লাথি মারতে মারতে আমাকে মসজিদের বাইরে ফেলে দিল।[২২]

অনেকক্ষণ পর সম্বিত ফিরে পেয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ঘরে ফিরে এলে ছোট ভাই –বোনরা বিশেষত আম্মাজান খুবই বিচলিত হলেন। কারণ, ইতোপূর্বে স্যোশালিস্ট পুলিশরা আমার চাচাজান, দু মামাজান , একজন ভগ্নিপতি , দুজন খালাতো ভাই এবং বেশ কজন অন্যান্য আত্মীয়–স্বজনকে ধর্মীয় মুরুব্বী হওয়ার অপরাধে সেই যে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেল , আজ অবধি তাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

---

২০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯

২১. প্রাগুক্ত, পৃ ২০

২২. প্রাগুক্ত, পৃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

আমার এই সাহসিকতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্যে (ওদের দৃষ্টিতে ধৃষ্টতা) ১৫ দিন পর ওরা আমার আলিমা মায়ের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেয়। [২৩]

পরিস্থিতির আরো ভয়াবহতায় টিকতে না পেরে দীন ও ঈমান রক্ষার্থে আব্বা, দাদা ও নানাজানের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বহু মূল্যবান কিতাবগুলো আমাদের মেহমানখানার মোটা দেয়ালে ৬ ফুট গভীর ও দীর্ঘকায় গর্ত করে তার মধ্যে রেখে প্লাস্টার করে দিলাম। অত:পর আম্মাজানের নির্দেশ ও অনুমোদনে তাঁরই নাগরিকত্ব হারানোর ঠিক তেইশ দিনের মাথায় ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের প্রথম তারিখে পরম আপনজন মাতা , ভাই–বোন ও পরম প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিজরতের পথে পা বাড়াই।[২৪]

পথে পথে দেখলাম 'খোতানে' রোজ ৭০/৮০ জন মানুষ গুম হয়ে যাচ্ছে, প্রখ্যাত আলিমগণকে শহীদ করে দেয়া হচ্ছে, সমরকন্দে দেখলাম কমিউনিস্টরা কৃষকদের থেকে চাল–ডাল ছিনিয়ে নেয়ার কারণে সেখানে সীমাহীন দুর্ভিক্ষ চলছে। বুখারার গাজদানি মহল্‌রাতে এসে সুদর্শন একটি মসজিদে প্রবেশ করে দেশি কতগুলো ইয়াহুদি কমিউনিস্ট পরিবারের মহিলারা এর ভেতরে কাপড় ধুইছে, আর কিছু লোক তাবু টানিয়ে মসজিদের বাকী অংশের দখল নিয়েছে। বাইরে এসে সম্মুখীন হলাম আরো বিব্রতকর পরিস্থিতির ।

দেখলাম একজন পুরুষ, তাঁর পেছনে একজন নারী–এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে সৈনিক ও কমিউনিস্টদের দুটো দল তাদের পতাকা উঠিয়ে ব্যান্ডের তালে তালে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। মিছিলটি দেওয়ানে বৈগী নামক হাউজের কাছে গিয়ে থামলে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আজ তাদের "বে–পর্দা" দিবস। কয়েক বছর পূর্বে এই দিনে লাল সৈন্যরা মুসলিম মহিলাদের থেকে বোরকা ছিনিয়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। আর যেসব মহিলা তাদের বোরকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদেরকে এবং তাঁদের অভিভাবকগণকে ভীষণ কষ্ট দিয়ে শেষ পর্যন্ত বোরকা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এরপর থেকে প্রতি বছর এদিনটি তাঁরা আনন্দ মিছিল করে বে-পর্দা দিবস হিসেবে পালন করে। মিছিল পরবর্তী মিটিং এ সিদ্ধান্ত পাশ করা হলো যে, দেশের সকল বড় মসজিদে লেনিনের মূর্তি স্থাপন করা হবে। [২৫]

সারা তুর্কিস্তান জুলুমের যাঁতাকলে পিষ্ট ছিল। কিন্তু বুখারার মুসলিমগণ যেসব জুলুমের শিকার ছিল তা বর্ণনাতীত। ইমাম বুখারীর (র.) সেই বুখারায় একসময় যেখানে ৮০০ দীনিয়া মাদরাসা ছিল। কিন্তু এখন তার সবগুলোই قال الله تعالى আর قال رسول الله صلى الله عليه وسلم এর আওয়াজ থেকে বঞ্চিত । কোনটি আস্তাবল, কোনটি গুদামঘর, কোনটি ক্লাব, কোনটি সার্কাস ঘর বানানো হয়েছে। কোনটিকে আবার ইয়াহুদি ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা বাপ–দাদার দেয়া বাড়ি ঘরের ন্যায় ব্যবহার করছে। অনেক মসজিদ ছিল তালাবদ্ধ। [ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী] গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক দেশের সর্বত্র এমনভাবে বিস্তার করা হয়েছিল যে, নাগরিকদের প্রত্যেকে একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখত। ধর্মীয় নেতাদের কাউকে শহীদ, কাউকে দেশান্তরিত করা হয়েছে। জেলখানাগুলো ছিল দীনদার মুসলমানে

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২১

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২২

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ভরপুর। একদিন সুবহি সাদিকের সময় মুয়াজ্জিনের আযান শুনে মসজিদে গেলাম। শেষ পর্যন্ত আরো দু'জন লোক আসাতে চারজন মিলে জামাতে সালাত আদায় করলাম। জামাআতে এত নগণ্য উপস্থিতির কারণ হিসেবে জানতে পারলাম যে, রাতে শহরে কিয়ামত সংঘটিত হয়েছিল। মূল ঘটনা হলো, কমিউনিস্টরা ইসলাম বিরোধী একটি মিছিল বের করলে কিছুসংখ্যক তরুণ মুসলিম ক্ষুব্ধ হয়ে কমিউনিস্টদের দু/তিনজন শীর্ষস্থানীয় লোককে হত্যা করে ফেলে। এর পাল্টা জবাবে কমিউনিস্ট পার্টির গুণ্ডা-পাণ্ডা আর লালবাহিনী যৌথভাবে পুরো শহরে গণহত্যা চালায় । যাকে যেখানে পেয়েছে, সেখানেই তাঁকে তারা হত্যা করেছে। এক পর্যায়ে ঘর থেকে টেনে বের করেও শহীদ করেছে বহু মুসলিম ব্যক্তিকে। সকাল বেলা বুখারার অলিতে-গলিতে শুধু লাশ আর লাশ। আর ড্রেনগুলোতে চলছিল মুসলিম রক্তের স্রোত, যদ্বরুণ মসজিদে মাত্র দুজন লোক এসেছিলেন। [২৬] এক পর্যায়ে একজন লোক আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কুরবানীর খাসী বানাতে চাচ্ছিলো, কিন্তু তার স্ত্রী ও যুবতী কন্যার দয়ায় তার খঞ্জরের মুখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। তারা এমনকি দম্ভভরে বলে বেড়াত যে, আমরা খোদাকে বুখারা থেকে বের করে দিয়েছি। (নাউজুবিল্লাহ) [২৭]

আসলে তো "হাতি যে দাঁত দেখায়, সে দাতে চিবায় না "। হাজারো পীর-আউলিয়ার দেশ এই তুর্কিস্থান অঞ্চলেও কমিউনিস্টরা প্রথমে তাদের আসল রূপ প্রদর্শন না করে ছলে-বলে-কলে কৌশলে ও শঠতা-প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এ অঞ্চল থেকে আলিম-উলামা তথা দ্বীন-ইসলামকে উৎখাতের আয়োজন করল। তাঁদের এ জঘণ্য কর্মের প্রতিবাদ করায় সিরআসিয়া গ্রামের অসংখ্য উলামায়ে কিরামকে গ্রেফতার করে শীর্ষস্থানীয় তিরানব্বই জনকে বাদ দিয়ে বাকীদেরকে সাইবেরিয়ার বরফের দেশে নির্বাসিত করা হলো। আর সেই তিরানব্বই জনকে গাড়িতে করে উষ শহরের কাছে পর্বতমালায় নিয়ে গিয়ে সবাইকে এক বস্তা ছোলা ও একটি করে কোদাল দিয়ে সেখানে প্রতেক আলিমকে দুফুট গভীর ও পাঁচ ফুট লম্বা একটি করে গর্ত খুড়তে বলা হলো। মাওলানাগণ সরল বিশ্বাসে গর্ত খুড়লেন। অত:পর নির্দেশ দিল তাতে নামার । নির্দেশ মতো গর্তে নামার সাথে সাথেই বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ করা হলো। এভাবে সমস্ত আলিমকে স্বহস্তে নিজের কবর খুড়িয়ে তাতে মেরে মাটি চাপা দেয়া হলো । তবে কাউকে কাউকে গুলি না করে গভীর গর্ত খুড়ে জীবিত ও মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর অশেষ কুদরতে অলৌকিভাবে একব্যক্তি বেঁচে রইলেন। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর মাটি সরিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে কাশগর হয়ে হিন্দুস্থানে চলে আসেন। ১৯৩৫ সনে দিল্লীতে তাঁর সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমাকে হুবহু এ ঘটনার কথা জানান। [২৮]

আযম হাশেমী আরো বলেন, ইমাম কারখীর (র.) মাযারে গমন পথে শুনলাম, সে এলাকায় প্রখ্যাত আলিমগণকে কেনার জন্যে রুশীরা সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েও যখন ব্যর্থ হলো, তখন তাঁদের ওপর ও অত্যাচার নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে তাঁদেরকে শহীদ করে দিল। তথাপি তাঁরা ঈমানচ্যুত হননি। এই জালিমরাই সে এলাকার প্রখ্যাত আলিম কাজী আব্দুল মজিদ খাঁকে রাতের আঁধারে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে তাঁকে বেঁধে এমনভাবে প্রহার করল, যাতে শুধু তাঁর প্রাণটা বেঁচে থাকে। এরপর

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৭০

Dhaka University Institutional Repository

জালিমরা তাঁর জখমগুলোতে চুন লাগিয়ে দিয়ে একটি গর্তে তাকে নিক্ষেপ করে ওপর থেকে গরম ছাই ঢালতে থাকে আর তাঁকে জিজ্ঞেস করে "এখনো বলো , তুমি আমাদের কথা মানবে, তাহলে ছেড়ে দেব। তখন তিনি সূরা দাহর এর فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا আয়াতটি তেলাওয়াত করতে থাকেন। এরপর তাঁকে এ অবস্থায় চুন দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হয়।

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীনকে ধরে নিয়ে বলা হয়, "যদি আপনি লেনিনকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সমকক্ষ মনে করেন এবং আপন অনুসারীদের মাঝে তার শিক্ষা দেন, তাহলে আপনাকে, আপনার

সন্তানদিগকে এবং আপনার অনুসারীদেরকে আইনের উর্ধ্বে ঘোষণা দেয়া হবে। যতো বড় অন্যায়ই করা হোকনা কেন, আইনের আওতায় এনে কখনো তাদেরকে বিচার করা হবেনা। হযরত মাওলানা তখন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে, সুস্থ মস্তিষ্কে বলেন যে, "পবিত্র জগতের সাথে মাটির কি তুলনা হতে পারে ? লেনিনতো সেই মাটির সমানও হতে পারবেনা। যে মাটিতে নবীজী (সা.) পবিত্র মল–মূত্র ত্যাগ করতেন। সে তো চরম জালিম, চরিত্রহীন, বস্তুবাদী।"

মাওলানার এ জবাব শুনে কমিউনিস্টরা তাঁর ওপর ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে একটি উচু স্থানে দাঁড় করালো। অত:পর ফায়ারিং স্কোয়াডের পাঁচটি গ্রুপ তৈরি করা হলো। এরপর এক গ্রুপ মাথাকে, এক গ্রুপ রানকে, একগ্রুপ বুককে, এক গ্রুপ কাঁধকে, আরেক গ্রুপ হাটুকে নিশানা বানিয়ে সবাই একসাথে ফায়ার শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে তার শরীর মুবারক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর প্রাণ পাখিটি জান্নাতের পথে পাড়ি জমালো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।[২৯]

ইমাম কারখী (র.)–এর মাযারে যাওয়ার জন্যে লঞ্চে উঠে এক কোণে বসে পড়লাম। অর্ধেক যাওয়ার পর এক সশস্ত্র সৈনিক এসে পাসপোর্ট ও পারমিট চাইলো। "আমি একজন ছাত্র। বড় মাযার দেখতে যাচ্ছি, দু একদিনের মধ্যে চলে আসব। কিন্তু কোন পারমিট কার্ডতো নেই" – এ কথা বলতে দেরী, সাথে সাথে সে ধপাস করে আমার মুখে এমন এক থাপ্পড় মারলো, তৎক্ষণাত আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। চোখে কিছু দেখছিনা। মাথা ঘুরতে লাগল। এক কোণায় বসা ছিলাম বলে ধুরুম করে দরিয়াতে পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস সাঁতার জানা ছিল। তাই অনেকক্ষণ পানির নিচে ডুব দিয়ে রইলাম। উপরে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সৈনিকটি আমাকে লক্ষ্য করে অনেকগুলো গুলি করল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে একটিও আমার গায়ে বিদ্ধ হলো না। আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। ২০/২৫ মিনিট অনেকটা বেহুশ অবস্থায় পানিতে ডুবে– ভেসে রইলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি লঞ্চটি বহুদূর চলে গেছে। শরীরে শক্তি পাচ্ছিলাম না। এক পর্যায়ে আবার বেহুশ হয়ে গেলাম। হুঁশ আসার পর অনেক কষ্টে তীরে উঠলাম। ১৫/২০ মিনিট পর সিজদা থেকে উঠে মনে হলো আমি পূর্ণ সুস্থ। কোন রকম দুর্ঘটনার শিকার আমি হইনি।

পথিমধ্যে একটি কাফেলার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। দূর থেকে ব্যবসায়িক কাফেলা মনে হলেও কাছে এসে তাদের দেখে রীতিমত বিস্মিত হলাম। কারণ, কাফেলাটি ছিল বন্দী তরুণীদের। যাদের বয়স বার থেকে পচিশ বছরের মধ্যে। সবার মুখে - মাথায় ধুলো - বালি দেখে মনে হচ্ছিল সবাই এক করুণ পরিণতির শিকার। অধিকাংশের পোষাক-পরিচ্ছদ ছেঁড়া -ফাটা, চেহারা – সুরত দেখে সহজেই মনে

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছিল এরা সবাই কোন বড় ঘরের কন্যা। কাজের লোকদের মতো প্রত্যেক মেয়ের হাতেই একটি করে কোদাল ও পায়ে মোটা চামড়ার জুতো ছিল। আনুমানিক পঞ্চাশজন সৈন্য তাঁদেরকে ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করায় সাথে সাথে সবাই কেঁদে ফেলল। বলতে লাগল: আমরা কেউ জমিদারের মেয়ে, কেউ বড় আলিমের মেয়ে, কেউ বড় ব্যবসায়ীর মেয়ে, কেউবা কোন নেতার মেয়ে। আমাদের সকলের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নিয়ে দেশান্তর করা হয়েছে। আমাদের মা –বাবাদের সাথেও এরূপ দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ বেঁচে আছেন, কেউ মারা গেছেন, তবে আমরা জানিনা তারা কে কোথায় এবং কী অবস্থায় আছেন। এখানে দিনে আমাদের দ্বারা ছয় ঘণ্টা আর রাতে চার ঘণ্টা বিভিন্ন ধরনের কাজ করানো হয়। [৩০]

আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) এর জন্মভূমির অবস্থাও ছিল একই রকম। [৩১]

মানচিত্রে চীন

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪

৩১. ক) আল-আমীন, দেশ-জাতি রাষ্ট্র , দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর , ১৯৮৬
খ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক,প্রাগুক্ত, পৃ ১৬
গ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ২৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর জীবন প্রবাহ

১ম পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ জন্ম ও জন্মস্থান পরিচিতি

২য় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ পরিবার ও বংশ পরিচয়

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ উচ্চ শিক্ষার্থে কাশগড় গমন

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ স্বাধীনচেতা বালক নিয়ায

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ দাম্পত্য জীবন

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ .

- ❑ সামরিক শিক্ষা

৮ম পরিচ্ছেদ ঃ .

- ❑ দেশ ও ঈমান রক্ষায় সেনাবাহিতে যোগদান

৯ম পরিচ্ছেদ ঃ .

- ❑ জিহাদের ময়দানে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১০ ম পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ দেখা হলো না স্ত্রী – সন্তানের মুখ

১১ শ পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ রাখে আল্লাহ মারে কে

১২ শ পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ স্বদেশ ভূমির পুনরুদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ

১৩ শ পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ ভারতের পথে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৪শ পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৫ শ পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষালাভ

১৬ শ পরিচ্ছেদ ঃ

- ❑ যাদের নিকট থেকে সনদ লাভে ধন্য নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

Dhaka University Institutional Repository

১৭ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ উস্তাদগণের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

১৮ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ শিক্ষার জন্যে ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

১৯ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ ক্লাশে অনুপস্থিত থাকতেন না নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.)

২০ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ ইলমে হাদীছের খেদমতে ছারছীনা আগমন

২১ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ পেয়ে গেলেন নূরানী সেই স্বপ্নপুরুষকে

২২ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ নব দাম্পত্য জীবনের সূচনা

২৩ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ চার তরীকার কামেল ওলী ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

২৪ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ পবিত্র হজ্জব্রত পালন

২৫ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ঈদের জামাতে ইমামতি

২৬ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ বাগদাদ সফর ও কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা

২৭ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ একটি কারামত

২৮ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ শেষ জীবন ও অসুস্থতা

২৯ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ ইন্তিকালের পূর্ব রাত্রির ঘটনা

৩০ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ মৃত্যুকালীর কারামত প্রকাশ

৩১ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ লাখো ভক্তের অশ্রুসিক্ত জানাযা পেলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র)

৩২ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ আজিমপুর গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৩৩ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ শাহাদাতের মৃত্যু পেলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৩৪ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর ইন্তিকাল পবিত্র আখেরী চাহার শোম্বার বরকতে ধন্য

❑ এক নজরে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর জীবন পরিক্রমা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর জীবন প্রবাহ

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছিলেন সমকালীন যুগে উপমহাদেশে বিশেষত বাংলাদেশে হাদীছ শাস্ত্রের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি ছিলেন হাদীছে নববীর (সা.) প্রচার বিমুখ এক নীরব ও নিরলস সাধক। হাদীছ , তাফসীর, ফিকহ, কালাম, সীরাত, আদব, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমরবিজ্ঞান এক কথায় দীনি ও বৈষয়িক প্রায় সকল বিদ্যায়ই তিনি ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী । সাথে সাথে তিনি ছিলেন ইলমে তাসাউফের একনিষ্ঠ সাধক ও যুগ শ্রেষ্ঠ অলি। বাংলাদেশের প্রথম কামিল মাদরাসা ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামেয়া-ই-ইসলামিয়ার প্রধান মুহাদ্দিছ রূপে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ প্রচার করলেও মূলত তিনি ছিলেন চীনা তুর্কিস্তানী। [১] তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায় কেটেছে চীনা তুর্কিস্তানে খোদাদ্রোহী কম্যুনিস্ট হায়েনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে , দ্বিতীয় অধ্যায় সমকালীন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে জ্ঞান অন্বেষণে, আর সর্বশেষ ও বিরাট অধ্যায়টি কেটেছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও সেরা বিদ্যাপীঠ বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর পরম আদর ও যত্নে গড়া ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় ইলমে হাদীছের খিদমতে। একদিন যে জীবনের সূচনা হয়েছিল চীন সাধারণ প্রজাতন্ত্রের খোতান অঞ্চলে, বাংলাদেশের রাজধানী মসজিদ নগরী ঢাকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি আজ চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন ঢাকার আজিমপুর নতুন গোরস্থানে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সহ এমন কোন সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবেনা, যেখানে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর দু/একজন শাগরিদ বা শাগরিদের শাগরিদ নেই। [২] সুতরাং তাঁর জীবন চরিত আমাদের জন্যে আদর্শ ও অনুকরণীয় নিঃসন্দেহে।

তাঁর জীবন ছিল দুঃখ ও বিষাদে ভরা আরেক কহর দরিয়া। তাই তিনি সব সময়ই চাইতেন নিজকে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে। এ কারণেই তাঁর জীবনেতিহাস উদ্ধার ও গ্রন্থিত করা এক দুরূহ ব্যাপার । তাছাড়া জীবদ্দশায় কোন গুণী মনীষীর মূল্যায়ন এবং তাঁর জীবন চরিত সংগ্রহ ও প্রকাশ করাতো এদেশে খুব কমই হয়েছে। উপরন্তু তিনি একজন বিদেশি বিধায় তাঁর সম্পর্কে জানার মতো কৌতূহল বিশিষ্ট লোকের সংখ্যাও এদেশে খুব বেশী নয়। তদুপরি তিনি তাঁর শিষ্য - শাগরিদগণের নিকট যখন যতটুকু তথ্য প্রকাশ করেছেন এবং এর যতটা সংগৃহীত হয়েছে, তাঁর জীবন চরিত জানা ও রচনার পেছনে ভরসা ততটুকুই। অনেকে আবার তাঁর ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তথ্যও দিতে পারেননি। তাই এ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। [৩] তথাপি আমরা চেষ্টা করেছি এ সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্য উদঘাটন ও সরবরাহের ।

---

১. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, মুজাহিদ মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) , অপ্রকাশিত, পৃ ১-২

২. প্রাগুক্ত , পৃ ২-৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও জন্মস্থান পরিচিতি

শাইখুল হাদীছ উস্তাযুল আসাতিযা আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ১৮৯৭ [৪] খ্রিস্টাব্দের কোন এক তারিখে মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল "খোতান" -এর "সীংগাঙ" নামক স্থানে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। [৫]

তবে আরো কয়েকটি বর্ণনায় তাঁর জন্ম ১৯১৭ সালে বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। [৬] কারণ, ১৯৭৪ ইং সনে হজ্জে গমনের জন্যে তিনি যে পাসপোর্ট গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁর বয়স উল্লেখ করা হয়েছিল ৫৭ বছর। সে হিসেবে তাঁর জন্ম সন (১৯৭৪-৫৭) = ১৯১৭ ই হয়। [৭] তবে শায়খ খোতানী (র.)-এর পারিবারিক সূত্র ও ঘনিষ্ঠজনরা ১৯১৭ সালের অন্তত দুদশক পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন । [৮] এ হিসেবে তাঁর জন্ম সন হয় (১৯১৭-২০)= ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ। এবং এ মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ, নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর একজন উল্লেখযোগ্য ছাত্র মরহুম অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ [৯] উল্লেখ করেছেন যে, নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-দেশ ও ঈমান রক্ষার তাগিদে ১৯১৫ ইং সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাছাড়া হুজুরের সব জীবনীকারই উল্লেখ করেছেন যে, হুজুর জীবনের ১২ বছর বয়স পর্যন্ত স্থানীয় খালাক মাদরাসায় এবং পরে আরো ৭ বছর অর্থাৎ উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত কাশগড়ে পড়া-শোনা করেন। এখন যদি তাঁর জন্মই হয় ১৯১৭

---

৪. (ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ "বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর অবদান", মাসিক নতুন বিকাশ , ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ২৫
(খ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম ছিফতুল্লাহ , "হাদীছ বিজ্ঞানের নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম আলখোতানী (র.)", সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, পৃ ১

৫. (ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ,শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী আত তুর্কিস্তানী (র.),(ঢাকা :সবুজ মিনার প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৪), পৃ ২৩
(খ) ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, "আল্লামা নিয়ায মাখদূম(র.)ঃ বাংলাদেশে হাদীছ শিক্ষাদানে তাঁর অবদান", ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯৮) , পৃ ১
(গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬
(ঘ) ড. আহসান সাইয়েদ, বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, (ঢাকা:এডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০৬) , পৃ ১৯৪
(ঙ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১
(চ) আল আমীন, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব , ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬
(ছ) ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫
(জ) অধ্যাপক ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, আদর্শ মানুষ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), মাসিক নতুন বিকাশ, ৮ম বর্ষ , ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৪২

৬. (ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ২৩
(খ) ড.এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১
(গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭
(ঘ) ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪
(ঙ) অধ্যাপক ড. এ.এইচ. এম ইয়াহইয়ার রহমান, আদর্শ মানুষ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) , মাসিক নতুন বিকাশ , ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮ ,পৃ ৪২

৭. (ক) ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩ (পাদটীকা)
(খ) ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান প্রাগুক্ত, পৃ ৮ (তথ্যসূত্র)
(গ) ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫

৮. (ক) ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩ (পাদটীকা)
(খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, মাসিক নতুন বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫

৯. অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. হিফাতুল্লাহ (র.) ঢাকার তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ২০০৫ সালে ঢাকায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদের একটি সম্মেলনে বক্তৃতারত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আকস্মিকভাবে ইন্তিকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সালে, তাহলেতো এর কোনটাই সম্ভব নয়। সূতরাং তাঁর জন্মসন ১৮৯৭ -ই যুক্তিযুক্ত। এদিকে মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র.) উল্লেখ করেছেন , তিনি (নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) পূর্ব তুর্কিস্তান (সিয়াংইয়া)-এর অন্তর্গত খোতান প্রদেশের ইলচী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।[১০]

অবশ্য সিয়াংইয়াং-এরই আরেক নাম হয়তো "সিংগাঙ", যার পূর্ব নাম ইচলিকোঁ শহর বা ইলচি শহর । রুশীয় তুর্কিস্তানের উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তানের সীমান্তে চীনের ভূ–খণ্ডে কাশগড়ের দক্ষিণ–পূর্বে 'খোতান' অবস্থিত । হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের উর্ধ্বে ও কাশ্মীরের উত্তর–পূর্বে তারিম নদীর অববাহিকায় "খোতান" একটি সমৃদ্ধ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ চীনা প্রভাবিত তুর্কি ভাষায় কথা বলে। তবে আরবী এখানে ছিল একটি বহুল প্রচলিত ভাষা। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আরবী ভাষা শিক্ষা দান এখানে বাধ্যতামূলক ছিল।[১১] এমনকি এখানকার সম্ভান্ত মুসলিম পরিবারগুলো আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করতো।[১২] "খোতানে" জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই আল্লামা নিয়ায মাখদূম (র.) 'খোতানী ' হুজুর নামেই বাংলাদেশে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। অবশ্য চীন দেশের নাগরিক হিসেবে অনেকে তাঁকে চীনা হুজুর ও বলতেন। কিন্তু এ নামটি খোতানী হুজুর (র.) তেমন পছন্দ করতেন না।

খোতান (خوتن) গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অন্তর্গত এবং উইগুর স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় অবস্থিত একটি শহর। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২৫ সালের দিকে Khang kien-এর মিশনের পর থেকে খোতান রাজ্য Yu-tien- নামে চীনা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।[১৩]

অপরদিকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের বিভিন্ন খারোশতী লিপির দলীলে একে "খোতানা" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে তারিম অব্বাহিকার বিজয়াভিযান সম্পন্ন করার পূর্ব পর্যন্ত খোতান রাজ্য চীনাদের নিকট পরিচিত ছিলনা। ১১০ খ্রিস্টপূর্বের পরবর্তী বছর সমূহে Han-Wa-ti (১৪০-৮৭ খ্রি. পূর্ব) কর্তৃক এই অভিযান চালানো হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব ৭৩ থেকে আনুমানিক ১৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পরবর্তী হান বংশীয়গণ এর পূর্ণ বিজয় সম্পন্ন করে। শাসক রাজবংশ সমূহের তেমন কোন তথ্য-ইতিহাস জানা যায়নি এবং চীনা সূত্রসমূহে শহরটির নাম সব সময়ই Yutien রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষোক্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে, এই রাজ্যের জনসংখ্যা এক পর্যায়ে ৫০,০০০ এ উন্নীত হয়েছিল।[১৪]

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে খোতান রাজ্য প্রথম বৌদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শে আসে। ঐতিহাসিক হিউয়েন সাং এর বর্ণনা এবং তিব্বতি কাহিনী মতে, কিংবদন্তীর রাজা বিজয় সম্ভব-এর রাজত্বকালে Vairocan-নামক জনৈক কাশ্মীরি পুরোহিত খোতান -এ বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন। ইরানীরা দেশটিকে Ho-tan

---

১০. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮

১১. (ক) ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মুজাহিদ মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), দৈনিক ইনকিলাব, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৬
(খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩
(গ) অধ্যক্ষ আ.ব.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬
(ঘ) ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত,পৃ ১
(ঙ) ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
(চ) ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, মাসিক নতুন বিকাশ , প্রাগুক্ত, পৃ ৪২

১২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬

১৩. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১০, (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯১) পৃ ২৩০

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩০

Dhaka University Institutional Repository

রূপে উচ্চারণ করত , যা মুসলিমগণের খোতান-এর পূর্বরূপ। তিব্বতীদের নিকট এ দেশটি Li-yul বা Li- এর দেশ নামে পরিচিত ছিল, যদিও তারা শহরটিকে Hu-ten নামে জানত।

Tang যুগে (৭ম - ১০ম খ্রিস্টীয় শতক) খোতান রাজ্য দক্ষিণে কুয়েন লুয়েন পর্বত দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পূর্বে এর আঞ্চলিক সীমা Kroraina-এর অঞ্চল সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল । এর পশ্চিমে ছিল কাশগর। যা পামির মালভূমি এবং জিয়েন শাল পর্বত থেকে মারালবাশি ছড়িয়ে বহুদূরে বিস্তৃত ছিল। [১৫]

এ সময়ে খোতান রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তা রাজ্য জয়ের সকল আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রদর্শন করতে থাকে। কারণ, বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতিই হচ্ছে "অহিংসা পরম ধর্ম"। বর্তমানে এ নীতি তারা অনেকটা ভুলে গেলেও আগের দিনে তা প্রতিপালিত হতো অত্যন্ড শক্তভাবে। হিউয়েন সাং এর বর্ণনামতে, খোতানীগণ ছিল অত্যন্ত দক্ষ কারুশিল্পী এবং তাঁরা সঙ্গীত, সাহিত্য চর্চা ও নৃত্যকলার প্রতি বিশেষ আগ্রহ পোষণ করত। প্রাচীন ও মধ্যযুগ পর্যন্ত এখানকার Silk Route বা রেশমি গতিপথ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। সেই সুবাদে তাদের কানসুর ও কাশ্মীর ভ্রমণের বিবরণ হিউয়েন সাং – এর বর্ণনায় পাওয়া যায়।[১৬]

Tang যুগে বিজয় রাজবংশের রাজা বিজয় বিক্রম ছিলেন এখানকার শাসক। এর স্বল্পকাল পরেই 'খোতান" রাজ্য সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলিম তুর্কিগণের দ্বারা বিজিত হয়। এরপর থেকে এ অঞ্চলটি তুর্কিস্থানের একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়। [১৭] ৯৮০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাজা বিশ্বধর্মের জীবদ্দশায়ই খোতান এবং এর অন্তর্গত এলাকাসমূহ বুগরা খান (মৃ. ৩৪৪ হি./৯৫৫-৫৬ খ্রি.)-এর উত্তরসূরীগণের দ্বারা বিজিত কাশগর এবং চীন ও তিব্বতের অধীনস্থ অঞ্চল সমূহের মধ্যে একটি ছিটমহল হিসেবে গড়ে ওঠে। এই সূত্রে খোতান এর রাজা নিজকে তুর্কি ও তিব্বতীগণের শাসনকর্তা (عظيم الترك و التبات) রূপে দাবি করত। এদিকে গারদিযীর বর্ণনায়, খোতানের অধিবাসীবৃন্দ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু তিনি শহর থেকে উত্তরে একটি মুসলিম কবরস্থান এবং মূল শহরের মধ্যে দুটো খ্রিস্টান গীর্জার উল্লেখ করেছেন, যদিও এদের সম্পর্কে কোন দলীল প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মুসলিম বিশ্ব প্রসঙ্গে উক্ত গারদীযির বর্ণনায় আরো জানা যায় যে, ৫ম হি./১১শ খ্রিস্টীয় শতকের প্রথমার্ধে , ইতোমধ্যেই বৌদ্ধ চক্র সমূহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার হিড়িক পড়ে যায়। এবং এই নব দীক্ষিত মুসলমানগণের দ্বারাই এখানে ইসলামের বিকাশ তরান্বিত হয়। ফলে পুরো খোতান জনপদটিই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়।[১৮]

পরবর্তীতে কাশগরের ন্যায় খোতান প্রথমে ইলেক খানিগণ ও পরে কারা খিতায় গণের কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়। অতঃপর মধ্য এশিয়ার মোঙ্গলাক্রমণ হেতু উদ্ভূত সংকটের ফলে খাওয়ারাযম শাহ কুচলুগের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। উক্ত কুচলুগ তার শ্বশুর কারা খিতায় বংশীয় গুরখানকে ক্ষমতাচ্যুত ও নির্বাসিত করেছিল। ফলে কারা খিতায় রাজ্যের পশ্চিম অংশে একটি বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং এলাকাটি বিভক্ত হয়ে পড়ে। খাওয়ারাযম শাহ-এর অংশে সীর দরিয়ার পূর্ব দিকে

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩১
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩১
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩১- ২৩২
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩২

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থিত এবং কাশগর ও খোতানের উচ্চভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদয় এলাকা অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে।[১৯] তাঁর সিংহাসনে আরোহনের পর গুরখানের জামাতা কুচলুগ খাওয়ারাযম শাহগণের সাথে চুক্তি করে তার কর্তৃত্বাধীন অঞ্চল সমূহ বিশেষত "খোতান" এলাকায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্মম অত্যাচার ও নিগ্রহ চালাতে থাকে। জুয়ায়নীর মতে কুচলুগ অত্যন্ত নির্মমভাবে মুসলিমগণকে নির্যাতন করে এবং ইমাম আলাউদ্দীন খোতানীকে তাঁর খোতানস্থ মাদরাসার দরজার সামনে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে । এমনকি তাঁর সমাধি স্থানটি পর্যন্ত অজ্ঞাত করে ফেলে। জুয়ায়নীর আরেক বর্ণনামতে, Ogedey এর শাসনাধীনে আমু দরিয়ার তীরভূমি এবং খিতায় সীমান্তের মধ্যবর্তী সকল ভূমি প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ইয়ালাবাচ এবং তার পুত্র মাসউদ বেগের আদেশের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে ছিল ট্রান্স অক্সানিয়া, তুর্কিস্তান , ওতরার, উইঘুরগণের এলাকা সমূহ, খোতান, কাশগর, জানদ , খাওয়ারাযম এবং ফারগানা । রাশীদুদ্দীনও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। [২০] এমনিভাবে বহু চরাই-উৎরাই পেরিয়ে ১২৭০ সালে খোতান চীন সম্রাটের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে।

মুহাম্মদ হায়দার "কাশগারিয়াত" রচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন কাশগর ও খোতানবাসীদের চারটি শ্রেণী নির্ধারণ করেছেন। যথা :

ক) তোমেন বা কৃষক শ্রেণী

খ) কাওচীন বা সেনাবাহিনী

গ) ওয়মাক বা যাযাবর শ্রেণী

ঘ) রাজকর্মচারী ও উলামাশ্রেণী।

১৮শ শতকে খোতান খোজা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রের অংশ হয়ে যায়, যারা চাগাতাঈ বংশধরদেরকে পরাজিত করে গুনগার-এর কর্তৃক স্বীকার করতে বাধ্য করে। পরে আনুমানিক ১৭৬০ সালে তারা মাঞ্চুগনের দ্বারা পরাজিত হয়। আরও পরে ঊনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে, খোতান সাময়িকভাবে ইয়াকুব বেগের নিকট অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয় এবং ১৮৭৭ সালে তার মৃত্যু হলে পুনরায় তা মাঞ্চুগণের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হয়। ১১ শাবান ১৩১১/২০ হিজরি মোতাবিক ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ সালে খোতানে সমাপ্ত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থে ১৮৬৩ সালের পরে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলিতে পাওয়া তথ্যমতে দেখা যায়, তারিম নদীর অববাহিকাস্থ অন্যান্য শহরের ন্যায় খোতান শহরটিও বহুপ্রকার কার্যক্রমের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু হান (Han) যুগ থেকে অদ্যাবধি প্রচলিত রেশম শিল্পই এর প্রধান উপজীব্য। বর্তমানে এই অঞ্চলের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াদি গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে।[২১]

খোতান অঞ্চলটি রুশীয় বলশোভিক বিপ্লবের পূর্বে মুসলমান শাসিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাতকতা, ভ্রাতৃকলহ আর গোত্রীয় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে তখনকার মুসলিম শাসকগণ দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ে। যার সুযোগ গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার শ্বেত ভল্লুকরা। সহজেই খোতান করতলগত

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩২

২০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৩

২১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে যায় রাশিয়ার। এটা বিংশ শতাব্দী প্রাক্কালীন ঘটনা। আর সে সময়ই এখানে জন্ম আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর। [২২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবার ও বংশ পরিচয়

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) খোতানের বিখ্যাত "শায়খ" পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২৩] তাঁর পরিবার তৎকালীন খোতান ও এর আশ পাশের অঞ্চলে শিক্ষিত , সম্ভ্রান্ত ও উচ্চস্থানীয় হিসেবে খ্যাত ছিল। সমগ্র এলাকায় তাঁদের একটি সম্মানজনক পরিচিতি ও অবস্থান ছিল। [২৪] তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক ও পিতামহ শায়খ মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ (র.) ছিলেন সমকালীন দেশ বিখ্যাত আলিম ও মুফতী এবং ধর্মীয় নেতা। [২৫] তাঁরা ছিলেন মূলত পূর্বোল্লেখিত মুহাম্মদ হায়দার বর্ণিত খোতানের ৪ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী তথা রাজকর্মচারী ও আলিম শ্রেণীর লোক। [২৬] তাঁর স্নেহময়ী মাতা সাইয়্যিদা আয়েশা খানমও ছিলেন ঐ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত আলিম বংশীয়া মেয়ে। [২৭] খোতান এলাকার প্রধান বিচারপতি শায়খ আহমদ (র.) ছিলেন খোতানী (র.)-এর মামা। তাঁর আরেক মামা ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ ইসমাঈল সিদ্দীকি (র.)। [২৮] ইলম, জ্ঞান, মর্যাদা এক কথায় সবদিক দিয়ে দুটো উচ্চ বংশধারা এক মোহনায় সম্মিলনের স্বর্ণ ফসলই হলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) । [২৯] শুধু ইলম ও মর্যাদায় নয়, সম্পদ এবং প্রাচুর্যের দিক থেকেও তার পরিবার ছিল সুপ্রসিদ্ধ। [৩০] রেশমি কাপড় তৈরির কারখানা ছিল তাদের। এখানে তৈরি রেশমি কাপড় ও সূতা ভারতেও রপ্তানি হতো। [৩১]

---

২২. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৭

২৪. (ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪
(খ) ড. এ. এইচ, এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ১

২৫. (ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত,পৃ ২৪
(খ) ড. এ. এইচ, এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১
(গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭
(ঘ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮
(ঙ) ড. আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪

২৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, খ ১০, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৩

২৭. (ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪
(খ) ড. এ. এইচ, এম. ইয়াহইয়ার রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ ১
(গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭
(ঘ) ড.আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪

২৮. (ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত,পৃ ২৪
(খ) ড. এ. এইচ, এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১
(গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৮

২৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত,পৃ ২৪

৩০. (ক) ড. এ. এইচ, এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
(খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত,পৃ ২৪

৩১. (ক) ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত
(খ) ড. এ. এইচ, এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত
(গ) ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত,পৃ ২৪
(ঘ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

দানশীলতায় খোতানী (র.) এর মামাদের পরিচিতি ছিল দেশ জোড়া। [৩২] এক মামা শায়খ আহমদ খতীব তো বদান্যতায় স্থানীয়ভাবে হাতেম তাই নামেই পরিচিত ছিলেন। [৩৩]

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর ছিলেন পাঁচ ভাই ও চার বোন।

ভাইগণ হলেন :

১। শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ (র.)

২। শায়খ মুহাম্মদ আবু বকর (র.)

৩। শায়খ মুহাম্মদ আলী (র.)

৪। শায়খ মুহাম্মাদ তখনা আহমদ (র.)

৫। শায়খ মুহাম্মদ ওমর (র.)

আর বোনেরা হলেন :

১। মুসাম্মাৎ হালীমা খানম (র.)

২। মুসাম্মাৎ সারা খানম (র.)

৩। মুসাম্মাৎ নিসার খানম (র.)

৪। মুসাম্মাৎ সালীমা খানম (র.)[৩৪]

পাঁচ ভাই এর তিনজনই ছেলেবেলায় ইন্তিকাল করেন। জীবিত দু'জনের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ তখনা আহমদ পারিবারিক ব্যবসায় পরিচালনা করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর জীবিত একমাত্র ভাই শায়খ হাফেজ কারী মুহাম্মদ ওমর দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর সাথে শায়খ খোতানী (র.) এর চিঠি পত্রের যোগাযোগ ছিল। তিনি যখন হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন তাঁর এ ভাইয়ের ইন্তিকালের খবর আসে। [৩৫]

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর সহধর্মীনি বলেন, "হাসপাতালে বসে তুরস্ক থেকে যে চিঠিতে শায়খ খোতানী (র.) এর ভাইয়ের ইন্তিকালের সংবাদ এসেছিল, সে চিঠিটি শায়খ খোতানীকে (র.) অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালেই আমি তাঁর হাতে দিয়েছিলাম। হুজুর চিঠিটি পড়ে অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার ভাইদের মধ্যে আর কেউ এখন জীবিত নেই। [৩৬] এটি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের কথা।

---

৩২. ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত,পৃ ২৪

৩৩. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৮

৩৪. (ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত,পৃ ২৪
(খ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৮

৩৫ (ক) ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, দৈনিক ইনকিলাব, ২১ ডিসেম্বর , ১৯৮৬
(খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত,পৃ ২৪
(গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৮

৩৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪ (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা

জন্মের পর শিশু নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) স্বীয় বংশে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে অত্যন্ত আদর যত্নের সাথেই লালিত-পালিত হতে থাকেন। তাঁর চেহারা থেকে যেন বিচ্ছূরিত হচ্ছিল জান্নাতী নূরের আভা। পরিবারস্থ সকলেই এ সুদর্শন নব জাতকের আগমনে হয়েছিলেন আনন্দে বিমোহিত। পাড়া–প্রতিবেশীদের হৃদয় মাঝে বয়ে যাচ্ছিল এক অপূর্ব খুশির বান। মায়ের আদর আর পিতার সোহাগ নিয়ে সযত্নেই ষোলকলার ন্যায় বেড়ে উঠছিলেন বালক নিয়ায (র.)। [৩৭]

দেখতে দেখতে দিন, মাস পার হয়ে শিশু নিয়ায (র.) যখন চার বছর বয়সে পৌঁছেন, তখন ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান হিসেবে পারিবারিকভাবেই প্রথম তাঁর লেখা পড়ায় নতুন সবক হাতেখড়ি দেয়া হলো। [৩৮]

বাবার স্নেহের কোলে এবং মায়ের মায়াভরা বুকে হেসে খেলে চলতে থাকে শিশু নিয়াযের বাল্য শিক্ষা গ্রহণ পর্ব। কিন্তু অকস্মাৎ বজ্রাঘাত। মাত্র পাঁচ বছর বয়:ক্রমকালে হঠাৎ তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। [৩৯] পিতার বয়স ছিল তখন ৯৭ বছর। [৪০] পিতার অবর্তমানে মা তাঁকে আগলে রাখেন পরম মমতাভরে। তিনিই হয়ে যান বালক খোতানীর (র.) একাধারে মা ও বাবা। পিতার অভাব বুঝতে না দিয়ে তিনি পূরণ করে দিতে থাকেন শিশুমনের সকল চাহিদা। কিন্তু, এ সুখও তাঁর জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হলো না। পিতৃহারা হওয়ার পরের বছরই তাঁর মাত্র ছয় বছর বয়:ক্রমকালে তাঁর মাও তাকে রেখে চলে যান ফিরে না আসার দেশে। [৪১] মহামানবগণের জীবনে বুঝি এমনই হয়ে থাকে। মাত্র ছয় বছরের কালে পিতৃ-মাতৃহীন হয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল (সা.)ও। একই সময় মা-বাবা হারা হন আরেক আশেকে রাসূল শাইখুল হাদীছ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। [৪২] জীবনে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা প্রদানার্থে বাল্যকাল থেকেই বুঝি তাঁদের জন্যে এই আসমানী আয়োজন।

---

৩৭. (ক) মুহাম্মদ দেলোয়ার হুসাইন, একজন আর্দশ মানবের জীবনকথা, পাক্ষিক তাবলীগ, নভেম্বর ১৯৯১ ইং
(খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ২৫

৩৮. ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫
খ) ড.এ.এইচ, এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২

৩৯. ক) ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ ২
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭

৪০. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক , প্রাগুক্ত, পৃ ৭

৪১. ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫
খ) ড.এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭
ঘ) ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪

৪২. ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫
খ) ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান প্রাগুক্ত. পৃ ২
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বরক সিদ্দীক , প্রাগুক্ত, পৃ ৭-৯
ঘ) আল্লামা শিবলী নোমানী ও সোলাইমান নদভী, সীরাতুন্নবী (সা.) অনু: এ.কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী (ঢাকা:ই.ফা.বা.)

Dhaka University Institutional Repository

এরপর আপন চাচা শায়খ মুহাম্মদ কাসেম এর তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম বালক নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) দিনে দিনে বেড়ে উঠতে থাকেন পূর্ণ শশীকলার ন্যায় । তিনি তাঁকে ভর্তি করে দেন স্থানীয় 'খালাক' মাদরাসায়। এখানে বার বছর বয়সের মধ্যেই তিনি বিশুদ্ধ মাতৃভাষা, ইসলামী প্রাথমিক জ্ঞান তথা কুরআন, হাদীছ, ফিকহ, উসূল, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ফার্সি ও তুর্কি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। [৪৩] প্রখর মেধা ও ধীশক্তি বলে এখানকার প্রতিটি শ্রেণীতেই তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। [৪৪] এখানে তিনি গণিত এবং ইলমে নাহু (শরহে জামী) বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। [৪৫] পিতার ইন্তিকালের পর অভিভাবক চাচার সাথে সাথে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে পিতৃস্নেহ আর মমতা দিয়ে সবর্দা ঘিরে রাখেন তাঁর মামা শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল সিদ্দীকি এবং আরেক মামা শায়খ আহমদ (র.)। [৪৬]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উচ্চশিক্ষার্থে কাশগর গমন

"খালাক" মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) উচ্চ শিক্ষার্থে বাড়ি থেকে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঐতিহাসিক কাশগরে গমন করেন। এখানে একটানা সাত বছর অধ্যয়নের পর জীবনের মাত্র ১৯ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, আকায়েদ, হেদায়া, উসূল , আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, প্রকৌশল প্রভৃতি শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। [৪৭] এখানে তাঁর পরিচয় ঘটে যুগশ্রেষ্ঠ অনেক মনীষীর সাথে। যাদের মধ্যে পরবর্তীতে ঢাকা আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগরি ছিলেন অন্যতম । এখানে তাঁর এ পড়াশুনার ব্যাপারে তাঁকে বিপুলভাবে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন তাঁর মামা বিখ্যাত হাদীছবেত্তা শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল সিদ্দীকি এবং অপর মামা সে কালে ঐ অঞ্চলের প্রধান বিচারপতি শায়খ আহমদ খতীব (র.)। তীক্ষ্ম মেধা আর কঠিন অধ্যবসায় বলে এখানেও তিনি প্রতিটি শ্রেণীতে সর্বোচ্চ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।[৪৮]

---

৪৩. ক) ড.আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৯
ঘ) ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২
ঙ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১
চ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮

৪৪. ড.এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২

৪৫. ক) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক , প্রাগুক্ত, পৃ ২
খ) ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, দৈনিক ইনকিলাব, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৬

৪৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬

৪৭. ক) ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান , প্রাগুক্ত
খ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
গ) ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ ২
ঘ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০
ঙ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১
চ) ড.আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪
ছ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮

৪৮. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০-১১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনচেতা বালক নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

বাল্যকাল থেকেই নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছিলেন সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী, কঠোর পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু ও খুবই স্বাধীনচেতা। খেলাধুলার প্রতিও তাঁর ঝোঁক কম ছিলনা। ঘুড়ি ওড়ানো, ঘোড় দৌড়. মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তিলড়াই, সাঁতার কাটা ইত্যাদি তাঁর প্রিয় খেলা। তদুপরি ইসলামি আদর্শের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ও ভালোবাসা। "স্বাধীনচেতা মনোভাব আর সুগভীর ইসলাম অনুরাগের কারণে তাঁর জীবনের শিক্ষাপর্বও তখন চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি" বলে মত প্রকাশ করেছেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর সুযোগ্য শাগরিদ, ঢাকার দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ আলহাজ মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক। [৪৯]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দাম্পত্য জীবন

কাশগরের শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর আপন মামা শায়খ আহমদ খতীবের কন্যার সাথে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর বিয়ে হয়। বিয়ের পরপরই তিনি ইসলাম ও মাতৃভূমিকে রক্ষার্থে কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধকালেই তিনি পুত্র সন্তানের পিতা হওয়ার সুসংবাদ পান। ছুটিও নিয়েছিলেন জীবনের প্রথম সন্তানের মুখ দেখার জন্যে । কিন্তু যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় ছুটি তাঁর বাতিল হয়ে যায়। নিয়ায মাখদুম খোতানী (র.) থেকে গেলেন যুদ্ধের ময়দানে। সেখান থেকে আর কোনদিন ঘরে ফেরা সম্ভব হয়নি শায়খ খোতানীর (র.)। যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী মুজাহিদগণ সবাই তাঁর সামনেই পর পর শাহাদাত বরণ করলেও আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে অলৌকীকভাবেই বেঁচে যান তিনি। পরে এক অত্যাশ্চর্যজনক ঘটনার মাধ্যমে হিমালয় পর্বতের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে হিজরত করে চলে আসেন ভারতে। এখানে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় উচ্চশিক্ষা অর্জন শেষে বাংলাদেশের প্রথম কামিল মাদরাসা ছারছীনা দারুস্সুন্নাত জামেয়া-ই-ইসলামিয়াতে দীর্ঘ ৪১ বছর (১৯৪৫-১৯৮৬ খ্রি.) ইলমে হাদীছের খিদমতে নিয়োজিত থেকে ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন এবং ঢাকারই আজিমপুর নতুন কবর স্থানে শায়িত হন। তাই স্ত্রী-সন্তান , আত্মীয়-স্বজন আর কারো সাথে কোনদিন দেখা হয়নি শায়খ খোতানীর (র.) । পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং এর কিছুদিন পর তাঁর শিশু পুত্রটিও ইন্তিকাল করেন। দু:খের এ জগদ্দল পাথর হৃদয়ে তিনি চেপে রেখেছিলেন ইন্তিকাল অবধি। তাই এসকল ব্যাপারে তাঁর নিকট কেউ কিছু জানতে চাইলে শোকে দু:খে তাঁর চেহারা নীল হয়ে যেত। তিনি কেমন যেন উদাস হয়ে যেতেন। তাই এমন প্রশ্ন তিনি কাউকে করতে দিতেন না। কেউ করে বসলেও তিনি বলতেন, "আগে কিতাব পড়, এ সকল বিষয় বহির্ভূত আলোচনা বাদ দাও।" এমনকি পরবর্তীতে তাঁর বাংলাদেশি স্ত্রীও এ বিষয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন; এ বিষয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করোনা। কারণ, "আমার মনে এত দু:খ আছে যে, পৃথিবীর যে কোন বড় পর্বতের ওপর

---

৪৯. প্রাগুক্ত. প ১১

Dhaka University Institutional Repository

যদি তা নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সেই পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।" কেউ তাই এ ব্যাপারে অধিক প্রশ্ন করে তাঁকে বিরক্ত করতেন না। [৫০]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সামরিক শিক্ষা

বিংশ শতকের গোড়ারদিকে রুশীয় বলশেভিক বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চীনারা যখন তুর্কীদের ওপর চড়াও হয়, আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) তখন কাশগরের মাদরাসায় অধ্যয়নরত। দূরদর্শী আল্লামা খোতানী (র.) তাকিয়ে দেখলেন, স্বীয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অহরহ ক্ষুণ্ন হচ্ছে নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিস্ট বাহিনীর অযাচিত হস্তক্ষেপে। স্বকীয়তা হারাতে বসেছে ইসলামী তাহযীব তমদ্দুন। স্বদেশ ও ইসলামের এমনিতর ঘোর দুর্দিনে স্বদেশের স্বাধীনতা এবং শাশ্বত ধর্ম ইসলামের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করলেন হাড়ে হাড়ে। [৫১] এই উপলব্ধি থেকেই তিনি আত্মনিয়োগ করলেন সামরিক বাহিনীতে। অল্প দিনের মধ্যেই সামরিক শিক্ষার আদ্যোপান্ত এবং সামরিক সকল কসরত অর্জন করে স্বীয় দক্ষতা ও নৈপুণ্য বলে তিনি হয়ে গেলেন একটি বাহিনীর প্রধান। এখানে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় সৈনিকদের মাঝে তিনি ইসলামী আদর্শের প্রচার করতে থাকেন। তাঁর সাহচর্য ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনেক সৈনিক সেদিন নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছিল ইসলামী আদর্শ ও তাহযীব তামাদ্দুনের চেতনায়। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র তুর্কিস্থানে একজন আদর্শ সৈনিক হিসেবে আল্লামা খোতানী (র.) এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। [৫২]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেশ ও ঈমান রক্ষায় সেনাবাহিনীতে যোগদান

কাশগরের মাদরাসায় একাডেমিক শিক্ষা ও পরে সামরিক শিক্ষা কৃতিত্বের সাথে সমাপ্তির পর আল্লামা খোতানী (র.) যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করার মনস্থ করলেন, তখন তাকিয়ে দেখলেন কম্যুনিস্ট বিপ্লবের যাঁতাকলে নিস্পিষ্ট হয়ে রাশিয়া ও চীন হতে ইসলাম বিদায় নিতে চলেছে। খোদাদ্রোহী কম্যুনিস্ট হায়েনারা মুসলমানদেরকে খতম করার নেশায় উম্মাদ হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে মুসলমানদের সমস্ত ঘর-বাড়ি, মুসলিম ঐতিহ্যকে করছে ধূলিস্মাৎ, মসজিদ, মাদরাসাগুলোকে ভেঙে চুরে তথায় বানাচ্ছে সিনেমা ও ক্লাব ঘর। ওমর, আলী, খালিদ ও কাসিমের রক্তের উত্তরাধিকারী যুবক নিয়ায মাখদূম খোতানীর (র.) রক্তে তখন তুফান উঠল। চোখে তাঁর ভেসে উঠল বদর, উহুদ, হুনায়েন, তাবুক, কারবালার তপ্ত ইতিহাস। ইসলাম-ঈমান ও মাতৃভূমির জন্যে জীবন দানের অদম্য স্পৃহায় তাঁর বুক ফুলে উঠল। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি মুজাহিদ হবেন। রক্ত দেবেন দীনের জন্যে, স্বদেশের

---

৫০ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭০

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ১২

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ ১২

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে।[৫৩] এই সিদ্ধান্ত থেকেই ১৯১৫[৫৪] সালে তিনি যোগ দান করলেন মুসলিম সেনাবাহিনীতে।[৫৫] পণ করলেন যে করেই হোক স্বদেশ ভূমি ও ইসলামকে শত্রুমুক্ত করেই ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর স্বীয় মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত হলেন।[৫৬]

নবম পরিচ্ছেদ

জিহাদের ময়দানে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

ইসলাম ও স্বদেশ রক্ষার জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে সেনানায়ক খোতানী (র.) লক্ষ্য করলেন, খোতান ও তার সংলগ্ন মুসলিম রাজ্যগুলো নিজেদের প্রচেষ্টা ও বাহিনী দিয়ে কমিউনিস্টদের অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারছেনা। তখন সেনাপতি নিয়াযও চেষ্টা করলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সেনাবাহিনীকে একটি একক বাহিনীর রূপ দিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। পরাজিত হতে লাগল মুসলিম বাহিনী। সবশেষে নিয়াযের (র.) বাহিনীও পর্যুদস্ত হলো কমিউনিস্ট হায়েনাদের হাতে।[৫৭]

খোতানের সেই সময়কার গা শিউরে ওঠা ইতিহাস সম্পর্কে মরহুম খোতানী হুজুর (র.)–এর যবানীতে তার প্রিয় ছাত্র দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান বলেন;

"তুর্ক জাতীয় লোক ছিলেন তিনি। মধ্য এশিয়ার সমরকন্দ ও খোতান (বুশ – চীন) সীমান্তবর্তী এলাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ইসলামিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি দেশীয় রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় দক্ষতা ও নৈপুণ্যের বলে সেনাপতির আসন লাভ করেন। চীনের তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে ইউরোপের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল তুর্কিস্তান তখন কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা আর উপজাতীয় সর্দার শাসনে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সময় বিশ শতকের প্রথম ভাগ। কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে তীব্র গতিতে। তাঁরা একের পর এক নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চলছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলোর শাসক-আমীররা তখন নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে লিপ্ত, একে অপরের বিরুদ্ধে

---

৫৩. ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭
খ) ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২

৫৪. অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ,প্রাগুক্ত, কিন্তু অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক লিখেন, তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন ১৯৩৪ সালে। এ মতটি যৌক্তিক নয়।

৫৫. ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭
খ) ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ ২
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক , প্রাগুক্ত, পৃ ১২
ঘ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১
ঙ) ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪
চ) আল–আমীন, দেশ-জাতি–রাষ্ট্র , দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর , ১৯৮৬

৫৬. ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭
খ) এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান ড. প্রাগুক্ত, পৃ ২
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক , প্রাগুক্ত, পৃ ১২
ঘ) আলআমীন, দেশ–জাতি–রাষ্ট্র , দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬

৫৭. ক) ড.এ.এইচ. এম.ইয়াহইয়ার রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামমুখর। সুযোগ বুঝে কমিউনিস্টরা কখনো এর পক্ষাবলম্বন করে ওকে ঘায়েল করছে, একের সঙ্গে দুস্তির ভাব করে অপরের ওপর চড়াও হচ্ছে। এ সময় মুসলিম শাসকরা ঐকবদ্ধ হয়ে তাদের সাধারণ দুশমনদের মোকাবিলা করতে পারলে রাশিয়া-তুর্কিস্তানের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখা হতো। কিন্তু তাঁরা তা করতে পারল না। কারণ, কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাঁরা একের বিপদে অন্যে শুধু চুপ করেই থাকল না, বরং নাস্তিক্যবাদী ধোঁকাবাজদের ছলনায় পড়ে একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র পর্যন্ত ধরল। ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, জার শাসনের অবসান ঘটাতে পারলে তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে। তাদের ধর্মের ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবেনা। তাদের সেই ওয়াদা কতদূর রক্ষিত হয়েছিল, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।[৫৮] জার শাসনের অবসানের সময় আল্লামা খোতানী (র.) সেনা বাহিনীতেই ছিলেন। ১৯১৭ সালে ৫কোটি মুসলিমসহ [৫৯] ২০কোটি মানুষের রক্তস্রোত প্রবাহিত করে বিশ্বের বর্বরতম কমিউনিজম বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল।[৬০] কায়েম হয়েছিল আজকের সোভিয়েত রাশিয়া।

যাক সে অন্য কথা, মরহুম খোতানী সে সময়কার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কখনো চোখের পানি ফেলেছেন, কখনো ক্রোধারক্ত রুদ্ধবাক হয়ে পড়েছেন। তখন মুসলিম শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। সে চেষ্টায় তারও বিরাট ভূমিকা ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। যদিও সীমান্তরাজাদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে কেউ এগিয়ে আসেনি।" [৬১]

মরহুম খোতানী হুজুরের জন্মভূমির তৎকালীন অবস্থা ও সেনাবাহিনীতে যোগদান প্রসঙ্গে তার প্রিয় ছাত্র ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন; চীনা-তুর্কী সংগ্রামে যুবক নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) তুর্কিদের পক্ষাবলম্বন করেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কম্যুনিজমের এ আগ্রাসনের কবল থেকে মুসলিম সাম্রাজ্য রক্ষার জিহাদে তিনি তুর্কিস্তানের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ ব্যুহ গড়ে তোলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলো নিজেদের বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুশমনদের মোকাবিলা করে । কিন্তু অগণিত শত্রুদের বিরুদ্ধে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। তার সাথীদের অনেকেই শাহাদত বরণ করেন। [৬২]

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এর ভাষায়-

" বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক শেষ হওয়ার মুহূর্তটিতে মধ্য এশিয়ার উজবেক ও তুর্কমেন হতে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এসব

---

৫৮. আল-আমীন , দেশ-জাতি-রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ অক্টোবর , ১৯৮৬

৫৯. ক) প্রাগুক্ত,
খ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত,
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪

৬০. অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২

৬১. ক) আল-আমীন, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র, প্রাগুক্ত,
খ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১১-১৫
গ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ২৮

৬২. ক) ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মুজাহিদ মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), দৈনিক ইনকিলাব, ২১ ডিসেম্বর , ১৯৮৬
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার মুসলমানগণ হাজার বছরেরও অধিককালের বাসভূমি ত্যাগ করে পারস্য, আফগানিস্তান, মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং আমাদের এ উপমহাদেশে এমনকি বাংলাদেশেও এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাশিয়ার জার সাম্রাজ্য ছিল গণ অত্যাচারের লীলাভূমি। খ্রিস্টান জার সম্রাটদের নির্যাতনের হাত মধ্য এশিয়ার মুসলিম এলাকা গুলোতেও প্রসারিত হতো। এজন্যে জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যখন বলশেভিকদের ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান শুরু হয় , তখন মুসলিম মধ্য এশিয়াও এ আন্দোলনে সমভাবে শরীক হয়। বিপ্লবীরা অবশ্য এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, বিপ্লব সফল হওয়ার পর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা পরিপূর্ণ সহযোগিতা দান করবে। কিন্তু দেখা গেল ১৯১৭ সালে বিপ্লব সফল হওয়ার পর কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা সেই অঙ্গীকার পালন করার পরিবর্তে খ্রিস্টান প্রাধান্য বিশিষ্ট শ্বেতচর্ম ইউরোপীয় অংশের রুশীয়রা মধ্য এশিয়ার মুসলিম এলাকাগুলোকে জার সম্রাটদের মতোই চিরকাল পদানত রাখার ষড়যন্ত্র কার্যকর করতেই বরং বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। শেষ পর্যায়ে আন্দোলন সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হয়। প্রায় এক যুগের এ প্রতিরোধ যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বেশি অংশগ্রহণ করেন আলিম -উলামা , মসজিদের ইমাম এবং সমাজের ধর্মপ্রাণ মুসলিম শ্রেণীটি। তাই সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর এ শ্রেণীটিরই হতাবশেষ একটি অংশ প্রায় পযুদস্ত অবস্থায় দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। [৬৩] তিনি আরো বলেন, আমাদের এ দেশে যারা এসেছিলেন , তাঁদের মধ্য থেকে দুজন বিরল প্রতিভাধর পুরুষ এ বাংলায় মনীষার ক্ষেত্রে কালজয়ী প্রভাব রেখে একের পর এক এদেশের মাটিতেই চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। তাঁদের একজন ছিলেন আরবী সাহিত্যের এক বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত ও প্রখ্যাত কবি আব্দুর রহমান আল কাশগরী (র.)। তিনি ছিলেন আমার একজন শ্রদ্ধেয় উস্তাদ এবং আমি পুত্র-পরিজনহীন এ মহান জ্ঞান সাধকের নিকট পুত্রবৎ স্নেহ লাভে ধন্য হয়েছি। আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ প্রথম লাভ করি ১৯৫৩ সালে। [৬৪]

খোতান-কাশগরের সেকালের অনেক তথ্য মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সম্পাদক, মাসিক মদীনা) উদঘাটন করেছেন উক্ত মাওলানা আব্দুর রহমান আল কাশগরীর জবানীতে। এ সম্পর্কে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন; বড় ইচ্ছা হতো কাশগরী সাহেবের অতীত জীবনের কথা জানবার । কিন্তু সে প্রসঙ্গে কোন কথাই তাঁর মুখ থেকে বের করতে পারতামনা। শুধু এতটুকু জানা গিয়েছিল, চীনা তুর্কিস্থানের কাশগরে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন একজন সামন্ত শাসক। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরবর্তী গণহত্যা এবং পাইকারী নির্যাতনের কবল থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে নিতান্তই কিশোর বয়সে দেশত্যাগীদের কাফেলায় শরীক হয়ে হিন্দুস্তান এসেছিলেন তিনি । লক্ষ্ণৌর নদওয়াতুল উলামার ইয়াতীম থানায় আশ্রয় লাভ করে এখানেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক যখন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী, তখন একবার নদওয়ার কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। কাশগরি সাহেব তখন সদ্য পাশ করেছেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে শেরে বাংলা তাঁকে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করার অনুরোধ জানালে কাশগরি সাহেব সাগ্রহে তা গ্রহণ করেন। কলিকাতা আলিয়া পরে

---

৬৩. ক) মুহিউদ্দীন খান, অন্তরঙ্গ আলোকে একজন মনীষী, আল্লামা খোতানী , অগ্রপথিক, (ঢাকা: ই.ফা.বা.) ৩য় বর্ষ, সংখ্যা ২৩ জুন ১৯৮৮ , পৃ ২৫
খ) মুহিউদ্দীন খান, অন্তরঙ্গ আলোকে খোতানী হুজুর , পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতিসংখ্যা , ১৯৮৭

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনিও এর সাথে এখানে চলে আসেন এবং ১৯৭১ সালে এখানেই ইন্তিকাল করেন। আজিমপুর নতুন কবরস্থানে তাঁর মাযার রয়েছে। [৬৫]

আমি লক্ষ্য করতাম। মাঝে মাঝেই তিনি কেমন যেন উদাস হয়ে যেতেন। অনেক সময় একান্তে বসে তাঁকে কাঁদতে দেখেছি। তাঁর এমনি একটা দুর্বল মুহূর্তে একদিন তাঁকে আমি ধরে ফেলেছিলাম। শেষ পর্যন্ত অনেকটা বাধ্য হয়েই তিনি তাঁর বুকের ভার কিছুটা লাঘব করেছিলেন আমাদের দু/একজনের সামনে কিছুটা বর্ণনা করে। [৬৬] ধরা গলায় বলেছিলেন; কাশগরের সর্বাপেক্ষা বড় আমীর ছিলেন আমার আব্বা। তিনি ছিলেন একজন বড় আলিম ও খুব শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব । আমার বড় এক ভাই, দু'বোন ছিল। বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর সারা দেশের গণ্যমান্য সব মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে আমার আব্বাকেও গ্রেফতার করে নিয়ে গেল কমিউনিস্ট সন্ত্রাসীরা। অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে ওরা আমার বড় ভাই এবং দুবোনকেও ধরে নিয়ে গেল। তাঁর আর ফিরে এলোনা। কোথায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ খবরও আর উদ্ধার করা যায়নি। আমাদের বাগান খামার, পশুপাল এবং সহায় সম্পদের সব কিছুই দখল করে নেয়া হয়েছিল। আমাকে এবং আমার আম্মাকে খামারের একটা ছোট বাড়ি দেয়া হলো থাকার জন্যে। আম্মা ততদিনে শোকে বেদনায় মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছেন। আমার বয়স তখন চৌদ্দ/পনের বছর , ভাল-মন্দ সবকিছুই বোঝার ক্ষমতা হয়েছে। বিশেষত আমরা যে একেবারে নি:স্ব এবং ধ্বংস হয়ে গেছি, এতটুকু অন্তত বুঝতে পারছি। এমনি অবস্থাতেই একরাতে আমার এক মামা গোপনে আম্মার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি খবর দিলেন, কিছু সংখ্যক সাহসী মুসলিম যুবক একটা গোপন দল গঠন করে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে। উদ্দেশ্য, কমিউনিস্ট সন্ত্রাসীদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে হতাবশিষ্ট মুসলমানদেরকে যথাসম্ভব আড়াল করে রাখা এবং তাঁদেরকে দেশ ছেড়ে অন্যত্র হিজরতের সুযোগ করে দেয়া। তিনি আরও খবর দিলেন, দু'এক দিনের মধ্যেই একটি কাফেলা হিন্দুস্তানের পথে রওনা হয়ে যাবে। আমাকে যেন সে কাফেলার সাথে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আম্মাকেও দেশ ছাড়ার জন্যে বলা হয়েছিল। কিন্তু দুটো বোন এবং বড় ভাইয়ার আশা তিনি এখনো ছাড়েননি, হয়তো ওরা জালিমদের হাত থেকে ছাড়া পাবে অথবা অন্তত একটা খবর আসবে, নির্ধারিত সময়ে একটা পুটুলি হাতে দিয়ে আমাকে কাফেলার সঙ্গী করে দেয়া হলো। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিলনা। সন্ধ্যারাতের আবছা অন্ধকারে মা আমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। শেষটায় একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বিলীয়মান কাফেলাটার দিকে।

শেষ বারের মতো মায়ের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলাম । চিৎকার করে তিনি আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমাদের কাফেলাটি তখন পাহাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমার পরে যারা দেশ ছেড়ে এসেছিল, তাদের মুখে শুনেছি আমাকে বিদায় দেয়ার পর মা পুরোপুরি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিদিনই সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তিনি সেই পাহাড়ী টিলাটার ওপর এসে দাঁড়াতেন। কিছুক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে একসময় চিৎকার করে ডাক দিতেন, আব্দুর রহমান ! আব্দুর রহমান !!

---

৬৫. মুহিউদ্দীন খান, জীবনের খেলাঘরে, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স , ২০০৩), পৃ ১৫৫

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

শুনেছি, একদিন আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আমার মা টিলাটার ওপরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। বিশ্বাস কর , প্রতি সন্ধ্যায় এখনো আমি আমার স্নেহময়ী মায়ের কণ্ঠ শুনতে পাই। তিনি যেন 'আব্দুর রহমান , আব্দুর রহমান' বলে আমাকে ডাকছেন।" [৬৭]

এরপর আল্লামা কাশগরী (র.)-এর মুখে টুকরো টুকরো অনেক ঘটনাই শুনেছিলাম। মধ্য এশিয়া এবং চীনা তুর্কিস্থানের মুসলমানদের ওপর কমিউনিস্টরা যে অবর্ণনীয় যুলুম অত্যাচার করেছে, সে সবের টুকরো বর্ণনা তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। একদিন তিনি সেই বিভীষিকার বর্ণনা সম্বলিত একখানা উর্দু বই আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন এ বইটি যেন আমি বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, "উছমান বুতরী" নামক সে বইটি আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। [৬৮]

দশম পরিচ্ছেদ

দেখা হলোনা স্ত্রী–সন্তানের মুখ

ইতোমধ্যে এলো মারাত্মক দু:সংবাদ। কমিউনিস্ট বাহিনী পথের সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসছে এদিকেই। কাছেই এসে পড়েছে তারা। লক্ষ্য তাদের এই দুর্গ। খোতানী হুজুরের ছুটি বাতিল হলো। সাহায্যের আবেদন পাঠানো হলো বিভিন্ন স্থানে। সেনানায়ক খোতানী (র.) তাঁর অধীনস্ত সেনাবাহিনীকে নিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন মোকাবিলার। কমিউনিস্ট বাহিনী এসে অবরোধ করল দুর্গ। দীর্ঘ একমাস চলল অবরোধ। এর মধ্যে আসতে পারলোনা বাইরের কোন সাহায্য। এদিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে রসদও প্রায় শেষ। ইতোমধ্যে কমিউনিস্ট সৈন্যরা দুর্গের বহির্দেয়াল ধ্বসিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়েছে খোদ দুর্গের ভেতরে। শিলা ঝড়ের মতো বয়ে যাচ্ছে বুলেটের ঝড়। একে একে ধ্বসে পড়ছে দুর্গের দেয়াল। এদিকে বুলেট বিদ্ধ হয়ে একে একে শাহাদাত বরণ করছেন সাথী মুজাহিদগণ একেবারে সেনানায়ক নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর সামনেই। মাথার ওপর দিয়ে, কাঁধের পাশ দিয়ে, কানের লতি ছুঁয়ে শোঁ শোঁ রবে চলে যাচ্ছে শত্রুর বুলেট। পাশের সহকারী সৈন্যরাও বুলেট বিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। শত্রু এগিয়ে আসছে একেবারে নিকটে। হাতে আর সময় নেই এক মুহূর্তও। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যেই মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে ঝাঁপ দিলেন তিনি তিন তলা থেকে একেবারে নিচে। দেখে ফেলেছে দুশমন। গুলি চালাচ্ছে তাই তাঁর দিকে তাক করেই। [৬৯]

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী, এদিকটা একটু ফাকা পেয়ে তিনি দৌড়ে চললেন সম্মুখ পানে। দুশমনও ধাওয়া করছে পেছন থেকে । ঠিক এমনি সময় তিনি দেখতে পেলেন, একটি তাজী ঘোড়া, জ্বিন পরিহিত, সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় তার সামনে দাঁড়িয়ে। লাফিয়ে সওয়ার হলেন তিনি সেই ঘোড়ার পিঠে। পেছন ফিরে তাকালেননা আর। জীবনে আর দেখা হলোনা একমাত্র ছেলে সন্তানের মুখ। সাক্ষাৎ হলো না

---

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬-১৫৭

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭

৬৯. ক) আল আমীন , প্রাগুক্ত
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository

আর প্রিয়তমা জীবন সংগিনীর সঙ্গে। পেছনে পড়ে রইল মাতৃভূমি। পড়ে রইল আত্মীয় - স্বজন। [৭০] উল্লেখ্য পরবর্তী জীবনেও তার আর কোন পুত্র সন্তান হয়নি। হয়েছিল ৭ জন কন্যা সন্তান। [৭১]

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাখে আল্লাহ মারে কে

শত্রুর গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়েই আল্লাহর অশেষ রহমতে এক রকম অলৌকিকভাবেই বেঁচে গেলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। সঙ্গীয় মুজাহিদগণ শাহাদাত বরণ করলেও রক্ষা পেল তার জীবন। আসলে, রাখে আল্লাহ মারে কে ? কমিউনিস্টদের গোলা বৃষ্টির ভেতর দিয়েই তিন তলার ওপর থেকে লাফিয়ে নিচে পড়লেও কোন ক্ষতিই হলো না তাঁর। এরপর জীন পরিহিত সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া সেই তাজী ঘোড়াটিও যেন তাঁর জীবন রক্ষার্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতা স্বরূপ অবতীর্ণ। তিনি লাফিয়ে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন সম্মুখ পানে। ঘোড়াটিও হয়তো বুঝতে পারছিল আসমানী সেই ইঙ্গিত। তাই উর্ধ্বঃশ্বাসে ঘোড়াটিও ছুটে চলল একেবারে বিদ্যুদ্বেগে। চলছে তো চলছেই। দিন–রাত বিরাম –বিশ্রামহীন একটানা দুদিন তিনরাত । শেষ পর্যন্ত এসে পৌছলেন একটি নদীর তীরে। [৭২] একটানা পরিশ্রমের ধকল সইতে না পেরে ঘোড়াটি মারা গেল এখানে এসেই। [৭৩]

দীর্ঘ সময়ের ক্ষুৎপিপাসা, অনেক দিনের জিহাদ ও ২/৩ দিনের একটানা ভ্রমণজনিত ক্লান্তিহেতু নদী তীরের একটি গাছের নিচে বসতে না বসতে তিনিও আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন রাজ্যের ঘুমে। স্বপ্নে দেখলেন, শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত শ্বেতবসন ও পাগড়ি পরিহিত ফিরিশতা সদৃশ একজন সাধু সুপুরুষ নদীর অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডেকে ডেকে বলছে, " ভয় নেই, নদী পার হয়ে ভারতে চলে এসো।" [৭৪] স্বপ্নের এ আকস্মিকতায় তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। যেই স্বপ্ন, সেই কাজ, তাকে তো আর থেমে থাকলে চলবেনা। ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীবক্ষে। সাঁতরে পার হয়ে গেলেন নদী। এবার কিছুটা নিরাপদ বোধ করলেন। [৭৫]

---

৭০. ক) আল আমীন, প্রাগুক্ত
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর , প্রাগুক্ত, পৃ ১৮
ঘ) মুহিউদ্দীন খান. অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬

৭১. ক) আল – আমীন , প্রাগুক্ত
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯

৭২. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ৪০
খ) নদীটির নাম জানা সম্ভব হয়নি।

৭৩. ক) আল–আমীন, প্রাগুক্ত,
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ .১৮

৭৪. তথ্যটি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) স্মৃতি সেমিনারে হুজুরের সুযোগ্য ছাত্র , ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদরসার অধ্যক্ষ মাওলানা কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী কর্তৃক উত্থাপিত।

৭৫. ক) আল–আমীন , প্রাগুক্ত
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বদেশ ভূমি পুনরুদ্ধারে সংকল্প গ্রহণ

নদীর অপর তীরের সে স্থানটির নাম সংগ্রহ করা যদিও সম্ভব হয়নি, তথাপি সে স্থানটি যে চীনের অন্তর্ভূক্ত ছিল এটা সুনিশ্চিত । [৭৬] তবে এটা ছিল চীনা-তুর্কিস্তান। স্বদেশে কমিউনিজম বিপ্লবের পর তিনি এখানেই আগমন করেন। [৭৭] ঐ অঞ্চলটি তখনো পুরোপুরি কমিউনিস্ট শাসনাধীনে আসেনি। আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) তখন মনে মনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন যে, যে করেই হোক, স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে খোদাদ্রোহীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে। স্বদেশবাসীর ঈমান -ইজ্জত -আব্রুকে করতে হবে হিফাজত। লাল চামড়ার বুশ বাহিনীর বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়ে স্বদেশী মজলুম মুসলমানদের গগনবিদারী আর্তনাদ প্রশমনে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এজন্যে প্রয়োজন শক্তিশালী একটি সামরিক বাহিনীর । তাই তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখানকার সোনবাহিনীতে যোগদান করলেন। জীবনে সাজারী বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার খুব শখ থাকলেও দেশের বাস্তব প্রয়োজনে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। ইচ্ছে ছিল প্রয়োজনে জার্মান বা ইংল্যান্ড গিয়ে উন্নততর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

ঐ অঞ্চলটি যদিও তখনো পূর্ণ কমিউনিস্ট শাসনাধীনে আসেনি, কিন্তু কমিউনিজম দ্বারা এ অঞ্চলটি এবং এর শাসকগণ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অসংখ্য ইসলাম বিরোধী কুপ্রথার অনুসারী ছিল স্বয়ং এর শাসকরা। এমনকি যখন ঐ দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হতো, তখন সে দেশের রাষ্ট্র প্রধানের ছবি সৈনিকদের সামনে পেশ করা হতো। আর সকল সৈনিককে তখন সেই প্রতিকৃতিতে, কখনো বা স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধানকে মাথা নত করে কুর্ণিশ করতে হতো। [৭৮] আযম হাশেমীর বর্ণনায় এ অঞ্চলের বিবরণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। [৭৯]

ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুসারী আল্লামা খোতানী হুজুর (র.) অত্যন্ত শক্ত ভাষায় এর প্রতিবাদ জানালেন এবং বললেন ; "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা যায়না।" সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো, এদেশের আলিম সমাজ এ প্রথার অনুমোদন দিয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন; কোন আলিম ইসলামের বিধি-বিধানের দলীল নয়। বরং কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস হচ্ছে ইসলামের দলীল। তখন রাষ্ট্রীয় এ আদেশ পালন না করলে তাঁকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলার হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এতে কোন রূপ পরোয়া না করে সুস্পষ্ট প্রতিবাদী কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন; শিরকী এ নির্দেশ পালন করা আমার পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাতে আমার জান প্রাণ যায় যাক । সরকারের সাথে কোন ভাবেই একমত হতে না পেরে নিজের ঈমান-আকীদা ও ইসলামী আদর্শকে বড় মনে করে বাধ্য হয়ে ঐ সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। [৮০]

---

৭৬. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯

৭৭. অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২

৭৮. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ২০

৭৯. আযম হাশেমী , বুখারা-সমরকন্দের রক্তাক্ত ইতিকথা, অনুবাদ : মোল্লা মেহেরবান (ঢাকা : দেশ-জনতা প্রকাশনী, ২০০১)

৮০. অধ্যক্ষ আ.খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ২১

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভারতের পথে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

চীনা-তুর্কিস্তানের খোদাদ্রোহী সেই সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে তিনি চললেন ভারতের দিকে। স্থীর সিদ্ধান্ত নিলেন এ জীবনকে ব্যর্থ হতে দেয়া যায়না। স্বার্থক তাকে করতেই হবে। আল্লাহর খলীফা হিসেবে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। । সুতরাং , স্বদেশে কাপুরুষ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.) এর সুন্নাত হিজরত করা অনেক শ্রেয়। তাই অজানা অচেনা পথ ধরে সীমাহীন দু:খ-কষ্ট সহ্য করে পাহাড়-পর্বতময় বন্ধুর পথ অতিক্রম করে অবশেষে এসে পৌঁছলেন ভারতের সাহারানপুরে। শুরু হলো নতুন জীবন-সাধনার জীবন। [৮১] যে জীবন তাঁকে করে রেখেছে চির অমর। বিশেষত বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ প্রচারে তিনি হয়ে আছেন ইতিহাসের এক সোনালী নায়ক। [৮২]

আল্লামা খোতানী (র.) কোন পথ ধরে ভারতে এসেছিলেন, তা নিয়ে দুধরনের অভিমত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, তিনি কাশগর থেকে কাশ্মীর হয়ে ভারতের সাহারানপুরে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় এসে উপস্থিত হন।

অন্যমতে, তিনি চীন থেকে বার্মা হয়ে আজকের বাংলাদেশের ওপর দিয়ে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে হিজরত করেন। [৮৩] পেছনে পড়ে রইল তাঁর প্রিয় জন্মভূমি-মাতৃভূমি খোতান, পড়ে থাকল ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন, পড়ে রইল প্রিয়তমা স্ত্রী-সন্তান। আর কোন দিন দেখা হয়নি তাঁদের মুখ। কোনদিন পা রাখতে পারেননি শায়খ খোতানী স্বীয় প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে। [৮৪]

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

আশৈশব অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) সুদূর খোতান থেকে দুর্ভেদ্য হিমালয়ের পথ পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছে চিন্তা করলেন, মহান আল্লাহ অসীম অনুগ্রহে যখন শত্রুর বুলেটের মুখ থেকে তাঁর জীবন রক্ষাই করলেন, তখন তাঁর প্রিয় বন্ধু মহানবী (সা.) -এর হাদীছের খিদমতেই জীবন উৎসর্গ করবেন। সে হিসেবে তিনি উপমহাদেশের এমনকি তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম

---

৮১. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ২৩
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ,প্রাগুক্ত, পৃ ২৯

৮২. ড.মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, মাসিক নতুন বিকাশ , নভেম্বর, ২০০৮ ,পৃ ২৯

৮৩. ক) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪
খ) ড.আহসান সাইয়েদ , প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪
গ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
ঘ) ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত,
ঙ) আল-আমীন, প্রাগুক্ত

৮৪. ক) আল-আমীন , প্রাগুক্ত
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪
ঘ) মুহিউদ্দীন খান, অগ্রপথিক . প্রাগুক্ত, পৃ ২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রসিদ্ধ হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দে (প্রতিষ্ঠিত ১৮৬৬ খ্রি.) ভর্তি হওয়ার স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশ্য, ভারতে পৌঁছেই বা তারও আগে থেকেই তিনি উক্ত দারুল উলূম দেওবন্দের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা জানতে পেরেছিলেন। তাই এখানেই ভর্তির আন্তরিক টান অনুভব করে তিনি উপস্থিত হলেন দারুল উলূম দেওবন্দে। [৮৫] কুরআন-হাদীছ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের মানসে এখানেই ভর্তির দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি যোগাযোগ করলেন কর্তৃপক্ষের সাথে। এখানে জানানো হলো ভর্তি হতে হলে অবশ্যই তাঁকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হতে হবে। দেওবন্দের একজন উস্তাদকে শায়খ খোতানী (র.) এর ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হলো। তিনি খোতানী (র.) কে জানালেন যে, "শরহে জামী" গ্রন্থ থেকে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। শায়খ খোতানী (র.) উক্ত উস্তাদের নিকট থেকে "শরহে জামী" গ্রন্থখানা একদিনের তরে মোতালায়া করার জন্যে চেয়ে নিলেন। হাশিয়া বিহীন মুদ্রিত উক্ত গ্রন্থখানিতে দেওবন্দের সেই উস্তাদ মহোদয় স্বহস্তে প্রয়োজনীয় টিকা ও হাশিয়া লিখে নিয়েছিলেন নিজের দরসদানের সুবিধার্থে। শায়খ খোতানী (র.) কে পরদিন যখন পরীক্ষার জন্যে ডাকা হলো তখন দেওবন্দ মাদরাসার "শরহে জামী" এর শিক্ষক উক্ত উস্তাদ তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। জবাবে শায়খ খোতানী (র.) কিতাবের হাশিয়ায় উক্ত উস্তাদ কর্তৃক স্বীয় হস্তাক্ষরে যা লিখা ছিল, হুবহু তা বলতে লাগলেন। এভাবে অনেক প্রশ্ন করা হলো। সকল প্রশ্নের উত্তরই যথাযথ ভাবে কিতাব ও হুবহু হাশিয়া থেকে উদ্ধৃত করে প্রদান করলেন তিনি। উস্তাদ সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন এক দিনেই আমার লিখিত হাশিয়া তোমার সম্পূর্ণ মুখস্থ হয়ে গেল ?" শায়খ খোতানী (র.) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, 'জি'। উস্তাদ এতে তাঁর প্রতি যার পর নাই খুশি হলেনএবং তাঁর স্মৃতি শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। অত:পর নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে কর্তৃপক্ষ সানন্দে ভর্তি করে নিলেন দারুল উলূম দেওবন্দে।[৮৬]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষালাভ

ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ৮ শাওয়াল ১৩৫৫ হিজরি মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্যের আযহার "দারুল উলূম দেওবন্দ" মাদরাসায় ভর্তি হন। [৮৭] কিন্তু অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ লিখেন, আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ১৯৪০ সালে দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪১ সালে এখান থেকেই তিনি মনোবিজ্ঞানে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪২ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে দাওরা হাদীছে ১ম শ্রেণীতে ৩য় স্থান এবং ১৯৪৪ সালে তাফসীর শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। [৮৮] ভর্তি সংক্রান্ত এ মতটি যুক্তিযুক্ত বা গ্রহণযোগ্য মনে হয়না। কারণ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর অধ্যাপক ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান বলেন; আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সুদীর্ঘ ছয় বছর অধ্যয়নের পর এখান থেকে কুরআন, হাদীছ

---

৮৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, মাসিক নতুন বিকাশ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ২৯

৮৬. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫

৮৭. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০

৮৮. অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, সেমিনার প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ ২

Dhaka University Institutional Repository

সহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে উপযুক্ত ডিগ্রি লাভ করেন।[৮৯] সুতরাং ১৯৪০ সালে দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হলে এটাতো সম্ভব হয়না। অতএব প্রথম মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য। গভীর অধ্যবসায়ী নিয়ায মাখদূম (র.) দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তির পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। প্রখর ধী শক্তি ও কঠোর সাধনা বলে প্রতিটি জামা'আতেই প্রথম স্থান অধিকার করে দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি একজন মুমতাজ বা ব্যতিক্রমধর্মী ও বিস্ময়কর ছাত্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। নিরলস অধ্যবসায় ও বিরল চরিত্র মাধুর্যের কারণেই সব শিক্ষকই তাঁকে আপন সন্তানের ন্যায় মনে করতেন। ফলে তাঁর যাবতীয় খরচই নির্বাহ করতো মাদরাসা কর্তৃপক্ষ।[৯০]

তিনি দারুল উলূমের 'দারে জাদীদ' নামের ছাত্রাবাসের একটি স্পেশাল কক্ষে একাই অবস্থান করতেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের সুযোগ তখন কেবল বিশেষ ছাত্রদেরকেই দেয়া হতো। সর্বদা দ্বীনি ইলম চর্চা আর দারুল উলূমের সম্মানীত উস্তাদগণের একান্ত স্নেহে তিনি ভুলে থাকতেন তার অতীত জীবনের দু:খ-বিরহের ইতিহাস। দারুল উলূম দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম ছিলেন জনাব মাওলানা কারী তৈয়্যব সাহেব (র.)। অবশ্য মাওলানা শাব্বির আহমাদ উছমানী (র.) ও অনারারী পোস্ট হিসেবে কিছুকাল (১৩৫২ হি.- ১৩৬২ হিজরি) উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তখন এখানকার শাইখুল হাদীছ ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ অলিয়ে কামিল আলহাজ হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.), [৯১] মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মারি ও মাওলানা ইযায আহমাদ (র.) প্রমুখ। এরা তিনজনই ছিলেন তাঁর সুযোগ্য উস্তাদ।[৯২] এখান থেকেই তিনি কুরআন, হাদীছ, তাফসীর , ফিকহ ,আকাঈদ, কালাম, বালাগাত, মানতিক, হিকমাহ. উসূল, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, প্রকৌশল, চিকিৎসা , এককথায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় গভীর জ্ঞানার্জন করে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করে ১৯৪৪ সনে দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৯৩]

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছিলেন একজন নিরলস পাঠক, গভীর জ্ঞানী ও বহুবিধ বিষয়ে সুপণ্ডিত, যা তাঁর নিজ বর্ণনা থেকেও কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। তিনি নিজে বলেন; ইলমে হাইয়াত, ইলমে আওকাত শেখার প্রতি আমার ইচ্ছা ছিল প্রবল। তাই এ বিষয়ের ওপর মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করার সাথে সাথে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও তৈরি করার চেষ্টা করতাম। এর মধ্যে 'উসতুরলুব' নামে সময় নির্ধারক একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলাম। প্রথমত এর অনেক অংশ তৈরি করতে পারলেও "ওয়ারনিস" নামক একটি অংশ বানাতে পারতামনা । একদিন আমার ইলমে হাইয়াতের উস্তাদ জনাব মাওলানা বশীর আহমাদকে একথা বলতেই তিনি আমার রুমে এসে আমাকে ঐ অংশ বানানো শিক্ষা দিয়ে গেলেন। আমি নিজ হাতে সেদিন আমার উস্তাদকে পোলাও রান্না করে খাইয়েছিলাম। এরপর থেকে আমি 'উসতুরলুব' বানাতে এবং এর দ্বারা সময় নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এজন্যে দারুল

---

৮৯. ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৯০. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩২

৯২. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩

৯৩. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩
খ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী , প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮
গ) ড.আহসান সাইয়্যেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪
ঘ) মুহিউদ্দীন খান , অগ্রপথিক,প্রাগুক্ত, পৃ ২৬

Dhaka University Institutional Repository

উলূমের অনেক ছাত্র ও শিক্ষক মহোদয় আমাকে 'উসতুরলুবী ' বলে ডাকত। এ বিষয়ে আমি মাদরাসার অধ্যয়ন ছাড়াও দেওবন্দের পান্নালাল' নামক একজন হিন্দু পণ্ডিতের নিকট অনেক কিছু শিখেছি। পান্না লাল বেনারশে চাকরি করতেন। ইলমে হাইয়াতে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান। ছুটিতে যখন তিনি বাড়ি আসতেন, তখন তাঁর নিকট গিয়ে আমি এ বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতাম। এ বিষয়ে আমার প্রবল আগ্রহ দেখে তিনিও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমাকে শেখাতেন। সুতরাং, এটা সহজেই অনুমেয় যে, আল্লামা খোতানী (র.) শুধু একজন মুহাদ্দিছই ছিলেননা বরং একজন বিজ্ঞানীও ছিলেন।[৯৪]

দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি ১১ বছর মতান্তরে [৯৫] বা ৬ [৯৬] বছরকাল অধ্যয়ন করেন। উক্ত দুটো মতের একটিও পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মনে হয়না। কারণ, এ ব্যাপারে সব জীবনীকার একমত যে, আল্লামা খোতানী (র.) ১৯৪৪ সালে দেওবন্দে পড়াশুনা শেষ করেছেন। আর আমাদের পূর্বোল্লেখিত বর্ণনানুযায়ী তিনি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূমে ভর্তি হয়েছেন। সে হিসেবে এখানে তাঁর অধ্যয়নকাল হয়ে থাকবে ৯ বছর।[৯৭]

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ১৯৪৬ সালে ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় শাইখুল হাদীছ পদে নিয়োগ প্রাপ্তিকালে যে আবেদন পত্র মাদরাসায় দফতরে জমা দিয়েছিলেন, তা আজো মাদরাসার রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত রয়েছে। আবেদন পত্রে দেওবন্দ থেকে অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতার যে বিবরণ তিনি প্রদান করেছিলেন, তা ছিল নিম্নরূপ ;

জামাতের নাম	পাশের সন	বিভাগ	প্রতিষ্ঠান
দাওরা হাদীস	১৯৪৪ সন	১ম বিভাগে ১ম	দারুল উলূম দেওবন্দ।
দাওরা তাফসীর	১৯৪৩ সন	১ম বিভাগে ৩য়	দারুল উলূম দেওবন্দ।
ইলমে হান্দাসাহ	১৯৪২ সন		দারুল উলূম দেওবন্দ
ইলমে হাইয়াত	১৯৪১ সন		দারুল উলূম দেওবন্দ। [৯৮]

এখানে তিনি মাদরাসার বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন ছাড়াও কুরআন ও হাদীছের ওপর বিশেষ গবেষণামূলক অতিরিক্ত কোর্সও সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। যার অধিকাংশের নামই আমাদের জানা নেই। তবে তাঁর বিষয়ভিত্তিক সনদপ্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ কিতাবগুলোর নাম নিম্নরূপ :

(ক) তাফসীর বিষয়ক :

ক) তাফসীরে জালালাইন (সম্পূর্ণ)

খ) তাফসীরে বায়জাবী (সম্পূর্ণ)

---

৯৪. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭

৯৬. ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৯৭. গবেষক

৯৮. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

গ) তাফসীরে ইবনে কাছীর (সম্পূর্ণ)

ঘ) তাফসীরে রুহুল মা'আনী (সম্পূর্ণ)

ঙ) তাফসীরে কাশশাফ (সম্পূর্ণ)

(খ) হাদীছ বিষয়ক :

ক) সহীহ বুখারী শরীফ

খ) সহীহ মুসলিম শরীফ

গ) জামে তিরমিযী শরীফ

ঘ) সুনানে আবু দাউদ শরীফ

ঙ) সুনানে নাসায়ী শরীফ

চ) সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ

ছ) শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

জ) মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক

ঝ) ত্বাহাবী শরীফ

ঞ) মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফ

(গ) ফিকহ বিষয়ক ঃ

ক) হেদায়াহ সম্পূর্ণ

খ) নূরুল আনওয়ার

গ) আত্তাওদীহ ওয়াত্তালবীহ

ঘ) মুসাল্লামুছ ছুবূত ইত্যাদি।

(ঘ) ইলমুল আকাঈদ বিষয়ক ঃ

ক) শরহে আকাইদে নসফী

খ) শরহে আকাইদে গাজাফিয়া

গ) আল্ উমূর আল আম্মাহ

(ঙ) ফারায়েজ বিষয়ক ঃ

ক) সিরাজী

(চ) ইলমুল মাআনী ওয়াল বায়ান ঃ

ক) মুয়াত্তাল

Dhaka University Institutional Repository

(ছ) আরবী সাহিত্য বিষয়ক ঃ

ক) মাকামাতে হারীরী (৫০ মাকামা)

খ) দেওয়ানে মুতানাব্বী

গ) দেওয়ানে হামাসাহ

(জ) দর্শন বিষয়ক ঃ

ক) হাশিয়ায়ে কুরতুবী

খ) সুল্লামুল উলূম

গ) রেসালায়ে সিকারে জাহেদ

ঘ) মুবদী

(ঝ) জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক ঃ

ক) তাসরীহ

খ) শরহে যাগেনী

গ) সাবউশ শাদ্‌দি

ঘ) বেনতে বাব ইত্যাদি

(ঞ) ইলমুল হানদাসাহ বা প্রকৌশলবিদ্যা বিষয়ক ঃ

ক) আল্ আকলীদিস

(ট) চিকিৎসা বিষয়ক ঃ

ক) মোজেজ

(ঠ) ইলমুত তাজবীদ বিষয়ক ঃ

ক) ফাওয়ায়েদে মুবীয়া

খ) আল মুকাদ্দামাতুল হাজরীয়্যাহ

গ) হাদিয়াতুল ওয়াহীদ।[৯৯]

[৯৯]. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮-৪০

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যাঁদের কাছ থেকে সনদ লাভে ধন্য নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে সেখানে ইলমে দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ হক্কানী আলিমগণের একটি জামাআত, যাদের একান্ত সাহচর্য ও দরসে অধ্যয়ন করতেন তিনি। মহান সেই উস্তাদগণের সকলের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে যাদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তারা হলেন ;

(ক) হাদীছ শাস্ত্রের উস্তাদ ঃ

- হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)
- মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (র.)
- মাওলানা ইযায আহমদ (র.)

(খ) তাফসীর শাস্ত্রের উস্তাদ ঃ

- মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী (র.) যিনি তাফসীরে বায়জাবী ও ইবনে কাছীর পড়াতেন। তিনি হাদীছের শরাহসহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

(গ) দর্শন শাস্ত্রের উস্তাদ ঃ

- মাওলানা ইবরাহীম বালইয়ারী (র.) যিনি মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)-এর পরে দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীছ হয়েছিলেন।

(ঘ) ফিকহ ও আরবী সাহিত্যের উস্তাদ ঃ

- মাওলানা ইযায আলী (র.)

(ঙ) জ্যোতিষ শাস্ত্রের উস্তাদ ঃ

- মাওলানা বশীর আহমদ (র.)

(চ) ইলমে হাইয়াত বা প্রকৃতি বিদ্যার উস্তাদ ঃ

- পান্না লাল

(ছ) মিশকাত শরীফ, সুল্লামুল উলূম এবং মুসনাদের উস্তাদ ঃ

- মাওলানা আব্দুস সামী (র.)

(জ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার উস্তাদ :

- মাওলানা কারী তৈয়্যব সাহেব (র.)

Dhaka University Institutional Repository

(ঝ) ইলমে তাজবীদের উস্তাদ ঃ

📖 মাওলানা কারী হিফজুর রহমান (র.)

(ঞ) চিকিৎসা বিদ্যার উস্তাদ ঃ

📖 হাকীম মুহাম্মদ আজমল খান (র.) [১০০]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উস্তাদগণের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় উস্তাদগণের সাথে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর সম্পর্ক ছিল সুগভীর , হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ, অমায়িক কিন্তু অকৃত্রিম । একটু অবসর বা সুযোগ পেলেই তিনি ছুটে যেতেন উস্তাদগণের খিদমতে। তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন, "আমি শাইখুল হাদীছ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.), মাওলানা ইবরাহীম বালইয়াবী (র.) , হযরত মাওলানা কারী তৈয়্যব সাহেব (র.) প্রমুখ এর সোহবতে ও তাঁদের খিদমতে বেশি বেশি সময় কাটাতাম।" তিনি আরো বলেন, "প্রত্যহ মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত আমি কারী তৈয়্যব সাহেব (র.)-এর কামরায় বিভিন্ন ইলমী ও আমলী আলোচনায় লিপ্ত থাকতাম। [১০১]

সকল উস্তাদের খিদমতেই তিনি ছিলেন সদা তৎপর। সুযোগ পেলেই কোন উস্তাদের জামা-কাপড় পরিষ্কার করে দিতেন। কোন উস্তাদের রান্না করার জন্যে লাকড়ী পর্যন্ত সংগ্রহ করে দিতেন। অধ্যাপনা জীবনে স্বীয় ছাত্রদের সাথেও অনেক সময় তিনি তাঁর সুযোগ্য উস্তাদগণের সুউচ্চ শানের কথা বলতেন। মাঝে মাঝে উস্তাদ গণের কথা বলতে বলতে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আবেগাপ্লুত হয়ে ছাত্রদের সামনেও তিনি কেঁদেই ফেলতেন। দারুল উলূম দেওবন্দে তখন কত বড় বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলিমগণের সমাবেশ ছিল, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন বোধ করছিনা। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার উস্তাদগণের পাঠদানের বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্নতর । তাঁরা অনেক সময় এমন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করতেন, যা সাধারণ শরাহ গ্রন্থে পাওয়া যেতনা। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন; আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) এমন প্রখর জেহেন শক্তির অধিকারী ছিলেন যে, পঞ্চাশ বছর আগে যদি কোন সংবাদ তিনি দেখতেন, তা পত্রিকার নাম , পৃষ্ঠা ও প্যারাসহ হুবহু মুখস্থ বলে দিতে পারতেন।[১০২]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষার জন্যে ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

গভীর জ্ঞানী খোতানী হুজুর (র.) ছিলেন কঠোর অধ্যবসায়ী । শিক্ষার জন্যে কোন কষ্ট -পরিশ্রমকেই তিনি কষ্টকর মনে করতেননা। বরং এর জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তিনি ছিলেন সদা

---

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ ৪১-৪২

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩২

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তুত। ছাত্রজীবনের অসংখ্য ত্যাগের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর ছাত্রদের নিকট । তিনি নিজে বলেছেন; দারুল উলূমে অবস্থানকালে আমাকে দৈনিক দু'বেলা চারটি রুটি খেতে দেয়া হতো। প্রথম দিকে চলছিল এভাবেই। কিন্তু আমি দেখলাম, এতে আমার ঘুম বেড়ে যাচ্ছে, পড়াশুনা কম হচ্ছে। তাই পরে দুটো রুটির পরিবর্তে একটি করে রুটি খেতাম। ফলে আমার ঘুম কমে গেল, এবং বেশি বেশি পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম।[১০৩] আর যেহেতু বলা হয়, من أكل كثيرا نام كثيرا ومن أكل قليلا عظمت فكرته অর্থাৎ বেশি খেলে বেশি ঘুম পায়। আর কম (পরিমিত) খেলে মেধা শক্তি বেড়ে যায়। জ্ঞান সাধনায় তিনি কতটা ত্যাগ স্বীকার করতেন, এ ঘটনার দ্বারাই তা সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ক্লাশে অনুপস্থিত থাকতেন না নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

শ্রেণীকক্ষে উস্তাদের সামনে বসে পাঠ গ্রহণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। কারণ, তিনি মনে করতেন উস্তাদের সামনে বসলে তাঁর নেক নজরে পাঠ যত সহজে আয়ত্ব করা যায় এবং যত বেশি মনে রাখা যায় নিজে নিজে হাজারো পুস্তক পাঠ করেও সেটা সম্ভব হয়না। তাই পারতপক্ষে তিনি কখনো শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিত থাকতেননা। আর দারুল উলূমে পাঠ দানকালে ক্লাসে উপস্থিত থাকার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ছারছীনায় ইলমে হাদীছের দরস–দান কালে তিনি নিজেই বলতেন; আমি কখনো ক্লাসে অনুপস্থিত থাকিনি। ছাত্রদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল –হুজুর ! তাহলে কি আপনার কখনো কোন রোগ –ব্যাধি বা জ্বরও হয়নি ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন হ্যাঁ. দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে পরীক্ষার আগে আগে এক বার প্রচণ্ড জ্বর হলো। যদ্বরুণ দু/তিন যাবত এক রকম না খেয়েই দিন কাটিয়েছি। সেই কঠিন সময়েও আমি ক্লাস বর্জন করিনি। বরং, জ্বরের তাড়নায় দুটো কম্বল গায়ে জড়িয়ে ক্লাসে গিয়ে পেছন দিকে দেয়ালের সাথে মাথা ঠেস দিয়ে বসে উস্তাদের দরস গ্রহণ করেছি। তথাপি ক্লাসে উপস্থিতি বর্জন করিনি।[১০৪] সে বছরই খোতানী হুজুরের (র.) চোখে অসুখ করেছিল। আলোতে বসে পড়াশুনা করা ডাক্তারের পক্ষ থেকে তখন ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । তখন তাঁর বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল। তাই ডাক্তারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পরীক্ষার জন্যে তিনি শুধু মিশকাত শরীফ সামান্য পড়াশুনা করতে পেরেছিলেন। আর অন্যান্য কিতাব (বিষয়ে) সেই যে ক্লাসে উস্তাদগণের পবিত্র জবানে যা শুনেছিলেন, আল্লাহর ওপর ভরসা করে পরীক্ষায় সেভাবেই উত্তর লিখে দিয়ে আসেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, ফলাফলে দেখা গেল, ঐ পরীক্ষায় ও খোতানী হুজুর (র.) প্রথম স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অবশ্যই আল্লাহর রহমত, উস্তাদগণের দুআ আর নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকার বরকতেই এটা সম্ভব হয়েছিল নি:সন্দেহে।[১০৫]

এমনিভাবে জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর জ্ঞান অর্জন করে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ১৯৪৪ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণপর্ব শেষ করেন। আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)– এর সুযোগ্য ছাত্র প্রখ্যাত সাহিত্যিক , সাংবাদিক কবি মাওলানা রুহুল আমীন খান বলেন,

---

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪

১০৪. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪-৩৫

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তিনি দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিটি পরীক্ষায়,[১০৬] কিন্তু তাঁর আরেক ছাত্র ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমীর মতে, বিশেষত দাওরায়ে হাদীছ ও দাওরায়ে তাফসীরে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। [১০৭] এরপর এখানেই তিনি কুরআন ও হাদীছ বিষয়ে আরো উচ্চতর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের জুন পর্যন্ত তাঁর সুযোগ্য উস্তাদগণ তাঁকে দেওবন্দেই অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।[১০৮] পরে স্বীয় যোগ্যতা বলে তিনি এখানকার শায়খুল হাদীছও হতে পারতেন। [১০৯] কিন্তু আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে তার জন্যে ইলমে হাদীছের আরো বড় খিদমতের সুযোগ অপেক্ষা করছিল বাংলাদেশের ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় । সেই হিসেবে ১৯৪৫ সনেই তিনি আগমন করেন ছারছীনার পূণ্য ভূমিতে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ইলমে হাদীছের খিদমতে ছারছীনা আগমন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বখ্যাত অলি ছারছীনা পীর মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) পবিত্র কুরআন-হাদীছের শিক্ষা প্রদান করত দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার মানসে তাঁর নিজ বাড়িতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম একটি কেরাতিয়া মাদরাসা চালু করেন। পরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে মক্তব মাদরাসায় উন্নীত করে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাতে পবিত্র ইলমে হাদীছের দরস দান চালু করেন। পরে ১৯৩৯ সালের আবেদনের প্রেক্ষিতে এটি মরহুম পীর সাহেব কেবলার আন্তরিকতা ও তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের সহযোগিতায় ১৯৪৪ ইং সনে সরকারের অনুমোদন ও মঞ্জুরিপ্রাপ্ত হয়ে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার পর উপমহাদেশের বিশেষত বাংলাদেশের প্রথম কামিল মাদরাসায় রূপান্তরিত হয়। [১১০] অবশ্য উক্ত মরহুম পীর নেছারউদ্দীন আহমদ (র.)-এর বিখ্যাত জীবনীকার ড. এ.এফ.এম. আনোয়ারুল হক এ ক্ষেত্রে ১৯৪২ সালের কথা উল্লেখ করেছেন। [১১১]

১৯৩৮ সালে এখানে হাদীছের দরস দান শুরু হলে প্রথমে মুহাদ্দিছ হিসেবে আনা হয় মাওলানা আব্দুল জলীল পেশোয়ারী, মাওলানা নূরে আলম বিহারী, ও মাওলানা সাদুল্লাহ (র.) কে। তারা কে কত দিন ছারছীনা ছিলেন এবং কে কী কারণেই বা চলে গেছেন তা জানা যায়নি। [১১২] তাদের চলে যাওয়ার পর ১৯৪৫ সালে আনা হলো দারুল উলূম দেওবন্দেরই এক কৃতী ছাত্র মাওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারীকে।

---

১০৬. ক) আল-আমীন, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র, প্রাগুক্ত
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪

১০৭. ক) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮
খ) ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ ৩

১০৮. অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২

১০৯. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, "আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী (র.) " কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, (ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন্স , ২০০১), পৃ ১৫৮

১১০. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫
খ) ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

১১১. ড.এ.এফ. এম. আনওয়ারুল হক, মুজাদ্দিদে জমান শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.)ঃ একটি জীবন একটি আদর্শ, (পিরোজপুর :ছারছীনা দারুসসুন্নাত লাইব্রেরী, ২০০৫), পৃ ১০৮

১১২. ক) আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, উসতাযুনাল মুকাররম শামসুল ওলামা মাওলানা মুহাঃ নিয়ায মাখদূম তুর্কিস্থানী (খোতানী হুজুর) রহমাতুল্লাহি আলাইহ, ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামেয়া -ই-ইসলামিয়ার কামিল মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছাত্রবৃন্দের বিদায়ী স্মরনিকা, ১৯৮৯ , পৃ ১৫
খ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২১ বছর এখানে দ্বিতীয় মুহাদ্দিছরূপে [১১৩] এবং একই সময়ে মাওলানা আব্দুল লতিফ কুমিল্লার হুজুর তৃতীয় মুহাদ্দিছরূপে কর্মরত ছিলেন। বিহারী হুজুর এখানে বুখারী, তিরমীযী, নাসায়ী ও বায়জাবী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ পড়াতেন।[১১৪]

তাঁদের মাধ্যমে মাদরাসার খ্যাতি অতি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে হাদীছ পিপাসু শিক্ষার্থীরা দেশ–বিদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মধুমক্ষীকার ন্যায় এখানে ছুটে আসতে থাকে। তখন এখানে আরো উন্নত মানের মুহাদ্দিছ প্রয়োজন হয়। তখন উপর্যুক্ত মাওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারী (বিহারী হুজুর)–এর পরামর্শে পীর নেছারউদ্দীন আহমদ (র.) দারুল উলূম দেওবন্দের কিংবদন্তীতুল্য কৃতী ছাত্র আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে আনার ব্যাপারে দারুল উলূমে পত্র পাঠান। উল্লেখ্য, উক্ত বিহারী হুজুর ও খোতানী হুজুর (র.) উভয়ই ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের একই সময়ের একই জামায়াতের ছাত্র। উভয়েই দেওবন্দ থেকে আনুমানিক মাত্র ছয় মাস আগে পরে এখানে এসেছিলেন। [১১৫]

এদিকে একই উদ্দেশে পীর সাহেব কেবলা (র.) শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকেরও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। তৎকালীন বাংলাদেশের আরেক জ্ঞানের দিক পাল বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও কবি কলিকাতা আলিয়া ও পরে স্থানান্তরিত ঢাকা আলিয়ার হেড মাওলানা ও মুফাসসির মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগরি (র.) ছিলেন শেরে বাংলার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সুবাদে তিনি কাশগরি সাহেবের সহযোগিতা কামনা করেন।

আল্লামা কাশগরী সাহেব আবার ছিলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এরও বাল্যবন্ধু ও দূর সম্পর্কীয় ভাই। উভয়েই ছিলেন একই এলাকার লোক। এবং একই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উভয়ই স্বদেশভূমি থেকে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর উভয়ের এই সম্পর্ক অটুট ছিল ইন্তিকাল অবধি। তাই শেরে বাংলার অনুরোধক্রমে আল্লামা কাশগরি (র.)ও আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে উৎসাহিত করলেন ছারছীনা আগমনের ব্যাপারে।[১১৬]

একই সময়ে হযরত পীর সাহেব কেবলা (র.)-এর চিঠিও গিয়ে পৌঁছল দারুল উলূম দেওবন্দে । কী চমৎকার মিল! একদিকে চিঠি পৌঁছল, আরেক দিকে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর দেওবন্দের শিক্ষা এবং গবেষণাও শেষ হয়ে এল। চিঠি নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন দারুল উলূম এর মুহতারাম আসাতিযায়ে কিরাম। ডাকলেন সদ্য শিক্ষা সমাপ্ত ছাত্রগণকে । পরামর্শ করতে লাগলেন কাকে পাঠানো যায় ইলমে হাদীছের খিদমতে বাংলাদেশের সেই নদী–খালের দেশ বরিশালের অজপাড়াগাঁয়ে । জানতে চাইলেন শহরের এই সুযোগ সুবিধা ছেড়ে সেদিনের সেই অনুন্নত , অস্বাস্থ্যকর , পল্লীগ্রামে শুধু হাদীছে নববীর (সা.) খিদমতে কে যেতে প্রস্তুত? কিছুক্ষণ দ্বিধা চলল সদ্য শিক্ষা সমাপ্ত ছাত্রদের মাঝে।

---

১১৩. ক) আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬
খ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮-৪৯
গ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম.ছিফাতুল্লাহ, সেমিনার প্রবন্ধ, পৃ ২

১১৪. এ.কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ ২

১১৫. ক) আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫
খ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯
গ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯

১১৬. ক) মুহিউদ্দীন খান, অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
খ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম . আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯-৫০
গ) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ
ঘ) ড.এ.এইচ.এম.ইয়াহইয়ার রহমান প্রাগুক্ত, পৃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

শেষ পর্যন্ত বুক ফুলিয়ে লাফিয়ে উঠলেন কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনের সিপাহসালার মর্দে মুজাহিদ, মুহাজির মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। তিনি যাবেন, উস্তাদগণও বোধ হয় তা-ই চেয়েছিলেন। তাঁরা সবাই গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাদের যোগ্য উত্তরসুরীর দিকে। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল সব উস্তাদের। সর্ব-সম্মতিক্রমে তাঁকেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ছারছীনার বাগ-ই-নেছারে ইলমে হাদীছের শিক্ষা দানে। [১১৭] তিনি তখন তাঁর কামিল উস্তাদগণের নিকট আরো কিছুদিন গবেষণা করে যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করলে প্রধান উস্তাদ বলেছিলেন;

تم جاؤ تم نے جو سیکھا خود دیوبند تمہارا محتاج ھے .

"তুমি যাও, তুমি যা শিখেছ, স্বয়ং দেওবন্দ তোমার মুখাপেক্ষী।"[১১৮]

পরম শ্রদ্ধাভাজন আসাতিযায়ে কিরামের অভিপ্রায় অনুযায়ী ইলমে হাদীছের খিদমতের মহান ব্রতকে বুকে ধারণ করে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ১৯৪৫ সালের এক শুভক্ষণে ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় তাশরীফ রাখেন এবং মাদরাসা অফিসে রক্ষিত রেকর্ড থেকে জানা যায় ঐ বছরই ৩০ জুন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি উক্ত মাদরাসায় শাইখুল হাদীছ পদে যোগদান করেন। এরপর আমৃত্যু একটানা ৪১ বছর (১৯৪৫-১৯৮৬) উক্ত পদে বহাল থেকে বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চা ও প্রসারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন।[১১৯] আরেকটি বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি ১৯৪৬ সালে ছারছীনা গমন করেন। কিন্তু এ মতটি যুক্তিযুক্ত মনে হয়না। কারণ, তার সব জীবনীকার এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি ছারছীনায় ইলমে হাদীছের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন ৪১ বছর এবং ইন্তিকাল করেন ১৯৮৬ সালে। সুতরাং উক্ত মতটি মেনে নিলে এখানে তাঁর হাদীছ চর্চাকাল হয় (১৯৮৬-১৯৪৬)=৪০ বছর। যা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, ১৯৪৫ সালে তাঁর ছারছীনা আগমন সম্পর্কীত মতটিই গ্রহণযোগ্য। সুদূর চীন রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশ খোতান, ইমাম বুখারীর দেশের কাছে যার ভৌগোলিক অবস্থান, সেখান থেকে সুদূর দক্ষিণ বাংলার ছারছীনা। পথিমধ্যে যুদ্ধের ময়দান, দুগর্ম হিমালয়, পর্বত, দেওবন্দ মাদরাসা-নূরানী এক পথ পরিক্রমা। চমৎকার এ বিন্যাস দেখে হৃদয় জুড়িয়ে যায়। [১২০]

১২৬০ খ্রিস্টাব্দে বুখারা হতে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র.) একইভাবে ভারত -দিল্লী হয়ে বাংলার সোনারগাঁয়ে এসেছিলেন। নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) বুখারার পার্শ্বদেশ খোতান থেকে ভারতের

---

১১৭. ক) মুহিউদ্দীন খান, অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬
গ) এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪
ঘ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০
ঙ) এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান অধ্যাপক ড. আর্দশ মানুষ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), মাসিক নতুন বিকাশ , নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৪৪

১১৮. ক) ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪
খ) অধ্যাপক ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, মাসিক নতুন বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪

১১৯. ক) ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান প্রাগুক্ত, পৃ ৪
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০
ঘ) ড.আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৫
ঙ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮
চ) মুহিউদ্দীন খান, অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬,

১২০. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দেওবন্দ হয়ে বাংলার ছারছীনায় এসেছিলেন ১৯৪৫ সালে। মাঝে চলে গেছে ৬৮৫ বছর। (৬৮৫ সংখ্যার মূল সংখ্যা ৬+৮+৫ =১৯ এর মূল সংখ্যা ১+৯ = ১০ শূন্য বাদ দিলে থাকে ১ আসলে উভয়ে একই উদ্দেশ্য তথা হাদীছে নববীর খেদমতেই বাংলায় এসেছিলেন। শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র.) এবং নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) দুজনারই একই মিশন। এটাই সত্য। আবু তাওয়ামা (র.) হাদীছ শিক্ষার যে বীজ বপন করেছিলেন বাংলার সোনারগাঁও মাদরাসায়, তাঁর সফল পূর্ণতা দান করেন আবু তাওয়ামার (র.) যোগ্য প্রতিনিধি আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। আরো লক্ষ্যণীয় যে, শায়খ আবু তাওয়ামার বাংলায় হাদীছ প্রচারকাল ছিল ১২৬০ হতে ১৩০০ মোট ৪১ বছর। শায়খ খোতানীর (র.)ও ১৯৪৫ হতে ১৯৮৬ মোট ৪১ বছর। কী চমৎকার মিল! একজন শুয়ে আছেন তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়। অন্যজন বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। এসেছেন দুজন প্রায় একই স্থান থেকে । শুয়েও আছেন দু'জন প্রায় একই জায়গায় মাত্র ২৫ মাইলের ব্যবধানে, সোনারগাঁ আর আজিমপুরের নতুন কবরস্থানে ঢাকার বুকে। [১২১]

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পেয়ে গেলেন নূরানী সেই স্বপ্নপুরুষকে

শাইখুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) যুদ্ধের ময়দান থেকে হিজরত করেছিলেন ভারতে , অতঃপর বাংলাদেশে। তাঁর এ হিজরতের ব্যাপারে ছিল এক নূরানী নির্দেশনা। যা তিনি লাভ করেছিলেন স্বপ্নযোগে। ছারছীনা মাদরাসায় কামিল শ্রেণীতে ইলমে হাদীছের দরস দানকালে একবার স্বপ্নের কথা ব্যক্তও করেছিলেন তিনি। তখন সেই শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত ছিলেন ছারছীনার পীর শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র.)-এর আজীবন সফরসঙ্গী মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা । তিনি বলেন; খোতানী হুজুর (র.) বলেছিলেন, কমিউনিস্টদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে তিন তলার ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে সেই অলৌকিক ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড়ে এসে যখন থামলাম , তখন ঘোড়াটি পরিশ্রমের ভারে মারা গেল আর শ্রান্তি–ক্লান্তির ভারে আমি হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম– সাদা পাগড়ি ও জুব্বা পরিহিত, দাড়ি পাকা, নুরানি চেহারার দীর্ঘকায় এক বৃদ্ধ আমার সামনে উপস্থিত। তিনি আমাকে বলছেন, "নদী পার হয়ে ভারতে আস, তোমার কোন ভয় নেই ।" আমি জাগ্রত হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম এ কার নির্দেশ ? কাকে দেখলাম স্বপ্নে তন্দ্রামগ্ন হয়ে ? নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন অলি হবেন স্বপ্নে দেখা মানুষটি । তাঁর এ নির্দেশ মান্য করা উচিত। দেরি সঙ্গত নয় মোটেই। এভাবে ভাবতে ভাবতে নদী পার হওয়ার ভয় আমার মন থেকে দূর হয়ে গেল। আমি ঝাঁপ দিলাম নদীবক্ষে। মুহূর্তে সাঁতরে পার হলাম নদী। এরপর হিমালয়ের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে দেওবন্দ পৌঁছলাম। সেখানে কুরআন, হাদীছ , তথা ইলমে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ শেষে ১৯৪৫ সনে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীছ শিক্ষাদান কেন্দ্র ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও আলিয়ে কামিল বিশ্বখ্যাত পীর শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.)-এর আহবানে এখানে ইলমে হাদীছের দরস দিতে আগমন করলাম। পীর সাহেব কেবলা (র.), মাদরাসা ও দরবারের সকলে আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন । ছারছীনায় এসে আমি যখন প্রথম মরহুম পীর হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) কে দেখলাম, তখন আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে

---

১২১ . প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

গেলাম। কী আশ্চর্য! ইনিতো সেই লোক, যাঁকে আমি সেই নদীর পাড়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনিই তো আমাকে বলেছিলেন, "নদী পার হয়ে ভারতে চলে আস, তোমার কোন ভয় নেই।" আমার কানে আজো আমি সেই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে পড়ে গেল নদীর পাড়ের সকল স্মৃতি। এতেই আমি মরহুম পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (র.)-এর উচ্চ শান ও মর্যাদা কিছুটা আঁচ করতে পারলাম। আরো বুঝতে পারলাম যে এ ছারছীনাই আল্লাহ কর্তৃক আমার জন্যে নির্ধারিত কর্মস্থল। আর এসেছিও আল্লাহর অলির দাওয়াতে । তাইতো শায়খ খোতানী (র.) অর্থ সম্পদ কোন কিছুর লোভে বশীভূত হয়ে ছারছীনা ত্যাগ করেননি কোনদিন। বরং , ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখে ইন্তিকাল পর্যন্ত এখানেই ইলমে হাদীছের দরস দানে ব্যাপৃত ছিলেন। [১২২]

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নব দাম্পত্য জীবনের সূচনা

১৯৪৫ সালে ছারছীনা আগমনের পর এখানে তিনি ইলমে হাদীছের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। দিন-রাত তাঁর একমাত্র সাধনা হয়ে উঠল হাদীছে নববী চর্চা ও প্রসার। এরই মধ্যে ছারছীনা মাদরাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রখ্যাত আলিম ও অলি মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন খান (ইন্তি.১৯৭৯ খ্রি.) ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফজলুল হক সাহেবের মাধ্যমে নতুন করে খোতানী হুজুর (র.)-এর বিয়ের উদ্যোগ নেন। সৎ ও যোগ্য পাত্রের সন্ধান পেয়ে ফজলুল হক সাহেব নিজ কন্যাকেই খোতানী হুজুর (র.)-এর সাথে বিয়ে দিতে রাজী হন। কিন্তু বাধ সাধল শায়খ খোতানী (র.)-এর কতিপয় শর্ত। তিনি শর্ত দিলেন, মেয়েকে উর্দু ভাষা বলতে, বুঝতে ও লিখতে জানতে হবে। সর্বোপরি কনের আল কুরআন বিশুদ্ধ পঠন যোগ্যতা ও ইসলামী জ্ঞান থাকতে হবে। শর্তমত না হওয়ায় পিছু হটলেন ফজলুল হক সাহেব। [১২৩] পরে ঢাকার চকবাজারের বিশিষ্ট কিতাব ব্যবসায়ী মাওলানা ইমদাদ আলী নিজ কন্যা দিতে চাইলেও শর্তাভাবে এখানেও হলোনা মাণিকজোড়। অবশেষে ফজলুল হক সাহেবের ভায়রা আলহাজ্ব কাজী আফতাবউদ্দীন আহমেদের মেয়ের প্রস্তাব করলেন। এখানে সব শর্ত পাওয়া গেলেও গররাজীর ভাব দেখালেন মেয়ের বাপ। কারণ, ছেলে বিদেশি। হাল ছাড়লেন না ফজলুল হক সাহেব। শেষে স্বীয় স্ত্রীর বড় বোন কাজী আফতাবউদ্দীন সাহেবের স্ত্রীর সাথে কথা বললে তিনি শায়খ খোতানী (র.) এর ইলম, চরিত্র মাধুর্য ও মর্যাদার কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন সৎ পাত্রে কন্যা দান করতে। ১৯৫২ বা ১৯৫৩ সালের ঈদুল ফিতরের তিন দিন পর ফজলুল হক সাহেবের বাসায়ই অনুষ্ঠিত হলো কনে দেখা পর্ব। পরে শুক্রবারেই হয়ে গেল শাদি মোবারক। বরের বয়স তখন মাত্র ৫৫/ ৫৬ বছর। যোগ হলো মণিকাঞ্চন। শুরু হলো নতুন করে পথ চলা। ১৫দিন খোতানী হুজুর ঢাকায় শ্বশুরালয়ে কাটিয়ে চলে গেলেন আপন কর্মস্থল ছারছীনায়। এরই মধ্যে ছারছীনার পীরে মরহুম শাহ সূফী নেছারুদ্দীন (র.) খোতানী হুজুর (র.) এর জন্যে বাড়ি করে দিলেন। ফলে বিয়ের দু'মাসের মাথায় তিনি স্বপরিবারে সেই বাড়িতে উঠলেন। এই দাম্পত্য জীবনে তিনি ছিলেন সাত কন্যার সফল জনক। [১২৪] এরাঁ হলেন :

---

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ ৪০-৪১

১২৩. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৭২

Dhaka University Institutional Repository

ক) মুসাম্মৎ ফাতিমা সিদ্দীকা

খ) মুসাম্মৎ খালেদা সিদ্দীকা

গ) মুসাম্মৎ রাবেয়া সিদ্দীকা

ঘ) মুসাম্মৎ হুমাইরা সিদ্দীকা

ঙ) মুসাম্মৎ রোকেয়া সিদ্দীকা

চ) মুসাম্মৎ আয়েশা সিদ্দীকা

ছ) মুসাম্মৎ বিলকিস সিদ্দীকা

এঁদের স্বামীগণের নাম যথাক্রমে ;

- ❖ জনাব মুহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসাইন ফিরোজ
- ❖ জনাব আলহাজ্ব আবু নাঈম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ – তিনি বাংলাদেশ ফায়ার ব্রিগেড এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর মহাপরিচালক ছিলেন।
- ❖ জনাব রেদোয়ান খসরু রুমু।
- ❖ জনাব মঞ্জুরুল ইসলাম
- ❖ জনাব ইমরান আদনান আহমাদ
- ❖ জনাব আলহাজ্জ হাফেজ মো. ওযায়ের
- ❖ জনাব এমাজ উদ্দীন আহমদ

এঁরা সকলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় এবং বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত আছেন।[১২৫]

খোতানী হুজুরের শ্বশুর কাজী আফতাব উদ্দীন আহমদ ইংরেজি শিক্ষিত ব্যাংকার হলেও আলিমগণের সাথে তার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একদিন কয়েকজন আলিমকে তিনি তাঁর ঘরে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়ন করিয়েছিলেন। পরের দিন আলিমগণের কেউ কেউ তাঁকে জানালেন যে, "আপনি নিজে যদিও সুদ খাননা, তথাপি ব্যাংকের চাকরি হেতু আপনি সুদের কারবারে জড়িত, তাই আপনার বাড়িতে খেয়ে আমাদের ইবাদতে অসুবিধা হয়েছে।" এ কথা শোনা মাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি অফিসে গিয়ে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে বাড়িতে চলে আসেন। এরপর আর কোনদিন তিনি ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দেননি। বাকী জীবন চকবাজারের সেই মাওলানা এমদাদ আলীর লাইব্রেরীতে চাকরি করে কাটিয়েছেন। আমাদের খোতানী হুজুরকে তিনি " আব্বা হুজুর" বলে ডাকতেন।[১২৬] এসব তথ্য খোতানী হুজুরের সহধর্মীনীর কাছ থেকে উদঘাটন করেছেন শায়খ খোতানী (র.) এর সুযোগ্য ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ।

---

[১২৫] তথ্যটি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) – এর বড় কন্যা মুহতারামা ফাতিমা সিদ্দীকা এর সাক্ষাতকার থেকে গৃহীত।

[১২৬] প্রাগুক্ত. প ৭২

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চার তরীকার কামিল অলি ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

ইলমে শরীয়াতের সাথে সাথে ইলমে মারিফাতেও শাইখুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছিলেন কামালিয়াতের অধিকারী। তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ ও সুযোগ্য ছাত্র ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী বলেন; খোতানী হুজুর (র.) দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বিভিন্ন জ্ঞানে সুউচ্চ ডিগ্রি নিয়ে ছারছীনা আসার পর প্রথম দিকে তরীকা-তাসাউফ চর্চা, নিয়মিত অজীফা- মোরাকাবা এগুলোর প্রতি ততটা অনুরক্ত ছিলেননা। একদিন ছারছীনার জগদ্বিখ্যাত পীর শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) খোতানী হুজুর (র.) কে বললেন, "জনাব! আজ বাদ মাগরিব আমাদের সাথে জিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণ করুন।" সে মতে, তিনিও অংশগ্রহণ করলেন। জিকির শেষে পীর সাহেব কেবলা (র.) খোতানী হুজুর কে জিজ্ঞেস করলেন, "জনাব! জিকিরে কিছু বুঝা গেল কি?" খোতানী হুজুর সহজ সরলভাবেই উত্তর দিলেন; "না। কিছুই বুঝে আসেনি।" তখন পীর সাহেব কেবলা (র.) বললেন; আচ্ছা ঠিক আছে, আজ বাদ ইশা খাওয়া-দাওয়া সেরে মেহেরবানী করে আমার খানকায় তাশরীফ রাখুন। সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করে খোতানী হুজুর (র.) যথারীতি পীর সাহেব কেবলা (র.) এর খানকায় আগমন করলে প্রথমত পীর সাহেব কেবলা (র.) তাঁকে তাঁর বিভিন্ন কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। এরপর বললেন, "দয়া করে চক্ষু বন্ধ করে বসুন।" খোতানী হুজুর (র.) তাই করলেন। হযরত পীর সাহেব কেবলার খাদিম খেপুপাড়ার মাওলানা আব্দুল মালেক বলেন," খানকায় তখন আমরা তিনজন ব্যতীত আর কেউ ছিলেননা। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পীর সাহেব কেবলা (র.) কে হাত পাখার বাতাস করছিলাম। খোতানী হুজুর (র.) চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম তিনি মাটিতে পড়ে গলাকাটা মুরগির মতো দাপাদাপি করছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় ভীত হয়ে আমি সজোরে চিৎকার দিতে যাচ্ছিলাম, এ মুহূর্তে চোখের ইশারায় পীর সাহেব কেবলা (র.) আমাকে থামিয়ে দিলেন। এদিকে খোতানী হুজুর (র.) গড়াগড়ি করেই যাচ্ছেন। আমি ভয়ে কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ এভাবে চলার পর পীর সাহেব কেবলা (র.) তাঁর গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলে তিনি আস্তে থেমে গেলেন এবং পীর সাহেব র. এর নির্দেশে উঠে বসলেন। এবার পীর সাহেব কেবলা (র.)-তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "জনাব! এবার কিছু বুঝলেন কি ?" খোতানী হুজুর (র.) শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, " জি , এবার আমি অনেক কিছু বুঝেছি। এই সময়ের মধ্যেই আমি পবিত্র মক্কা-মদীনা, জান্নাত-জাহান্নাম, এমনকি আল্লাহ তায়ালার আরশে আজীম পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছি। সুবহানাল্লাহ।" মাওলানা আব্দুল মালেক বলেন; পরে আমি পীর সাহেব কেবলা (র.) এর কাছে জানতে চাইলাম, এটা কী হলো? হুজুর বললেন, "আমি তাঁকে চার তরীকার ফায়েজ একসাথে দিয়েছি। তাই প্রথমে সহ্য করতে না পেরে এমন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। পরে ঠিক হয়ে গেছে। " এরপর থেকে খোতানী হুজুর (র.) এর পোষাকাদি, আমল আখলাক সবই তাঁর পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর ন্যায় হয়ে যায়। [১২৭] ছারছীনার এ জগদ্বিখ্যাত পীর শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ

[১২৭]. আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর ইন্তিকাল বার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

(র.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তিনি পীরের সকল সবক নিয়মিত যথাযথাভাবে আদায় করতেন। [১২৮] উক্ত পীর নেছারুদ্দীন (র.) এর ইন্তিকালের পর (ইন্তি. ১৯৫২ খ্রি.) তাঁরই সুযোগ্য সাহেবজাদা ছারছীনার পরবর্তী পীর শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র.) (ইন্তি. ১৯৯০ খ্রি.) এর হাতে তাজদীদে বাইয়াত হন। উভয় পীর সাহেব (র.) এর সাথেই তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর ও ঘনিষ্ঠ। মরহুম পীর শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র.) সফর থেকে বাড়ি ফিরলে শায়খ খোতানী (র.) নিজে নিজেই আগে ভাগে পীর সাহেব কেবলা (র.) এর খানকায় চলে যেতেন। হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করে কুশল বিনিময় করতেন। [১২৯] পটুয়াখালীর এক সফরে অবস্থানকালে পীরে মরহুম শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (র.) শায়খ খোতানীর (র.) ইন্তিকালের সংবাদ শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন এবং অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে মাহফিলে উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, " আমি আজ আমার একজন আপন লোককে হারালাম। তাই বেদনায় আমি আজ আমার স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে ফেলেছি। আমার কোন কথা বলার শক্তি নেই।" এই বলে পীর সাহেব কেবলা (র.) উপস্থিত লোকদেরকে নিয়ে দোয়া ও মোনাজাত করে মাহফিল শেষ করে দেন। [১৩০]

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

পবিত্র হজ্জব্রত পালন

শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ১৯৭৪ সালে প্রথম নায়েবী হজ্জ করেন বলে জানিয়েছেন তাঁর প্রিয় ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ [১৩১] তাছাড়া ১৯৮০ সালে বাগদাদ সফর শেষেও তিনি পবিত্র মক্কা - মদীনা গমন করে উমরা ও জিয়ারত পালন করেন। [১৩২]

তবে তাঁর ব্যক্তিগত হজ্জ সম্পর্কে খোতানী হুজুর (র.) এর সহধর্মীনি বলেন: " শায়খ খোতানী (র.) হজ্জ ও যিয়ারতে যাওয়ার জন্যে সর্বদা ব্যাকুল ছিলেন। সব সময় তিনি তাঁর এ ব্যাকুলতার কথা প্রকাশ করতেন। শুধু কথায় ব্যাকুলতা প্রকাশই নয়; বরং, সাত সাতবার তিনি হজ্জে গমনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে অষ্টমবার তিনি অনুমতি পেলেন । দেখা গেল জাহাজে ও প্লেনে দু'ভাবেই যাওয়ার তিনি অনুমতি পেলেন। তিনি প্লেনে যাওয়ার মনস্থির করলেন। আমি বললাম, জাহাজে গেলেই তো ভালো, পথে বেশিদিন ইবাদত করা যাবে। কিন্তু তিনি আমায় বোঝালেন যে, পথে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনা, বরং প্লেনে তাড়াতাড়ি মক্কা-মদীনা পৌঁছে যাব এবং উদ্বৃত্ত সময়টা আল্লাহর ঘরে ও নবী করীম সা. এর রওযা শরীফের নিকট অতিবাহিত করব। এটাই উত্তম হবে। হুজুর তাই প্লেনেই হজ্জযাত্রা করেছিলেন। তবে এটা কোন বছর ছিল তা আমার মনে নেই। হজ্জ করে আসার

---

[১২৮]. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮

[১২৯]. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮

[১৩০]. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩ -৭৪
খ) মুহাম্মদ জালালুদ্দীন হাফেজ, সত্যের সাধক মরহুম খোতানী হুজুর কেবলা, পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতি সংখ্যা ১৯৮৭, পৃ ১২৮

[১৩১]. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯

[১৩২].ক) মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

পর প্রতি বছরই বলতেন, আহ! যদি হজ্জে যেতে পারতাম। এমনকি তিনি এটাও বলতেন যে, যদি কেউ বদলী হজ্জে পাঠাত তবুও যেতাম। [১৩৩]

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমে ঈদের জামাতে ইমামতি

আল্লামা নিয়ায মাখদূম (র.) দেশ বরেণ্য শীর্ষ পর্যায়ের আলিম ছিলেন বিধায় বহুবার তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমে ঈদের জামা'আতের ইমাম নিয়োগ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁকে মুফতী আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী (র.) এর বিকল্প মনে করা হতো। নামাযে হুজুরের তেলাওয়াত শুনে সকলে মুগ্ধ হতেন ও পরম তৃপ্তি অনুভব করতেন। মুনাজাতে হাত ওঠালে উপস্থিত সকলের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যেত। তিনি উচু স্তরের একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বও ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যেত হুজুরের আমল–আখলাক এবং ইবাদত-বন্দেগীতে। [১৩৪]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর তৎকালীন সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক মাওলানা মুফাজ্জল হোসাইন বলেন, বাংলাদেশের যে ক'জন প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট আলিম বহুবার বাইতুল মোকাররমের বিশাল ঈদের জামায়াতের ইমামতি করেছেন। মরহুম খোতানী হুজুর (র.) তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। [১৩৫]

ষোড়বিংশ পরিচ্ছেদ

বাগদাদ সফর ও কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ১৯৮০ সনে বাগদাদ সফর করেন। [১৩৬] ফিরতি পথে তিনি পবিত্র মক্কা –মদীনা যিয়ারত করেন– এ কথা আমরা আগেই বলেছি। তাঁর এ সফর ছিল আকস্মিক ও ঘটনা বহুল এমনকি অনেকটা অলৌকিকও বটে। এ সফরে শায়খ খোতানী (র.) এর সফরসঙ্গী ছিলেন প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। তাঁর স্মৃতিতে এ সফর জাগরুক থাকবে দীর্ঘদিন। এ সফরে খোতানী হুজুর (র.) সম্পর্কে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন স্থানে । এখানে এর চৌম্বক অংশটুকু হুবহু তুলে ধরা হলো;

"১৯৮০ সালের ঘটনা । গাউছুল আযম বড় পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.)এর পবিত্র স্মৃতিধন্য ইরাকের রাজধানী বাগদাদে ইসলামী দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আরও কয়েকজন আলিম ওলামার সাথে আমাকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে। সফরের ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত

---

১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯ -৭০

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫

১৩৫. ক) নজরুল ইসলাম খান, মরহুম খাত্তানী হুজুর , আমরা এবং মরণোত্তর পুরস্কার প্রসঙ্গে, দৈনিক নব অভিযান, ২০ নভেম্বর, ১৯৮৬ ইং
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫

১৩৬. মুহিউদ্দীন খান, অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্যে একদিন ঢাকাস্থ ইরাকী দূতাবাসের জনৈক কমকর্তা মুহাম্মদ নূরী আসলেন "মাসিক মদীনা" কার্যালয়ে। এর কিছুক্ষণ আগে অবশ্য এখানে এসেছিলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)ও।[১৩৭]

আমি বাগদাদ যাচ্ছি শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। আমাকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। বিশেষত হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.), ইমাম আবু ইউসুফ (র.), হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.), হযরত সিররী সিকতী (র.), সাহাবী হযরত হুজায়ফাতুল ইয়ামন (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের (রা.), হযরত সালমান ফারেসী (রা.) প্রমুখ অনেকের মাযারে হাজিরা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। একটু আক্ষেপের সুরেই তিনি বললেন, আমার খুবই আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সুযোগ করে উঠতে পারলামনা।

মুহাম্মদ নূরী এসেই আমার সামনে বসা শায়খ খোতানী (র.) কে দেখলেন। তিনি তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করেই কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেলেন।[১৩৮]

সালাম, মুসাফাহা এবং কুশল বিনিময়ের পর খোতানী হুজুর (র.) চলে গেলে দেখলাম মুহাম্মদ নূরী ভক্তিভরা দু'চোখে হুজুরের গমন পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা সারার পর নূরী বললেন, "এই মাত্র যিনি চলে গেলেন এ বুযুর্গ লোকটি কে ?" তিনি আরো বললেন; জীবনে আমি এমন পবিত্র চেহারার মানুষ বোধ হয় আর দেখিনি। আমি হুজুরের পরিচয় দিলাম। তখন তিনি বললেন; "এ বুযুর্গকে কি তুমি বাগদাদ সফরের জন্যে সম্মত করাতে পারো ?" যদি তিনি রাজি হন, তাহলে আমি তোমাদের সাথেই তাঁকে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। একটু ধরা গলায় তিনি বলতে লাগলেন,ভাই! ইরাক নবী – রসূলের এবং পীর আউলিয়ার দেশ। আমার দেশের মাটিতে অন্তত দশ হাজার সাহাবী রা. এর কবর রয়েছে। ইরাকের অধিকাংশ লোকইতো সে সব মহাপুরুষের আওলাদ। কিন্তু আমরা আজ অতীতের সে সব মহাপুরুষের রক্তধারার মর্যাদা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছি। আমার মনে হয়, "আমার দেশের মাটিতে এমন একজন বুযুর্গ ব্যক্তির পা পড়লে এ যুগের ইরাকীরা কিছুটা অনুভব করতে পারবে, তাদের মহান পূর্ব পুরুষেরা কেমন ছিলেন।"[১৩৯]

আমার মনে তখন অন্য অনুভূতি। ভাবছিলাম, আল্লাহ পাক তাঁর মকবুল বান্দাদের ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষাগুলোও কি এমনিভাবে এমন ত্বড়িৎ পূরণ করে থাকেন। মুহাম্মদ নূরীর আবেগময় কথাগুলো শুনে আমি বললাম, "চলো তাঁর আস্তানায় গিয়ে বলে দেখি তিনি রাজি হন কিনা।"

যেই কথা সেই কাজ। মাত্র ঘন্টা খানেকের ব্যবধানে যখন আমরা তার মসজিদের পাশে তাঁর আস্তানায় গিয়ে পুনরায় মিলিত হলাম, তখন প্রথমে তিনি কিছুটা বিস্মিত হলেন। স্বভাব সুলভ আতিথেয়তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দাওয়াতের কথা শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। কিন্তু চেহারার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

মুহাম্মদ নূরীকে বিদায় দেয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, "আমারতো পাসপোর্ট নেই, যাবো কী করে ?" আমি দায়িত্ব নিলাম তাঁর পাসপোর্ট তৈরি করে দেয়ার।[১৪০]

---

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৬

১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা খোতানী হুজুর (র.) এর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন জামিল গ্রুপ এব ইন্ডাস্ট্রিজের এককালীন চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল সাহেব। দেওবন্দে পড়ার কালে দু'জন নাকি একই কামরায় থাকতেন, একই জামায়াতের পড়তেন। এই বন্ধুত্ব এক সময় পারিবারিক বন্ধনের মতোই সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। জামিল পরিবারের সদস্যগণ খোতানী হুজুর (র.) কে তাদের পরিবারেরই একজন ঘনিষ্ঠ সদস্যরূপে গণ্য করতেন। [১৪১] সেই সুবাদে জামিল গ্রুপের আলহাজ্জ বশিরউদ্দীন তাঁর এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে নিয়োজিত করলেন হুজুরের পাসপোর্ট বের করার কাজে। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শাহ আযীযুর রহমান সুপারিশও করেছিলেন। কিন্তু বিঘ্ন সৃষ্টি হলো খোতানী হুজুরের স্বাক্ষর নিয়ে। তিনি বাংলা বা ইংরেজিতে দস্তখত করতে পারেননা। তাই ফরমে দস্তখত দিয়েছেন আরবীতে। কর্মকর্তা জানালেন আরবীতে দস্তখত দিলে হবেনা। অনেক ছুটোছুটি করার পর শ্রান্ত-ক্লান্ত মোজাফ্ফর চৌধুরী এসে বললেন, "না, আর হলো না।"

আমি বললাম, নিরক্ষর লোকেরাওতো পাসপোর্ট পায়। বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়েতো পাসপোর্ট নেয়ার রেওয়াজ আছে বলে জানি। সূতরাং আরবী দস্তখতে কাজ যদি না হয়, তবে না হয় তিনি টিপসই দিয়েই পাসপোর্ট নেবেন। [১৪২]

মাত্র দুদিন পর যাত্রা। এখনো পাসপোর্ট সংগ্রহ করা যায়নি। কিন্তু হুজুরের যেন তাতে কোন উদ্বেগ নেই। তিনি আসলেন পরামর্শ করতে, পান নেয়ার কি ব্যবস্থা করা যাবে ? সে বাজারে পান কিনতে পাওয়া যাবে কিনা ? আমি তাঁর সরলতা দেখে কৌতুক বোধ করলাম। কিছুটা বোধ হয় বিরক্তও হলাম। বিরক্ত চেপে রেখেই বললাম, "হুজুর! পাসপোর্টেরইতো খবর নেই। যাওয়া হয় কিনা তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আপনি চিন্তা করছেন পান-সুপারী নিয়ে।"

তিনি হাসলেন! বললেন, "আমি তো যেতে চাইনি। আল্লাহ তা'আলাই তো সুযোগ করে দিয়েছেন। বাকী ব্যবস্থা তিনিই করবেন। কিন্তু পানের ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলাই করবেন, এমন কোন দলীল নাই। কারণ, এটা আবশ্যকীয় ছামানের মধ্যে পড়েনা।" কথা ক'টি বলে তিনি হাসতে লাগলেন। [১৪৩] এরপর তিনি একখানা হাদীছ শোনালেন। যার মর্ম হচ্ছে, "তোমার আয়ত্তে, যতটুকু আছে; সেটুকু তুমি নিষ্ঠার সাথে কর। অবশিষ্টটুকু আল্লাহ তায়ালাই পূর্ণ করে দিবেন।" এ ধরনের কথাবার্তার পর মোজাফফর চৌধুরী হুজুরকে নিয়ে পাসপোর্ট অফিসে গেলেন। আর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই হাতে পাসপোর্ট নিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, বুঝতে পারলাম না, কী থেকে কী হলো! সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হুজুরের চেহারা দেখেই কেমন যেন হয়ে গেলেন। পরম যত্নে তাঁকে বসিয়ে আর একটি কথাও না বলে তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট বানিয়ে দিয়ে দিলেন। আজ স্মৃতি চারণ করতে বসে ভাবি, কী ছিল পবিত্র হাদীছের এ মহান খাদেমের চেহারায় ?

শিশুর মত সরল এ মহাপুরুষের সাথে দীর্ঘ সফর করার সুযোগ পেয়ে গেলাম আমরা কয়জন। তার মধ্যে দৈনিক আজাদের সহকারী সম্পাদক মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দীকি তাঁর সাগরেদ। সকলের একান্ত সান্নিধ্যে হাসিখুশি এমনকি হালকা হাসি তামাশারও অবতারণা হতো। কিন্তু খোতানী

---

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭
১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

হুজুর হালকা প্রসঙ্গের মধ্যে কোন না কোন এলমী আলোচনা নিয়ে আসতেন । মনে হতো এমন কোন কথাও তিনি বলেন না, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যে কথাটির জন্য পরকালে তাঁকে সন্তপ্ত হতে হবে।

হাসি তামাশার মধ্যেই তিনি একবার বললেন, দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতাবীকে একবার জনৈক পাশ্চাত্যদেশীয় পাদ্রী প্রশ্ন করেছিল, মাওলানা সাহেব! আমরা খ্রিস্টানরা এক বর্ণের, সাদা মানুষ। আর এ দেশীয় মুসলমানেরা কেউ গোরা, কেউ শ্যামলা, কেউবা কালো, এমনটি কেন ? এতেই কি বোঝা যায় না যে, আমরা এদেশীয় মুসলমানদের চাইতে উত্তম ? মাওলানা কাসেম নাকি সাথে সাথে জবাব দিয়েছিলেন যে, হ্যাঁ, বিষয়টি আমিও ভেবে দেখেছি। আমি এ পর্যন্ত যতগুলো গাধা দেখেছি, সবগুলো প্রায় এক বর্ণের , কিন্তু ঘোড়া এক বর্ণের হয় না। কোনটা লাল, কোনটা কাল, কোনটা বা লাল-কালোর মিশ্রণ আবার কোনটা সাদা-কালোতে মিশানো। কথা কয়টা বলে তিনি শিশুর মত হাসলেন।[১৪৪]

বাগদাদে অবস্থানকালে সকাল-বিকাল দু'বেলাই তিনি আমাদের নিয়ে যেতেন বিভিন্ন অলী-দরবেশ বা মহাপুরুষগণের মাযারে। ইমাম আবু হানিফার (র.) মাযার সংলগ্ন মসজিদে বসে তিনি হানাফী ফিকহের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিলেন, তা আমার নিকট অনন্য বিশ্লেষণ বলে মনে হয়েছিল। সাথে সাথে এলমে ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষরও আমাদের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছিল।[১৪৫]

আমাদের রাখা হয়েছিল " বাগদাদ টাওয়ার" হোটেলে। ডাইনিং রুমে প্রতি ওয়াক্তেই দেয়া হতো খুব বড় বড় গোস্তের টুকরাসহ পাকানো বিরিয়ানী। আমাদের অন্য এক সফরসঙ্গী মাওলানা শাসসুদ্দীন কাসেমী খোতানী হুজুরের কানে কানে বললেন, হুজুর, আমার মনে হয় গোস্তের এ বড় টুকরাগুলো ঘোড়ার গোস্ত। বাগদাদের লোকেরা বোধ হয় ঘোড়ার গোস্ত খায়। দেখলাম, হুজুর বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। রাতের বেলায় আর খেতেই গেলেন না। সকালে নাশতার সময় আমাকে ডেকে বললেন, হানাফী মাযহাবে অবশ্য প্রয়োজনে ঘোড়ার গোস্তও খাওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু তা জেহাদের ময়দানে। আমরা তো আর জেহাদের ময়দানে নই, সুতরাং আমাদের পক্ষে এটা না খাওয়াই ভাল। আমি আর খাচ্ছিনা। প্রথমে আমি ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না । দুপুরে খেতে গিয়ে দেখলাম, মেনু পরিবর্তিত হয়েছে। এবার মুরগীর বিরিয়ানীর সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ সজি রয়েছে। খাবার টেবিলে বসেই শুনলাম মাওলানা কাসেমীর দুষ্টুমীর খবর। হাসলাম। মনে পড়লো হযরত আওরঙ্গজেব আলমগীরের উস্তাদ মোল্লা জীউনের কথা।

একবার মোল্লাজীকে কে যেন এসে খবর দিয়েছিল যে,"হুজুর ! আপনার বিবি সাহেবানী বিধবা হয়ে গেছেন।" একথা শুনে মোল্লা সাহেব পড়ানো ছেড়ে হুজরায় গিয়ে বসলেন। বিবি সাহেবার এতবড় একটা দু:খে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অনেকে এসে বোঝানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু কে শোনে কার কথা ? শেষটায় স্বয়ং সম্রাটকে আসতে হল শ্রদ্ধেয় ওস্তাদকে বোঝানোর উদ্দেশে। সম্রাট আলমগীর বললেন, হযরত! কোন স্ত্রী লোকের বিধবা হওয়ার জন্য তার স্বামীর মৃত্যু হওয়া জরুরী, কিন্তু আপনি তো আল্লাহর রহমতে এখনো জীবিত আছেন, এমতাবস্থায় আপনার স্ত্রী বিধবা হলেন কি করে ? মোল্লা সাহেব মাথা

---

[১৪৪] . প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

[১৪৫] . প্রাগুক্ত, পৃ ২৮

Dhaka University Institutional Repository

তুললেন। একটু চিন্তা করে বললেন, যে লোকটি আমাকে খবর দিয়ে গেল, সে একজন মুসলমান। কোন মুসলমান কি এমন ডাহা মিথ্যা একটা খবর দিতে পারে ? তোমরা বরং ব্যাপারটা আরও একটু যাচাই করে দেখ। [১৪৬]

খোতানী হুজুরের মধ্যে ছিল আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের সে ধরণেরই সরলতা। কেউ কোন ফালতু কথা বলতে পারে, এটা যেন তার ধারণাতেই আসতো না।

বাগদাদ সফরের শেষ পর্যায়ে খোতানী হুজুর একদিন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন, ফেরার পথে পবিত্র মক্কা-মদীনায় হাজিরা দিয়ে ওমরাহ ও জিয়ারত পালন করার সুযোগ গ্রহণ করতে। রাতের বেলাতে বোধ হয় এ আলোচনা হয়েছিল। সকাল বেলায় শুনলাম, ওয়াকফ মিনিষ্ট্রী বাংলাদেশ , পাকিস্তান ও ভারতীয় মেহমানগণের জন্যে ফেরার পথে ওমরাহ ও যিয়ারতের সুযোগ গ্রহণ করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। যাঁরা যেতে চান, তারা যেন পাসপোর্ট জমা দেন।

আল্লামা খোতানী আমাদের মধ্যেই ছিলেন। তিনি এত বড় ছিলেন যে, তাঁকে মূল্যায়ন করার মতোও বোধ হয় আমাদের মধ্যে কেউ নেই। এলেমের গভীরতার পাশাপাশি এবাদত বন্দেগী এবং আধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রেও ছিলেন তিনি এক অনন্য পুরুষ। আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং একমাত্র মাওলার সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর জীবনাচরণের লক্ষ্য। যাঁরা হাদীছের খেদমত করবেন,তাদের জন্য তো রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রাণভরা দোয়া রয়েছে। তাই পবিত্র হাদীসের একজন আজীবন সেবক হযরত আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) একজন কৃতি মুহাদ্দিছ হওয়ার সাথে সাথে কত বড় অলী ছিলেন, সে প্রশ্ন উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি। [১৪৭]

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

একটি কারামত

ইলমে শরীয়তের জ্ঞান যেমন ছিল শায়খ খোতানীর, ইলমে মারেফাতেও ছিল তেমন ব্যুৎপত্তি। বিভিন্ন সময় শায়খ খোতানীর থেকে এমন অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে, যার দ্বারা অনুধাবন করা যায় যে, তিনি উচ্চ স্তরের একজন কামেল অলী ছিলেন।

শায়খ খোতানী (র.) এদেশে নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন। তথাপি তিনি বিদেশী হওয়ার কারণে রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ কোন প্রকার সংশ্রব রাখতেন না। একই কারণে ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঢাকায় স্বীয় শ্বশুরের বাসভবনে নিরিবিলি জীবন যাপন করতেন। যুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে কোন ভূমিকাই রাখেননি। এমনকি যুদ্ধকালে এ বিষয় নিয়ে পক্ষে কি বিপক্ষে আলোচনা শুনতে বা করতে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, "আমি বিদেশী মানুষ, এসব কিছু আমি বুঝি না"। মাদরাসা বন্ধ তাতে কি ? আমার কিতাব পড়া বন্ধ নাই। আমি সারাদিন মহানবী (সা.) - এর হাদীছ পড়ায়ই ব্যস্ত থাকি। এখানের কোন ঘটনায়ই আমি জড়াতে চাই না।" অতএব রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সকলে হুজুরের কাছে যেতেন ও তাদের বিজয়ের জন্য দোয়া কামনা করতেন। হুজুর সকলের

---

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮

Dhaka University Institutional Repository

জন্য দোয়া করতেন। অতএব ১৯৭১ সনে যুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কি বিপক্ষের কারো দ্বারাই হুজুর ক্ষতিগ্রস্ত হননি, কষ্ট পাননি। কিন্তু হঠাৎ ঘটল এক অনাকাঙ্খিত ঘটনা! দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, তার কিছুদিন পর অকস্মাৎ একদিন ঢাকায় তারা মসজিদের নিকটে হুজুরের শ্বশুরের বাড়ি, যেখানে শায়খ খোতানী অবস্থান করতেন, সেখানে আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত একদল লোক ঘরের চারদিকে ঘেরাও করে ফেলে। এদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি অস্ত্র হাতে নিয়ে গুলি লোড করে হুজুরের বাসায় প্রবেশ করে। খোতানী হুজুর কোথায় ? খোতানী হুজুর কোথায় ? বলে তারা তাঁকে খুঁজতে শুরু করে। [১৪৮] শায়খ খোতানী বলেন, "আমি তখন বাড়ির একটি কক্ষে একা দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম এবং কক্ষের দরজা ছিল খোলা। আমি নিশ্চিত মৃত্যুর কথা মনে করে আল্লাহর নিকট আরজী জানালাম, "হে আল্লাহ তুমি ব্যতিত আজ আমায় কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমার মনে পড়ে গেল মহানবী (সা.)এর কথা। তিনি মক্কা হতে মদীনায় হিজরতকালে এক মুষ্টি ধূলা নিক্ষেপ করে সকলের চোখের অন্তরালে বের হয়ে চলে গেলেন, কেউ তা টেরও পেল না। আমি কক্ষের মেঝ থেকে যা পেলাম ধূলা বালি কুড়িয়ে নিয়ে সূরা ইয়াসিনের একটি বিশেষ আয়াত তেলাওয়াত করে তাতে ফুক দিয়ে চারদিকে ছিটিয়ে দিলাম এবং চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে লোকেরা রাইফেল, এস.এল.আর. এর ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে ঘোরাফিরা করে সমগ্র ঘর এমনকি আলমিরা ট্রাঙ্ক সবকিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমাকে না পেয়ে আমার সম্মুখ দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং ঘেরাও তুলে নিয়ে যায়। আমি বেঁচে গেলাম। আল্লাহর শুকরিয়া জানালাম।" সুবহানাল্লাহ !

এরূপ অনেক কারামত তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে। বাগদাদ সফর কালে কয়েকটি কারামত প্রকাশ হওয়ারও প্রমাণ পাওয়া যায় যা, বাগদাদ সফর শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। [১৪৯]

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ জীবন ঃ অসুস্থতা ও ইন্তেকাল

সূর্য যেমন দিনের শেষে খরতাপ হারিয়ে বিবর্ণ হতে থাকে, তেমনি উপমহাদেশের হাদীছ শিক্ষার আকাশের দিবাকর শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) শেষ জীবনে বার্ধক্যজনিত রোগে জর্জরিত হতে থাকেন। সুঠাম দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী হলেও শেষ বয়সে প্রায়ই তিনি বিভিন্ন অসুখে ভুগতেন। ১৯৮৬ সনে অসুস্থ অবস্থায় ছারছীনা মাদরাসার কামিল শ্রেণীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে ঢাকা চলে আসেন। তারা মসজিদের সন্নিকটে স্বীয় শ্বশুরালয়ে অবস্থানকালে তিনি কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রথমে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে, পরে "ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১ নং ওয়ার্ডের ১৪ নং বেডে " চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। ক্রমেই তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ইতোমধ্যে একবার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হল তাঁর শরীরে।একটু সুস্থ হয়ে আবার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হুজুরের এ অসুস্থতার খবর পত্রিকায় প্রকাশ হলে সমগ্র দেশে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। কখন না জানি কী হয় ? সমগ্র দেশ থেকে খোঁজ খবর নিতে হুজুরের ছাত্ররা ঢাকা আসতেন। কেউ বাড়ি বসে ফোনেও চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজ–খবর নিতেন। ড. মুহাম্মদ

---

১৪৮. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪

১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪ - ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রশীদ বলেন ; আমরাও হাসপাতালে হুজুরকে দেখতে যেতাম। কোন ছাত্র হুজুরের নিকট হাসপাতালের বেডে গেলেই হুজুর ইশারাতে বসতে বলতেন। কি যেন বলতে চাইতেন। অসুস্থ শরীরে কথা বলতে পারতেন না। দু'চোখ ছাপিয়ে শুধু পানি বের হত। তখন নিজেকে বড় অসহায় ভাবতাম। এভাবে কিছুদিন কাটবার পর পরিশেষে ২৯ শে অক্টোবর ১৯৮৬ সন, ২৪ সফর ১৪০৭ হিজরি, রোজ বুধবার বিকাল ৫টা ৫মিনিটের সময় বাংলাদেশের জাতীয় চিকিৎসালয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রফেসর অলিউল্লাহ , প্রফেসর আব্দুল মতিন, প্রফেসর নজরুল ইসলাম, প্রফেসর মাওলা বখশ প্রমুখ বাঘা বাঘা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে [১৫০] ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই অগণিত ছাত্র ও গুণগ্রাহিকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে শায়খ খোতানী (র.) জান্নাতবাসী হন (ইন্নালিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন।) হুজুরের ইন্তেকালের খবর বাংলাদেশ বেতার , টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দ্রুত সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশ জুড়ে হুজুরের ছাত্র ও ভক্তরা শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। [১৫১]

অবশ্য, খোতানী হুজুরের আরেকজন প্রিয় ছাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এর অধ্যাপক ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান লিখেছেন, আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ৩০ অক্টোবর ১৯৮৬ ইং বৃহস্পতিবার পরলোক গমন করেন।[১৫২]এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কোন জীবনীকারই এ মতটি সমর্থন করেননি। আসলে ঐ দিন বাদ যোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। [১৫৩]

ঊনত্রিশতম পরিচ্ছেদ

ইন্তেকালের পূর্ব রাত্রির ঘটনা

শায়খ খোতানী (র.) যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন ছিল বুধবার। ২৪ সফর, ১৪০৭ হিজরী। এটি ছিল আখেরী চাহার শোম্বার বরকতময় দিন এবং পূর্ব রাত্রি ছিল আখেরী চাহার শোম্বার রাত্রি। এ রাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) রোগমুক্তি লাভ করেছিলেন । মা আয়েশা (রা.) প্রিয় নবী (সা.)-এর মাথা ও শরীর ধৌত করে দিয়েছিলেন রোগ মুক্তির কারণে। এ ঘটনার কথা স্মরণ করে শায়খ খোতানীর স্ত্রী ও হুজুরের মেয়েরা আখেরী চাহার শোম্বার রাতে খোতানী হুজুরের সমস্ত শরীর পানি দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিলেন এবং পবিত্র ও ধৌত করা কাপড় চোপড় পরিধান করিয়ে দিয়েছিলেন। এতদ্দর্শনে শায়খ খোতানী প্রশ্ন করেছিলেন আজ তোমরা এরূপ করছ কেন ? হুজুরের স্ত্রী ও মেয়েরা বললেন, প্রিয় নবী সা. এর মত আপনার শরীরও মুছে দিলাম যাতে করে নবী সা. এর অসীলায় ও আল্লাহর দয়ায় আপনার রোগমুক্তি লাভ হয়। হুজুর শুনে খুশি

---

১৫০. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫

১৫১. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫-৭৬
খ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪ -৯৫
গ) ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭
ঘ) অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, কুদরত ই খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯

১৫২. ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৭

১৫৩. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫
খ) ড. এ. এইচ, এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৭
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০২
ঘ) অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করে একটু মুচকি হাসছিলেন এবং বলছিলেন যে, " আমি তোমাদের জন্য কিছুই করে যেতে পারিনি।" আর কিছুই বলেননি। হযরত শায়খ খোতানী (র.) আগেই বুঝেছিলেন, তাঁকে তাঁর পরম বন্ধু আল্লাহর নিকট চলে যেতে হবে। তাই হয়ত হেসেছিলেন এবং তেমন কিছু বলেননি। বললে হয়ত স্ত্রী ও সন্তানরা দু:খ পাবে। আল্লাহর অলীদের শানই ভিন্ন। [১৫৪]

ত্রিশতম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুকালীন কারামত প্রকাশ

মৃত্যুর প্রাক্কালে শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর মাধ্যমে যে আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে শায়খ খোতানীর উচ্চ মর্যাদা ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হওয়ার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়।

শায়খ খোতানী রোগ শয্যায় শায়িত। ক্রমেই তিনি নিস্তেজ নিথর হয়ে যেতে লাগলেন। ২৯ শে অক্টোবর ১৯৮৬ দুপুর পেরিয়ে আছর এর সময় হয়ে গেল। সময় ৪টা ৫০ মিনিট। আসরের নামাযের আযান হচ্ছে। আযান ধ্বনি শায়খ খোতানীর কানে ভেসে আসার সাথে সাথে নাকে লাগালো অক্সিজেন পাইপ সজোরে টান দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। এরপর নিয়্যত করে ইশারায় নামায পড়লেন। নামাজ শেষ করে উচ্চস্বরে জিকির শুরু করলেন। যে ব্যক্তির বাক শক্তি রহিত হয়েছে প্রায় কয়েক দিন পূর্ব থেকেই তিনি উচ্চ স্বরে অনবরত জিকির করে চলছেন। আশ্চর্যজনক এ অবস্থা দেখে ওয়ার্ডের অন্যান্য উপস্থিত লোকেরা হুজুরের বিছানার পাশে ভীড় জমিয়ে এ আশ্চর্যজনক অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। এভাবে কিছু সময় জিকির করার পর ৫টা ৫ মিনিটে হঠাৎ জিকির থেমে যায়। সাথে সাথে পবিত্র রূহ চলে গেল আলা ইল্লিয়্যিনে, জান্নাতুল ফেরদাউসে । মৃত্যুকালীন এ কারামত দেখে সকলেই বুঝতে পেরেছে তিনি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন কামেল ওলী, আল্লাহর প্রিয় বান্দা। [১৫৫]

একত্রিশতম পরিচ্ছেদ

লাখো ভক্তের অশ্রুসিক্ত জানাযা পেলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর ইন্তিকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। ঢাকা উপস্থিত আলিম ওলামা এবং হুজুরের ছাত্র ও অগণিত সাধারণ মানুষ তাঁর আবাসস্থলে তারা–মসজিদ সংলগ্ন শ্বশুরালয়ে সমবেত হতে থাকে। হুজুরের কফিন হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে আসা হলে উপস্থিত সকলের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। রাতে বাসায় ও তারা-মসজিদ কমপ্লেক্স লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। তারা-মসজিদসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদে, মাদরাসায় কোরআন খতম, দোয়া দরূদ হতে থাকে। হুজুরের কর্মস্থল ছারছীনা খবর পৌছে রাত এগারটায়। সাথে সাথে ছাত্র শিক্ষক ও দরবারের সকলে কান্নায় ভেংগে পড়েন। যা হোক, রাত পোহানোর পর তাঁর গোসল সম্পন্ন হয়। অতঃপর কাফন পরিয়ে ভক্তদের দেখার জন্য কফিন খাটে রেখে দেওয়া হয়।

---

১৫৪. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭

১৫৫. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬
খ) অধ্যক্ষআ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৩০ অক্টোবর ১৯৮৬ ইং বৃহস্পতিবার জোহরের নামাজের পর বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় অগণিত লোকের সমাগম হয়। জানাযায় ইমামতি করেন ছারছীনা মাদরাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ দেশ বরেণ্য আলেম আলহাজ্জ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদের সাহেব।

জানাযার পর চাপা কান্নার শব্দে বাইতুল মোকাররমের বিশাল এলাকা বিষাদপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাকশক্তিহীন সকলে অশ্রুসজল নয়নে শেষ বিদায় জানায় তাদের এ ব্যক্তিত্বকে। [১৫৬]

বত্রিশতম পরিচ্ছেদ

আজিমপুর গোরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

জানাযা নামায শেষে হুজুরের ছাত্র ও ভক্তরা কাঁধে বহন করে কফিন নিয়ে যান আজিমপুর নতুন কবরস্থানে। পথে শত সহস্র ক্রন্দনরত মানুষের মিছিল। বরকত হাসিলের আশায় কার পর কে কাঁধে নিবেন এ কফিন তার প্রতিযোগিতা চলে। বাইতুল মোকাররম হতে আজিমপুর পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ মানব বন্ধনে পরিণত হয়ে যায়। এ দৃশ্য দেখার ও অনুভব করার। অক্ষর-শব্দে তা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মনে হয় এ মানুষগুলো তাঁদের পরম আপন কাউকে হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দিশেহারা পাগল বনে গেছে।

আজিমপুর নতুন কবরস্থানের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকেই সামান্য হেটে বাম পাশে কবর খনন করা হয়েছে। কবর খননে অংশ নিয়েছে হুজুরের ছাত্র হাফেজ ও আলিমগণ। কবরস্থানে কফিন পৌছার পর কবরে লাশ নামানোর সময় এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়, যা বর্ণনাতীত। এভাবে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে কবরে শুইয়ে দিয়ে মাটির ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। চির দিনের জন্য তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যান, চলে যান জান্নাতুল ফেরদাউসে। [১৫৭]

তেত্রিশতম পরিচ্ছেদ

শাহাদাতের মৃত্যু পেলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

ছারছীনা মাদরাসার সাবেক প্রধান মুহাদ্দিছ ও মুফতী আল্লামা হযরত মাওলানা আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ সাহেব শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানীকে (র.) শহীদ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "মাতৃভূমি হইতে হিজরত করিয়া আসার পূর্বে তো তিনি কম্যুনিজম তথা কুফরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের নেতৃত্বে দিয়া সশস্ত্র মুজাহিদই হইয়াছিলেন। হিজরত করার পরেও তিনি পরিশ্রম করত এলেম শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানের কাজে পূর্ণ জীবনটা কাটাইয়াছিলেন। অতএব ইহা সশস্ত্র জিহাদ না হইলেও নিরস্ত্র জিহাদ অবশ্যই। মাঝখানে হিজরত করত তিনি হইয়াছিলেন মুহাজির, আবার শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচারে মৃত্যু বরণ করত তিনি হইলেন শহীদ। তাই দেখা যায় আল্লাহ পাক আমাদের হুজুরকে তাঁর জীবনে মুজাহিদ, মুহাজির,

---

১৫৬. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩

১৫৭. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

মুয়াল্লিম ও শহীদ এই চারিটি জান্নাতী ছেফাত দ্বারাই ভূষিত করিয়াছিলেন। যাহার যে কোন একটিই জান্নাতী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। [১৫৮]

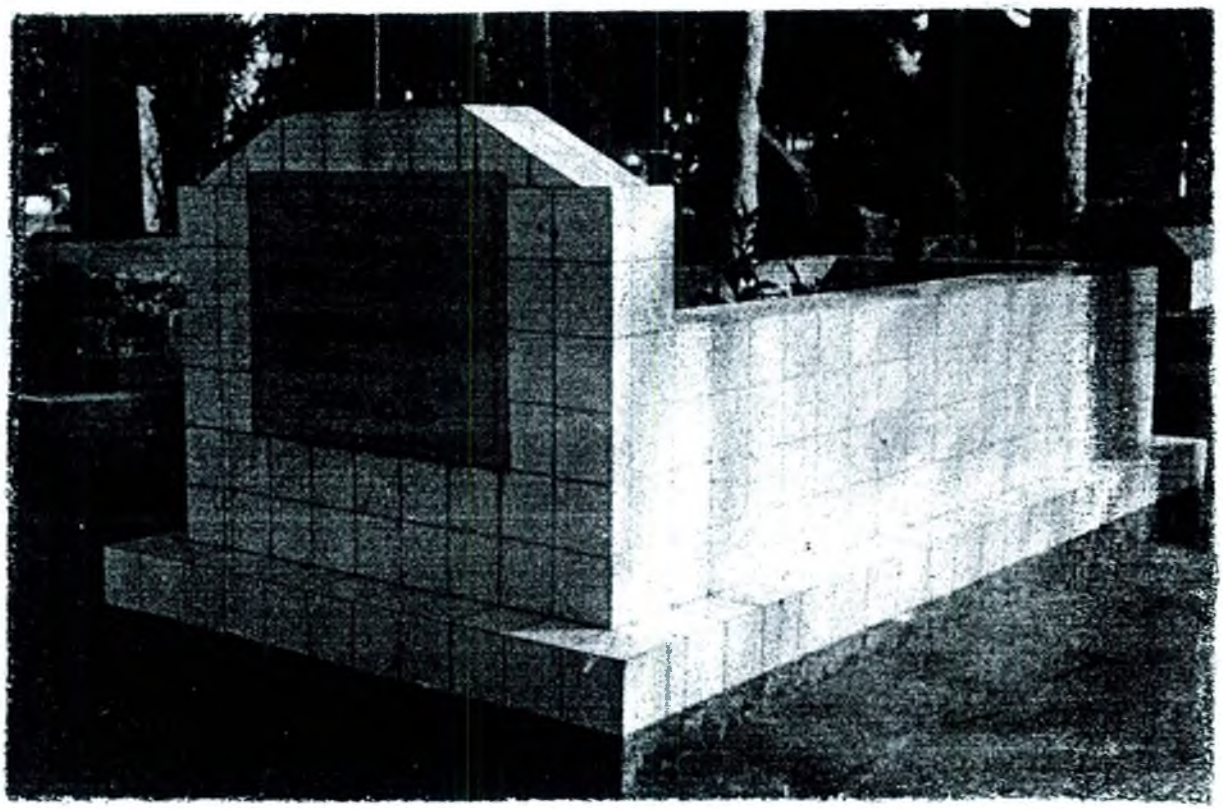

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর মাযার শরীফ। (আজিমপুর নতুন গোরস্থান, ঢাকা।)

১৫৮. আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository

চৌত্রিশতম পরিচ্ছেদ

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর ইন্তিকাল পবিত্র আখেরী চাহার শোম্বার বরকতে ধন্য

শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) যে দিন ইন্তিকাল করেন, সেদিন ছিল আখেরী চাহার শোম্বার দিন। আখেরী চাহার শোম্বা মুসলমানদের নিকট একটি সুপরিচিত পবিত্র নাম। প্রিয় নবী সা. ইন্তিকালের পূর্বে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তবে সফর মাসের শেষ বুধবারে তিনি রোগ মুক্তি লাভ করেছিলেন। প্রিয় নবী সা. এর রোগ থেমে মুক্তি লাভের এ দিনটিকে একটি ইসলামী পর্ব হিসেবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়ে থাকে। [১৫৯]

শায়খুল হাদীছ হযরত নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ১৪০৭ হি. সনের ২৪ সফর রোজ বুধবার ইন্তিকাল করেছিলেন। [১৬০] অবশ্য এই বুধবার ছিল খোতানী হুজুর (র.) এর খুব প্রিয় দিন। নতুন ক্লাসে সবক দেয়া, কোন কাজ আরম্ভ করা সবই তিনি সাধারণত বুধবারে করতেন। এমনকি কখনো ঢাকা যাওয়ার প্রয়োজন হলে সাধারণত এই বুধবারেই ঢাকার উদ্দেশে রওনা করতেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর শেষ বিদায়ের দিন হিসেবেও মনোনীত করলেন এই বুধবার দিনকেই। [১৬১] ঐ দিনটি ছিল আখেরী চাহার শোম্বার দিন। এই বরকতময় দিবসে ইন্তেকাল করা এক মহা সৌভাগ্যের বিষয়। শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এ সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর ছাত্র ও ভক্তরা দেখা যায় যে, প্রতিবছর ২৯ শে অক্টোবর বিভিন্ন দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হুজুরের ইন্তিকাল বার্ষিকী পালন করে থাকেন। এর চেয়ে বরং সফর মাসের শেষ বুধবারে আখেরী চাহার শোম্বার দিনে যদি প্রতি বছর এ সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং আখেরী চাহার শোম্বাকেই ইন্তিকাল দিবস হিসেবে পালনের জন্য নির্ধারিত করে নেন, তবে তা অত্যন্ত মুবারক হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর প্রিয় ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ। [১৬২]

---

[১৫৯] .মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭

[১৬০] .ক) প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭
খ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫

[১৬১] . প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫

[১৬২] . মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর জীবন পরিক্রমা

নাম	ঃ নিয়ায মাখদূম
উপনাম	ঃ খোতানী হুজুর (বাংলাদেশে)
পিতা	ঃ শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক
মাতা	ঃ সাইয়্যেদা আয়েশা খানম
দাদা	ঃ শায়খ মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ
১৮৯৭ খ্রি.	ঃ জন্মগ্রহণ।
১৯০১ খ্রি.	ঃ প্রাথমিক শিক্ষা শুরু (মাতা-পিতার নিকট)
১৯০২ খ্রি.	ঃ পিতার ইন্তেকাল।
১৯০৩ খ্রি.	ঃ মাতার ইন্তেকাল।
১৯০৩ খ্রি.	ঃ স্থানীয় খালাক মাদরাসায় ভর্তি।
১৯০৯ খ্রি.	ঃ কুরআন, হাদীছ, ফিকহ, উসূল, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, ফার্সি ও তুর্কি ভাষা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। (বয়স ১২ বছর)
১৯১০ খ্রি.	ঃ উচ্চ শিক্ষার জন্য কাশগর গমন।
১৯১৫ খ্রি.	ঃ সেনাবাহিনীতে ভর্তি
১৯১৬ খ্রি.	ঃ তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, উসূল, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, আকায়েদ ও প্রকৌশলসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রি অর্জন । (বয়স ১৯ বছর)
১৯১৬ খ্রি.	ঃ মামা শায়খ আহমদ খতীবের মেয়ের সাথে বিয়ে।
১৯১৭ খ্রি.	ঃ প্রথম পুত্র সন্তান লাভ। (পুত্রের মুখ দেখতে পারেননি)
১৯১৭ খ্রি.	ঃ যুদ্ধে গমন ও দেশ ত্যাগ।
১৯৩৫ খ্রি.	ঃ দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি।
১৯৪১ খ্রি.	ঃ ইলমে হাইয়াতে ডিগ্রি অর্জন।
১৯৪২ খ্রি.	ঃ ইলমে হানদাসাতে ডিগ্রি অর্জন।
১৯৪৩ খ্রি.	ঃ দাওরায়ে হাদীছের সনদ লাভ। (প্রথম শ্রেণীতে ৩য় স্থান)
১৯৪৪ খ্রি.	ঃ দাওয়ারে তাফসীরের সনদ লাভ। (প্রথম শ্রেণীতে ১ম স্থান)
১৯৪৪ খ্রি.	ঃ দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশোনা সমাপ্তি।
১৯৪৫ খ্রি.	ঃ দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চতর গবেষণা ও অধ্যাপনা। (জুন পর্যন্ত)
১৯৪৫ খ্রি.	ঃ ইলমে হাদীছের খেদমতে ছারছীনা আলীয়া মাদরাসায় যোগদান।(৩০ জুন)
খেদমত কাল	ঃ ৪১ বছর ৩ মাস ২৯ দিন । (৩০ জুন ১৯৪৫ থেকে ২৯ অক্টোবর ১৯৮৬ পর্যন্ত)
সরাসরি ছাত্র	ঃ ২,৮৫৮ জন।
১৯৫৩ খ্রি.	ঃ দ্বিতীয় বিয়ে (বাংলাদেশে)।
১৯৭৪ খ্রি.	ঃ প্রথম বারের মত হজ্জ পালন (বদলী) ।
১৯৮০ খ্রি.	ঃ বাগদাদ সফর।
১৯৮০ খ্রি.	ঃ ২য় বারের মত ওমরা পালন ও রওজা জিয়ারত। (বাগদাদ সফর কালে)
১৯৮২ খ্রি.	ঃ বিমানযোগে পবিত্র হজ্জব্রত পালন ।
১৯৮৬ খ্রি.	ঃ অসুস্থতাবস্থায় ঢাকা গমন।
১৯৮৬ খ্রি.	ঃ ইন্তিকাল। ২৯ অক্টোবর/ ১১ কার্তিক ১৩৯৩ বাং/২৪ সফর ১৪০৭ হি. বুধবার, বিকাল ৫ টা ৫ মিনিট। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
১৯৮৬ খ্রি.	ঃ সালাতে জানাযা ও দাফন সম্পন্ন। (৩০ অক্টোবর,বৃহস্পতি বার, বাদ জোহর)
জানাযার ইমাম	ঃ অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির (র.)
জীবনকাল	ঃ ৮৯ বছর (প্রায়)। [১৬৩]

[১৬৩]. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর হাদীছ সাধনা ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচার

ক : বিভাগ ঃ

➲ ইলমে হাদীছে নিয়ায মাখদূম খোতানীর কিতাবী সাধনা

১ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ হাদীসের দরস দানে পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

২য় পরিচ্ছেদ ঃ

❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর হাদীছ শিক্ষাদান পদ্ধতি

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ

❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) – এর হাদীছ পাঠের আদব

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ হাদীছ সাধনা ও দরসদানকে আমানত মনে করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ স্বপ্নযোগে হযরত হাফসা রা. এর সাক্ষাত লাভ ও একটি হাদীছের মর্মার্থ শিক্ষা

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ হাদীছ শিক্ষা প্রসারে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর কৃতিত্ব

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ তালিকা ও পরিসংখ্যান

৮ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ ইমাম বোখারী র. পর্যন্ত নিয়ায মাখদূম খোতানী র.–এর ইলমে হাদীছের সনদ

৯ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ ইলমে হাদীছের দরসদানে বিভিন্ন মাদারাসায় গমন

১০ ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ মানুষ গড়ার কারিগর আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী

১১ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ অমূল্য সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১২ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর স্বহস্ত স্বাক্ষরিত ইলমে হাদীছের সনদ

খ : বিভাগ ঃ

➲ ইলমে হাদীছের প্রায়োগিক সাধনা

১ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ আমলে পরিপক্ক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

২য় পরিচ্ছেদ ঃ

❑ হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের সুসম্বয়ক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী

৩য় পরিচ্ছেদ ঃ

❑ ছোটদের পরম বন্ধু ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৫ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ উস্তাদ ভক্তিতে বেনজীর ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ ইলমে হাদীসের নির্লোভ সাধক নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৭ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ সাহাবা চরিত্রের উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

৮ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ ছাত্ররা খায়নি, তাই খাননি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)ও

৯ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ সুন্নাতী পোশাক পরতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১০ ম পরিচ্ছেদ ঃ

❑ পাগড়ীও ব্যবহার করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১১ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর টুপি ছিল সুন্নতী কায়দায়

১২ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ আদর্শ খাদ্য গ্রহণ করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৩ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ নিজ হাতে বাজার করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৪শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ সংযত বাক ও সদালাপি ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৫ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ লেনদেনে স্বচ্ছ ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৬ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ নিজ হাতে মেহমানদারী করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৭ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ পরিমার্জিত রুচিশীল ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৮ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ কল্যাণকামী অভিভাবক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

১৯ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ হাদীছের নূরে উদ্ভাসিত ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

২০ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ রূহানী বলে বলীয়ান ছিল খোতানী হৃদয়

২১ শ পরিচ্ছেদ ঃ

❑ একটি উপদেশপূর্ণ চিঠি

❑ এক নজরে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর পাঠদান পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর হাদীছ সাধনা ঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচার

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর হাদীছ সাধনাকে আমরা প্রধানত দুটো ভাগে বিশ্লেষণ করতে চাই। যথা:

(ক) ইলমে হাদীছের কিতাবী সাধনায় নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

(খ) ইলমে হাদীছের প্রায়োগিক সাধক নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বিষয় দুটি আলোচিত হলো :

ক. বিভাগ

ইলমে হাদীছের কিতাবী সাধনায় নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও তিনি ছিলেন মূলত হাদীছ বিজ্ঞানের নিরলস ও নির্মোহ সাধক।[১] সত্যিকারার্থেই একজন দক্ষ ও আদর্শ মুহাদ্দিছ ছিলেন তিনি।[২] তিনি ছিলেন হাদীছ বিজ্ঞানের জীবন্ত ও চলমান বিশ্বকোষ।[৩]

আল্লাহ তা'আলা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর জীবনটা বুঝি আগে থেকেই ইলমে হাদীছের খেদমতের জন্যেই মনোনীত করে রেখেছিলেন। আর তাই বুঝি খোতানের সেই কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনে সঙ্গীয় সব মুজাহিদগণ একে একে শাহাদত বরণ করলেন। কিন্তু তাঁর কান-মাথা-ঘাড়ের পাশ দিয়ে শত্রুর ছোড়া বুলেটের ঝাঁক শোঁ শোঁ রবে উড়ে গেলেও তাঁর দেহে বিদ্ধ হলোনা এর একটিও। শত্রুর আক্রমণের মুখে নিচে ঝাঁপ দিলেন তিনি তিন তলার ওপর থেকে। কিন্তু এতেও তাঁর কোন ক্ষতি হলোনা। এর পর তাঁকে তাক করে শত্রুর ছোড়া বুলেট বৃষ্টির ভেতর দিয়েই সম্মুখপানে দৌড়ে চললেন তিনি। জীবন – মৃত্যুর এ সন্ধিক্ষণ থেকেও তাঁকে সুরক্ষা করলেন মহান আল্লাহ তাঁর অপার অনুগ্রহে। অলৌকিক সেই ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড়ে এসে ঘোড়াটি মারা গেলেও বেঁচে রইলেন তিনি। একেই বলে রাখে আলাহ মারে কে ? এরপর নদী সাঁতরে এপাড়ে এসে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে ভর্তি হলেন তুর্কী সেনাবাহিনীতে। ইচ্ছে ছিল জার্মান বা ইংল্যান্ড থেকে সামরিক বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেবেন। কিন্তু সেটাও হয়ে উঠলোনা, ইলমে হাদীছের ভাবী এ মহান সাধকের। শেষ পর্যন্ত ভারত এসে প্রথমে মনস্থির

---

১. অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, হাদীছ বিজ্ঞানের নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), সেমিনার প্রবন্ধ, পৃ ১

২. প্রাগুক্ত, পৃ ২

৩. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ; কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষা নীতি, (ঢাকা: আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ২০০১), পৃ ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

করলেন সার্জারি বিদ্যায় উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে যুদ্ধাহত মুজাহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দেবেন। সেই লক্ষ্যে হাজিরও হলেন ভারতের তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী হেকিম আজমল খানের কাছে। কিন্তু গিয়ে দেখলেন তিব্বিয়া কলেজ বন্ধ। হেকিম আজমল খান তখন তাঁকে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হওয়ার সুপরামর্শ দিলেন। শেষ পর্যন্ত হলোও তা-ই। [৪] এখানে ভর্তি হয়ে সব বিদ্যা ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন জগদ্বিখ্যাত একজন মুহাদ্দিছ তথা আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.) এর মুখনিঃসৃত পবিত্র বাণীর একজন একনিষ্ঠ খাদিম। বাকী জীবন তাঁর কেটে গেল উক্ত হাদীছে নববীর খিদমতেই। সুবহানাল্লাহ! মহানবী (সা.) সত্যিই বলেছেন, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " আলাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান , তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।" [৫]

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) নিজে বলেছেন; আমি ইলমে হাদীছে তুলনায় যুক্তিবিদ্যা , তর্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপর বেশি পড়াশুনা করলেও আল্লাহর ইচ্ছায় আমার সারাটা জীবন ইলমে হাদীছের খিদমতেই অতিবাহিত হয়েছে। [৬]

বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে হাদীছ শাস্ত্রের শিক্ষাদান, হাদীছ শাস্ত্রের প্রচার -প্রসার ও বিস্তারের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন শাইখুল হাদীছ আলামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। [৭]

সিহাহ সিত্তাসহ আরো অনেক হাদীছ গ্রন্থের সনদপ্রাপ্ত গভীর জ্ঞানী হলেও আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) প্রধানত বুখারী শরীফ পড়াতেন। [৮] তাঁর হাদীছ সাধনা প্রসঙ্গে খোতানী হুজুরের (র.) অন্যতম কৃতি শাগরেদ ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার সাবেক প্রধান মুহাদ্দিছ হযরত মাওলানা মুফতী আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ (র.) (ইন্তি. ২০০৪) বলেন; খোতানী হুজুরের (র.) দরসে হাদীছে বসার মহান সুযোগ আল্লাহ আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু হুজুরের ইলমের আন্দাজ করার ক্ষমতা আমার হয়নি। সত্য বলতে কি, এখনো আমি জানি না যে, হুজুরের ইলমের গভীরতা কী পরিমাণ ছিল। আর তা জানবইবা কী করে? হুজুরতো ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার মরহুম শাইখুল হাদীছ আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী ও মাওলানা ইযায আলী (র.) সহ প্রমুখ যুগবিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের দরসগাহের সর্বদাই প্রথম স্থান অধিকারকারী ছাত্র। তাই তিনি যে শুধু ইলমে হাদীছেই মাহের ছিলেন তা তো নয়, বরং তাফসীর , ফিকহ, আকায়িদ, আদব, নাহু , সরফ, বালাগাত, মানতিক, হেকমত ও ইলমে

---

৪. নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) স্মৃতি সেমিনারে তার সুযোগ্য কৃতি ছাত্র মাওলানা মুহাম্মাদ কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহীর বক্তব্য থেকে সংগৃহীত।

৫. ক) মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বোখারী, সহীহ আল বোখারী, (বৈরুত : দারু ইবনে কাছীর, ১৯৮৭), ৩য় সংস্করণ, হাদীছ নং ৭১, খ ১, পৃ ৩৯
খ) মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব, মেশকাতুল মাসাবীহ, (বৈরুত : আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫), ৩য় সংস্করণ, কিতাবুল ইলম, হাদীছ নং ২০০, খ ১, পৃ ৪৩

৬. অধ্যাপক ড.এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, সেমিনার প্রবন্ধ, পৃ ৪

৭. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮

৮. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী আত্তুর্কিস্তানী (র.), (ঢাকা : সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ ৪১
খ) ড.এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, আল্লামা নিয়ায মাখদূম : বাংলাদেশে হাদীছ শিক্ষাদানে তাঁর অবদান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, খ ৭, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

হাইয়াত এসকল বিষয়েই তিনি ছিলেন সমানভাবে পারদর্শী। তাই মাত্র কয়েকদিন তাঁর হাদীছের দরসে বসেই তাঁর ইলমের গভীরতা আন্দাজ করার দাবি অন্তত আমি করতে পারিনা। [৯]

তবে তাঁর সারগর্ভ সুসজ্জিত ও অনর্গল তাকরির সমূহ দ্বারা তাঁর অসাধারণ মেধার প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যেত। মেধার পেছনে আবার কাজ করত তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম। যেহেতু ইলমের প্রচার-প্রসারই ছিল তাঁর শিক্ষক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । তাই অনবরত পরিশ্রমের দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত মেধাকে কাজে লাগাতে থাকতেন তিনি সদা সচেষ্ট । তাইতো সকল বিষয়ের বিশেষ করে হাদীছ বিষয়ের দরস দেবার সময় মনে হতো সকল শুরূহাতের গ্রন্থাদি তার মুখস্থ। তাঁর তাকরীরের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে , তিনি কোনদিন এলোপাতাড়ি কোন বক্তব্য রাখতেন না, বরং বিষয়বস্তু গুলোর পরস্পর সম্পর্ক অনুযায়ী সব কথা সাজিয়ে একের পর এক বলে যেতেন। বিনা প্রয়োজনে কোন কথা দু'বার বলতেন না। ধৈর্য ধরে তাঁর তাকরীর শুনলে কোন শ্রোতার মনেই কোন প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকত না।"

আমার জীবনে বহুবার দেখেছি, সরকারের তরফ থেকে দেশি-বিদেশি যত বড় অভিজ্ঞ আলিমই মাদরাসা পরিদর্শনে আসুন না কেন, হুজুরের তাকরীর শুনে সকলেই অবাক হয়ে যেতেন এবং শেষ পর্যন্ত হুজুরের নিকট থেকে নতুন কিছু জ্ঞান অর্জন করে যেতেন। হুজুরকে কোন নতুন জ্ঞান দিয়ে যেতে পারতেননা। একবার কোন এক বিদেশি ডিগ্রিধারী আলিম পরিদর্শক নিজে খুব কিছু জানে বলে গর্বভরে হুজুরকে কিছু প্রশ্নাদি করলে হুজুর তার এমন দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত পরিদর্শক সাহেব লজ্জিত হয়ে হুজুরকে "বাহরুল উলূম" আখ্যা দিয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। বলা বাহুল্য, হুজুরের উক্ত পাঠদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই ছিল, কামিল মাদরাসা হিসেবে ছারছীনা মাদরাসার অধিকতর খ্যাতি অর্জনের অন্যতম কারণ। [১০]

এ সম্পর্কে খোতানী হুজুর (র.) - এর অন্যতম শাগরিদ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক অধ্যাপক আখতার ফারুক বলেন; মরহুম খোতানী হুজুর (র.) এর অসাধারণ ও অপরিমেয় জ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে , নিউটন তাঁর জীবন সন্ধ্যায় যা বলেছিলেন, "আমি সবেমাত্র জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমির বালুকারাজি নিয়ে খেলা করছি" -ঠিক একথাটিই আজ বারংবার আমার মনে দোলা দিচ্ছে। মূলত সেই অগাধ জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে নিউটনের মতো বালূকা নিয়ে খেলার তো দু:সাহস আমার কখনো হয়নি, হয়েছে শুধু সমুদ্রের সেই বিশালতা মৌনমুখ বিস্ময় নিয়ে স্বসংকোচ নিরীক্ষণ করা। পড়াতেন তিনি হাদীছ ঠিক ঠিক মতোই তবে যে, অসীম জ্ঞানের আধার মহানবী (সা.)-এর হাদীছ তিনি পড়াতেন, মনে হতো যেন স্বয়ং হাদীছ কর্তার পবিত্র মুখেই আমরা তাঁর হাদীছের সকল রহস্যের দারোদঘাটনের বিস্ময়কর লীলা অবলোকন করছি। কি সায়েন্স, কি ফিলোসফি (Phylosophy) , কি বায়োলজি, কি এস্ট্রোলজি এক কথায় জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের যে যে দিক থেকেই প্রশ্ন করা হতোনা , প্রশ্নকর্তা যেন ফলভারাবনত বৃক্ষে এক একবার ঢিল নিক্ষেপনে এক একশ ফল পেয়ে আশাতিরিক্ত ফল

---

৯. ক) আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, উস্তাজুনাল মুকাররম শামসুল উলামা হযরত আল্লামা মাওলানা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), ছারছীনা কামিল মুহাদ্দিছ ও ফকীহ ছাত্রদের বিদায়ী স্মরণিকা , ১৯৮৯, পৃ ১৬
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, মুজাহিদ মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) পাণ্ডুলিপি (অপ্রকাশিত), পৃ ৫৫ - ৫৬

১০. ক) আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪ -৪৫
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭ -৫৮

Dhaka University Institutional Repository

লাভে হতবাক হয়ে যেত। তাঁর কাছে বিদ্যালাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুদেবদের কাছে বিদ্যা নিতে গিয়ে কেন জানি মনে হতো–আল্লা আল্লা বল ভাই, ফিরে এলাম গোড়ায়। [১১]

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাদীছের দরসদানে পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর হাদীছ শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী । [১২] তাঁর মতো অধ্যবসায়ী ও গবেষক মুহাদ্দিছ খুব কমই দেখা যায়। পূর্বপ্রস্তুতি ও অধ্যয়ন ছাড়া তিনি কখনো ক্লাসে উপস্থিত হতেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর রাত পর্যন্ত তিনি রেফারেন্স গ্রন্থসমূহের গভীর অধ্যয়নে এমনভাবে মগ্ন থাকতেন[১৩] যে, অনেক সময় রাত শেষ হয়ে ফজরের আযান ধ্বনিতে সম্বিত ফিরে পেয়ে কিতাব বন্ধ করে ফজরের জামায়েত শরীক হতে মসজিদে চলে যেতেন।[১৪] তিনি নিজে বলতেন; "এক ঘণ্টা পড়াতে হলে অন্তত আট ঘণ্টা নিজে পড়া উচিত"। [১৫] দুনিয়াবি কোন ঝামেলায় না জড়িয়ে তিনি সদা কিতাব মোতালায়াতেই মত্ত থাকতেন। এমনকি দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়ন কালে ও তিনি দারসী কিতাব ছাড়াও অসংখ্য কিতাব মোতালায়া করতেন। [১৬] এর প্রত্যক্ষদর্শী তৎকালীন দারুল উলূমের কৃতী ছাত্র পরবর্তীতে ঢাকা আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা ও বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররামের খতীব জনাব মাওলানা উবাইদুল হক সাহেব বলেন, "দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নকালে আমরা যখনই খোতানী সাহেবের কামরার সামনে যেতাম, তখনই দেখতাম তিনি কিতাব অধ্যয়নে মগ্ন আছেন। আমরা নিজেরাও অনেক সময় কিতাবের জটিল জটিল বিষয়গুলো তাঁর কাছ থেকে বুঝে নিতাম।" [১৭] অধ্যয়ন জীবনের এ বৈশিষ্ট্যের ব্যাত্যয় তাঁর অধ্যাপনার জীবনেও কখনো ঘটেনি। তাঁর রুমে থাকতো শত শত কিতাবের স্তুপ । পাঁচ দশটা কিতাব একসাথে খুলেও অনেক সময় তিনি মুতায়ালা করতেন।[১৮] অনেক সময় পেটের ওপর কিতাবখানা নিয়ে শুয়ে শুয়েও দীর্ঘক্ষণ যাবত এমনকি দীর্ঘ রাতভর তাঁকে কিতাব মুতালায়া করতে দেখা যেত। [১৯] জীবনে একটি পিরিয়ডও তিনি পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া শিক্ষা প্রদান করেননি। ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় তাঁর জন্যে নির্ধারিত কক্ষের চারপাশে সাজানো কিতাবের স্থানে আহার ও সালাত এর সময়টুকু ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিয়েজিত থাকতেন।[২০] তাই প্রায় পূর্ণ বুখারী শরীফ এবং এর শরাহ শুরূহাতও

---

১১. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮ -৫৯

১২. ড.এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪

১৩. অধ্যাপক মাওলানা এ. কিউ. এম.ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২

১৪. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ৩
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

১৫. অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান সাহেবের ভাষণ থেকে সংগৃহীত।

১৬. অধ্যক্ষ আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫

১৭. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫
খ) আল্লামা খোতানী হুজুর (র.) স্মৃতি সেমিনারে খতীব উবাইদুল হক (র.) প্রদত্ত ভাষণ থেকে সংগৃহীত।

১৮. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫

১৯. মাওলানা কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী কর্তৃক খোতানী হুজুর (র.) স্মৃতি সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ থেকে সংগৃহীত

২০. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

তার মুখস্থ [২১] থাকলেও কোনদিন বিশেষ কোন কারণে দরসের জন্যে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারলে সরাসরি সময়মতো ক্লাসে গিয়ে অকপটে তিনি বলে দিতেন;

اج مجھی مطالعۃ کی فرصت نھی ھونی ، أج میں نھیں پڑھاونگا .

" আজ আমার মোতালায়া করার সুযোগ হয়নি, তাই আজ আমি পড়াব না।" [২২] ছাত্ররা যদি বলত যে, হুজুর! আপনিতো সাধারণত বুখারী শরীফ সবসময়ই পড়িয়ে থাকেন। এবং এ কিতাবতো আপনার প্রায় সবটাই মুখস্থ, পড়ালে তো পারেন। জবাবে তিনি বলতেন ;

اگر کوئی غلطی ھو گئی تو تم اسکو ریکورڈ کروگے

" যদি কোন ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়, তাহলে তোমরাতো তা- ই রেকর্ড করবে।" [২৩] এ জন্যে তিনি তাঁর দরসের ওপর পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করেই ক্লাসে যেতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর হাদীছ শিক্ষাদান পদ্ধতি

ইলমে হাদীছে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য ছিল অতুলনীয়। [২৪] তাই তাঁর হাদীছের দরস দান পদ্ধতিও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী।[২৫] পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি সাধারণত বুখারী শরীফ পড়াতেন। ঢাকার দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল লতিফ শেখ বলেন; আমাদের উস্তাদ ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার মুফাসসির জনাব মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ [২৬] একদিন ক্লাসে আমাদের দরস দানকালে বলেছিলেন; "আমাদের উস্তাদ শাইখুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) দিন-রাতভর দরস দানের পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক ক্লাসে আসার আগে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে সেদিনের পুরো দরসের একটি ধারাবাহিক রূপরেখা মনে মনে তৈরি করে নিতেন। এরপর ক্লাসে এসে দরস দান শুরু করতেন।"

খোতানী হুজুর (র.)-এর স্নেহধন্য ছাত্র ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এ ব্যাপ্যারে বলেন; ইলমে হাদীছ পাঠ দানের সময় তাঁর নীতি ছিল এই যে, শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে তিনি একজনকে হাদীছের ইবারত পড়তে বলতেন। ইবারতের মধ্যে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তিনি আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন উল্লেখ করে ভুল শুধরে দিতেন। হাদীছের সনদ [২৭] পাঠের সময় বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম শেষে رضوان الله علیهم أجمعین না পড়লে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন। অতঃপর قال النبی এর পর صلی الله علیه وسلم পড়াকে তিনি অত্যাবশ্যকীয় মনে করতেন। তাই ইবারত পড়ার সময় যদি কেউ তা

---

[২১] . ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

[২২] . আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬

[২৩] . ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, মাসিক বিকাশ, নভেম্বর, ২০০৮, পৃ ৪৩

[২৪] . এ.কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ অধ্যাপক মাওলানা, সেমিনার প্রবন্ধ, পৃ ২

[২৫] . এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান ড., ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪

[২৬] . আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ খোতানী হুজুরের কাছে পাঠগ্রহণকারী ছাত্রদের শেষ ব্যাচের একজন ভালছাত্র। তিনি বর্তমানে ছারছীনা মাদরাসা মুফাসসিফর হিসেবে খেদমত করছেন।

[২৭] . হাদীছ বর্ণনাকারী বা রাবীগণের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

Dhaka University Institutional Repository

না পড়েই মতন [২৮] পড়া শুরু করত, তাহলে তিনি এত রাগ হতেন যে, চেহারা মুবারক তার রক্তবর্ণ হয়ে যেত। ক্রোধে তিনি ফেটে পড়তেন। পাঠকারী ভুল স্বীকার করে صلى الله عليه وسلم পড়ার পর তিনি শান্ত হতেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ভুল না হয় সেদিকে খুব কড়া নজর রাখতে উপদেশ দিতেন।[২৯]

ইবারত পাঠ শেষ হলে প্রথমে তিনি হাদীছের সনদ নিয়ে আলোচনা করতেন। রাবীদের জীবনেতিহাস ও খাসায়েস এবং সনদের ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করতেন। এরপর তিনি হাদীছের মতন নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন। প্রথমে তরজমা ও ব্যাখ্যা বলার পর কোন মাসয়ালা বা ঐতিহাসিক ঘটনা হলে এর ওপর তিনি সুদীর্ঘ আলোচনা করতেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রধান চার ইমাম ছাড়াও আরো অসংখ্য ইমামের মতামত উল্লেখ করতেন। সাহাবী , তাবেঈ, ও তাবে তাবেঈগণের কত নাম ও মাজহাব যে তাঁর জানা ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন। এরূপ শতাধিক মতামত উল্লেখ করে চার মাযহাবের দলীল উপস্থাপন করতেন। এক এক মাযহাবের দলীল উপস্থাপন করার সময় সিহাহ সিত্তাহসহ অসংখ্য কিতাবের উদ্ধৃতি তিনি দিতেন। বাব ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং হাদীছের সনদসহ তা উল্লেখ করতেন। সাথে সাথে ছাত্রদেরকে কিতাব খুলে এর সত্যতা যাচাই করতে বলতেন। প্রতিটি মাযহাবের দলীল উপস্থাপনকালে মনে হতো, এটাই সঠিক। এ মাযহাবের বিপক্ষে কোন দলীল নেই। আবার যখন অন্য মাযহাবের দলীল উপস্থাপন করতেন , তখন ঐ মাযহাবকেই সেরা মনে হতো। সবশেষে তিনি হানাফী মাযহাবের আইনজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হতেন। প্রথমে একে একে সকলের প্রতিটি দলীল পুণঃউল্লেখ করে হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে তার যথাযথ উত্তর দান করে তাঁদের দলীলের অসারতা প্রমাণ করতেন। অতঃপর হানাফী মাযহাবের দলীল কুরআন, হাদীছ, ইমামগণের মন্তব্য ও যুক্তি দ্বারা উপস্থাপন করে সকল মাযহাবের ওপর হানাফী মাযহাবের প্রাধ্যন্য প্রমাণিত করতেন।[৩০]

বুখারী শরীফের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানে বিশেষত তরজমাতুল বাব সমন্ধীয় জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ বাংলা–পাক–ভারতে কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। [৩১] তিনি আরো বলেন, শায়খ খোতানীর (র.) জ্ঞানের পরিমাণ অনুমান করা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলনা। আমাদের অন্যান্য উস্তাদ যারা কলকাতা আলিয়া বা খোতানী হুজুর (র.)–এর প্রথম দিকের ছাত্র এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের নিকট পড়েছেন তারাও বলেন, "খোতানী হুজুর (র.) ছিলেন ইলমের সমুদ্র।" অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে, মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর (র.) পর খোতানী হুজুরের (র,) ন্যায় বড় মুহাদ্দিছ আজ পর্যন্ত উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়নি। হুজুরের প্রথম দিকের ছাত্রদের নিকট শুনেছি , হুজুর একটি হাদীছের ওপর দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আলোচনা করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে কোন বক্তব্যের পনরুল্লেখ করেননি।[৩২]

---

২৮. হাদীছের মূল বক্তব্যকে মতন বলে।

২৯. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১ - ৪২
খ) ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪

৩০. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২
খ) ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪২

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ৪২

Dhaka University Institutional Repository

إنما الأعمال بالنيات বুখারী শরীফের এই হাদীছখানার ওপর হুজুর একাধারে প্রতি দিন ২/৩ ঘন্টা করে এক মাস, কেউ বলেন তিন মাস আলোচনা করেছেন, যাতে কোন দ্বিরুক্তি ছিলনা। এর দ্বারাই বুঝা যায় জ্ঞানের ব্যাপ্তি কত বিস্তৃত ছিল। [৩৩]

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ আরো বলেন, পরীক্ষার সময় আমরা সাধারণত রাত জাগতাম , তখন রাত ২/৩ টার সময়ও খোতানী হুজুরের রুমে আলো দেখে তাকিয়ে দেখতাম তিনি কিতাব পড়ছেন। অসুস্থ শরীরে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর রীতির ব্যতিক্রম হতো না। [৩৪]

খোতানী হুজুর (র.)-এর দরসদান সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত শাগরিদ দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রূহুল আমীন খাঁন বলেন – কি যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর, যারা তাঁর সংস্পর্শে না এসেছেন, তাঁর ক্লাসে না বসেছেন, তাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। একটি হাদীছ নিয়ে আলোচনায় ঘন্টার পর ঘন্টা, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেত। এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে শুরু করে এ যুগের প্রখ্যাত আলিমগণের মতামত তিনি অনর্গল বলে যেতেন, রেফারেন্স দিতেন সব কিতাবের, বলতেন এ থেকে কোন মাসয়ালা বা বিধান বের করা হয়েছে তা বিশদভাবে। তিনি ছিলেন পাক্কা হানাফী, কিন্তু পাঠদান কালে কোন মাসয়ালা বা বিধানের আলোচনা কালে দেখতাম এ সম্পর্কে এক এক করে সবার দলীলই তিনি সমানভাবে পেশ করে যাচ্ছেন। তাঁর বিশেষত্ব এই যে, যার মত যখন বলতেন, তখন তা এমন বিশদভাবে তাঁদের সব যুক্তি-প্রমাণসহকারে বলতেন, মনে হতো এর চেয়ে সেরা বুঝি আর কোন মত থাকতে পারেনা। এভাবে ১০/১৫ বা ২০ টি মত থাকলে তা বিস্তারিত পেশ করে পরে তিনি হানাফী ব্যারিস্টার রূপে অবতীর্ণ হতেন। মনে হতো যেন, শাফেয়ী , হাম্বলী, মালেকী, আহলে হাদীছ, শিয়া, মুতাযিলী, খারেজী এমনি সব মতবাদের ইমামরা তাঁর সামনে উপস্থিত । একটি একটি করে তাঁদের সব দলীল-প্রমাণ , কুরআন, হাদীছ, দর্শন, যুক্তি, প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করে আবার প্রত্যেকের সামনে একরাশ প্রশ্ন তুলে ধরতেন। ধরুন বিষয়টা এমন যদি এই না হবে, তবে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কী ? আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হতো তিনি যেন কোন যুদ্ধের ময়দানে প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে মোকাবেলা করে চলছেন। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতেই হবে এবং করতেনও। করতেন এমনভাবে যে, তাঁদের আর মাথা উঠাবার কোন ক্ষমতাই থাকতনা। মনে পড়ে ছোট্ট একটি হাদীছ নিয়ে তিনি একাধারে একমাস, এভাবে লেকচার দেয়ার পর বলেছিলেন;

چھوڑھو بھائي اگے چلو . ایسا اگر چلتے رھے تو نصاب ختم نھي ھوگی .

অর্থাৎ, "ভাই সামনে চলো, এভাবে চলতে থাকলে তো সিলেবাস শেষ হবেনা।"

জ্ঞান সমুদ্রের এই ডুবুরি এক মুহূর্তও ইলমী আলোচনা ছাড়া নষ্ট করতে চাইতেন না।"[৩৫]

হাদীছ শাস্ত্রের সনদ বা বর্ণনা সূত্র, মতন বা মূল বাণী এবং একই হাদীছের বিভিন্ন বিন্যাস পদ্ধতি ও ইমামগণের প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। হাদীছের পর্যায় , শ্রেণীভেদ,

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩

৩৫. ক) মুহাম্মদ আল আমীন, দেশ - জাতি- রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬ ইং
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩ - ৪৪
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬০ - ৬১

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা, বিন্যাসক্রম, বিস্তার ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। হাদীছ চর্চা, হাদীছের ব্যাপ্তি, হাদীছের ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা তাঁর ছিল, এর নজীর সমকালীন পৃথিবীতে বিরল। তিনি যেকোন হাদীছের ওপর দিনের পর দিন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারতেন। তাঁর এই অতুলনীয় মনীষা ছিল মূলত আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর একান্ত ভালবাসার পরিপূর্ণ বিকাশ।[৩৬]

তাঁর ইলমে হাদীছের দরস দান প্রসঙ্গে তাঁরই আরেকজন কৃতি ছাত্র অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম.ছিফাতুল্লাহ বলেন; "তিনি যখন ক্লাসে দরস দিতেন, তখন তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপ্তি দেখে যে কোন ছাত্র বিস্মিত ও অবাক না হয়ে পারতনা । তিনি একটি হাদীছের দরস প্রদান করতে অসংখ্য হাদীছের উদ্ধৃতি প্রদান করতেন। তিনি অনর্গল হাদীছের রেফারেন্স দিতেন। কোন হাদীস গ্রন্থের কোন অধ্যায়ে, কোন পরিচ্ছেদে, কত পৃষ্ঠায় হাদীছটি রয়েছে, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিতেন। তখনও তো কম্পিউটার আবিস্কৃত হয়নি। অথচ হাদীছের রেফারেন্স তিনি এমনভাবে অনর্গল বলে দিতেন, মনে হতো যেন কম্পিউটারের স্ক্রীনে দেখে দেখে সব বলে যাচ্ছেন। শায়খ খোতানী (র.) এর হাদীছের দরসগুলো যদি ভিডিও ক্যাসেটে বা সাধারণ ক্যাসেটে সংরক্ষণ করা হতো, তবে তা দিয়ে আজ হাদীছ বিজ্ঞানের বিশাল এক বিশ্বকোষ তৈরি করা যেতো।" [৩৭]

"একজন নিরলস সাধক, গবেষক ও হাদীছ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে তিনি ছিলেন দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশের ন্যায় উদার ও মহৎ। সীমাহীন অতল সমুদ্রের মতো গম্ভীর। ইলমে হাদীছের দরস প্রদানকালীন তিনি কখনো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতেন না। ভিন্ন মতের ওপর আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষাত্মক ভাষা ব্যবহার করতেন না। অসহিষ্ণু ও অসহনশীল ভাষা তিনি কখনো ব্যবহার করতেন না। ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হতেন না। অত্যন্ত সম্মানজনক ভাষায় শ্রদ্ধার সাথে ভিন্নমত পোষণকারী ফকীহ ও মুহাদ্দিছগণের নাম উচ্চারণ করতেন। বিভিন্ন ফিকহী ইখতিলাফ সম্পর্কীয় বিভিন্ন ইমামের গৃহীত দলীল সমূহ একটি একটি করে তুলে ধরতেন। তিনি একজন বিচারকের মতো প্রত্যেকের যুক্তি,তথ্য ও প্রমাণ তুলে ধরতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার যেন শিক্ষার্থীদের বিবেকের কাছে অর্পণ করছেন। এমন উদার ও মহৎভাবে দরস প্রদান করতেন যে, হাদীছ বিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা স্মৃতি হয়ে হৃদয়পটে ভেসে উঠলে আজো অন্তরে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়।

১৯৫৪ সালের কথা। কামিল প্রথম বর্ষে দারুল হাদীছে আমরা শতাধিক ছাত্র। আমাদের সামনে তিনি ইলমে হাদীছের দরস দিচ্ছেন। সমস্ত কক্ষে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে । হাদীছের সকল ছাত্র অবাক ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁর নূরানী মুখমণ্ডলের পরে তাকিয়ে আছে। তাঁর যবান মুবারক হতে অহী অবতীর্ণকালীন শিকল ধ্বনির মতো গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বুখারী শরীফের كيف كان بدء الوحي পরিচ্ছেদের দরস শুরু করার পূর্বেই إنما الأعمال بالنيات হাদীছটির দরস তিনি প্রদান করতেন। আজ মনে হয়, আহা! যদি তখনকার দিনে ক্যাসেট ব্যবস্থা থাকতো, আর যদি আমরা ক্যাসেট করে রাখতাম তাঁর এ নূরানী বয়ান, তাহলে ইলমে হাদীছের জগতে তা এক বিশাল সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হতে পারতো। মাত্র

---

৩৬. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, স্মৃতির পাতায় অম্লান যে জন, দৈনিক ইনকিলাব, ১ নভেম্বর, ১৯৮৭
খ) ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫

৩৭. অধ্যাপক মাওলানা এ. কিউ. এম.ছিফাতুল্লাহ, হাদীছ বিজ্ঞানের নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী (র.),সেমিনার প্রবন্ধ,পৃ ২

Dhaka University Institutional Repository

এই একটি হাদীছের ওপরেই হাদীছ বিজ্ঞানের এই নিরলস মহান সাধক একাধারে দেড়মাস দরস দিয়েছিলেন।" [৩৮]

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর জ্ঞান গরিমা সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক (মা.জি.আ.) বলেন, মনে পড়ে এক সূর্যগ্রহণের দিন খোতানী হুজুর (র.) মসজিদে খোৎবা দিতে গিয়ে কুরআন, হাদীছ , দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির সমন্বয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন যাতে সকলেই হতবাক না হয়ে পারেনি। ক্ষুরধার আলোচনার মাধ্যমে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন জোয়ার -ভাটার সাথে চন্দ্র-সূর্যের কী সম্পর্ক, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ কী ও কেন হয়, ইত্যাদি। যদিও সেদিন সবকিছু বোঝার মতো বয়স আমার হয়নি। কিন্তু আঁচ করতে পেরেছিলাম যে, কুরআন-হাদীছ ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সত্যিই তিনি একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত। [৩৯]

তিনি আরো বলেন, আল্লামা খোতানী হুজুরের (র.) হৃদয় ছিল আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ইলমের নূরে উদ্ভাসিত। তাই তাঁর পাঠদান এতই রূহানী বরকতপূর্ণ ছিল যে, তাঁর দরস একবার মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করলে আর তা পড়তে হতোনা। অতি নিম্ন মেধার সাধারণ ছাত্রও তাঁর দরস দ্বারা উপকৃত হতো। অসংখ্য প্রমাণ আছে, খোতানী হুজুরের দরসে বসার কারণে অনেক ছাত্রের মেধা শক্তিও বহুগুণে বেড়ে গেছে। তাঁর দরসগাহে সামনের দিকে বসার জন্যে ছাত্রদের মাঝে প্রতিযোগিতা চলত। অনেকে একটু সামনে জায়গা নেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই ক্লাসে উপস্থিত হতো। [৪০]

তিনি আরো বলেন, তাঁর এমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় দরসের জন্যে ছারছীনা শরীফের মরহুম পীর মুজাদ্দিদে যামান শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.)ও সুযোগ পেলেই তাঁর দরসে গিয়ে বসতেন। এ সম্পর্কে খোতানী হুজুর (র.) নিজে বলেছেন; "মরহুম পীর সাহেব কেবলা প্রতিদিন ক্লাসে দুঘন্টা আমার পাশে বসে হাদীছে নববীর (সা.) দরস শুনতেন। আমি যখন হাদীছের ওপর ফিকহী আলোচনা করতাম, তখন তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হতেন। ইলমে ফিকহের ওপর মরহুম পীর সাহেব কেবলার ছিল অগাধ জ্ঞান। এমনকি মরহুম পীর সাহেব কেবলার জীবন কালের সমাপ্তি লগ্নে কদম মুবারকে ব্যথার কারণে যখন তিনি বসে থাকতে পারতেন না, তখন লাঠিতে ভর করে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ইলমে হাদীসের দরস শুনতেন।" [৪১]

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বলেন; তিনি যখন হাদীছের দরস দিতেন, তখন তাঁর কমনীয় চেহারায় ফুটে উঠত এক অনির্বচনীয় জ্যোতির অনিন্দ্য সুন্দর আভা-স্রোতধারা। তাঁর চারু ওষ্ঠ পল্লব হতে সেই স্রোতধারার কমনীয় বিন্দু যখন ঝরতে থাকত, তখন তন্ময় হয়ে যেত জ্ঞান পিয়াসী অলীরূপ ছাত্রমণ্ডলি। আপন অস্তিত্ব ও পরিবেশ-প্রয়োজনের কথা বিস্মৃত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পূতঃপবিত্র বাণীর গভীর সাগরে তাঁরা তলিয়ে যেত। মন-প্রাণ দেহ নিংড়ে বেরিয়ে আসত একটি মাত্র ধ্বনি এযে আল্লাহর হাবীব নূর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী। আল্লাহর হাবীব (সা.) যে তাঁর বাণীর মাঝেই ফুলের

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২ - ৩

৩৯. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

সৌরভের মতো প্রচ্ছন্ন রয়েছেন, খোতানী হুজুরের (র.) স্নিগ্ধ কোমল হৃদয়স্পর্শী ভাষণে আমরা তার রেশ খুঁজে পেতাম। [৪২]

তিনি আরো বলেন; শায়খ খোতানী (র.) বুখারী শরীফ খতম করতেন নিয়মিত। দৈনিক তেলাওয়াত করতে করতে খতম হতো ৩০ পারা । আবার শুরু করতেন প্রথম থেকে এভাবে চলছিল ইন্তিকাল অবধি। জানতে পারিনি এভাবে তিনি জীবনে কতবার বুখারী শরীফ খতম করেছিলেন। শায়খ খোতানী (র.)-এর অনেক ছাত্রের নিকট শুনেছি, স্বয়ং ইমাম বুখারী (র.) এর নিকট স্বপ্নে বহুবার বুখারী শরীফ পড়েছেন তিনি। [৪৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর হাদীছ পাঠের আদব

ইলমে হাদীসের নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) হাদীসের দরস দানকালে সর্বোচ্চ আদব রক্ষা করতেন। তাঁর ক্লাসে কেউ অন্যমনস্ক থাকতে পারত না। যে ব্যাপারটি ছাত্রদের বিস্ময়ে অভিভূত করে দিত, তা হলো– হুজুর সুস্থ কি অসুস্থ হোন না কেন , সারাটি জীবন তিনি হাদীছে জিবরীলের ওপর আমল করে গেছেন [৪৪] অর্থ্যাৎ হাদীছের দরস দানের সময় শ্রেণীকক্ষে এসে তিনি নামাযের মত দু'পা ভেঙ্গে বসতেন এবং পায়ের পাতা দুটো একদিকে (সাধারণত ডান দিকে) বের করে দিতেন। অতঃপর বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাটিতে ঠেস দিয়ে ডান হাত দ্বারা কিতাব ধরে বা ডান হাত টেবিলের ওপর রেখে বসে দরস দেয়া শুরু করতেন। এভাবে হাদীছের দরস দানে দু/তিন/চার ঘণ্টা কেটে যেত। কিন্তু তিনি কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন না। [৪৫]

একদিন জনৈক ছাত্র এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে হুজুরের কষ্ট হয় কিনা-জিজ্ঞেস করলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, "ইমাম মালিক (র.)-এর ঘটনা কি তোমরা জান না ? একবার হাদীসের দরস প্রদান কালে একটি বিষাক্ত বিচ্ছু তাঁর পিঠে দংশন করলে বিষের ক্রিয়ায় তাঁর চেহারা নীল হয়ে গেল। কিন্তু তিনি একটুও নড়াচড়া করছিলেন না। দরস শেষ হওয়ার পর তাঁর ছাত্রগণ তাঁর চেহারা নীল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন; দরস প্রদানকালে একটি বিষাক্ত বিচ্ছু আমাকে বারবার দংশন করছিল। যার বিষক্রিয়ায় আমার শরীর নীল হয়ে গেছে। ছাত্ররা বলল, " আমাদের আগে বলেননি কেন, আমরা বিচ্ছুটিকে মেরে ফেলতাম।" ইমাম মালিক (র.) বললেন, হাদীছের দরস দেয়ার সময় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলেও মহানবী (সা.) এর পবিত্র বাণীর আদবের জন্যে আমি নড়াচড়া করিনি।" অতএব, হাদীছ সম্মুখে নিয়ে কিভাবে নড়াচড়া করি ? [৪৬]

---

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩ - ৬৪

৪৩. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, স্মৃতির পাতায় অম্লান যেজন, দৈনিক ইনকিলাব, ১ নভেম্বর, ১৯৮৭

৪৪. অধ্যাপক ড.এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, মাসিক নতুন বিকাশ, নভেম্বর, ২০০৮, পৃ ৪৩

৪৫. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬
খ) ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬
গ) অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৪৬. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

এমনি ছিল হাদীছে নববীর (সা.) প্রতি শায়খ খোতানী (র.)-এর আদব। হাদীছ গ্রন্থখানা সবসময় বুকের ওপর করে তিনি ক্লাসে যাওয়া-আসা করতেন।[৪৭] ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম , ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম মালিক (র.) প্রমুখ তাঁদের স্বীয় শাগরিদগণের সম্মুখে ইলমে হাদীছের দরস প্রদানকালে আদব-লেহাজের প্রতি যে ধরণের দৃষ্টি রাখতেন, তদ্রূপ শায়খ খোতানী (র.)ও দরসে হাদীছের আদব রক্ষা করতেন।[৪৮] এমনকি নিজ বাস কক্ষে যখন তিনি কিতাব নিয়ে বসতেন, তখন দরসগাহের মতোই দু'জানু হয়ে নামাযের ভঙ্গিতে বসতেন। মুতালায়া করার সময়ও কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করা তাঁর অভ্যাস ছিলনা। অনেক সময় মসজিদে ফজরের জামাতে শামিল হওয়ার জন্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলতেন। পরে জানা যেত যে, হুজুর ইশার নামাজ বাদ কিতাব খুলে দু'জানু হয়ে বসতেন, তন্ময় হয়ে কিতাব দেখতে দেখতে ফজরের আযান শুনে চেতন ফিরে পেতেন এবং উযু করে মসজিদে রওয়ানা করতেন। সারারাত একই পায়ের ওপর ভর করে কিতাব মুতালায়ায় রত থাকতেন বিধায় পা যুগল তাঁর ফুলে গিয়ে ভার হয়ে ব্যথার সৃষ্টি হতো।[৪৯]

এরূপ একদিনের ঘটনা জানা যায় শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর প্রিয় ছাত্র মাওলানা কবি রূহুল আমীন খানের বর্ণনা থেকে। তিনি বলেন ; এমন একনিষ্ঠ জ্ঞান সাধক জীবনে আমি আর দেখিনি। সর্বদাই তিনি রত থাকতেন অধ্যয়নে। একদিন ফজরের জামাতে চলেছি। দেখলাম তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছেন। ব্যাপার কী, কোন আঘাত পেলেন নাকি ? না, তেমন কিছু নয়, বলতে চাননা। বার বার অনুরোধের পর জানা গেল-ইশার নামাযের পর হাদীছ খুলে দেখতে বসেছেন। এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, সময়ের দিকে খেয়াল ছিলনা। খেয়াল ছিলনা নড়ে বসারও। মুয়াজ্জিন যখন ফজরের আযান দিল তখন ধ্যান ভাঙল। বাঁ পায়ের ওপর একটু বেশি ভর করে বসেছিলেন তখন, তা সে পা আর নাড়াতে পারছিলেন না। [৫০]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাদীছ সাধনা ও দরসদানকে আমানত মনে করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছাত্র জীবনে যেমন কখনো ক্লাস বর্জন করেননি, অনুরূপভাবে অধ্যাপনার জীবনেও কখনো ব্যাত্যয় ঘটেনি তাঁর এ অনুপম বৈশিষ্ট্যের । তিনি বরং শ্রেণীকক্ষে দরস দানেই যেন খুঁজে পেতেন পরম ও চরম আনন্দ, শান্তি, স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ। তাই যেনতেন অসুখ বিসুখে বা সমস্যায় তাকে কখনো শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি। তাঁর প্রিয় ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বলেন, হুজুর বৃদ্ধ বয়সে পায়ের ব্যথায় কষ্ট পেতেন, তাই অনেক সময় তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটতেন। তবুও নিজ কক্ষ থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শ্রেণীকক্ষে গিয়ে হাজির হতেন। পথ চলার সময় অসুস্থতার ছাপ তাঁর চেহারায় পরিস্ফুট হতো। কিন্তু যখনই তিনি ক্লাস রুমে গিয়ে কিতাব খুলে বসতেন, তখন যেন মনে হতো তিনি পূর্ণ সুস্থ। ইতোপূর্বেকার বিষণ্নতার ছাপ দূর

---

৪৭. অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, মাসিক নতুন বিকাশ, নভেম্বর, ২০০৮, পৃ ৪৩

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭

৪৯. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬ -৪৭

৫০. ক) আল আমীন, দেশ- জাতি-রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬ ইং
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে চেহারায় এক নূরানী আভা ঝলমল করত। তিনি যেন হাদীছে নববীর (সা.) দারসেই প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে পেতেন। মনে হতো তাঁর শরীরে কোন অসুস্থতা/ রোগ ব্যাধি নেই। এ অবস্থা দেখে আমরা বিস্ময়ে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতাম।[৫১] এমনকি অসুস্থ – রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও ইলমে হাদীছের দরসে বসলেই তাঁর চেহারা নূরানী এক আভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত ।[৫২]

খোতানী হুজুর ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থেকে ছাত্রদের সম্মুখে দরস প্রদান করাকে কতটা আমানত মনে করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর প্রিয় শাগরিদ ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার কৃতী ছাত্র মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক এর বর্ণনা থেকে । তিনি বলেন; ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে সাময়িকভাবে কিছুটা সুস্থ হলে হুজুরকে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে আসার সংবাদ বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। ফলে হুজুরের হাজার হাজার ছাত্র, শাগরিদ, ভক্ত-অনুরক্ত ছুটে এলেন হুজুরকে দেখার জন্যে। দলে দলে ছুটে এলো ছারছীনা মাদরাসার কামিল শ্রেণীর অধ্যয়নরত ছাত্ররাও। তাঁদের পেয়ে হুজুর রোগের কারণে কয়েকদিন দরস প্রদানে বিঘ্ন ঘটায় খুব আফসোস প্রকাশ করেন। এবং বললেন,

انشاء الله میں اور کچھ تندرستي هو تو مدرسة میں جاکر زیادة زیادة عریضة گھنٹا کرکے نصاب ختم کردونگا .

"ইনশা আল্লাহ আমি আরেকটু সুস্থ হলে মাদরাসায় গিয়ে বেশি বেশি আরীযা ঘণ্টা নিয়ে সিলেবাস শেষ করে দেব।" [৫৩] সুবহানাল্লাহ ! কতটা যত্নবান ছিলেন তিনি তাঁর দায়িত্বপালনে তথা হাদীছে নববীর (সা.) দরস দানে। তিনি মনে করতেন, প্রতিটি ক্লাস শিক্ষকের নিকট ছাত্রের পবিত্র আমানত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আল্লাহ তাঁকে আর সেই সুযোগ দেননি। রোগ আরো বেড়ে গিয়ে কিছুদিন পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ বলেন, মারাত্মক ধরণের অসুস্থতা ব্যতিত তিনি ক্লাসে কখনো অনুপস্থিত থাকেননি। অবশ্য মৃত্যুকালীন অসুস্থতা ছাড়া জীবনে তিনি খুব বড় ধরণের কোন রোগে আক্রান্তও হননি। খোতানী হুজুর (র.) কে কেউ দেরিতে ক্লাসে উপস্থিত হতে দেখেছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। স্বীয় পেশাকে নেশা মনে করে এর লালনে তিনি ছিলেন পরম যত্নবান। তাই নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষকের মূর্ত প্রতীক।[৫৪]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নযোগে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর সাক্ষাৎ লাভ ও একটি হাদীসের মর্মার্থ শিক্ষা

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বলেন; শাইখুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) একবার বলেছিলেন যে, " একদা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ আমি মুতালায়া করছিলাম। হাদীছটির মর্ম উদঘাটন করতে

---

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭

৫৩. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯

৫৪. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, কুদরই - ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হলাম না। আমার মনও পরিতৃপ্ত হলো না। এ অবস্থায় কিতাব দেখতে দেখতে গভীর রাতে আমি নিদ্রা গেলাম। স্বপ্নে দেখলাম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) আমার সম্মুখে উপস্থিত। তিনি বললেন, " এ হাদীছটির মর্ম তুমি বুঝনা?" এই বলে হাদীছটির মর্মার্থ তিনি আমাকে বলে দিলেন। আমার ঘুম ভাঙল। আমি সাথে সাথে উঠে উযু করে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর বক্তব্য আমার কিতাবের হাশিয়ায় লিখে নিলাম। " এ কিতাবখানা ইন্তিকাল পর্যন্ত হুজুরের (র.) নিকট ছিল। তিনি কাউকে কাউকে তা দেখিয়েও ছিলেন। [৫৫]

প্রায় একই ধরণের ঘটনা ঘটেছিল খোতানী হুজুর (র.)-এর ইলমে হাদীছের উস্তাদ দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীছ আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)-এর জীবনেও। তিনি ১৩২০ হিজরি থেকে ১৩২৬ হিজরি পর্যন্ত একটানা ৬ (ছয়) বছর ইলমে হাদীছের দরস দিয়েছেন মসজিদে নববীতে রাসূল (সা.)-এর রওজা মুবারকের পাশে বসে। [৫৬] মদীনা শরীফের অন্যান্য শিক্ষকগণের মতো কিতাব সামনে রেখে তিনি ছাত্রদের পড়াতেন না। বরং তাঁর স্মরণশক্তি থেকেই তিনি অধ্যাপনা করতেন। এ জন্যে তাঁকে দিনে – রাতে মাত্র তিন ঘণ্টা নিদ্রা ছাড়া কঠোর পরিশ্রম করতে হতো সত্য, কিন্তু এর ফলে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম ও শিক্ষকরূপে তাঁর খ্যাতি আরব ও আজমের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হয়ে উঠলেন শাইখুল আরব ওয়াল আজম। [৫৭] গোটা বিশ্বের মুহাদ্দিছগণ যখন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم বলে হাদীছ বর্ণনা করতেন, সেখানে এই ভাগ্যবান মুহাদ্দিছ বলতেন, " এই রওজার মহান অধিবাসী বলেছেন," এই বলে যখন তিনি রাসূল (সা.) এর রওজা পাকের দিকে তাকিয়ে গভীর মনোনিবেশ করতেন আর সাথে সাথে তাঁর অন্তরে সঠিক জবাব প্রতিভাত হতো। একবার কোন এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তিনি যখন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলেন, তখন রওজা পাকে সালাম – দরূদ পেশ করে আল্লাহর দরবারে কাকুতি –মিনতি ও কান্নাকাটি করতে লাগলেন। আচমকা অন্তরে প্রতিধ্বনিত হলো – لا تقنطوا من رحمة الله " আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। " এভাবে দীর্ঘ ছ'বছর কাল মসজিদে নববীতে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নবী প্রেমিক হাদীছ শিক্ষার্থীগণকে হাদীছ শিক্ষা দিতে থাকেন। [৫৮]

আরেকবারের ঘটনা প্রসঙ্গে শাইখুল হাদীছ আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) নিজে বলেন, " একবার হেদায়া আখিরাইন কিতাবে এমন এক মাসয়ালা এসে গেল, যা অনেক চিন্তা–ভাবনা, হাশিয়া এবং শরাহ শুরূহাতের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেও সমাধান করা গেলনা। নিতান্ত অক্ষম হয়ে আমি নবী করীম (সা.) এর হুজরায় উপস্থিত হয়ে সালাম-দরূদের পর বিষয়টি আরজ করলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সমাধান হয়ে গেল। [৫৯]

---

৫৫. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭ -৪৮

৫৬. ক) আল্লামা কাজী মুহাম্মদ যাহেদ আল হুসাইনী, চেরাগে-মুহাম্মদ (সা.), অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি.) ২য় সংস্করণ, পৃ ৭৬

খ) আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, " স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)", মুসলিম মনীষা, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০১) , পৃ ২১২

৫৭. ক) প্রাগুক্ত, পৃ ২১২

খ) নকশে হায়াত,প্রাগুক্ত, খ ১, পৃ ৫৬ ও ৫৮

৫৮. আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী , প্রাগুক্ত, পৃ ২১২

৫৯. ক) আল্লামা কাজী মুহাম্মদ যাহেদ আল হুসাইনী, চেরাগে মুহাম্মদ (সা.), প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬

খ) নকশে হায়াত, প্রাগুক্ত, খ ১, পৃ ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

একেই বলে, " যেমন উস্তাদ, তেমনি তাঁর শাগরিদ।" এমনকি শাইখুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর ইলমে হাদীছের দরস দান পদ্ধতিও ছিল অনেকটা তাঁরই শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শাইখুল হাদীছ ফিল আরব ওয়াল আজম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) এর মতোই। [৬০]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হাদীছ শিক্ষা প্রসারে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর কৃতিত্ব

শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছিলেন একজন কীর্তিমান মুহাদ্দিস। ইলমে হাদীছের আজীবন সাধনায় তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যক্তিত্ব। তাই মুহাদ্দিছ হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব নিরুপণ করা সত্যিই বড় কঠিন কাজ। কারণ, ১৯৪৫ ইং থেকে ১৯৮৬ ইং পর্যন্ত ছারছীনা মাদরাসাকে কেন্দ্র করে তিনি দীর্ঘ ৪১ বছর এদেশে বিরামহীন ইলমে হাদীছের খিদমত করেছেন। তাছাড়া দারুল উলূম দেওবন্দে ১৯৪৪ সনে পড়াশুনা সমাপ্তির পর একই বছর জুন মাস পর্যন্ত সেখানকার উস্তাদগণের নির্দেশে সেখানেই ইলমে হাদীছের দরস দানে নিয়োজিত ছিলেন। প্রতিবছর বহু ছাত্রকে তিনি নিয়মিত দরস দিয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশের বহু মাদরাসায় তিনি বুখারী শরীফের প্রথম সবক দিয়েছেন। তাঁর ছাত্রগণ আবার বিভিন্ন মাদরাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, ফকীহ, মুদাররিস হিসেবে দরস দিয়েছেন এবং আজো দিয়ে যাচ্ছেন। সূতরাং এগুলোর পূঙ্খানুপূঙ্খ পরিসংখ্যান দেওয়া সত্যিই দুষ্কর। [৬১] কারণ, তৎকালে আল্লামা যাফর আহমদ উছমানী (র.) ও আল্লামা মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান (র.) ছাড়া নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর ন্যায় বিজ্ঞ মুহাদ্দিছ এই উপমহাদেশে বিশেষত বাংলাদেশে আর কেউ ছিলেন না। এ দু'জনের ইন্তিকালের পর শায়খ খোতানী (র.) বহুদিন পর্যন্ত এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ হাদীছ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বেঁচে ছিলেন। [৬২] আল্লামা যফর আহমদ উছমানী (র.) (ইন্তি. ১৯৭৪ খ্রি.) ও আল্লামা মুফতী সাইয়্যিদ আমীমুল ইহসান (র.) (ইন্তি. ১৯৭৪ খ্রি.) -এর ইন্তিকালের পর থেকে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হাদীছ শিক্ষায় নেতৃত্ব দানকারী হিসেবে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এতদঞ্চলে যে অবদান রেখে গেছেন, তা পর্যালোচনার দ্বারাই ইলমে হাদীছ সাধনায় শায়খ খোতানী (র.) -এর কৃতিত্ব কিছুটা হলেও আঁচ করা যাবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তালিকা ও পরিসংখ্যান

১৯৪৫ থেকে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একমাত্র ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় নিয়মিত অধ্যয়নকালে যাঁরা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)- এর নিকট থেকে ইলমে হাদীছের দরস গ্রহণ করেছেন, তাঁদের বছর ওয়ারি একটি তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো ;

---

৬০. দ্র. চেরাগে মুহাম্মদ (সা.), প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৫ - ২৫৭

৬১. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮

৬২. ক) মুহিউদ্দীন খান, অন্তরঙ্গ আলোকে আল্লামা খোতানী (র.), অগ্রপথিক ৩য় বর্ষ, সংখ্যা ২৩, (ঢাকা : ই.ফা.বা. জুন ১৯৮৮), পৃ ২৬
খ) ড. আহসান সাইয়েদ, বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, (ঢাকা : এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০৬), পৃ ১৯৫
গ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮
ঘ) ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	সন	নিয়মিত ছাত্রসংখ্যা
০১	১৯৪৬	৪৪ জন
০২	১৯৪৭	৫৩ জন
০৩	১৯৪৮	৪৮ জন
০৪	১৯৪৯	৬৯ জন
০৫	১৯৫০	৬০ জন
০৬	১৯৫১	৪২ জন
০৭	১৯৫২	৪৫ জন
০৮	১৯৫৩	৫৪ জন
০৯	১৯৫৪	৬২ জন
১০	১৯৫৫	৮৭ জন
১১	১৯৫৬	৮৮ জন
১২	১৯৫৭	৭৮ জন
১৩	১৯৫৮	৭৭ জন
১৪	১৯৫৯	৬৪ জন
১৫	১৯৬০	৭০ জন
১৬	১৯৬১	৭৯ জন
১৭	১৯৬২	৬৩ জন
১৮	১৯৬৩	৬৯ জন
১৯	১৯৬৪	৫৫ জন
২০	১৯৬৫	৭৭ জন
২১	১৯৬৬	৭২ জন
২২	১৯৬৭	৬৬ জন
২৩	১৯৬৮	৭১ জন
২৪	১৯৬৯	৭৪ জন
২৫	১৯৭০	৮৪ জন
২৬	১৯৭১	৭১ জন
২৭	১৯৭২	৫২ জন
২৮	১৯৭৩	৮১ জন
২৯	১৯৭৪	৯২ জন
৩০	১৯৭৫	৭৯ জন
৩১	১৯৭৬	৯২ জন
৩২	১৯৭৭	১০৫ জন
৩৩	১৯৭৮	৭৮ জন
৩৪	১৯৭৯	৮৫ জন
৩৫	১৯৮০	৭৮ জন
৩৬	১৯৮১	৬৬ জন
৩৭	১৯৮২	৭২ জন
৩৮	১৯৮৩	৩৪ জন
৩৯	১৯৮৪	৭৩ জন
৪০	১৯৮৫	৫৯ জন
৪১	১৯৮৬	৯০ জন
সর্বমোট		২,৮৫৮ জন[৬৩]

[৬৩] . ক) ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা অফিসে রক্ষিত রেকর্ড, খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯
গ) ড. আহসান সাইয়্যেদ , বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, (ঢাকা : এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০৬), পৃ ১৯৫
ঘ) অধ্যাপক মাওলানা এ. কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বলেন, নিয়মিতভাবে ছারছীনা মাদরাসায় যাঁরা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) -এর নিকট থেকে ইলমে হাদীছের সনদ নিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা ২,৮৫৮ জন। এছাড়াও সমসংখ্যক বা বেশিসংখ্যক অনিয়মিতভাবে বা প্রাইভেটভাবে পরীক্ষা দেয়ার জন্যে ফরম ফিলাপ করে টেস্ট পরীক্ষার পর ২/৩ মাস বিশেষ দরসে তাঁর নিকট ইলমে হাদীছের দরস গ্রহণ করেছেন। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের বিভিন্ন টাইটেল মাদরাসায় (যেগুলো ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার অনেক পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে) বর্ষ শুরুতে হাদীছের প্রথম সবক দিতে শায়খ খোতানী (র.) গমন করেছেন।[৬৪] অপরদিকে অসংখ্য আলিম হুজুরের (র.) শিক্ষকতা জীবনে তাঁর নিকট গমন করে ইলমে হাদীছের ইখতিলাফী ও জটিল বিষয়গুলো আলোচনা করে জ্ঞান নিয়েছেন। সবকিছু বাদ দিয়েও যদি আমরা শায়খ খোতানী (র.) এর নিয়মিত ছাত্রদের সংখ্যার দিকে তাকাই, তবুও দেখা যাবে যে, এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই দরস শেষ করে কোথাও না কোথাও দরস প্রদানে নিয়োজিত রয়েছেন। কেউবা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, কেউবা মুহাদ্দিছ হিসেবে দেশের প্রসিদ্ধ মাদরাসাগুলোর বিভিন্ন পদ অলংকৃত করে ইলমে হাদীছের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যদি প্রত্যেকে জীবনে অন্তত ৫০০ জন করে ছাত্রকেও হাদীছ শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তবে সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪,২৯,০০০ (চৌদ্দ লক্ষ উনত্রিশ হাজার)-এ। পাঁচশত তো ন্যূনতম সংখ্যা। মূলত এ সংখ্যা আরো বহুগুণে বেশি। কারণ, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান মাদরাসাগুলোর মুহাদ্দিছ ও শিক্ষকের পদগুলোতে শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর ছাত্রগণই অধিষ্ঠিত রয়েছেন।[৬৫]

এছাড়াও শায়খ খোতানীর (র.) বহু কৃতি ছাত্র বাংলাদেশের প্রায় সব কটি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইসলামী বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে পাঠদানে নিয়োজিত আছেন। যাঁদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা তুলনাহীন গবেষক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক পরিচিত ও সমাদৃত।[৬৬]

উল্লেখ্য যে, আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী হুজুর (র.) -এর ইলমে হাদীছের উস্তাদ শায়খুল হাদীছ ফিল আরব ওয়াল আজম আল্লামা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) ভারত বর্ষ ও মসজিদে নববীতে একটানা পঞ্চাশ বছর ইলমে হাদীছের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন এবং ৪,৪৮৩ জন হাদীছ শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে সরাসরি ইলমে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করে সনদ লাভ করেছেন। আর তাঁর শাগরিদের সংখ্যা ছিল ৬,০০০।[৬৭] এদিক থেকে আমাদের খোতানী হুজুর (র.)ও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার।

---

৬৪. ক) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ৫০
খ) ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬

৬৫. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০

৬৭. চেরাগে মুহাম্মদ (সা.), প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সহীহুল বুখারী শরীফের গ্রন্থকার ইমাম বুখারী (র.) পর্যন্ত

শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর ইলমে হাদীছের সনদ।

- হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নিয়ায মাখদূম আল খোতানী আত্ তুর্কিস্তনী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ আল মাদানী (র.) , সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আসগর হুসাইন (র.) এবং মাওলানা ইজায আলী (র.)। তাঁদের উস্তাদ ;
- হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান আদ দেওবন্দী (র.) এবং সাইয়্যিদ খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র.)। তাঁদের উস্তাদ ;
- হযরত মাওলানা কাসেম নানুতাবী (র.) এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) । তাঁদের উস্তাদ ;
- হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গণি মুহাদ্দিছে দেহলভী (র.) এবং শায়খ আহমদ আলী (র.)। তাঁদের উস্তাদ ;
- হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিছে দেহলভী (র.)। তাঁর উস্তাদ :
- হযরত শাহ মুহাম্মদ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছে দেহলভী (র.)। তাঁর উস্তাদ :
- হযরত শাহ মুহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ইবনে আব্দুর রহীম মুহাদ্দিছ দেহলভী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত শায়খ আবু তাহির মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল কুরদী আল মাদানী (র.) তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহীম আল কুরদী আল মাদানী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত শায়খ আহমদ আল কোশাশী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত শায়খ আহমদ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস আবুল মাওয়াহিব আশ শান্নাভী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আর রমলী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত শায়খ আবু ইয়াহইয়া আহমদ যাকারিয়া আল আনসারী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল আসকালানী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত শায়খ জয়নুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে আহমদ আত্ তানুখী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবি তালিব আল হাজ্জাব (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত সিরাজুদ্দীন হুসাইন ইবনে মুবারক আয যাবিদী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত আবুল ওয়াক্ত আব্দুল আউয়াল ইবনে ঈসা ইবনে শোয়াইব আল হারাভী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- হযরত আবুল হাসান আব্দুর রহমান ইবনে মুযাফফর আদ দাউদী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আস সারাখসী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে মাতর ইবনে সালেহ ইবনে বিশর আল ফিরাবরী (র.)। তাঁর উস্তাদ ;
- ইমামুদ দুনিয়া ফিল হাদীছ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা আল বুখারী (র.) [৬৮]

নবম পরিচ্ছেদ

ইলমে হাদীছের দরসদানে বিভিন্ন মাদরাসায় গমন

ইলমে হাদীছের নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ১৯৪৫ থেকে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল অবধি সুদীর্ঘ একচল্লিশ বছর মূলত ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসাকে কেন্দ্র করেই ইলমে হাদীছের বিরামহীন খেদমত করেছেন। এছাড়া একই সময় দেশের বহু মাদরাসায় নির্দিষ্ট সময় হাদীছের দরস দানের নিমিত্ত এবং বিশেষত বুখারী শরীফের সবক দেয়ার জন্যে গমন করেছেন। [৬৯] খতমে বুখারীর বহু অনুষ্ঠানেও প্রধান মেহমান হিসেবে তিনি উপস্থিত হয়ে বুখারী শরীফের শেষ হাদীছের সবক দান ও দোয়া পরিচালনা করেছেন।[৭০] এই লক্ষ্যে বছরের প্রথম দিকে বিভিন্ন মাদারাসা প্রধানদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত, কোন মাদরাসা কবে, কখন শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে তাদের প্রতিষ্ঠানে একটু হাজির করতে পারে। কারণ, শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) তো এ দেশে একজনই ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে তো অন্য পঞ্চাশটি মাদরাসায় সর্বদা হাদীছে নববীর দরস দেয়া সম্ভব ছিলনা। সেহেতু একদিনের জন্যে , ক্ষণিকের তরে হলেও শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে তাঁদের মাদরাসায় দরসে হাদীছে উপস্থিত করতে পারাটা যেন ছিল ঐসব বড় বড় মাদরাসাগুলোর মর্যাদার মাপকাঠি। তাই এ বরকত লাভের উদ্দেশে মাদরাসা প্রধানগণ দাওয়াত নিয়ে তাঁর নিকট হাজির হতেন। আর হাদীছে নববীর পরম দরদী সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)ও তাঁদের এ দাওয়াত সাদরে গ্রহণ করতেন।[৭১]

বুখারী শরীফের সবক দান ও খতমে বুখারী উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসা, পটিয়া মাদরাসাসহ আরো বহু বড় বড় মাদরাসায় বহুবার তিনি প্রধান মেহমান হিসেবে তাশরীফ গ্রহণ করে

---

৬৮. ক) শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ কে প্রদত্ত সনদের অনুবাদ।
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০ -৫১

৬৯. ড.এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬

৭০. অধ্যাপক মাওলানা এ. কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৭১. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

হাদীছ শরীফের দরস ও দুআ পরিচালনা করেছেন। [৭২] একই উদ্দেশে অনেক ওয়াজের মাহফিলেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। মাহফিলে তিনি উর্দূ ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও নসীহত পেশ করতেন, আর তাঁর যোগ্য কোন শাগরিদ তা অনুবাদ করে দিতেন। তাঁর প্রতিটি মাহফিলেই লোকের উপচে পড়া ভিড় হলেও পিনপতন নিরবতায় সকলেই তাঁর মূল্যবান নসীহত লাভ করে ধন্য হতেন। [৭৩]

দশম পরিচ্ছেদ

মানুষ গড়ার কারিগর আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

ইলমে হাদীছের আজীবন সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) নিজে গভীরভাবে ইলমে হাদীছের খিদমত করার সাথে সাথে ৪১ বছরের (১৯৪৫ - ১৯৮৬) সাধনায় তৈরি করে গেছেন তাঁর কতিপয় যোগ্য উত্তরসূরি। যাঁরা ইলমে হাদীছের প্রচার-প্রসারের গতিধারাকে এদেশে করেছেন আরো বেগবান ও সমৃদ্ধ। সরাসরি তাঁর নিকট থেকে হাদীছে নববীর সনদ প্রাপ্ত ২,৮৫৮ জন মুহাদ্দিছসহ তাঁর আরো অসংখ্য-অগণিত ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র দেশের উল্লেখযোগ্য সব মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, প্রভাষক, সহাকারী অধ্যাপক ও অধ্যাপক হিসেবে বেশ দক্ষতা ও সুনামের সাথে ইলমে দ্বীনের খিদমত করে যাচ্ছেন। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বলেন, যে ২৮৫৮ জন মুহাদ্দিছ খোতানী হুজুর (র.) এর নিকট থেকে ইলমে হাদীছের সনদ লাভ করেছেন, তাঁরা যদি জীবনে প্রত্যেকে ৫০০ জন করে মুহাদ্দিছ তৈরি করে থাকেন, তাহলে খোতানী হুজুরের (র.) পরোক্ষ ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় (২৮৫৮ × ৫০০) = ১৪,২৯,০০০ জন। এটাতো নূন্যতম সংখ্যা। [৭৪] দরস ও তা'লীম, ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে এমনি ধরণের বহু যোগ্য মানুষ তৈরি করে গেছেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী হুজুর (র.), যার কোন হিসাব বা পরিসংখ্যান নেই। অতএব, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সত্যিই তিনি ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁর হাতে গড়া এ সকল যোগ্য ও সফল মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন :

১। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ও গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ,কুষ্টিয়া এর সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক বহু গ্রন্থ প্রণেতা ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ,

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার,

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক বহু গ্রন্থ প্রণেতা ড. আ. র.ম. আলী হায়দার,

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল মালেক,

৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক আনসার উদ্দীন,

---

৭২. ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, মাসিক নতুন বিকাশ, ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৪৩ - ৪৪

৭৩. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪ -৫৫

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০

Dhaka University Institutional Repository

৬। নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর জীবনীকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ,

৭। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর অধ্যাপক ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান,

৮। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর অধ্যাপক বহু গ্রন্থ প্রণেতা মরহুম অধ্যাপক ড.এ.বি.এম. ছিদ্দীকুর রহমান (ইন্তি. ২০০৫ খ্রি.) ,

৯। ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার দ্বিতীয় অধ্যক্ষ (০১/০১/১৯৭৬ - ৩১/০৩/১৯৮৯ খ্রি.পর্যন্ত মোট ১৩ বছর ৩ মাস)[৭৫] , বাংলাদেশস্থ ও.আই.সি. এর ফিকহ একাডেমীর আজীবন প্রতিনিধি[৭৬], ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য [৭৭], ঢাকার জাতীয় ঈদগাহের ইমাম ও খতীব, [৭৮] ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর দীনিয়াত গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা প্রকল্পের সভাপতি [৭৯] , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের " ফাতাওয়া ও মাসাইল" প্রকল্পের চেয়ারম্যান ও সম্পাদনা কমিটির সভাপতি, [৮০] আল বারাকা ইসলামী ব্যাংক (বর্তমানে ওরিয়েন্টল ব্যাংক)-এর শরীয়া কাউন্সিল-এর ভাইস চেয়ারম্যান, [৮১] বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররেসীন-এর সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, [৮২] সিলেটের রেফারেন্ডাম আন্দোলনের সিপাহসালার ,[৮৩] বাংলাদেশ জমইয়তে হিযবুল্লাহ ও ছারছীনা দরবার শরীফের মুখপত্র পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার আমরণ সম্পাদক

---

৭৫. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল , শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদীর (র.) : জীবন ও সাহিত্য কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই – সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ ৫২
খ) ড. এ.আর. এম. আলী হায়দার, আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির (র.) : জীবন ও কর্ম, মাসিক নতুন বিকাশ, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ২০০৮, পৃ ১৭
গ) অধ্যক্ষ আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, আদর্শের প্রতীক আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির (র.), মাসিক নতুন বিকাশ, (ঢাকা : দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, জুলাই ২০০৮), সম্পাদকীয় নিবন্ধ, পৃ ৩

৭৬. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২
খ) ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ২০
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৭৭. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২
খ) ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ২১
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৭৮. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২
খ) ড.এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ২১
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৭৯. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২
খ) ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ২১
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৮০. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২
খ) ড.এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ২১
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৮১. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২
খ) ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ২১
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৮২. ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ২১

৮৩. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪
খ) অধ্যক্ষআ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

Dhaka University Institutional Repository

(৩০বছর), [৮৪] ইহইয়াউস সুন্নাত মাদরাসা বোর্ড (প্রাইভেট) এর চেয়ারম্যান , [৮৫] তরিকুল ইসলাম (দ্বাদশ খণ্ড), ইসলামে নারীর মর্যাদা, হাবীবুল ওয়ায়েজীন, না'লায়েন শরীফ, জীবনের আদর্শ, নারী জীবনের আদর্শ, পাকিস্তান ও মুসলমান, নামায শিক্ষা ও জরুরী মাসায়েল, কারামতে আউলিয়া, চারি মাসয়ালার ফয়সালা, মীলাদ ও কিয়ামের মীমাংসা, বঙ্গানুবাদসহ বার চান্দের খুৎবা, কারীমা-ই-সাদী (কাব্যানুবাদ), অশ্রু সরোবর (দীওয়ানু ইবনিল ফারিদের কাব্যানুবাদ) ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা, [৮৬] জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ ও গবেষক, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ [৮৭] অলিয়ে কামিল মরহুম মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির (ইন্তি. ২০০১ খ্রি.) [৮৮] ,

১০। ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার তৃতীয় অধ্যক্ষ মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রব খান (ইন্তি. ২০০৯) [৮৯]

১১। উক্ত মাদরাসার চতুর্থ অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হুসাইন (ইন্তিকাল ২০০৯ খ্রি.)

১২। উক্ত মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিছ ও মুফতী মাওলানা আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ,

১৩। ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ বহু গ্রন্থ প্রণেতা শায়খুল হাদীছ, মুফতীয়ে আযম, মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা হামীদী [৯০],

১৪। মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রশীদ (সূফী সাহেব হুজুর),

১৫। দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান,

১৬। মাওলানা নূর মোহাম্মদ খান

১৭। মাওলানা মুহাম্মদ কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী, (অধ্যক্ষ, ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদরাসা)

১৮। আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক (অধ্যক্ষ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা)

১৯। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ (মুহাদ্দিছ, ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদরাসা)

---

৮৪. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩
খ) ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৮৫. ক) ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭
খ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৮৬. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪ - ৭৮
খ) ড.এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৮৭. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২
খ) ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩

৮৮. ক) ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২
খ) ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ ২১
গ) অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩
ঘ) ড. আহসান সাইয়্যেদ, বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬

৮৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৪

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

২০। মুহাদ্দিছ মাওলানা রিদওয়ানুল কারীম, (প্রধান মুহাদ্দিছ, খুলনা আলিয়া মাদরাসা)

২১। অধ্যক্ষ মাওলানা মুযাক্কিরুল বারী,

২২। মরহুম অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম.ছিফাতুল্লাহ (সাবেক উপাধ্যক্ষ, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা , ঢাকা)

২৩। মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল,

২৪। অধ্যক্ষ আব্দুল ওয়াহেদ,

২৫। মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ,

২৬। মাওলানা শিহাবুদ্দীন,

২৭। অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, [৯১]

২৮। মাওলানা রিয়াসাত আলী,

২৯। মাওলানা মুহিউদ্দীন [৯২]

৩০। মাওলানা মোরশেদ আলম ,

৩১। মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মদ আলী সরকার, (উপাধ্যক্ষ, কারামতিয়া কামিল মাদরাসা, রংপুর)

৩২। মাওলানা আব্দুস সালাম, [৯৩]

৩৩। মাওলানা আব্দুল আজীজ [৯৪] প্রমুখ।

বর্তমানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল মিলে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক মাদরাসায় প্রায় ৩০,০০০ শিক্ষক কর্মরত থেকে ইলমে দ্বীনের খিদমত করে যাচ্ছেন। যাঁদের অধিকাংশই খোতানী হুজুরের ছাত্র, ছাত্রের ছাত্র বা ছাত্রের ছাত্রের ছাত্র অর্থাৎ নাতি–পুতি ছাত্র। এর দ্বারাই অনুমান করা যায়, বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চা ও প্রসারে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর অবদান কতখানি।[৯৫]

---

৯১. ক) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, বাংলাদেশে হাদীছ চর্চায় আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর অবদান, মাসিক নতুন বিকাশ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৪০

খ) অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমদের জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩-১৫৪

৯২. ড. আহসান সাইয়্যেদ, বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৫

৯৩. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী , হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩২

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭

৯৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, মাসিক নতুন বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০ -৪১

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) রেখে গিয়েছিলেন অমূল্য সম্পদ

শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় ইলমে হাদীছের দরস দিয়ে গেলেও ভাষাগত কারণে তিনি তাঁর লেখনি যথেচ্ছা ব্যবহার করে যেতে পারেননি। কারণ, আরবী , ফার্সি ও উর্দু ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। মাতৃভাষা আরবী হওয়ায় প্রথমে আরবী ও পরে ফার্সি ভাষা পূর্ণরূপে আয়ত্ব করে ভারতে এসে প্রয়োজনের তাগিদে তিনি উর্দু ভাষা শিখেছিলেন এবং পরবর্তীতে সারাটি জীবন উর্দু ভাষাতেই ইলমে দ্বীনের খিদমত করে গেছেন। তবে বাংলা মোটামুটি বুঝতে এবং অল্প অল্প বলতে পারলেও বাংলা ভাষায় লেখালেখির কৌশলটি তিনি রপ্ত করতে পারেননি। [৯৬] শায়খ খোতানী (র.) চলে গেলেও তিনি রেখে গিয়েছিলেন এক মহামূল্যবান সম্পদ। আর তা হচ্ছে সিহাহ সিত্তার ভাষ্য সম্বলিত ৭ খণ্ডে সমাপ্ত এক সুবিশাল গ্রন্থ। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি কিতাবের সনদ ও মতনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থগুলোতে সন্নিবেশিত করেছিলেন তিনি। রেখা টানা এক্সার সাইজ কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে অত্যন্ত সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছিল এগুলো – বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ। [৯৭] তিনি আরো বলেন, কিতাবের মার্জিনে আড়াআড়ি লাইনে অত্যন্ত চমৎকার ডেকোরেশন করে তিনি লিখেছিলেন হাশিয়া। শিরোনামগুলো বড় অক্ষরে আর্ট করে লেখা ছিল। এগুলো দেখলে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর জ্ঞান সাধনার গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবত দেওবন্দে শিক্ষাগ্রহণকালে তিনি এগুলো লিখেছিলেন। শিক্ষকতার জীবনেও এগুলো মুতালায়া করতেন বলে মনে হয়। [৯৮]

তিনি আরো বলেন; গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই ছিল আরবী ভাষায় লেখা। কিছু অংশ অবশ্য উর্দু ভাষায়ও লেখা হয়েছিল। ৭ খণ্ডে লিখিত গ্রন্থগুলোর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩,৪৭২ । তিনি বলেন, আমি এগুলো খোতানী হুজুরের সহধর্মীনির নিকট হুজুরের ঢাকাস্থ শ্যামলীর বাসায় দেখেছিলাম। [৯৯]

এদিকে অধ্যাপক ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান জানিয়েছেন; হুজুরের স্বহস্তে লিখিত ৮টি পাণ্ডুলিপি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আরবী ভাষা, সিহাহ সিত্তাহ এবং দর্শনের ওপর বিষয় ভিত্তিক লিখিত এ পাণ্ডুলিপিগুলো নতুন নতুন তথ্যে ভরপুর। [১০০] অন্য জায়গায় অবশ্য তিনি মূল উর্দু ভাষায় রচিত ৬টি পুস্তিকার কথা জানিয়েছেন। [১০১]

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ! শায়খ খোতানী (র.)-এর এ মহামূল্যবান সম্পদের সন্ধান এ যুগে আর কেউ দিতে পারেননি। অনেকেই বলেছেন, হয়তো তা হারিয়ে গেছে মহাকালের অতল গহবরে।

---

৯৬. ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭

৯৭. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪

১০০. ড.এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, খোতানী হুজুর (র.) এর ইন্তিকাল বার্ষিকী সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত, পৃ ৪

১০১. ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর সহস্ত স্বাক্ষরিত হাদীছের সনদ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর নিকট থেকে ২৮৫৮ জন ছাত্র সরাসরি ইলমে হাদীছের দরস ও সনদ লাভ করেছেন। বরকত লাভের উদ্দেশে খোতানী হুজুরের অন্যতম প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ কে দেয়া হুজুরের স্বহস্ত স্বাক্ষরিত ইলমে হাদীছের সনদ খানা এখানে সংযোজিত হলো ;

সনদ পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদকে দেয়া নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)- এর স্বাক্ষর সম্বলিত হাদীছের সনদ।

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বলেন; ১৯৮৬ সালে টাইটেলের (কামিল) লিখিত পরীক্ষা শেষ হলে কয়েকদিনের জন্যে আমাদের প্রাণপ্রিয় উস্তাদ শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ঢাকা গমন করেন স্বীয় পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্যে। অতঃপর শেষ বারের মতো পুণরায় ছারছীনা আসেন আমাদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে । অসুস্থতার কারণে ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত তাঁর নিজ কামরা পর্যন্ত হেঁটে যেতে অপারগ হওয়ায় নদীর ঘাটের নিকট ডাক বাংলার নিচ তলায় অবস্থান নিলেন তিনি। সেখানেই আমাদের টাইটেল (কামিল) শ্রেণীর মৌখিক পরীক্ষা নিলেন। এ সময় অন্যদের সাথে আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল হুজুরের খিদমতে নিয়োজিত থাকার। তখন একদিন সাহস করে আমি হুজুরের নিকট আরজ করেছিলাম, হুজুর! আমাকে আপনার পবিত্র স্বাক্ষর সম্বলিত একখানা সনদপত্র যদি দিতেন। হুজুর আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বিধায় সনদ লিখে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। আমি লিখে নিয়ে আসলাম। হুজুর পবিত্র হাত দ্বারা তাতে দস্তখত দিয়ে আমায় বিশেষ দোয়া দানে ধন্য করেছিলেন। সে দিন আমার মনে হয়েছিল আমি এক মহামূল্যবান সম্পদ পেয়েছি। আজো পবিত্র সেই দস্তখতটির দিকে তাকালে অশ্রু সংবরণ করতে পারিনা। দস্তখতটি দেখে হুজুরের প্রিয় ছাত্রদের মনে হুজুরের স্মৃতি ভেসে উঠবে আশায় এখানে তা সংযোজন করা হলো। [১০২]

খ. বিভাগ

ইলমে হাদীছের প্রায়োগিক সাধক নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ইলমে হাদীছের শুধু কেতাবি সাধকই ছিলেন না, বরং, তিনি ছিলেন হাদীছে নববীর প্রায়োগিক সাধকও । হাদীছের কিতাব পড়ে যা বুঝেছেন, তা তিনি বাস্তবায়ন করেছেন নিজের জীবনে হুবহু। তাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সুন্নাতে রাসূল (সা.) এর স্বার্থক রূপকার, সাহাবী চরিত্রের বাস্তব নমূনা। ইলমে, আমলে, আদবে, আখলাকে ইলমে হাদীছের পূঙ্খানুপূঙ্খ অনুসারী ছিলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। এর ব্যতিক্রম তিনি করতেন না কখনো। এমনকি সহ্যও করতে পারতেননা কাউকে এরূপ করতে দেখলে। এ পর্যায়ে আমরা কয়েকটি পরিচ্ছেদে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর জীবনে ইলমে হাদীছের প্রায়োগিক সাধনার বিষয়টি তুলে ধরতে চাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমলে পরিপক্ক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

ইলমে হাদীছের দরস দানের সাথে সাথে এর আমলেও নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছিলেন একজন পরিপক্ক আবেদ। ইলমে হাদীছের কিতাবি চর্চা ছাড়া বাকী অধিকাংশ সময়ই বিশেষত রাতের আধারে তিনি মগ্ন থাকতেন গভীর ইবাদতে। নামায , রোযা , তথা সকল ইবাদতেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত

---

১০২. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২ - ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্ঠাবান। বিশেষত নামাযের জামাআতের ব্যাপারে তিনি বড়ই যত্নবান ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থতা ও পায়ের ব্যাথা জনিত কারণে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেও নিয়মিত তিনি নামাযের জামাতে হাজির হতেন। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বলেন, "তাঁর এ অবস্থা দেখে আমাদের মনে করুণার উদ্রেক হতো। কিন্তু হৃদয় যাঁর আল্লাহ প্রেমে পরিপূর্ণ, শারীরিক অসুস্থতা কী করে তাঁকে নামাযের জামাআত থেকে দূরে রাখতে পারে ? কারণ , শায়খ খোতানী (র.) তো ছিলেন ঐ নবী (সা.)-এর হাদীছের সাধক, যিনি হযরত আলী (রা.) ও আব্বাস (রা.) এর কাঁধে ভর করে হলেও ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করেছেন।[১০৩] ফরজ ওয়াজিবের সাথে সাথে সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল আমলের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান। পক্ষান্তরে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে মাকরুহ বিষয় থেকেও পবিত্র থাকতেন তিনি অত্যন্ত সতকর্তার সাথে। খোতানী হুজুরের (র.) প্রিয় ছাত্র ও শাগরিদ ছারছীনা মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিছ ও মুফতী হযরত মাওলানা আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ (র.) বলেন; আমরা তাঁর শিক্ষকতা জীবনে যা দেখেছি, তাতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আমল ও ইবাদতের দিক দিয়ে হুজুর ছিলেন সুন্নাতে নববীর অনুসারী একজন পাক্কা আবেদ, আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের অলি, চরিত্রের দিক দিয়ে মহা চরিত্রবান, আলাপ-ব্যবহারের দিক দিয়ে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, অমায়িক ও মিশুক। সাথে সাথে অপরাধী ছাত্রদের শাসনের বেলায় ছিলেন অতি কঠোর। [১০৪]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদের সুসমন্বয়ক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

হক্কুল্লাহ তথা শরয়ী সব আনুষ্ঠানিক আমল -আখলাকের সাথে সাথে হক্কুল ইবাদের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন। আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। মানুষের সাথে লেন-দেন, কথা-বার্তা, চলা-ফেরা , আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন বিষয়ের আদান-প্রদান ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই হক্কুল ইবাদের সামান্যটুকুও ক্ষুণ্ন হতে দিতেন না তিনি কখনো। এমনকি শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থেকে দরস দানকেও তিনি হক্কুল ইবাদ মনে করে কখনো ক্লাসে দেরিতে যাওয়া বা ক্লাসে ইচ্ছাপূর্বক না যাওয়া থেকে পবিত্র থেকেছেন আজীবন। সত্যিই তিনি ছিলেন হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের মাঝে সুসমন্বয়কারী[১০৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটদের পরম বন্ধু ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

রাসূল (সা.) এর বাণী ; ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا " যে ছোটকে স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধ করেনা , সে আমাদের দলভূক্ত নয়" - [১০৬] এর যথার্থ অনুসারী ছিলেন শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। তিনি বড়দের প্রতি যেমন প্রদর্শন করতেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও

---

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৬১

১০৪. আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, (ছারছীনা মাদরাসার কামিল পরীক্ষার্থী ছাত্রদের) বিদায় স্মরণিকা, ১৯৮৯, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭

১০৫. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬১

১০৬. মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব, মেশকাতুল মাসাবীহ, (বৈরুত : আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫), হাদীছ নং, ৪৯৭০, খ ৩, পৃ ৭৭, www.shamela.ws.

Dhaka University Institutional Repository

ভক্তি, তদ্রূপ ছোট ছোট শিশুদের প্রতিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। তাঁর কাছে গেলে ছোট বড় কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারত না, বরং ছোট্ট শিশুরা তাঁর পরম আদরে সিক্ত হতো বেশি। [১০৭] ছারছীনা মাদরাসা মসজিদের এক কোণে বসে একটি শিশুর কান্নার খবর শুনে তিনি দৌড়ে তার নিকটে ছুটে গিয়ে জানতে পারলেন, পিতৃহীন এ ছেলেটি সুদূর বগুড়া থেকে ছারছীনা এসেছে ভর্তির জন্যে । টাকা পয়সা সব খরচ হয়ে গেছে পথেই। তাই কপর্দক শূণ্য হয়ে নিরুপায় ছেলেটি এখানে বসে কাঁদছে শুনে তিনি নিজেই মানিব্যাগ থেকে তাকে টাকা বের করে দিয়ে তার সমস্যা লাঘব করে পরম মমতায় তার অন্তর ভরিয়ে দিয়েছিলেন। [১০৮] মোট কথা, দয়া-মায়া, প্রেম-ভালবাসায় তাঁর হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ। ছাত্রাবাসে কোন ছাত্রের অসুস্থ হওয়ার খবর পেলে সে যত নিচের জামাআতেরই হোক না কেন তিনি নিজে তার রুমে ছুটে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনই তার খোঁজ নিতেন স্বয়ং খোতানী হুজুর তার রুমে গিয়ে। [১০৯]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

আল্লামা খোতানী হুজুর (র.) ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে যথাযথভাবে সম্পন্ন করতেন। ছাত্র ও সহকর্মী শিক্ষকদের সাথে তাঁর আচার-আচরণ ছিল আদর্শ স্থানীয়। ছাত্র ও সহকর্মী শিক্ষকদের প্রতি কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি তাঁর অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী কর্মজীবনে। [১১০] আবার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রতি ছিলেন তিনি পূর্ণ অনুগত। একই মাদরাসায় সারা জীবন খিদমতে নিয়োজিত থাকাই তাঁর আনুগত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ। [১১১] যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালনকে তিনি অবশ্য কর্তব্য মনে করতেন। কারণ, তিনি জানতেন রাসূল (সা.)-এর পবিত্র বাণী; كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং তোমাদের প্রতেককেই তার দায়িত্ব (পালন) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। [১১২]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উস্তাদ ভক্তিতে বে-নজীর ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

উস্তাদ ভক্তিই ছাত্রের জীবনে উন্নতি ও সাফল্য লাভের মূলমন্ত্র। এ কথাটি জেনেই উস্তাদকে কী পরিমাণ ভক্তি- শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে হয়, তার অনুপম ও স্মরণীয় দৃষ্টান্ত নিজ জীবনে রেখে গেছেন সমকালীন যুগে পাক-ভারত-উপমহাদেশের বিশেষত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম হাদীছ বিশারদ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) । ছাত্র জীবনে উস্তাদ ভক্তিতে তিনি কতটা বিনম্র ও বিনত ছিলেন, সে কথা

---

১০৭. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬১

১০৮. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯

১০৯. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ ৬২

১১১. আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

১১২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, সহীহ বুখারী, (বৈরুত : দারু ইবনে কাছীর ১৯৮৭) হাদীছ নং ৮৫৩, খ ১, পৃ ৩০৪, www.shamela.ws

Dhaka University Institutional Repository

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু অধ্যাপনার জীবনে এ ক্ষেত্রে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। তিনি বিদেশি হওয়ায় বাংলা জানতেন না, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। তাই তিনি ছারছীনা মাদরাসার নিচের দিকের একটি ছাত্রকে ঠিক করলেন বাংলা বর্ণমালা শেখার জন্যে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দেখা যেত, যখনই এ ক্ষুদে শিক্ষক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর রুমে যেত, তখনি তিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানাতেন। লজ্জিত হয়ে ছাত্রটি বহুবার হুজুরের নিকট ক্ষমা চেয়ে এভাবে করে তাকে লজ্জা না দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেও শায়খুল হাদীছ আল্লামা খোতানী (র.) তাঁর কর্তব্য – উস্তাদ রুমে গেলে তাঁর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া – অব্যাহত রেখেছিলেন ইন্তিকাল অবধি। [১১৩] এ সম্পর্কে খোতানী হুজুর (র.)-এর সুপ্রিয় ছাত্র প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান বলেন : "আর তুর্কিস্তানী (খোতানী) হুজুর তো এ যুগের অন্যদের মতো ছিলেন না। স্বভাবে-চরিত্রে, জ্ঞানে-গুণে, স্পষ্টবাদিতায়, ন্যায়- নিষ্ঠায়, নির্ভীকতায় সব দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সাহাবা চরিত্রের মানুষ। তাঁর উজ্জল গৌর বর্ণের চেহারায় বিচ্ছুরিত হতো নূরের আভা। কী করে তাঁকে এ যুগের মানুষ বলি। তাঁর ছিল বাংলা ভাষা শেখার অসীম আগ্রহ। আমার ছোট ভাই তখন ঐ (ছারছীনা) মাদরাসায় পড়তো। তাকে ধরলেন বাংলা শেখার জন্যে। প্রথম শ্রেণীর বই থেকে বর্ণমালা এবং আরো দু'চার পৃষ্ঠা তিনি পড়ে ফেললেন। এরপর আর পড়া হয়নি তাঁর। কিন্তু কী আশ্চর্য ! যখনই আমার ছোট্ট ভাই তাঁর কামরায় প্রবেশ করতো, তখনই তিনি উঠে দাঁড়াতেন। উপস্থিত সকলের নিকট পরিচয় করিয়ে দিতেন, "এ আমার উস্তাদ" - বলে। অথচ তথাকথিত এই উস্তাদ তাঁর বহু বছরের নগণ্য ছাত্র। তাঁর এ ব্যবহারে সে লজ্জিত হয়ে বহুবার বলেছে; হুজুর ! "আপনি এরূপ করলে আমি খুব লজ্জা পাই। অনুগ্রহ করে এভাবে আমাকে গোনাহগার করবেন না।" কিন্তু কে শোনে কার কথা। তিনি এ আচরণ অব্যাহত রেখেছেন বছরের পর বছর। এমনকি আমাদের সাথে দেখা হলেও তাঁর সেই ক্ষুদে উস্তাদের কথা স্মরণ করতেন। তার প্রশংসা করতেন। আপত্তি করলে বলতেন, " এক অক্ষর শেখালে সেও উস্তাদ । তাঁর তা'জীম করা কর্তব্য।" আজ ভাবি, হায় যদি আজ সেই উস্তাদ -শাগরেদের সম্পর্ক থাকত, তবে বুঝি শিক্ষাঙ্গনে আজ বেহেশত নাযিল হতো। তিনি ছিলেন উস্তাদ , সত্যিকারের উস্তাদ । সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর এই পরিচয়ই আমার কাছে আজো বড় বলে মনে হয়"। [১১৪]

আসলে এত ছোট হতে পেরেছেন বলেই তো তিনি আজ এত বড়। বিজ্ঞজন ঠিকই বলেছেন, "তোমার কীর্তিরে তুমি করেছ মহান।" এক সময়ের নিয়ায মাখদূমকে এসব কীর্তি আর চরিত্র মাধূর্যই তো পরবর্তীতে বানিয়ে দিল সবার প্রিয় খোতানী হুজুর (র.)।

কবি কত চমৎকারইনা বলেছেন ;

" নহে আশরাফ , আছে যার শুধু বংশের পরিচয়,

সেই আশরাফ , জীবন যাহার পূণ্য কর্মময়॥

---

১১৩. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২

১১৪. ক) আল আমীন, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬

খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২ -৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইলমে হাদীছের নির্লোভ সাধক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

পার্থিব জীবন যাপনের বেলায় শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছিলেন অতি আড়ম্বরহীন।[১১৫] পার্থিব আরাম আয়েশ, স্বার্থপরতা, অধিক কিছু প্রাপ্তির আগ্রহ বা আসক্তি কোনটাই তাঁর মধ্যে ছিল না।[১১৬] নতুবা, তিনি তো ছিলেন চীনা তুর্কিস্তানের অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুজাহিদ। কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনের সিপাহসালার । অথচ ১৯৪৫ সালে বাংলাদেশে আগমনের পর তাঁর সুযোগ ছিল ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৭৬ সালের মন্বন্তর, ১৯৭৯ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন তথা বহু রাজনৈতিক ডামাডোলে শরীক হওয়ার। ইচ্ছে করলেই এর কোনটাতে একটু নাক গলিয়েই তিনি কামিয়ে নিতে পারতেন রাশি রাশি অর্থ সম্পদ। কিন্তু ইলমে হাদীছের এ নিরলস ও নির্মোহ সাধক এ সবের ধারে কাছেও না ঘেষে পবিত্র পুরো জীবনটাই তিনি কাটিয়ে গেলেন ছারছীনার সেই নিভৃত পল্লীতে একমাত্র হাদীছে নববীর প্রচার-প্রসারে। শুধু ইবাদত ও ইলমে হাদীছের খেদমতের শক্তি অর্জনের উদ্দেশেই তিনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যত্ন না নিয়ে পারেননি। অন্যথায় ঘর বাড়ি, বিষয় সম্পত্তি করার দিকে তাঁর আদৌ কোন লক্ষ্য ছিল না। তাই যদি থাকত, তাহলে তিনি এই সামান্য পারিশ্রমিকে তুষ্ট থেকে সারাজীবন একই মাদরাসায় থাকতে পারতেন না।[১১৭] জনাব মাওলানা আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ বলেন; আমি নিজের চোখে দেখেছি দেড়গুণ, দ্বিগুণ বেতন দিয়ে তাঁকে অন্য মাদরাসায় নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।[১১৮] জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকারমের তৎকালীন খতীব এবং ঢাকা আলিয়া মাদরাসার সাবেক হেড মাওলানা জনাব মরহুম মাওলানা উবাইদুল হক (ইন্তি. ২০০৮ খ্রি.) তাঁকে ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় আনার জন্যে বহুবার চেষ্টা করেছেন।[১১৯] আবার শেষ জীবনে তাঁকে খুলনা আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ ও ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসার লোভনীয় পদে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।[১২০] কিন্তু কোন লোভেই তিনি তাঁর নীতি – আদর্শ থেকে সরে যাননি একবিন্দুও। ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা থেকে সরিয়ে কোথাও তাঁকে নেয়া সম্ভব হয়নি। তা এ জন্য যে , অন্য কোথায়ও গেলে ইলমের খিদমত তুলনামূলক ভাবে অনেক কম হবে। বলা বাহুল্য , এ ধরণের দু' চার জন আলিমের অস্তিত্ব না থাকলে আজ পর্যন্ত জগতের বুকে ইলমেরও বোধ হয় কোন অস্তিত্ব থাকত না- বলে আশংকা ব্যক্ত করেছেন নিয়ায মাখদূম খোতানীর (র.) এর সুযোগ্য ছাত্র ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার

---

১১৫. ক) আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

১১৬. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬

১১৭. ক) আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

১১৯. অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, মাসিক নতুন বিকাশ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৪৪

১২০. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, কুদরত ই খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষা নীতি, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত প্রধান মুহাদ্দিছ ও মুফতী অলিয়ে কামিল আল্লামা হযরত মাওলানা আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ (র.) । [১২১] সত্যিই তিনি ছিলেন ইলমে হাদীছের নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ এক আজীবন সাধক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাহাবী চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

জ্ঞানীগণ বলে গেছেন, " বড় মানুষগণ তাড়াতাড়ি তাদের ভুল স্বীকার করে । বোকা ও ছোট মনের লোকেরাই নিজেদের ভুল সহজে স্বীকার করতে চায়না। বরং তা লুকাবার নানা পথ খোঁজে।" শায়খ খোতানী (র.) ছিলেন প্রথম শ্রেণীর তথা মহাজ্ঞানী ও মহা মর্যাদার অধিকারী। তাই কোন কথায় বা কাজে ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে তিনি ভুল স্বীকার করে নিতেন। একে সামান্যতম অমর্যাদাকর মনে করতেন না। [১২২]

একদিন ঘটল এমনই এক অভাবনীয় ঘটনা। ছারছীনা মাদরাসার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ মরহুম মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব হুজুর (র.) (ইন্তি. ২০০৮) একদা এক নিভৃত রজনীতে খোতানী হুজুরের (র.) কক্ষে গভীর আলাপে ব্যস্ত। এদিকে বিশেষ প্রয়োজনে এক ছাত্র কায়েদ সাহেব হুজুরকে খুঁজতে খুঁজতে খোতানী হুজুরের (র.) রুমে আলোচনারত দেখতে পায়। এতে সে রুমে না গিয়ে ইতঃস্তত হৃদয়ে বার বার রুমের দ্বার প্রান্তে উঁকি মারছিল। অথচ এটি হাদীছের খেলাফ। রাসূল (সা.) বলেন, إنما جعل الاستئذان من أجل البصر নিশ্চয় অনুমতি গ্রহণ জরুরী করা হয়েছে চোখের দৃষ্টির কারণেই। [১২৩] মাদরাসার ছাত্র হাদীছের খেলাফ করবে, সৈনিক মেজাজের অধিকারী শাইখুল হাদীছ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) বিষয়টিকে সহ্য করতে না পেরে ছেলেটিকে অন্য কিছু ভেবে বেশ কিছুক্ষণ জুতাঘাত করেন। পরক্ষণে তাঁর নিকট বাস্তব ঘটনা প্রকাশিত হলে তিনি যে আদর্শের পরিচয় দেন, তাতে রাসূল (সা.) এর অন্তিম শয্যায় হযরত উকাশা (রা.) এর সাথে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। কেননা হুজুর ঐ ছেলেটিক নিজ কামরায় ডেকে নিয়ে বলেছিলেন,

بھائي میں اپکو پیٹ پر جتنی جوتا مارا ویسے جوتا تو مجھکو پیٹ پر مارو .

অর্থাৎ, "ভাই ! আমি তোমার পিঠে যে কয়বার জুতা দিয়ে মেরেছি, তুমিও সে কয়বার এই জুতা দিয়ে আমার পিঠে মারো।"

এদিকে ছেলেটি দরজায় এভাবে উঁকি দেয়া ঠিক না হওয়ার ভুল বুঝতে পেরে এবং তাতে হুজুরের মনে কষ্ট পাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল হুজুরের নিকট মাফ চাইতে যাওয়ার। আর তখনি হুজুরের উক্ত বিস্ময়কর আচরণে হতবাক হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে হুজুরের পায়ের ওপর। এবার দু পক্ষের মাঝেই গলাগলি করে কান্নার রোল পড়ে গেল। অশ্রু সংবরণ করতে পারল না আশে পাশের

---

১২১. আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

১২২. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪

১২৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, সহীহ বুখারী, (বৈরুত : দারু ইবনে কাছীর ১৯৮৭) হাদীছ নং ৫৮৮৭, খ ৫১, পৃ ২৩০৪, www.shamela.ws

Dhaka University Institutional Repository

কেউ।[১২৪] সুবহানাল্লাহ! এমন দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে পারে কোন মানুষ ? হ্যা, পারে, খোতানী হুজুররা ঠিকই পারে। এ জন্যেই তো তিনি নিয়ায মাখদূম খোতানী অর্থাৎ খোতানের বিশ্ববরেণ্য নিয়ায।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ছাত্ররা খায়নি, তাই খাননি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)ও

নিয়ায মাখদূম খোতানী হুজুর (র.) ছিলেন অত্যন্ত ছাত্র বৎসল। ছাত্রদের খোঁজ খবর তিনি সবসময়ই রাখতেন। কেউ অসুস্থ হলে তার রুমে ছুটে যেতেন। ব্যবস্থা নিতেন রোগ প্রতিকারের। রাত দশটা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখতেন হোস্টেলের ছাত্ররা ঠিকমতো পড়াশুনা করছে কি না । ছাত্রদের প্রতি তিনি কতটুকু দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নিচের ঘটনাটি থেকে।

সম্ভবত ১৯৬৪ সালের কথা। হোস্টেলে উন্নত মানের খাবার পরিবেশনের দাবিতে ছারছীনা মাদরাসার বোর্ডিং এর ছাত্ররা স্ট্রাইক করে বসল। সকালের খাবার রান্না হয়ে গেছে, কিন্তু ছাত্ররা কেউ খাবার না খেয়েই দশটায় ক্লাশে চলে গেল। শিক্ষকগণ অনেকেই ছাত্রদেরকে বুঝালেন। কিন্তু ছাত্ররা তাদের দাবিতে অনড়। ছাত্ররা একটু অভিমান করেছে মাত্র। একটু পরে হয়তো তারা খাবার খেয়ে নেবে – এই মনে করে শিক্ষকগণ অনেকে খাবার খেয়ে নিয়েছেন। ইতোমধ্যে মাদরাসায় যোহরের নামাযের মধ্যাহ্ন বিরতি দেয়া হয়েছে। অভুক্ত সকল ছাত্র নামায আদায়ের জন্যে মসজিদে হাজির হয়েছে। যথারীতি নামায শেষে অধ্যক্ষ মহোদয় সকল ছাত্রকে মসজিদে বসার নির্দেশ দিলেন। এরপর চলল শিক্ষকগণের বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝানোর পালা। একের পর এক শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদের বোঝাতে লাগলেন। ছাত্ররা নীরবে আদবের সাথে সব শুনেও যাচ্ছে। কিন্তু ভাত খাবেনা– এ দাবীতে সবাই অটল থাকে। শেষে দাঁড়ালেন শাইখুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। তিনি বললেন তাঁর ছাত্র জীবনের ত্যাগের কথা। দেওবন্দ মাদরাসায় কত কষ্ট করে পড়াশুনা করেছেন– সে কথা। ছাত্রজীবনে আরাম-আয়েশ আর খাবার-দাবারের দিকে বেশি মনোযোগী হলে লেখা পড়া হয় হয়না– ইত্যাদি ইত্যাদি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সকলকে বোঝালেন। মুহাদ্দিছগণের জীবনের উদাহরণ দিলেন অনেক। শেষে বলে দিলেন স্ট্রাইক ভেঙ্গে খাবার খেতে। এভাবে মসজিদের সমাবেশ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কোন ফল হলোনা। ছাত্ররা খাবেনা বলে জানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষকে।

সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল। শায়খ খোতানী (র.) তাঁর ব্যক্তিগত খাদেমের কাছ থেকে শুনলেন যে, ছাত্ররা খাবার খায়নি। শুনে খোতানী হুজুর (র.)ও সকাল থেকে কিছু খাননি। এক ফোটা পানিও না। অনেক অনুনয় করেও খাদেম হুজুরকে কিছু খাওয়াতে পারেননি। এমনকি খোতানী হুজুর (র.) তাঁর বাসায়ও রান্না বান্না করতে নিষেধ করেছেন সকাল থেকে। তাঁর কঁচি কাঁচা মেয়েরাও ঘরের অন্য সবাই সকাল থেকে হুজুরের নির্দেশে না খেয়ে আছে। তিনি নাকি বাসায় বলে দিয়েছেন, আমার ছেলেরা যতক্ষণ পর্যন্ত না খাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মেয়েরা এবং ঘরের কেউ খাবেনা। এ কান সে কান করে শেষ পর্যন্ত খবরটি পৌছে গেল প্রায় সকল ছাত্রের কানে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ সকল ছাত্রকে ডেকে বললেন, স্ট্রাইক আর চলবেনা, এখনই সকলে বোর্ডিং এ খেতে যাবে। কারণ আমাদের সকলের

---

১২৪. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪ -৬৫

প্রিয় খোতানী হুজুর, তার ছোট ছোট মেয়েরা, হুজুর আম্মা অর্থাৎ ঘরের সকলেই না খেয়ে আছেন সেই সকাল থেকে। আমরা না খেলে তাঁরাও খাবেনা । শুনে সকলের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। সকলে খাবার খেল। তখন সকাল–দুপুর–বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা নেমে গেছে প্রায়। এ রকমও উস্তাদ হয় ? এত মায়া কোন উস্তাদ করে ? হ্যাঁ, করে – নায়েবে নবী উস্তাদকুল শিরোমণি নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এমনই করতেন। সত্যিই তিনি ছিলেন ছাত্রবৎসল মহৎপ্রাণ আদর্শ উস্তাদ ।[১২৫]

এ ঘটনাই মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান বর্ণনা করেন এভাবে; সেই পিত্রাধিক স্নেহ সত্যিই ভোলার নয়। আমরা তখন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আবাসিক মাদরাসা ছারছীনা আলিয়ার ছাত্র। লিল্লাহ বোর্ডিং-এ খানা খাই। হোস্টেলের চালটা ছিল নিম্নমানের, খেতে খুব কষ্ট হতো। ৬শর মতো ছাত্র। একদিন স্ট্রাইক করে বসলাম। ভাল চাল না দিলে আমরা ভাত খাবনা। খানা পাক হয়ে গেছে সকাল ৯ টায়। দুপুর গড়িয় বিকেল হয়ে গেছে, কর্তৃপক্ষ দারুণভাবে উদ্বিগ্ন, তারা অসমর্থতার কথা বললেন, নানাভাবে বোঝালেন। কিন্তু সবাই অটল। এ সময় ডাকলেন খোতানী হুজুর (র.)। সবাইকে বললেন ছাত্র জীবনে নিজের তাগ্যের কথা। দিল কিছুটা নরম হলো । সন্ধ্যায় শুনলাম তিনিও সারাদিনে কিছু খাননি। শুধু তা ই নয়, তাঁর বাসায়ও খানা পাকানো বন্ধ রেখেছেন। তাঁর কঁচিকাঁচা বাচ্চারাও না খেয়ে আছে সারাদিন। কারণ, বাসায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, " আমার ছেলেরা কেউ খায়নি, যতক্ষণে ওরা না খাবে, তোমরাও কেউ খেতে পারবেনা।" এরপর কি আর স্ট্রাইক চলে ? চল্লোও না।[১২৬]

নবম পরিচ্ছেদ

সুন্নতি পোষাক পরতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

শায়খ খোতানী (র.) পোশাক পরিচ্ছদে তেমন জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। তবে মজলিসের গুরুত্ব অনুযায়ী তিনি পোষাক পরিচছদে স্বাচ্ছন্দ্য থাকতেন। পোষাক নিয়ে তিনি বিলাসিতাও করতেন না। পায়ের টাখনু গিরার ওপরে গোল নেসফে সাক পাঞ্জাবী তিনি পরিধান করতেন।[১২৭] ছারছীনার পীর শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার পর কলারওয়ালা জামা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন।[১২৮] সাদা ছিল তাঁর পছন্দের রং। তবে অন্যান্য কালারের জামাও তিনি মাঝে মাঝে পরিধান করতেন। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ সুউচ্চ সুঠাম দেহী শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) যখন চোখে সুরমা ও গায়ে খয়েরী রঙ এর জামা পরতেন, তখন তাঁকে চমৎকার লাগত। ঢিলেঢালা সালোয়ার , লুঙ্গিও ব্যবহার করতেন তিনি মাঝে মাঝে।[১২৯] মোট কথা, পোশাকাদিতেও তিনি ছিলেন পুরোপুরি সুন্নাতের পাবন্দ।

---

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫ -৬৬

১২৬. আল আমীন, দেশ–জাতি– রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬ ইং

১২৭. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬

১২৮. খোতানী (র.) স্মৃতি সেমিনারে মাওলানা কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ থেকে সংগৃহীত

১২৯. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

দশম পরিচ্ছেদ

পাগড়িও ব্যবহার করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

হাদীছে নববীর একনিষ্ঠ খাদিম আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) রাসূল (সা.) এর সুন্নাত পাগড়ি পরিধান করতেন নিয়মিত। কেননা , রাসূল (সা.) বলেছেন, عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة "তোমরা পাগড়ি পরিধান করা কর্তব্য, কারণ এটা ফিরিশতাদের নিদর্শন"। [১৩০] তাই নামায ছাড়াও অনেক সময় তিনি মাথায় পাগড়ি বেঁধে রাখতেন। প্রায়ই ৭ হাত লম্বা পাগড়ি ব্যবহার করতেন। তাঁর পাগড়ি ছিল কালো, সাদা ও সবুজ রংঙের। তবে অধিকাংশ সময় তাঁকে কালো পাগড়িই ব্যবহার করতে দেখা যেত। সাদা জামা, পাজামার ওপর কালো পাগড়ি যখন বাঁধতেন, তখন অত্যন্ত চমৎকার মানাত শায়খ নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) কে। [১৩১] এ কথা জানিয়েছেন তাঁর প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , অধ্যাপক ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, মাওলানা কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী, মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ সহ আরো অনেকেই। [১৩২]

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর টুপি ছিল সুন্নাতি কায়দায়

আমাদের দেশে বর্তমানে সাধারণত তিন ধরণের টুপির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকরা কিসতী (লম্বা) ও পাঁচ তালি টুপি ব্যবহার করে। আর অন্যান্য হক্কানী পীর-মাশায়েখ ও আলিম সমাজ গোল টুপি ব্যবহার করেন। শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশুনা করলেও তিনি সর্বদা গোলটুপিই পরিধান করতেন এবং এটাকেই সুন্নাত মনে করতেন। [১৩৩]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আদর্শ খাদ্য গ্রহণ করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

আদর্শ খাদ্য, আদর্শ দেহ, আদর্শ চিন্তা-চেতনা – তিনটি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর মুমিনের সব কাজই হতে পারে ইবাদত, যদি নিয়্যত হয় পরিশুদ্ধ। শায়খ খোতানী (র.) মনে করতেন, নামায-রোযা, ইবাদত -বন্দেগী , শিক্ষাদান সকল কিছুর জন্যে প্রয়োজন সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন। তাই খোতানী হুজুর (র.) সর্বদা আদর্শ গ্রহণ করতেন। [১৩৪] এমনকি ছাত্রদেরকেও তিনি বলতেন : تم اچها اچها كهانا كهاؤ "তোমরা ভাল ভাল খাবার গ্রহণ কর"। [১৩৫] খাওয়া-দাওয়ায় তিনি অত্যন্ত

---

১৩০. আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১০ হি.) হাদীছ নং ৬২৬২, খ ৫, পৃ ১৭৬ www.shamela.ws

১৩১. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

১৩৩. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

১৩৫. ড.এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, আদর্শ মানুষ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) , মাসিক নতুন বিকাশ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতেন। পরিমিত আহার করতেন। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ততা বা আক্ষেপ – এগুলো কখনোই দেখা যায়নি তাঁর জীবনে। যা কিছুর ব্যবস্থা হতো সেটাকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত রিযিক মনে করে স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করতেন। হুজুর স্বীয় জন্মভূমির অভ্যাসমত মাছের চেয়ে গোশতটাই বেশি পছন্দ করতেন। ভাতের চেয়ে রুটিই তার বেশি পছন্দের ছিল। তবে শেষের দিকে খোতানী হুজুর এদেশের মাছ-ভাতেই অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। [১৩৬] তার খাদ্য তালিকায় মুরগি এবং ঘি প্রায়ই থাকত। [১৩৭] তবে একমাত্র ইবাদত ও ইলমী খিদমতের শক্তি অর্জনের উদ্দেশেই তিনি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যত্ন না নিয়ে পারেননি। [১৩৮]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিজ হাতে বাজার করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

মহানবী (সা.) কে খাওয়া দাওয়া ও বাজার-ঘাট করতে দেখে নিন্দুকরা বলত : ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشي في الأسواق " এ আবার কেমন রসূল ? এ দেখি খাবার খায়, আবার বাজারেও হাটা–চলা করে। [১৩৯] সুন্নাতে রাসূলের হুবহু অনুসারী শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)ও ছিলেন সংসার জীবনে অভ্যস্ত। সংসারের অনেক কাজ অনেক সময় তিনি নিজ হাতেই করতেন। এমনকি প্রয়োজনীয় বাজার-ঘাট, তরি-তরকারী ও মাছ–গোশত অনেক সময় তিনি নিজ হাতেই ক্রয় করে আনতেন। খোতানী হুজুর (র.)-এর প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান বলেন ; ছারছীনায় আমাদের ছাত্রাবস্থায় এবং পরে সেখানে আমার শিক্ষকতা জীবনেও, এমনকি ঢাকার বাসায় থাকাকালীনও দেখতাম প্রয়োজনীয় বাজার ঘাট তিনি নিজ হাতেই করতেন। [১৪০]

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সংযত বাক ও সদালাপী ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছিলেন স্বল্পভাষী। মৃদু হেসে তিনি কথা বলতেন সকলের সাথে। অযথা গাল –গল্প বা মূল্যহীন কথা বার্তায় সময় কাটানো অভ্যাসে ছিলনা। ছোট–বড়, চেনা–অচেনা, ছাত্র–শিক্ষক যার সাথেই তিনি কথা বলতেন, তাঁকে আকৃষ্ট করত চুম্বকের মতো শায়খ খোতানীর বিনয়। ছোট–বড় সকলকে সম্বোধন করতেন তিনি "আপনি" করে। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র বা সহকর্মী শিক্ষকগণের সাথে কথা বলার সময় তিনি উর্দু ভাষা ব্যবহার করতেন। সাধারণ মানুষ বা নিচের দিকে ছাত্রদের সাথে শায়খ খোতানী (র.) যখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলতেন তখন শুনতে খুব ভাল লাগত। [১৪১] কথা –কাজে তিনি কখনো কাউকে ব্যাথা দিয়েছেন বলে জানা যায় না। তাঁর সাথে কেউ সাক্ষাৎ করতে

---

১৩৬. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭ -৬৮

১৩৭. ড.এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, আদর্শ মানুষ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) , মাসিক নতুন বিকাশ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৪৪

১৩৮. আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

১৩৯. আল কুরআন, সূরা ফুরকান , আয়াত : ৭

১৪০ ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, আদর্শ মানুষ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) , মাসিক নতুন বিকাশ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৪৪

১৪১. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

আসলে, তিনি শোয়া থাকলে বসে পড়তেন এবং মনোযোগ সহকারে সকলের কথা শুনতেন। [১৪২] যে কেউ তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারতনা। একবার যদি কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসতে পারত, সে জীবনেও তাঁর কথা ভুলতে পারতনা। [১৪৩] শায়খ খোতানী (র.) মাঝে মধ্যে হাস্যরসাত্মক কিছু কথাও বলতেন। অবশ্য এগুলোর মাঝেও লুকায়িত থাকত শিক্ষণীয় কোন বিষয়। [১৪৪] আর এ জন্যই তাঁর বিয়োগ ব্যাথায় কেঁদেছে বহু শিশু-যুবক, ছাত্র-শিক্ষক এমনকি অনেক সাধারণ মানুষও । ভিনদেশি একজন মানুষ হয়েও তিনি এটা অর্জন করতে পেরেছিলেন শুধু তাঁর আদর্শের বলেই। [১৪৫]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

লেন-দেনে স্বচ্ছ ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

লেন-দেনের স্বচ্ছতার ব্যাপারে শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কেউ তাঁর নিকট কোন টাকা-পয়সা পাওনা থাকলে তা আদায়ের জন্যে তিনি খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। [১৪৬] আমার একজন শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জনাব মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির একবার বলেছিলেন; "খোতানী হুজুর (র.) সুন্নাতী ব্যবসায় করতেন। একবার আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে স্বরূপকাঠি বাজার থেকে ব্যবসায়িক মাল কেনার পর টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে দেখা গেল পঞ্চাশটি পয়সা তার কাছে কম পড়ে। তখন আমি সেই পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে দিলাম। মাদরাসায় আসার পর সবাই যে যার কাজে লেগে গেলাম। সেই পঞ্চাশ পয়সার কথা আমার আর মনেও ছিলনা । কিন্তু দেখা গেল খোতানী হুজুর (র.) তাঁর সব কাজ ফেলে রুম থেকে দৌড়ে এসে আগে আমার সেই পঞ্চাশ পয়সা পরিশোধ করে পরে তাঁর কাজে গেলেন।[১৪৭] সুবহানাল্লাহ! এমন না হলে কেনই বা তিনি খোতানী হুজুর হবেন ? অনেকে সৌজন্যবোধেও হুজুরের শানের দিকে তাকিয়ে তাঁর নিকট পাওনা টাকা না চাইলেও তিনি ঠিকই যথাসময়ে নিজে গিয়ে তাঁর ঋণ শোধ করে দিতেন। কিন্তু কারো নিকট হুজুর কোন টাকা বা বস্তু পাওনা থাকলে তাকে এ বিষয়ে মনে করিয়ে দিতেননা। কারণ, তিনি মনে করতেন, এতে ঋণ গ্রহীতা ইতঃস্তত বোধ করতে বা লজ্জা পেতে পারে। অনেকের সাথে হুজুরের ব্যবসায়িক লেন-দেনও ছিল। কিন্তু ছারছীনায় তাঁর ৪১ বছরের জীবনে কোন ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী বা সাধারণ লোকের কাছ থেকেও তাঁর লেন-দেনে ত্রুটির কথা কোনদিন শোনা যায়নি। [১৪৮] ব্যবসায়ের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট হারে খোতানী হুজুরকে দেয়ার শর্তে তিনি অনেক ব্যবসায়িকে অর্থ-পুঁজি দিতেন। আবার অনেককে করযে হাসানা দিতেন। তিনি সকলের ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে পরিশোধ করে দিলেও তাঁর ইন্তিকালের পরে তাঁর রেজিস্ট্রারে দেখা যায়, তিনি অনেক লোকের নিকট মোটা অংকের টাকা পাবেন। কিন্তু দু:খের বিষয় অনেকেই সে সব টাকার অনেকটাই ফেরত দেননি বলে জানিয়েছেন খোতানী হুজুরের প্রিয় ছাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর অধ্যাপক ড. এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান। [১৪৯] এককথায় মহানবী

---

১৪২. অধ্যাপক ড.এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫

১৪৩. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬১

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮

১৪৫. মো: আবু বকর সিদ্দীক, স্মৃতির মুকুরে মরহুম খোতানী হুজুর, (ছারছীনা : পাক্ষিক তাবলীগ, ৫-৭ম সংখ্যা, ১৯৮৭ ইং), পৃ ১৩৩

১৪৬. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯

১৪৭. মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানাধীন সিঙ্গুলা ইসলামিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক।

১৪৮. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯

১৪৯. অধ্যাপক ড.এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, আদর্শ মানুষ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) , মাসিক নতুন বিকাশ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর লেন-দেন বিষয়ক আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন মহানবীর পবিত্র বাণীর আজীবন খাদিম আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নিজহাতে মেহমানদারি করতেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন : من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে , সে যেন তাঁর মেহমানকে সম্মান করে। [১৫০] খোতানী হুজুর (র.) ছিলেন উক্ত হাদীছের বাস্তব নমূনা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। তাঁর নিকট কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে কিছু না খেয়ে ফিরে যেতে পারতোনা। তিনি নিজ হাতে গ্লাস-বাটি অন্দর মহল থেকে এনে নিজ হাতে মেহমানকে আপ্যায়ন করাতেন।[১৫১]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরিমার্জিত রুচিশীল ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

রাসূল (সা.) এর বাণী الطهور شطر الإيمان "পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতা ঈমানের বিশেষ অঙ্গ-" [১৫২] এর মুজাচ্ছাম নমূনা ছিলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। তিনি ছিলেন সুমিষ্ট কথা-বার্তা, অমায়িক আচরণ, উন্নত চরিত্র , পরিচ্ছন্ন পোষাক, মার্জিত রুচি ও সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন । সুদীর্ঘ জীবনে পোষাকের ক্ষেত্রে পূর্ণ সুন্নাতে রাসূলের (সা.) পাবন্দ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো এবরো থেবরো পোষাকে চলাফেরা করেননি। অপরিচ্ছন্ন পোষাকে একদিনও তাঁকে কেউ শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে দেখেনি। হাসিমুখে আন্তরিকতাপূর্ণ আঙ্গিক ও সুমিষ্ট মধুর সম্বোধন ছাড়া কোন ছাত্রের সাথে কখনো তিনি মিলিত হননি।[১৫৩] আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর সুপ্রিয় শাগরিদ অধ্যক্ষ মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক বলেন; "পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এতই যত্নবান ছিলেন যে, শোয়ার আগে নিজের বিছানাটা তিনি নিজ হাতে ভাল ভাবে ঝেড়ে তার ওপর আলাদা পরিচ্ছন্ন একটি সাদা চাদর বিছিয়ে নিতেন, যা শুধু শোয়ার জন্যই নির্ধারিত ছিল। ঘুম থেকে উঠার পর এটি ভাজ করে আলমারিতে রেখে দিতেন। আবার শোয়ার সময় বিছিয়ে নিতেন।" [১৫৪] সত্যিই তিনি ছিলেন আদর্শ চরিত্র ও আদর্শ শিক্ষকের জীবন্ত প্রতীক। [১৫৫]

---

১৫০. ওয়ালীউদ্দীন আল খতীব, মেশকাতুল মাসাবীহ, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী), পৃ ৩৬৮

১৫১. অধ্যাপক ড. এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫

১৫২. ওয়ালীউদ্দীন আল খতীব, মেশকাতুল মাসাবীহ, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী), পৃ ৩৬৮

১৫৩. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫২ -১৫৩

১৫৪. খোতানী হুজুরের স্মৃতি সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ থেকে সংগৃহীত, ২৯ অক্টোবর, ২০০১।

১৫৫. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কল্যাণকামী অভিভাবক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

الدين النصيحة তথা অপরের কল্যাণকামিতাই হচ্ছে দীন বা ধর্মের মুল দাবী।" [১৫৬] হাদীছের এ বাণীর জ্বলন্ত প্রতীক ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)। সকলের জন্যে বিশেষত ছাত্রদের জন্যে তিনি ছিলেন একজন কল্যাণকামি অভিভাবক। শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক মানের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ , মেধার বিকাশ সাধন, সৃজনশীল প্রতিভার স্ফূরণ ও তাদেরকে আদর্শ মুসলিম, আদর্শ নাগরিক ও মানুষরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি কাজ করে গেছেন একজন পরম দরদী অভিভাবক হিসেবে। সোহাগ-শাসন, দয়া-মায়া, ক্ষমাও মহানুভবতা দিয়ে তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে গড়ে তুলেছেন যোগ্য নাগরিকরূপে। [১৫৭] তাঁর এক ছাত্র লিখেছেন ; আমার সাথে হুজুরের দীর্ঘ সাত বছরের সম্পর্কের মাঝে আমি তাঁকে পেয়েছি আচার-ব্যবহারে মহান আদর্শের মহামানব হিসেবে, মধুভরা অমীয় বাণীর ধারক ও বাহক হিসেবে , স্নেহ পরায়ণ রাসূলের (সা.) উত্তরসুরী হিসেবে। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন ওমর চরিত্রের অধিকারী, অপর দিকে তেমনি ছিলেন আবু বকর চরিত্রেরও অধিকারী । তিনি ছিলেন সকলেরই পরম আপনজন। আর এ কারণেই তিনি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোকে শোকাতুর করে গেছেন পূর্ব বাংলার প্রতিটি গুণগ্রাহীকে, প্রতিটি ছাত্র-শিক্ষককে, এমনকি প্রতিটি সাধারণ মানুষকেও। [১৫৮]

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হাদীছের নূরে উদ্ভাসিত ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)

হাদীছে নববীর নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছিলেন সুন্নাতে রাসূলের জীবন্ত প্রতীক, ইলমে হাদীছের চলন্ত বিশ্বকোষ। দীর্ঘ ৪১ বছরের হাদীছ সাধনা ও এর বাস্তব প্রয়োগে তাঁর জীবনটাই হয়ে উঠেছিল হাদীছের নূরে নূরান্বিত। আর তাঁরই প্রভাবে খোতানী হুজুরের (র.) দৈহিক অবয়বও যেন গড়ে ওঠেছিল সাহাবায়ে কিরামের (রা.) নমূনায়। প্রশস্ত ললাট, রূহানী ও জিহাদী চেতনায় প্রভাদীপ্ত গোল-গাল মুখমণ্ডল, স্বল্প শশ্রুমণ্ডিত কপোল যুগল , জ্যোতির্ময় সুন্দর ও বলিষ্ঠ সৌম্য সুদর্শন লাবণ্যময় দেহ বল- রি, প্রবল আকর্ষণীয় নয়নযুগল, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের অধিকারী শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানীর (র.) প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথম দর্শনেই যে কেউ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়তো। [১৫৯] যেমনটি হয়েছিলেন মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান । তিনি নিজেই বলেন, " আল্লামা কাশগরির বৈঠকেই আমি দেখেছিলাম একদিন এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে। ইয়া চওড়া সিনা, প্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত চোয়াল বিশিষ্ট গৌরকান্তি এ বিরাট পুরুষকে প্রথম দেখে মনে হচ্ছিল হয়তোবা তিনি শিশুতোষ গল্পের বিস্মিত মানবীয় চরিত্র বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি। তাঁকে দেখে এতই বিস্মিত হয়েছিলাম যে, স্বাভাবিক

---

১৫৬. আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, (আল কাহেরা : দারুল হাদীছ, ১৯৯৫ খ্রি. / ১৪১৬ হি.) খ ৩, হা.নং ৩২৮১ পৃ ৩৯৭

১৫৭. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩

১৫৮. মো: ছাইফুদ্দীন, কুড়ানো মাণিক হারিয়ে গেল, পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতি সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ ১১৯

১৫৯. ক) অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, " আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮

খ) অধ্যাপক মাওলানা এ. কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ, হাদীছ বিজ্ঞানের নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী (র.), সেমিনার প্রবন্ধ, পৃ ১

Dhaka University Institutional Repository

সালাম নিবেদন করতেও বুঝি ভুলে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরই অবশ্য পরিচয় পেয়েছিলাম, ইনি আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী। [১৬০] তিনি আরো বলেন, ১৯৮০ সালে বাগদাদে ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে আমন্ত্রিত সরকারি মেহমানদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। ইরাক দূতাবাসের কর্মকতা মুহাম্মদ নূরী আসলেন আমার মাসিক মদীনা অফিসে সফরের ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত করতে। এর কিছুক্ষণ আগে এখানে তাশরীফ এনেছিলেন আল্লামা খোতানী (র.)ও । মুহাম্মদ নূরী এসেই আমার সামনে উপবিষ্ট খোতানী হুজুরকে দেখলেন। তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করেই কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি। সালাম, মুসাফাহা ও কুশল বিনিময়ের পর খোতানী হুজুর চলে গেলে দেখলাম, মুহাম্মদ নূরী ভক্তিভরা দু'চোখে হুজুরের গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা সারার পর নূরী বললেন, এইমাত্র যে উঠে গেলেন, এ বুযুর্গ লোকটি কে ? তিনি আরও বললেন, " জীবনে আমি এমন পবিত্র চেহারার মানুষ বোধ হয় আর দেখিনি। [১৬১] উক্ত নূরীর প্রচেষ্টায় হুজুরকেও সেবার বাগদাদ সফরে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। তিনি আরো বলেন, বাগদাদ সফরের আর মাত্র দু'দিন বাকী। এখনো হাতে পাওয়া যায়নি হুজুরের পাসপোর্ট। ভিসা তো দূরের কথা। বিঘ্ন সৃষ্টি হলো হুজুরের স্বাক্ষর নিয়ে। কারণ, বাংলা বা ইংরেজিতে নয়, ফরমে হুজুর স্বাক্ষর করেছেন আরবীতে। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সুপারিশও করলেন হুজুরের পক্ষে। না, কিছুতেই কিছু হলো না। আরবী স্বাক্ষরে চলবেই না। শেষে জনৈক মোযাফফর চৌধুরী হুজুরকে নিয়ে গেলেন পাসপোর্ট অফিসে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাসপোর্ট নিয়ে ফিরে এসে মোজাফফর চৌধুরী বললেন; বুঝতে পারলাম না , কী থেকে কী হয়ে গেল। সংশ্লিষ্ট অফিসার হুজুরের চেহারা দেখেই কেমন যেন হয়ে গেলেন, পরম যত্নে তাঁকে বসিয়ে আর একটি কথাও না বলে তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট বানিয়ে দিয়ে দিলেন। আজ স্মৃতিচারণ করতে বসে ভাবি। কী ছিল পবিত্র হাদীছের এ মহান খাদিমের চেহারায় ? [১৬২] পবিত্র হাদীছের নূর ঢেউ খেলত হুজুরের চেহারায়। হুজুরের দেহাবয়বটাই যেন উদ্ভাসিত ছিল ইলমে হাদীছের নূরে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

রূহানী বলে বলীয়ান ছিল খোতানী হৃদয়

হাদীছের নূরে উদ্ভাসিত ছিল আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী হুজুরের (র.) হৃদয় –মনও। হাদীছে নববী এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)– এর প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় মহব্বত, সর্বোচ্চ অনুরাগ, প্রেম, আবেগ ও গভীর আগ্রহ। ইলমে হাদীছের দরস প্রদানকালীন বিভিন্ন ঘটনা রাজির বর্ণনা প্রদানকালে ইলমে নবুয়্যাত ও নবী সত্তার মহব্বতে তাঁর নয়ন যুগল হতে মুক্তোর মতো অশ্রুদানারা খসে পড়তো। ইলমে নবুয়্যাতের প্রেরণা ও হুব্বে রাসূলের চেতনা সৃষ্টিমূলক বর্ণনার আগেও অনুরাগে তাঁর বাকশক্তি রহিত হয়ে উঠত। অনেক সময় মহব্বতের আবেগে তিনি হু হু করে কেঁদে ফেলতেন। [১৬৩] ইলমে হাদীছের রঙে এমন রঙিন হওয়ার কারণে তাঁর হৃদয় মন হয়ে উঠেছিল রূহানি বলে বলীয়ান। তাই দেখা যেত শ্রেণীকক্ষে তাঁর কাছাকাছি বসার জন্যে ছাত্রদের মাঝে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত। [১৬৪] বুখারী শরীফের ২/৩ পারা তাঁর

---

১৬০. মুহিউদ্দীন খান, " অন্তরঙ্গ আলোকে একজন মনীষী ঃ আল্লামা খোতানী", সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা ২৩, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৬ জুন, ১৯৮৮), পৃ ২৬

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

১৬৩. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১ - ১৫২

১৬৪. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

নিকট পড়তে পারলে, পুরো বুখারী শরীফ বোঝার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যেত। [১৬৫]এমনকি কিছুদিন তাঁর দরসে বসলে একজন ছাত্রের মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যেত যে, সে অনেক না জানা হাদীছের তত্ত্বও উদঘাটন করতে পারত। [১৬৬] শুধু তাই নয়, তাঁর দরস দান এতই রূহানী বরকতপূর্ণ ছিল যে, তাঁর পাঠ একবার মনোযোগ দিয়ে শুনলে, তা আর পড়তে হতোনা। এমন অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, তাঁর দরসে বসার কারণে অনেক ছাত্রের মেধা শক্তিও বহুগুণ বেড়ে গেছে। [১৬৭] তাঁর তাকরীর মনোযোগ দিয়ে শুনলে শ্রোতার মনে কোন প্রশ্নই থাকতো না। [১৬৮] কোন প্রশ্ন করে তাঁকে কেউ কোনদিন ঠেকাতেও পারেনি। ১৯৭৪ সালের কথা। পবিত্র হজ্জব্রত পালনোপলক্ষে তিনি যখন সৌদি আরব গমন করেছিলেন, তখন মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি কয়েকজন ছাত্র কয়েকটি বিষয়ে (যেমন : নামাযে رفع اليدين) প্রশ্ন করেছিল। হুজুরের জবাবে প্রথমে তারা সন্তুষ্ট না হওয়ায় আসর থেকে ইশা পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেল , তাদের মনে আর কোন প্রশ্ন রইলনা। [১৬৯] তাঁর খিদমত আন্তরিকতার সাথে যে সামান্যটুকুও করতে পেরেছে, তাঁর জীবনটাই সাফল্যের সোনালী সোপানে উন্নীত হয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মাঝেই এ ধরনের অসংখ্য প্রমাণ আছে। তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দা'ওয়াত। খুশি হয়ে তিনি যার জন্য যে দু'আই করেছেন, তার জীবনে তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

একটি উপদেশপূর্ণ চিঠি

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এতদঞ্চলের সর্বত্র ছিলেন সুপরিচিত। তুলনাহীন, প্রথিতযশা মুহাদ্দিছ হিসেবে সকলের নিকট সুবিদিত ছিল তাঁর নাম। তাই দেশের দূর দূরান্ত থেকে অনেকে তাকে এক নজর দেখতে আসতেন ছারছীনায়। দু'একটি কথা শুনবেন, দোয়া নেবেন, এই ছিল তাদের আশা। আবার অনেকে চিঠিতে হুজুরের উপদেশ পাওয়ার জন্যে সুদূর বিদেশ থেকেও যোগাযোগ করতেন। হুজুরও সময় পেলে ফেরত চিঠি লিখে তাদেরকে উপদেশদানে ধন্য করতেন। বন্ধু মহলসহ আত্মীয়-স্বজনকে প্রয়োজনে রাত জেগে তিনি যে চিঠিপত্র লিখতেন, তাতেও থাকত উপদেশপূর্ণ মূল্যবান কথা। [১৭০]

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর লেখা এরূপ একটি চিঠি পাওয়া গেছে হুজুরের সহধর্মীনির নিকট। স্বীয় স্বাক্ষর সম্বলিত চিঠিটি তিনি কাকে লিখেছিলেন , তা জানা যায়নি।

তবে এ চিঠিতে যে উপদেশপূর্ণ কথা রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

---

১৬৫. ড.এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, সেমিনার প্রবন্ধ, পৃ ৪

১৬৬. ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬

১৬৭. অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

১৬৮. ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান , ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫

১৬৯. অধ্যাপক ড.এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, মাসিক নতুন বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫-৪৬

১৭০. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

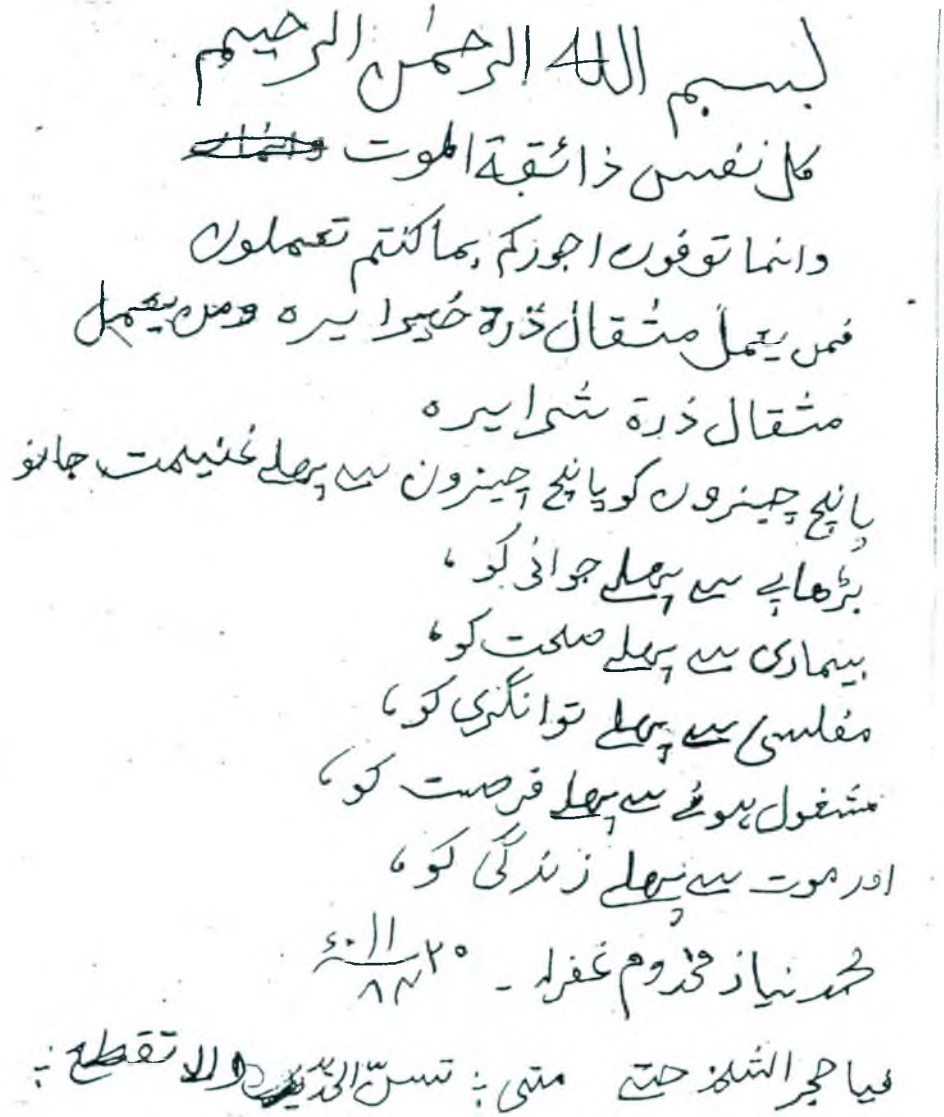

بسم الله الرحمن الرحيم

كل نفس ذائقة الموت

وانما توفون اجوركم بما كنتم تعملون

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل

مثقال ذرة شرا يره

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو

بڑھاپے سے پہلے جوانی کو،

بیماری سے پہلے صحت کو،

مفلسی سے پہلے توانگری کو،

مشغول ہونے سے پہلے فرصت کو،

اور موت سے پہلے زندگی کو،

محمد نیاز مخدوم غفرلہ - ۲۰/۱۱/۸۴ء

فيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطع

অর্থ ; " পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।"

"প্রত্যেক জীবই মৃত্যু স্বাদ আস্বাদন করবে।"

" এবং তোমরা যে কর্ম করেছ, তার পূর্ণ প্রতিফল তোমাদেরকে প্রদান করা হবে।"

" যে ব্যক্তি এতটুকু পরিমাণ ভাল কাজ করেছে সে তার প্রতিদান দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি এতটুকু পরিমাণ মন্দ কাজ করেছে সেও তার প্রতিফল দেখতে পাবে।"

"পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে মূল্যবান মনে কর ;

১। যৌবনকালকে বৃদ্ধাবস্থার পূর্বে   ২। সুস্থতাকে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে

৩। প্রাচুর্যকে দরিদ্রতার পূর্বে   ৪। অবকাশকে ব্যস্ততার পূর্বে

৫। জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।

দস্তখত

তাং ২৫ / ১১ / ১৯৮৪ ইং [১৯১]

[১৯১]. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫ – ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এর পাঠদান পদ্ধতি

- তিনি সাধারণত বুখারী শরীফ পড়াতেন।
- বিনা মুতালায়ায় কিতাব পড়াতেন না। এমনকি জীবনে একটি ঘন্টাও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া পড়াননি।
- সর্বদা সময়মত ক্লাশে যেতেন।
- নিয়মিত দীর্ঘ রাত পর্যন্ত মুতালায়া করতেন।
- মুতালায়ার জন্য সব ধরনের হাদীছের কিতাব দেখতেন।
- তাঁর দরসে হাদীছের পদ্ধতি ছিল – قراءة التلميذ على الشيخ (ছাত্রদেরকে ইবারত পড়তে বলা)
- ইবারত পড়ার সময় রা., র. ও সা. ইত্যাদি পড়ার প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন। ছাত্ররা ভুলে না পড়লে তিনি রাগ করতেন এবং ভবিষ্যতে ভুল না করার উপদেশ দিতেন।
- ইবারতে ভুল করলে নাহু ছরফের নিয়ম উল্লেখ করে তিনি তা শুধরে দিতেন।
- হাদীছের আদব রক্ষার্থে ক্লাসে পিনপতন নীরবতার জন্য গুরুত্বারোপ করতেন।
- প্রতিটি ক্লাশে সর্বপ্রথম তিনি নিয়্যতের হাদীস দ্বারা শুরু করতেন।
- এলোপাতাড়ি তাকরীর করতেন না বরং, তার তাকরীর ছিল সুবিন্যস্ত।
- হাদীছের ইবারত পাঠ শেষ হলে তিনি প্রথমত সনদ নিয়ে আলোচনা করতেন। এক্ষেত্রে রাবীদের জীবনী, খাসায়েস বলতেন, তারপর মতনের দিকে দৃষ্টি দিতেন।
- বিনা প্রয়োজনে এক কথা দু'বার বলতেন না।
- মতনের ব্যাখ্যায় প্রথমত হাদীছের তরজমা বলতেন।
- পরে হাদীছের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ পেশ করতেন।
- ঐতিহাসিক ঘটনা থাকলে তা উল্লেখ করতেন।
- তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীছের মুনাসাবাত অবশ্যই উল্লেখ করতেন।
- একটি হাদীছ পড়াতে গিয়ে তার ব্যাখ্যার অন্যান্য কিতাবের অসংখ্য হাদীছ উল্লেখ করতেন এবং তা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ বলে দিতেন।
- হাদীছের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনে বিজ্ঞান, দর্শন, বায়োলজী, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতেন।
- কোন হাদীছ থেকে কী মাসয়ালা উদ্ভাবিত হয়েছে তা বর্ণনা করতেন।
- ফিকহী মাসয়ালায় ইমামদের মতামত দলীলসহ উল্লেখ করতেন এবং সবশেষে হানাফীদের পক্ষ থেকে পূর্বোক্ত দলীলসমূহের জবাব দিয়ে হানাফীদের দলীল উল্লেখ করত তাঁদের মত প্রতিষ্ঠা করতেন।
- অন্য মাজহাবের মত বর্ণনার সময় শালীন ভাষা ব্যবহার করতেন এবং ইমামদের নাম অত্যন্ত আদবের সাথে ছিফাতসহ উল্লেখ করতেন।
- কোন কথা পুনরোল্লেখ করা ছাড়াই কোন কোন হাদীছের ব্যাখ্যা (বিশেষ করে নিয়্যাতের হাদীছ) একাধারে তিন মাস পর্যন্ত করতেন।
- নিজে দৈনিক তেলাওয়াত করে করে বহুবার তিনি বোখারী শরীফ খতম করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দীন, কালজয়ী প্রতিভা, আশেকে রাসূল, অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইলমে হাদীছের নীরব ও নিরলস সাধক। বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর জীবন। তিনি চীনা তুর্কিস্তানে জন্মেছেন , জীবন-যৌবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সেখানে অতিবাহিত করেছেন, জ্ঞানার্জন করেছেন, সৈনিক হিসেবে লড়েছেন, সেনাপতি হিসেবে লড়াই পরিচালনা করেছেন , সবশেষে সর্বস্বান্ত হয়ে হিজরত করেছেন। সিঙকিয়াঙ এর স্থান হিমালয়ের হিমবাহ দুর্লংঘ পর্বতগিরি অতিক্রম করে প্রবেশ করেছেন এই উপমহাদেশে। নিমগ্ন হয়েছেন হাদীছ সাধনায় । বক্ষকে বানিয়েছেন ইলমে দ্বীনের মহাসমুদ্র। তারপর এই বাংলার নিভৃত পল্লী ছারছীনায় এসে এই সমুদ্রের স্রোতধারায় প্লাবিত করেছেন সারাদেশ। ইলমে হাদীছের নূরানী রৌশনীতে দিক –দিগন্ত করেছেন সমুজ্জ্বল। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে হৃদয়ভাণ্ডার থেকে অকৃপণভাবে বিতরণ করেছেন ইলমে দ্বীনের হিরে জওহেরাত।[১৭২]

বোখারা , সমরকন্দ, কাশগর, খোতান ইসলামী ইতিহাস–ঐহিত্যের উলূম ফুনূন, সভ্যতা, সংস্কৃতির এককালীন পীঠস্থান থেকে মুসলমানদের গাফলতির কারণে,পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অনৈক্য-অসহযোগিতার কারণে ইসলামী আদর্শ কিভাবে মিটে যায়, কিভাবে ধ্বংস হয় তাহযীব–তামাদ্দুন, কিভাবে নির্মূল হয় ইতিহাস –ঐতিহ্য, নিশ্চিহ্ন হয় একটা শ্রেষ্ঠ জাতি আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) তা প্রত্যক্ষ করেছেন স্বচক্ষে। প্রত্যক্ষ করেছেন ইতিহাসের এক নির্মম পরিণতি।[১৭৩]

এরপর অলৌকিকভাবে ভারতে এসে ডুব দিয়েছেন জ্ঞানের সাগরে। আহরণ করেছেন হাদীছ , তাফসীর, ফিকহ, উসূল, কালাম, সীরাত, আদব, জ্যোতির্বিজ্ঞান–তথা জ্ঞান সমুদ্রের মণি–মাণিক্য। শেষে হয়ে উঠলেন ইলমে হাদীছের নির্মোহ-নির্লোভ ও নিরলস সাধক। হয়ে উঠলেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ। তাঁর ইন্তিকালে অস্তমিত হলো বাংলাদেশের এমনকি উপমহাদেশের ইলমে দীনের গৌরব রবি।[১৭৪] তাঁর ইন্তিকালে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হলো, তা সহজে পূরণ হবার নয়।[১৭৫]

موت العالم موت العالم. "একজন আলেমের মৃত্যু যেন গোটা আলম তথা জগতেরই মৃত্যু" এ উক্তিটি নিঃসন্দেহে এধরণের আলেমের বেলাতেই প্রযোজ্য। হাদীছ শাস্ত্রের দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকালের সেবক এই বিজ্ঞতম মুহাদ্দিছের অন্তর্ধানের ফলে দ্বীনি শিক্ষাঙ্গনে যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তার জের কত কাল চলবে, তা একমাত্র আলিমুল গায়েবই ভালো জানেন।[১৭৬]

---

১৭২. আল–আমীন, দেশ–জাতি-রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬

১৭৩. প্রাগুক্ত

১৭৪. (ক) ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মুজাহিদ মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), দৈনিক ইনকিলাব, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৬
খ) অধ্যাপক আখতার ফারুক, আল্লামা নিয়ায মাখদূম খাত্তানী (র.) , সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৬ ইং)
গ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০

১৭৫. ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত

১৭৬. অধ্যাপক আখতার ফারুক, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

" না তিনি মরেননি, তিনি মরবেন না, মরতে পারেন না। আসলেও তিনি শুধু আমার কাছে কেন, এমনি আরো অনেকের কাছে, বহু জনের কাছে, হাজার হাজার মানুষের কাছে, ছাত্রের কাছে, গুণগ্রাহী ভক্তের কাছে, বহু বহুদিন বেঁচে থাকবেন। অমর হয়ে থাকবেন একজন জ্ঞান-তাপস হিসেবে, একজন অদ্বিতীয় হাদীছ বিশারদ-মুহাদ্দিছ হিসেবে। একজন সাহাবা চরিত্রের মহান মানুষ হিসেবে। [১৭৭] এ কামনা ব্যক্ত করেছেন জগদ্বিখ্যাত এ মুহাদ্দিছ মুজাহিদ মুহাজির আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) এরই স্নেহধন্য সুযোগ্য কৃতী ছাত্র ও তাঁরই ভাবশিষ্য দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান। আসলেইতো যার ইন্তিকালে একদিনেই হয় একশ কুরআন খতম ও একশ বার বুখারী শরীফ খতম [১৭৮] তিনি কি মরতে পারেন ? কোন কালেই না।

তাই তাঁর জীবন থেকে শেখার আছে অনেক কিছু । মুজাহিদ , মুহাজির, মুহাদ্দিছ, মুবাল্লিগ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)-এর জীবন সবক হাসিলের এক মহাগ্রন্থ। [১৭৯]

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে আকুল ফরিয়াদ! হে আল্লাহ !

তোমার প্রিয় হাবীবের পুতঃপবিত্র বাণীর আজীবন খাদিম আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে তুমি জান্নাতুল ফিরদাউসে সু-উচ্চ মাকাম দান কর। আর এই "মহাগ্রন্থ" থেকে শিক্ষা অর্জন করে আমাদেরকে তাঁর ফায়েজ ও বরকত লাভে ধন্য হওয়ার তাওফীক দান কর। আমাদের ঘরে ঘরে পয়দা করো এমন লাখ লাখ নিয়ায মাখদূম । আমীন! ছুম্মা আমীন !!

---

১৭৭. আল আমীন, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬

১৭৮. ক) পাক্ষিক তাবলীগ, ২ নভেম্বর, ১৯৮৭ ইং
খ) মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩

১৭৯. আল আমীন, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ছন্দাশ্রু

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)- কে নিবেদিত ছন্দাশ্রু

খোল মুখ কও কথা

- অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির (র.)

(শায়খুল হাদীছ নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) স্মরণে)

হে দেয়াল তুমি যুগ যুগ ধরে, দাঁড়িয়েই রলে মুক
দেখলেই শুধু, কইলেনা কথা, খুললেনা কভু মুখ।
মন্দ ও ভালো উভয়ে দেখেছো, দেখেছো আঁধার আলো
হিমেল -উষ্ণ বাতাস সয়েছো, দেখেছো ধবল-কালো।
মূর্খ দেখেছো, আলিমও দেখেছো, দেখেছো মহান-হীন
মিলন-বিরহ হাসি ও বিষাদ, গাফিল ও জাকেরীন।
এতো সব দেখে পূর্ণতা পেলো, তোমার অভিজ্ঞতা
এবার জওয়াব দিয়ে দাও ভাই, খোল মুখ কও কথা।
খোতানী হুজুরে দেখেছো কি তুমি, দেখে যদি থাক কও
ঠিক বলি আজি, অথবা মিথ্যে, মুখ খোল বলে দাও।
দীর্ঘ শরীর, আয়তলোচন, চাঁদহাসা মুখখানি
কাঁচা সোনা যেন জ্বল জ্বল করে , অধরে মধুর বাণী।
তফসীর-হাদীছে, ফিকহ ও কালামে, মহাজ্ঞানী পারাবার
সে জোয়ার নীরে নায়ালো সবারে, গুলে গুলে গুলযার।
তাকওয়া আর পরহেজগারী, সুনানের পায়বন্দ
সবগুণে গুণী, চেহারা নূরানী, রাসূলের দিলবন্দ।
খোতানী হুজুর ধন্য করেছে, বাংলার যমীনেরে
নিয়ায দানিয়ে সরস করেছে, হাদীছের বাগানেরে।
মাখদূম তিনি বঙ্গ ভুবনে, হাজারো মুহাদ্দিছ
তাঁরই তাকরীর আওড়ায় সবে, দরসে অহর্নিশ।
দেয়ালের ভাসে দেয়ালিকা কয় সত্য ও সুন্দর
সকলই দেখেছি খোতানীর মাঝে- আল্লাহু আকবর।

Dhaka University Institutional Repository

হে নিয়ায মাখদূম !

- মুহিব্বুল্লাহ জামী

(ছারছীনা মাদরাসার শিক্ষক শায়খুল হাদীছ , মুহাদ্দিছকুল শিরোমণি অল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.) কে নিবেদিত)

বুখারী শরীফ সম্মুখে নিয়ে বসি
দুই নয়নের অশ্রুরা পড়ে খসি
'বুখারী রয়েছে, বুখারীর মহান উস্তাদ বেঁচে নেই'
আমার প্রাণের উস্তাদরা যে জপে শুধু তোমাকেই।
হে নিয়ায মাখদূম !
তোমার স্মরণে হৃদয়ে যে বয় সাহারার সাইমুম
মোহময় সংবাদে
যাঁকে দেখি নাই তাঁর নামে মন অস্থির হয়ে কাঁদে
কী যে সুমধুর স্বাদে
অস্থির মন কাঁদে।
পথিক যখন পথ পায় নাই রাতে
নাজাতের কোন উপায় ছিল না হাতে
সেদিন পথের বাঁকে বাঁকে তুমি জ্বালিয়েছ মিশকাত
অকাতরে বিলি করেছ দু'হাতে ইলমের সওগাত
সে দিন এ বাংলায়
হাজারো মুহাদ্দিছ জন্মেছে দ্বীনের ছত্রছায়
তাই তো ইলম বেঁচে রবে যতো দিন
বঙ্গে-ভারতে তোমার পতাকা ততকাল উড্ডীন।
যবনিকাপাত করব এ কবিতার
বাক্য খরচ করব না আমি আর
তার আগে বল হাদীছের বাণী " ভালোবাসবে যে যাকে
জীবনে না হোক , হাশরে - মীযানে কাছে পাইবে সে তাকে"
তাহলে তোমার ফয়েয হইতে কেন হব মাহরুম ?
হে নিয়ায মাখদূম!

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল মুহাদ্দিছীন উস্তাদুল আরেফীন আল্লামা আলহাজ্জ মাওলানা নিয়ায মাখদূম খোতানী , তুর্কিস্তানী (র.) এর ইন্তিকালে

শোকোচ্ছ্বাস

– মুহাম্মদ রিযওয়ানুল করীম

کیوں یہ جفا آئي ھے !

چھل سال پیتے آئے جس کھاٹ سے ھم اب حیات

کیوں چھین گئے ھمارے مورد کیوں یہ جفا آئی ھے ؟

سونگتے تھے ھم تیری ھی خوشبو مھکتا گوشہ دار السنت

فدا ھیں ھم تیرے ھی واسطے پر کیوں یہ جفا آئی ھے ؟

ھم ھیں شیدا تیرے علوم کا فنون میں ملی عظیم دولت

فن حدیث کائے نھر بےتاب بول کیوں یہ جفا آئی ھے ؟

لبوں میں تھی تیری مسکراھٹ نگاھوں میں ٹپکتی الفت

گرویدہ ھیں ھم تیرے ھی واسطے پرکیوں یہ جفا آئی ھے ؟

جنت الفردوس ھو جائے پناہ دربار پڑداں رب العزت

فریاد ھیں تیرے ھی عشاق کا پر کیوں یہ جفا آئی ھے ؟

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআনুল কারীম

আতাউর রহমান বিশ্বাস মো. ঃ " দক্ষিণ – পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম", প্রবন্ধাবলী, ঢাকা: উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাবি, জুন ১৯৯৯

আনিসুল হক অধ্যাপক ঃ বাংলার মূল, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫

আব্দুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০

আব্দুল গফুর অধ্যাপক ঃ মহানবীর যুগে উপমহাদেশ", অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সা. সংখ্যা, ঢাকা : ই.ফা.বা. ২৭ অক্টোবর, ১৯৮৮

আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া বালাযুরী রহ. আল্লামা ঃ ফুতুহুল বুলদান (অনু.), ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৮

আব্দুল করিম মো. ঃ ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম, ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০২

আল ফুরকান (সাময়িকী) ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. সংখ্যা, বেরেলী : ১৯৪০

আব্দুল হাই ঃ মা'আরেফুল আওয়ারেফ, পাণ্ডুলিপি শিরোনাম : আল হাদীছ ফী বিলাদিল হিন্দ

আযীযুর রহমান মুফতী ঃ তাযকিরা মাশায়িখ দেওবন্দ, করাচী : ১৯৬৪

আব্দুল অহীদ সিদ্দীকী ঃ মাকালাত –ই– তাওহীদ ,রাওয়ালপিণ্ডি : ১৯৭১

আযীযুর রহমান মুফতী ঃ তাযকিরা শাইখুল হিন্দ, বিজনৌর : মদনী দারুত তা'লীফ, ১৯৬৫খ্রি.

আনযার শাহ মাসউদী ঃ নকশে দাওয়াম,অনু: আব্দুল মতীন জালালাবাদী, ঢাকা: ই.ফা. বা. ২০০২, মহাপরিচালকের কথা

আশিকে ইলাহী বুলন্দশহরী মাওলানা ঃ তাকমিলায়ে আল ই'তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল, করাচী,

আবুল ফজল ঃ আইন - ই – আকবরী, Calcutta, Vol. II

রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, কতিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১

আখতার ফারুক ঃ বাঙ্গালীর ইতিকথা, ঢাকা: জুলকারনাইন পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬

আনিসুল হক চৌধুরী অধ্যাপক ঃ বাংলার মূল, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫

আমিরুল আলম খান ঃ যশোহর নামের ইতিহাস, " সাপ্তাহিক রোববার", ঢাকা , ১২ জুন ১৯৮৮/ ২৯ জ্যৈষ্ঠ , ১৩৯৫

আজহার উদ্দীন খান ঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : জীবনী ও কর্ম, কলিকাতা : ১৯৬৮

আজিজুল হক বান্না ঃ বরিশালে ইসলাম, ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯৪

আ.ই.ম নেছারুদ্দীন ড. ঃ ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৫

আব্দুল করিম ঃ চট্টগ্রামে ইসলাম, ঢাকা : ই.ফা.বা ১৯৯৪

আব্দুল মান্নান মোহাম্মদ ঃ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায় , অগ্রপথিক:সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা, ঢাকা: ই.ফা.বা. বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৫, মে. ২০০৪

আব্দুল গফুর অধ্যাপক ঃ " ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ " ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্বসংখ্যা ঢাকা : ই. ফা. বা.

আকরম খাঁ মুহাম্মদ ঃ মোস্তফা চরিত, কলিকাতা : নবজাতক প্রকাশন, ১৯৮৭

আব্দুস সাত্তার ঃ তারীখ ই মাদরাসা ই আলিয়া, ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৫৯

আব্দুল করিম মো. ঃ মহিসন্তোষ : সুলতানী আমলে হারিয়ে যাওয়া একটি নগরী, ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৮

আব্দুল বাতিন মাওলানা ঃ সীরাত–ই–মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী , এলাহাবাদ :আসরারে করীমি প্রেস, ১৩৬৮ হি.

আ.র.ম. আলী হায়দার ড. ঃ শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবূ বকর সিদ্দীকী (র.), ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৪

আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আমীনুল হক ড. ঃ "মুফতী আমীম আল ইহসানের চিন্তা-চেতনা ", মুসলিম মনীষা, ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০১

আবুল কালাম আহমদ ঃ "নিছারুদ্দীন আহমদ (র.) , "আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম", ঢাকা : ই.ফা.বা. , ২০০৪

আবুল কাসেম ভুইঞা ঃ তাহযীব , ২য় বর্ষ: বিশেষ কুরআন সংখ্যা, ১৯৮১

আব্দুর রশীদ মুহাম্মদ ঃ শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী আততুর্কিস্তানী (র.), ঢাকা:সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৪

আহসান সাইয়েদ ড. ঃ বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ঢাকা : এডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০৬

অফিস রেকর্ড ঃ ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা।

আবুল কাসেম ফিরিশতা ঃ তারীখ-ই-ফিরিশতা

আহমদ ইবনু মোহম্মদ আল–আন্দালুসী ঃ আল ইকদুল ফারীদ, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০৬

আযম হাশেমী ঃ বুখারা–সমরকন্দের রক্তাক্ত ইতিকথা, অনুবাদ: মোল্লা মেহেরবান, ঢাকা: দেশ–জনতা প্রকশনী , ২০০১

আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক অধ্যক্ষ ঃ মুজাহিদ মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.); অপ্রকাশিত

আহমাদুল্লাহ আ.ম.ম. ঃ উসতাযুনাল মুকাররম শামসুল ওলামা মাওলানা মুহা: নিয়ায মাখদূম তুর্কিস্থানী (খোতানী হুজুর) রহমাতুল্লাহি আলাইহ,

Dhaka University Institutional Repository

ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামেয়া–ই–ইসলামিয়ার কামিল মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছাত্রবৃন্দের বিদায়ী স্মরনিকা, ১৯৮৯

আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ঃ"স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী র.", মুসলিম মনীষা, ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০১

আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক অধ্যক্ষ ঃ আদর্শের প্রতীক আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির (র.), মাসিক নতুন বিকাশ, ঢাকা : দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, জুলাই ২০০৮, সম্পাদকীয় নিবন্ধ

আবু বকর আল বায়হাকী ঃ শুআবুল ঈমান, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১০ হি., www.shamela.ws

আখতার ফারুক অধ্যাপক ঃ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খাত্তানী (র.) , সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা, ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮৬ ইং

আল-আমীন ঃ দেশ–জাতি–রাষ্ট্র, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৬

আহমদ ইবনে শুআইব আন্ নাসায়ী ঃ সুনানে নাসায়ী, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়া,১৯৯১, ১ম সংস্করণ, www.shamela.ws

আবূ যাহু মুহাম্মদ ঃ আল হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, লেবাননঃ দারুল কিতাব আল আরবী, ১৯৮৪

আব্দুস সালাম মুহাম্মদ ঃ মাওলানা রুহুল আমীন–জীবন ও কর্ম, ঢাকা : ই.ফা. বা. ২০০৫

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ অধ্যাপক মাওলানা ঃ "আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী (র.) " কুদরত–ই খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, ঢাকাঃ আর আই এস পাবলিকেশন্স , ২০০১

আবু বকর সিদ্দীক মোঃ ঃ স্মৃতির মুকুরে মরহুম খোতানী হুজুর, ছারছীনা : পাক্ষিক তাবলীগ, ৫-৭ম সংখ্যা, ১৯৮৭ ইং

আসগর হুসাইন সাইয়্যিদ ঃ হায়াতে শায়খুল হিন্দ, লাহোর : ইদারা ইসলামিয়াত , ১৯৭৭ খি.

আতহার আব্বাস রিজভী সাইয়িদ ঃ অনুঃ এম. রুহুল আমীন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও সমকালীন রাজনীতি, ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৮৮,

আয়্যুব কাদেরী মুহাম্মদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আহসান নানূতাভী, করাচী : ১৯৬৬ খ্রি

আব্দুর রশীদ মুহাম্মদ ঃ স্মৃতির পাতায় অম্লান যে জন, দৈনিক ইনকিলাব, ১ নভেম্বর, ১৯৮৭

আব্দুস সাত্তার মুহাম্মদ ঃ "ছারছীনা শরীফের পীর আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র.)", আল হেলাল, মাদরাসা বার্ষিকী , ১৯৯৪

আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ. আল্লামা ঃ মুকাদ্দামায়ে শরহে বেকায়াহ, দিল্লী : মাকতাবায়ে থানভী, ১৯৮০

ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ সম্পাদিত, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ইবনু আবদিল বার	ঃ আল ইসতীআব ফী আসমাইল আসহাব, হায়দারাবাদ–দক্ষিণাত্য : আল মাকতাবা আল তাওফীকিয়্যাহ, ১২১৬ হি
ইবনে হাজার আসকালানী	ঃ এসাবা, লেবানন : দারুল ফিকর, ২০০১
ইয়াকুত	ঃ মুজামুল বুলদান, সম্পাদনা : Western Field, 1866,
ইসমাঈল শহীদ	ঃ সিরাত-ই-মুস্তাকীম, দিল্লী : মুজতাবাই প্রেস, ১৩২৮ হি.
ইবনে জারীর	ঃ তারিখে তবারী, খ ১, লেবানন : দারুল ফিকর, ২০০১
এম. নাজির আহমদ	ঃ " বাংলাদেশে ইসলামের আগমন", মাসিক পৃথিবী, ঢাকা: জানুয়ারী, ১৯৯৭
এ.এইচ.এম. মুজতবা হুসাইন	ঃ "মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানূতাবী", মুসলিম মনীষা, ঢাকা: ই.ফা.বা. , ২০০১
এম. এ. আজিজ ড.ও আহমদ আনিসুর রহমান ড.	ঃ প্রাচীন বাংলা (প্রবন্ধ) : গ্রন্থ : বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৮, ২য় সংস্করণ
এস.এম. হাসান ড.	ঃ সোনারগাঁও, ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৮৯
এ.এফ.এম আনওয়ারুল হক ড.	ঃ শাহসূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.): একটি জীবন একটি আদর্শ, ছারছীনা : মুসলিম স্টোর , ২০০৫
এ.এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান ড.	ঃ "আল্লামা নিয়ায মাখদূম(র.)ঃ বাংলাদেশে হাদীছ শিক্ষাদানে তাঁর অবদান", ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯৮
এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান ড.	ঃ মাসিক নতুন বিকাশ, ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮
এ.আর. এম. ড. আলী হায়দার	ঃ আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির (র.) : জীবন ও কর্ম, মাসিক নতুন বিকাশ, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ২০০৮
এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান ড.	ঃ খোতানী হুজুর (র.) এর ইন্তিকাল বার্ষিকী সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ , ২০০০ ইং
এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ অধ্যাপক মাওলানা	ঃ হাদীছ বিজ্ঞানের নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), সেমিনার প্রবন্ধ, ২০০০
কে. এ. নিযামী : ড. মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত	ঃ Arab accounts of India গ্রন্থের ভূমিকা
কাজী দীন মুহম্মদ ড.	ঃ " বাংলায় ইসলাম", বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ঢাকা: ই.ফা.বা., জুন ২০০৮
কাজী মুহাম্মদ যাহেদ আল হোসাইনী আল্লামা	ঃ চেরাগে মুহাম্মদ সা. , অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৮, ২য় সংস্করণ, অনুবাদকের আরজ
কিতাবুল মুকাদ্দাস	ঃ লন্ডন : ১৮৬৬, তাকভীন, ৯ম,১০ম ও ১১শ সংস্করণ
কাজী দীন মুহাম্মদ ড.	ঃ বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ : কিছু ভাবনা; অগ্রপথিক, ঢাকা: ই.ফা.বা., ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

কাজী দীন মুহম্মদ ড. ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা : ১৯৬৮

কাজী দীন মুহম্মদ ড. ঃ " আর্য ভারতীয় সেন আমলে বাংলা" 'নিবন্ধ', বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০৮

কাজী আতাহার মুবারকপুরী মাও. ঃ খাইরুল কুরুন কী দরস গাহী, ইউ.পিঃ শাইখুল হিন্দ একাডেমি, দারুল উলূম , দেওবন্দ

কারামত আলী জৌনপুরী মাওলানা ঃ কামিউল মুবতাদিঈন, চব্বিশ পরগণা :ফুনূন প্রেস, ১২৮১ হি./১৮৬৪খ্রি.

কারামত আলী জৌনপুরী মাওলানা ঃ নাসীমুল হারামাইন, জৌনপুরঃ আহমদী প্রেস, ১২৭৭ হি./১৮৬০ খ্রি.

কুতুব উদ্দীন মোহাম্মদ ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র.) ঃ জীবন ও কর্ম, মুসলিম মনীষা, ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ২০০১

কাফিলুদ্দীন সরকার সালেহী মাওলানা ঃ খোতানী (র.) স্মৃতি সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ, ২০০১

গোলাম সাকলায়েন ড. ঃ বাংলাদেশের সূফী সাধক, ঢাকাঃ ই.ফা. বা., ১৯৯৩

গোলাম হোসাইন সলীম ঃ রিয়াদুস সালাতীন গ্রন্থের অনুবাদ, আকবর উদ্দীন অনূদিত, ঢাকাঃ ১৯৭৪

ছাইফুদ্দীন মোঃ ঃ কুড়ানো মাণিক হারিয়ে গেল, পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতি সংখ্যা, ১৯৮৭

জুলফিকার আহমদ কিসমতী ঃ "ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র.)", বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ, ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ২০০৫

জুলফিকার আহমদ কিসমতী ঃ "মাওলানা নিছার উদ্দীন আহমদ" , বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ, ঢাকাঃ ই.ফা.বা., ২০০৫

নাসির হেলাল ঃ যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার , যশোর : সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২

নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা ঃ হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২

নূর মোহাম্মদ আ'জমী ঃ আমার জীবন, ফেনীঃ ১৯৭৩

নীহার রঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস,আদিপর্ব, কলিকাতা : ১৩৫৯

নূরুর রহমান মাওলানা ঃ তাজকিরাতুল আউলিয়া, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭ খ্রি.

নূরুদ্দীন আহমদ ঃ ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসাঃ অতীত ও বর্তমান

নজরুল ইসলাম খান ঃ মরহুম খাত্তানী হুজুর , আমরা এবং মরণোত্তর পুরস্কার প্রসঙ্গে, দৈনিক নব অভিযান, ২০ নভেম্বর, ১৯৮৬ ইং.

ফুয়াদ আব্দুল বাকী মুহাম্মদ ঃ মিফতাহু কুনুযিস সুননাহ ,কায়রো : ১৯৩৪, মুকাদ্দামা,

ফরিদ আহমদ আব্বাসী সৈয়দ ঃ মাদার-ই-আযম অনুঃ পিয়ার আলী নাজির, ঢাকা : কাজেমিয়া ফাউন্ডেশন, ১৪০৪ হি.

Dhaka University Institutional Repository

ফজল মোহাম্মদ ঃ সোনারগায়ের সেই সোনা নেই, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৯ মে, ১৯৮৯, ঢাকা।

মুহিউদ্দীন খান ঃ " বাংলাদেশে ইসলাম : কয়েকটি তথ্যসূত্র, " ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা: ই.ফা.বা. এপ্রিল–জুন , ১৯৮৮

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম মওলানা ঃ হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭, ১০ম সংস্করণ

মোহাম্মদ এছহাক ডক্টর ঃ ইলমে হাদীছে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, অনু: হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া, ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৩

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব আত তাবরীযী ঃ মেশকাতুল মাসাবীহ, বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫, ৩য় সংস্করণ, www.shamela.ws

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী ঃ সহীহ বুখারী, বৈরুত: দারু ইবনে কাছীর, ১৯৮৭, ৩য় সংস্করণ, www.shamela.ws

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ঃ সহীহ মুসলিম, বৈরুত : দারু আল জায়ল, www.shamela.ws

মাসিক নতুন বিকাশ (রেজি.নং ডি.এ. ৫০৬৮) ঃ দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা, অক্টোবর, ২০০৮

মানাযের আহসান গিলানী ঃ নিযাম ই তালীম ও তরবিয়াত, দিল্লী : ১৬৪৪

মা'আরিফ ঃ আজমগড়, নিবন্ধ : হিন্দুস্তান মে ইলমে হাদীছ

মুহাম্মদ ইয়াকুব নানূতাবী মাওলানা ঃ "সাওয়ানেহ – ই – উমরী " দেওবন্দ : ১৩৭৩ হি.

মুহাম্মদ মোতালেব হোসাইন সালেহী মাওলানা ঃ আত্ তারীখুছ ছামীন ফিল হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছীন, কুমিল্লা : সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদরাসা, ২০০৭, ১ম সংস্করণ,

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ড. ঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ঢাকা:১৯৭৩

মুহম্মদ শহীদল্লাহ ড. ঃ বাংলা সাহিত্যের কথা, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬

মো: আব্দুস সাত্তার ড. ঃ বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, ঢাকা : ই.ফা.বা, জুন ২০০৪

মহিউদ্দীন এ.কে. এম. ঃ চট্টগ্রামে ইসলাম , ঢাকা: ই.ফা. বা. ১৯৯৬

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ড. ঃ "বঙ্গে আরবী শিক্ষার ইতিহাস" নিবন্ধ বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ,

মহসিন হোসাইন ঃ "শাহ সূফী আবূ বকর সিদ্দিকী (র.)," আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম, ঢাকা : ই.ফা.বা. , ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইবরাহীম তর্কবাগীশ দিওয়ান ঃ হাকীকতে ইনসানিয়াত, ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দীকি, ঢাকা: ইউনিভার্সেল প্রেস, ১৯৭৮, ২য় সংস্করণ

মুহাম্মদ সালমান মাওলানা ঃ মাওলানা বুহুল আমীন:আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, ঢাকা : ই.ফা.বা. , ২০০৪

মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ ড. ঃ "বাংলাদেশে ইলমে হাদীছ চর্চায় আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.)–এর অবদান", মাসিক নতুন বিকাশ , ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮

মুহাম্মদ দেলোয়ার হুসাইন ঃ একজন আর্দশ মানবের জীবনকথা, পাক্ষিক তাবলীগ, নভেম্বর ১৯৯১ ইং

মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ড. ঃ মুজাহিদ মুহাদ্দিছ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী (র.), দৈনিক ইনকিলাব, ২১ ডিসেম্বর , ১৯৮৬

মুহিউদ্দীন খান ঃ অন্তরঙ্গ আলোকে একজন মনীষী; আল্লামা খোতানী , অগ্রপথিক, (ঢাকা: ই.ফা.বা.),৩য় বর্ষ, সংখ্যা ২৩,জুন ১৯৮৮

মুহিউদ্দীন খান ঃ অন্তরঙ্গ আলোকে খোতানী হুজুর , পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতিসংখ্যা , ১৯৮৭

মুহিউদ্দীন খান ঃ জীবনের খেলাঘরে, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স , ২০০৩

মুহাম্মদ জালালুদ্দীন হাফেজ ঃ সত্যের সাধক মরহুম খোতানী হুজুর কেবলা, পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতি

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ড. ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল ঃ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদীর (র.) : জীবন ও সাহিত্য কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই – সেপ্টেম্বর ২০০৪

রহমান আলী ঃ অনুবাদ : মুহাম্মদ আইয়ুব কাদীরী, তাযকিরা এ উলামায়ে হিন্দ, লাহোর :১৯৮৫

রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, কলিকাতা:১৯৮১

রহিম এম.এ. ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২

বুহুল আমীন মুহাম্মদ ঃ " শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র.)" , নিবন্ধ ; মুসলিম মনীষা, ঢাকা: ই.ফা.বা., জুন ২০০১

রহমান আলী তায়েশ মুনশী ঃ তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা,ইন্ডিয়া : স্টার অব ইন্ডিয়া প্রেস, ১৯১০

শাহ ওয়ালী উল্লাহ ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, দিল্লী:আছাহহুল মাতাবে', ২০০০

শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক এম. এ. ঃ বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, কলিকাতা : ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৬

শাহাবুদ্দীন আহমেদ সরকার, ঃ সম্রাট আকবর যুগে ভারতে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র, দৈনিক ইনকিলাব, ১ অক্টোবর, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

শিবলী নোমানী আল্লামা ও সোলাইমান নদভী	ঃ সীরাতুন্নবী (সা.) অনুঃ এ.কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, ঢাকা:ই.ফা.বা.২০০১
শাহজাহান তালুকদার	ঃ নিছারুদ্দীন আহমদ (র.) "আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম", ঢাকা : ই.ফা.বা. , ২০০৪
সুবুকী	ঃ তবাকাত, বৈরুত : দারুল মা'আরিফ
সায়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী মওলানা	ঃ সাওয়ানেহে কাসেমী, দেওবন্দ: ইণ্ডিয়া, ১৩৭৩ হি
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	ঃ অর্থনীতিক ভূগোল : বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮
সুকুমার সেন	ঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা : ১৯৭৯
সৈয়দ সুলায়মান নদভী আল্লামা	ঃ আরব নৌবহর ,অনুঃ হুমায়ুন খান, ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৮৮, ২য় সংস্করণ
সম্পাদকমন্ডলি	ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ ১৬, ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৭
সম্পাদনা পরিষদ	ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ ১০, ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯১,
হাসান আব্দুল কাইয়ূম অধ্যাপক	ঃ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের অগ্রসফর , দৈনিক ইনকিলাব, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) বিশেষ সংখ্যা, ৩ মে ২০০৪
হাসান আব্দুল কাইয়ূম অধ্যাপক	ঃ "মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (র.)" , আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম, ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০৪
A.H.Vidyarthi	ঃ Arabic : The mother of all Languages, Sanskrit : Its incognito offspring, The Islamic Reviw, January, 1959 Vol. XLVII
Dr.M.A. Rahim	ঃ Social and Cultural History of Bengal, Karachi, 1967
Dr.A.K.M. Ayub Ali	ঃ History of traditional Islamic Education in Bangladesh
Hirth	ঃ China and the Roman orient.
H.G. Wells.	ঃ A short history of the world , London
John Briggs	ঃ Ferishta, Vol. 1, P (vi) Introductory chapter.
J.P. Wade Dr.	ঃ An account of Assam
Lionel Casson	ঃ The periplus of the Erythraean sea ,Translated from Original Greek language,U.S.A. Princetor University Press,New_jesrsey
Mohammad Eshaq Dr.	ঃ India's contribution to the Study of Hadith Literature, 1955

Dhaka University Institutional Repository

N.N. Law ঃ promotion of learning in India, London,1916

R.C. Majumder (ed) ঃ The History of Bengal, Vol. 1, Dacca : The University of Dacca, 1943

Shamsuddin Ahmed ঃ Iscripmons of Bengal, Rajshahi : Barendra Research Museum, 1960, Vol-4

Saghir Hasan Al Masumi ঃ Bangla's contribution to Islamic studies ,Journal of the Islamic Research , Institution of Pakistan, Vol (VI), No. 2, June 1967.